

কাওয়াইদুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ

قَوَاعِدُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ

দাখিল

অষ্টম শ্রেণি

الصَّفِّ الثَّامِنِ لِلدَّخْلِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

قرر مجلس التعليم لمدارس بنغلاديش تدريس هذا الكتاب للصف الثامن من الداخل من عام ٢٠١٤م  
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে  
দাখিল ৮ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

---

# قَوَاعِدُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ

لِلصَّفِّ الثَّامِنِ مِنَ الدَّاخِلِ

কাওয়াইদুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ

দাখিল  
অষ্টম শ্রেণি

রচনায়

ড. মুহাম্মদ নূরুল্লাহ  
মুহাম্মাদ আতিকুর রহমান  
হোছাইন আহমদ ভূইয়া  
মোহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ

সম্পাদনায়

ড. মোঃ মাহফুজুর রহমান

---

مَجْلِسُ التَّعْلِيمِ لِمَدَارِسِ بَنْغَلَادِيْشِ ، دَاكَا  
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড  
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

---

[ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত ]

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০১৩  
পরিমার্জিত সংস্করণ : আগস্ট, ২০১৮  
পুনর্মুদ্রণ : , ২০২২

ডিজাইন

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

---

মুদ্রণে :

## প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশশ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ, নৈতিকতা সম্পন্ন সুশিক্ষিত জনশক্তি প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত পন্থায় ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ় আস্থা অনুযায়ী জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী সুনাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখাই মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে পরিমার্জন করা হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর ইসলামি মূল্যবোধ থেকে শুরু করে দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাহত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক। এতে শিক্ষার্থীদের বয়স, প্রবণতা, শ্রেণি, ধারণক্ষমতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কুরআন ও হাদিসের মর্ম অনুধাবন করার জন্য আরবি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। আর এ ভাষা আয়ত্ব করার জন্য উহার কাওয়াইদ (ব্যাকরণ) জানা আবশ্যিক। এ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে কাওয়াইদুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ আলেম, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটি অধিকতর পরিশুদ্ধ করা হয়েছে, যার প্রতিফলন বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। এতদসত্ত্বেও কোনো প্রকার ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যারা নিজেদের মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। যাদের জন্য পুস্তকটি রচিত হলো তারা যদি উপকৃত হয় তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

প্রফেসর কায়সার আহমেদ

চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

## فَهْرَسُ الْمَوْضُوعَاتِ

الصفحة	الموضوعات	الصفحة	الدروس والفصول	الموضوعات	الدروس والفصول
١٢٤	المبتدأ والخبر	٥	الفصل الثالث	علم الصرف	الوحدة الأولى
١٢٥	خبر إن وأحوالها	٦	الفصل الرابع	علم الصرف: تعريفه ومجآله	الدرس الأول
١٥٢	اسم كان وأحوالها	٨	الفصل الخامس	الكلمة وأقسامها	الدرس الثاني
١٥٤	اسم ما ولا المشبهتين بليس	٩	الفصل السادس	الفعل وأقسامه	الدرس الثالث
١٥٩	خبر لا التافية للجنس	١٥	الفصل السابع	أجناس الكلمة	الدرس الرابع
١٥٥	المفعول المطلق	١٦	الفصل الثامن	الإغلاآ وقواعده	الدرس الخامس
١٨١	المفعول به	٢٥	الفصل التاسع	الفعل الماضي: تصريفه	الدرس السادس
١٨٤	المفعول فيه	٥١	الفصل العاشر	الفعل المضارع: تصريفه	الدرس السابع
١٨٩	المفعول له	٥٥	الفصل الحادي عشر	فعل الأمر: تصريفه	الدرس الثامن
١٤٥	المفعول معه	٨٩	الفصل الثاني عشر	فعل التهي: تصريفه	الدرس التاسع
١٤٢	الحال	٤١	الفصل الثالث عشر	اسم الفاعل واسم المفعول: تصريفهما	الدرس العاشر
١٤٨	المستثنى	٤٤	الفصل الرابع عشر	الفعل اللزوم والمتعدني	الدرس الحادي عشر
١٤٩	التمييز	٥٥	الفصل الخامس عشر	خصائص الأبواب	الدرس الثاني عشر
١٥١	المضاف إليه	٥٦	الفصل السادس عشر	أوزان مصادر الأفعال الثلاثية وبعض مصادر الأبواب المشهورة	الدرس الثالث عشر
١٥٨	مجرور مجرور الجار	٩٥	الفصل السابع عشر	علم النحو	الوحدة الثانية
١٥٥	المجروف العامة وغير العامة	٩٥	الدرس السابع عشر	أقسام الاسم	الدرس الأول
١٩٤	الفعل المبني والمعرب	٦٩	الدرس الثامن عشر	الإستناد والكلام	الدرس الثاني
١٩٥	العوامل في الفعل	٥٥	الدرس التاسع عشر	الأسماء المتمكنة	الدرس الثالث
١٦٥	التوابع	٥٩	الدرس العاشر	الأسماء غير المتمكنة	الدرس الرابع
١٥٩	الترجمة	١١٥	الوحدة الثالثة	المصرف وغير المصرف	الدرس الخامس
٢٥٤	الرسائل والعرائض	١١٩	الوحدة الرابعة	المزونات والمضونات والمجوزات	الدرس السادس
٢١٥	الإنشاء العربي	١١٥	الوحدة الخامسة	الفاعل	الفصل الأول
٢١٥	शिक्षक निर्देशिका	١٢٥		نائب الفاعل	الفصل الثاني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْوَحْدَةُ الْأُولَى  
عِلْمُ الصَّرْفِ  
الدَّرْسُ الْأَوَّلُ  
عِلْمُ الصَّرْفِ : تَعْرِيفُهُ وَمَجَالُهُ  
عِلْمُ الصَّرْفِ -এর পরিচয় ও ক্ষেত্র

عِلْمُ الصَّرْفِ -এর পরিচয় :

صَرْفٌ শব্দটি ৰ-ص মূল থেকে গৃহীত। শব্দটির আভিধানিক অর্থ التَّحْوِيلُ (পরিবর্তন করা), ও التَّغْيِيرُ (এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার দিকে স্থানান্তরিত করা)।

عِلْمُ الصَّرْفِ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হল-

هُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنِ الْمُفْرَدَاتِ مِنْ حَيْثُ صُورِهَا وَهَيْئَاتِهَا، أَوْ مِنْ حَيْثُ مَا يَعْرِضُ لَهَا مِنْ صِحَّةٍ، أَوْ إِعْلَالٍ، أَوْ إِبْدَالٍ .

অর্থাৎ, এমন শাস্ত্র যাতে আকৃতি ও গঠনের দিক থেকে একক শব্দাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, অথবা একক শব্দাবলির ক্ষেত্রে সহীহ হওয়া, তা'লীল হওয়া বা বদল (পরিবর্তন) হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়।

عِلْمُ الصَّرْفِ -এর ক্ষেত্র : সরফ শাস্ত্রের আওতাধীন ক্ষেত্র মোট দুটি। যথা-

১. الْأَفْعَالُ الْمُتَصَرِّفَةُ (রূপান্তরশীল ফে'লসমূহ)। অর্থাৎ, যেসব ফে'ল সকল সীগায় রূপান্তরিত হয়।

২. الْأَسْمَاءُ الْمُتَمَكِّنَةُ (ইরাব গ্রহণকারী ইসমসমূহ)। অর্থাৎ, যেসব ইসম সকল প্রকার ইরাব গ্রহণ করে।

এগুলো ছাড়া যত প্রকারের শব্দ আছে তা صَرْفِ -এর আলোচনার আওতায় আসে না। আর সেগুলো হল-

ক. হরফসমূহ। যথা- فِي - مِنْ - إِنَّ ইত্যাদি।

খ. ইসমে মাবনীসমূহ, যথা- إِذَا - أَيْنَ - حَيْثُ ইত্যাদি।

গ. صَمِيرُ সমূহ, যথা- أَنَا - أَنْتَ - نَحْنُ ইত্যাদি।

ঘ. ইসমে ইশারাসমূহ, যথা- هَذَا - هَذِهِ - ذَلِكَ ইত্যাদি।

ঙ. ইসমে মাওসুলসমূহ, যথা- الَّذِي - الَّتِي - الَّذِينَ ইত্যাদি।

চ. ইসমে শর্তসমূহ, যথা- مَنْ - مِمَّا - مِمَّنْ ইত্যাদি।

ছ. ইসমে অসম্বন্ধিত শব্দসমূহ, যথা- كَمْ - إِذْ - كَيْفَ ইত্যাদি।

জ. ইসমে অসম্বন্ধিত শব্দসমূহ, যথা- عَسَى - بئْسَ - نَعَمْ - بئسَ - عَسَى - بئسَ - نَعَمْ ইত্যাদি।

## الْمِيزَانُ الصَّرْفِيُّ

### মীযানুস সরফ

মীযানুস সরফ পরিচিতি :

مُقْيَاسٌ جَاءَ بِهِ عُلَمَاءُ الصَّرْفِ لِمَعْرِفَةِ أَحْوَالِ أُيُنِيَةِ الْكَلِمَةِ

অর্থাৎ, মীযান সরফ হল ঐ মাপযন্ত্র, যা ক্বীম-এর ওজনসমূহের অবস্থা জানার জন্য সরফ বিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন।

আবরি ভাষায় অধিকাংশ শব্দ তিন হরফবিশিষ্ট। তাই সরফ বিশেষজ্ঞগণ তিনটি মূল হরফের মাধ্যমে সরফের মীযান গঠন করেছেন। আর সেই মূল হরফগুলো হল ف - ع - ل এবং তারা সেটাকে শব্দের বিপরীতে রেখেছেন। উদ্দেশ্য হল তার ওজন। সুতরাং فاء হল প্রথম হরফের মোকাবেলায় আর عين হল দ্বিতীয় হরফের মোকাবেলায় আর لام হল তৃতীয় হরফের মোকাবেলায়। যেন ওজনের রূপটা হরকত ও সাকিনের দিক থেকে ওজনকৃত শব্দের আকৃতির যথার্থ ওজনের হয়।

সরফ বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন কারণে فَعَلَ শব্দটিকে সরফী ওজনের জন্য নির্বাচিত করেছেন। যেমন-

১। فَعَلَ শব্দটি তিন হরফবিশিষ্ট এবং আরবি ভাষার শব্দসমূহের অধিকাংশ তিনটি মূল হরফবিশিষ্ট। তিনের অধিক হরফ বিশিষ্ট শব্দ সংখ্যা কম।

২। فَعَلَ শব্দটি ব্যাপক অর্থ সম্পন্ন। কেননা প্রত্যেক ক্রিয়াই فَعَلَ-এর অর্থ বহন করে। তাই أَكَلَ؛ جَلَسَ؛ قَامَ ইত্যাদি ক্রিয়া কোনো কিছু করা বা ঘটনার অর্থ প্রদান করে।

৩। فَعَلَ এর হরফগুলো সহীহ (বিশুদ্ধ)। এতে الف ; واو ; ياء-এর মতো হরফে ইল্লাত, যা বিলুপ্ত হতে পারে এমন কোনো হরফ নেই। হরফে ইল্লাত সম্বলিত ক্রিয়াসমূহ (أَفْعَالٌ مُعْتَلَّةٌ) পরিবর্তন, স্থানান্তর বা বিলুপ্তির মাধ্যমে পরিবর্তন হয়।

### মীযানুস সরফের উপকারিতা :

মীযানুস সরফ শব্দসমূহের ধরণ বর্ণনা করে, শব্দটি অতিরিক্ত হরফ মুক্ত হলে কিংবা অতিরিক্ত হরফ সম্বলিত হলে অথবা **تامة** বা **ناقصة** হলে তাও বর্ণনা করে।

মীযানুস সরফ শব্দের হরকত, সুকুন, তার মূল হরফ, অতিরিক্ত হরফ, তার কোনো হরফ আগে হওয়া বা পরে হওয়া, হরফসমূহের যা উল্লেখ করা হল এবং যা বিলুপ্ত করা হল তা এবং শব্দের সহীহ ও তালীল হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করে।

## تَدْرِيبَاتٌ

### (أ) নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। **عِلْمُ الصَّرْفِ**-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ লেখ।
- ২। **كَلِمَةٌ**-এর ঐসব প্রকার উল্লেখ কর, যা **صَرْفٍ**-এর আলোচনার আওতায় প্রবেশ করে না।
- ৩। **الْمَيْزَانُ الصَّرْفِي** দ্বারা উদ্দেশ্য কী? বর্ণনা কর।
- ৪। **الْمَيْزَانُ الصَّرْفِي**-এর জন্য **فَعَلَ** কে নির্বাচন করা হল কেন? তার দুটি কারণ উল্লেখ কর।

(ب) নিচের বাক্যগুলো পড়। অতঃপর তা থেকে ঐসব শব্দ বের কর, যেগুলো **صرف**-এর আওতায় প্রবেশ করে এবং যেগুলো প্রবেশ করে না-

وَكَانَ الْمَسْجِدُ النَّبَوِيُّ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ مِنَ اللَّيْلِ، وَسَقَفُهُ مِنَ الْجُرَيْدِ، ثُمَّ اتَّسَعَ وَدَخَلَتْهُ يَدُ الْإِصْلَاحِ مَرَاتٍ.  
كَانَ مِنْ أَهْمِّهَا تَوْسِعَتُهُ فِي الْعَهْدِ السَّعُودِيِّ، وَالْآنَ حَدَثَ أُعْظَمُ تَوْسِعَةٍ مُنْذُ إِنْشَائِهِ.

### (ج) বাড়ির কাজ :

তুমি তোমার মাদ্রাসার পাঠ্যবইয়ের একটি অনুচ্ছেদ পড়ো এবং তা থেকে **اسم** ও **فعل** সমূহকে বের কর।



## الدَّرْسُ الثَّانِي الكَلِمَةُ وَأَقْسَامُهَا কালেমা ও তার প্রকার

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

(أ)

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়) ।  
 الْكَعْبَةُ بَيْتُ اللَّهِ (কাবা আল্লাহর ঘর) ।  
 بِلَالٌ (ؓ) أَوَّلُ مُؤَدِّينَ فِي الْإِسْلَامِ (ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন বেলাল ؓ) ।

(ب)

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে) ।  
 أَيَّاكَ نَعْبُدُ (আমরা তোমারই ইবাদাত করি) ।  
 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (বলুন! তিনি আল্লাহ একক) ।

(ج)

حَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ (আল্লাহ তাদের অন্তকরণে মোহর মেরেছেন) ।  
 دَخَلَتْ فَاطِمَةُ فِي الْعُرْفَةِ (ফাতিমা কক্ষে প্রবেশ করেছে) ।  
 ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ (আল্লাহ তাদের আলো উঠিয়ে নিলেন) ।

উপরের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে, (أ) , (ب) ও (ج) অংশের নিম্নরেখাবিশিষ্ট কَلِمَةٌ গুলোর প্রত্যেকটি শব্দেরই নির্দিষ্ট একটি অর্থ রয়েছে। এরূপ অর্থবোধক শব্দকে কَلِمَةٌ বলে।

(أ) অংশের শব্দগুলো (اللَّهُ ; الْكَعْبَةُ ; بِلَالٌ) কোনো কালের সাথে সম্পর্ক ছাড়াই নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করেছে। (ب) অংশের শব্দগুলো (قَدْ أَفْلَحَ ; قُلْ ; نَعْبُدُ) কালের সংযোগে নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করেছে। আর (ج) অংশের শব্দগুলো (عَلَى ; فِي ; ذَهَبَ) এর নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে; কিন্তু তা অন্য শব্দের সাথে মিলিত হওয়া ব্যতীত নিজ অর্থ প্রকাশে সম্ভব নয়।

সুতরাং (أ) অংশের শব্দগুলোকে إِسْمٌ ; (ب) অংশের শব্দগুলোকে فِعْلٌ এবং (ج) অংশের শব্দগুলোকে حَرْفٌ বলে।

## الْقَوَاعِدُ

كَلِمَةٌ-এর পরিচয় : كَلِمَةٌ শব্দের অর্থ- শব্দ, বক্তব্য, কথা ইত্যাদি। নাছশাত্তের পরিভাষায় কَلِمَةٌ বলা হয়-  
الْكَلِمَةُ اللَّفْظَةُ الدَّالَّةُ عَلَى مَعْنَى مُفْرَدٍ بِالْوَضْعِ سَوَاءً أَكَانَتْ حَرْفًا وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ.

অর্থাৎ, গঠনগতভাবে একক অর্থবোধক শব্দকে কَلِمَةٌ বলে। চাই তা এক অক্ষরবিশিষ্ট হোক বা একাধিক অক্ষরবিশিষ্ট হোক।

যেমন আল্লাহর বাণী- خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ [আল্লাহ তাদের অন্তকরণে মোহর মেরেছেন।]

এ আয়াতের প্রতিটি শব্দই এক একটি কَلِمَةٌ বা শব্দ। কেননা প্রত্যেকটি শব্দেরই নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে।

خَتَمَ [তিনি মোহর মেরেছেন] শব্দটির নির্দিষ্ট অর্থ এবং অতীতকালের সাথে সম্পর্ক আছে।

اللَّهُ [আল্লাহ] শব্দটির নির্দিষ্ট অর্থ আছে কিন্তু কোনো কালের সাথে সম্পর্ক নেই।

عَلَى [উপর] শব্দটির নির্দিষ্ট অর্থ আছে কিন্তু নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে না। আর কালের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

قُلُوبِهِمْ [তাদের অন্তর] দুটি কَلِمَةٌ-এর সমন্বয়ে গঠিত। একে مُرَكَّبٌ বা যৌগিক শব্দ বলে।

كَلِمَةٌ-এর গঠন বিভিন্নভাবে হতে পারে-

كَلِمَةٌ একটি মাত্র অক্ষরের হতে পারে। যেমন- لُ অর্থ- 'জন্য', أ অর্থ- 'কি?' ইত্যাদি।

كَلِمَةٌ দুটি অক্ষরেরও হতে পারে। যেমন- هَلْ অর্থ- কি, بَلْ অর্থ- বরং ইত্যাদি।

كَلِمَةٌ তিন ও ততোধিক অক্ষরেরও হতে পারে। যেমন- قَلَمٌ অর্থ- 'কলম', كَتَبَ অর্থ- সে লিখল, أَكْرَمَ অর্থ- তিনি সম্মান করলেন ইত্যাদি।

كَلِمَةٌ-এর প্রকার :

كَلِمَةٌ তিন প্রকার। যথা- ১. اِسْمٌ [বিশেষ্য]; ২. فِعْلٌ [ক্রিয়া]; ৩. حَرْفٌ [অব্যয়]

আরবিতে কَلِمَةٌ সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে। কَلِمَةٌ-টি নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে সক্ষম কিংবা সক্ষম নয়। যদি সক্ষম না হয় তবে তাকে حَرْفٌ বলে। আর যদি সক্ষম হয় তবে তা আবার দুই ধরনের হয়ে থাকে। এর অর্থের সাথে তিন কালের কোনো এক কালের সম্পর্ক আছে কিংবা কালের সম্পর্ক নেই। যদি কালের সাথে কোনো সম্পর্ক থাকে তবে তাকে فِعْلٌ বলে। আর যদি সম্পর্ক না থাকে তবে তাকে اِسْمٌ বলে।

১. اسم -এর বর্ণনা :

পরিচয় : নাহশাস্ত্রের পরিভাষায় اسم হল-

الاسْمُ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى فِي نَفْسِهَا غَيْرَ مُقْتَرِنٍ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ ، أَعْنِي الْمَاضِي وَالْحَالِ وَالْآسْتِقْبَالَ .

অর্থাৎ, যে কَلِمَةٌ অন্য কোনো কَلِمَةٌ -এর সাহায্য ছাড়াই নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে এবং তার অর্থের মধ্যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত-এ তিন কালের কোনো কাল পাওয়া যায় না, তাকে اسم বলে।

যেমন আল্লাহর বাণী- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহর জন্য)। এ আয়াতে لَمْ ছাড়া প্রত্যেকটি শব্দই এক একটি اسم বা বিশেষ্য।

অন্যভাবে বলা যায় যে- الْأِسْمُ لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَى إِنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ نَبَاتٍ أَوْ جَمَادٍ أَوْ غَيْرِهَا

অর্থাৎ, اسم ঐ শব্দকে বলে, যা দ্বারা মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ, জড়বস্তু ইত্যাদি বোঝায়।

অতএব, যে শব্দ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, বস্তু, জাতি, সময়, সংখ্যা, কাজ, দোষ, গুণ বা অবস্থা ইত্যাদির নাম বোঝায় এবং যার অর্থ অন্য শব্দের সহযোগিতা ছাড়াই বোঝা যায়, সাথে সাথে যা দ্বারা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকালে কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায় না তাকে اسم বলে।

اسم-এর আলামাতসমূহ :

১. কোনো কিছুর নাম হওয়া। যথা- قَلَمٌ - دَاكَا - فَالِدٌ - خَالِدٌ
২. শব্দের শেষে تَنْوِينٌ যুক্ত হওয়া। যথা- نَهَارٌ - لَيْلٌ
৩. শব্দের প্রথমে أَلِفٌ যুক্ত হওয়া। যথা- الشَّرْبُ - الأَكْلُ - اللَّهَابُ
৪. শব্দটি تَثْنِيَةٌ বা جَمْعٌ হওয়া। যথা- طَالِبَانٍ - طَلَابٌ
৫. শব্দটি شَعْرُ الرَّأْسِ, قَلَمٌ زَيْدٍ, سَقْفُ الْبَيْتِ - যথা- مُضَافٌ হওয়া।
৬. শব্দটি عَالِمٌ مَشْهُورٌ, مَسْجِدٌ كَبِيرٌ - যথা- مَوْصُوفٌ হওয়া।
৭. শব্দের শেষে بِنَعْلَادِيثِيٍّ - مَكِّيٍّ - مَدَنِيٍّ - যথা- يَاءُ النَّسْبَةِ যুক্ত হওয়া।
৮. শব্দটি -এর وَزْنٌ এ আসা অর্থাৎ فُعَيْلٌ - فُعَيْعِلٌ - فُعَيْعِيلٌ -এর وَزْنٌ এ আসা। যথা- عَصَيْفِيرٌ = فُعَيْعِيلٌ; مُسَيْجِدٌ = فُعَيْعِلٌ; عُبَيْدٌ = فُعَيْلٌ
৯. শব্দের শেষে شَجْرَةٌ -এর গোল ة হওয়া। যথা- أَنْتَ - هُمَا - هُوَ
১০. শব্দটি ضَمِيرٌ হওয়া। যথা- أَنْتَ - هُمَا - هُوَ



حَرْفُ-এর আলামাতসমূহ : যে শব্দের মাঝে اِسْمٌ ও فِعْلٌ এর চিহ্নসমূহ থেকে কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না সে শব্দটি হল حَرْفٌ (হরফ)।

## تَدْرِيبَاتٌ

(أ) নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। كَلِمَةٌ কাকে বলে? কালেমা কত প্রকার ও কী কী?

২। اِسْمٌ কাকে বলে? ব্যক্তি, বস্তু, দোষ ও গুণ সংক্রান্ত একটি করে اِسْمٌ-এর উদাহরণ দাও।

৩। فِعْلٌ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৪। حَرْفٌ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

(ب) নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং তা থেকে اِسْمٌ ; فِعْلٌ ও حَرْفٌ আলাদাভাবে বের কর :

عَاصِمَتُنَا دَاكَا، اِسْمُهَا الْقَدِيمُ جَهَانُغَيْرُنَغْرُ. وَهِيَ فِي وَسْطِ الْبِلَادِ. وَهِيَ تَقَعُ عَلَى شَاطِئِ نَهْرِ "بُورِي  
غَنَغَا" هِيَ مَدِينَةٌ كَبِيرَةٌ. مَسَاحَتُهَا وَاسِعَةٌ. يَحْتَاجُ الْاِنْتِقَالَ مِنْ اُقْصَاهَا اِلَى اُقْصَاهَا وَقْتًا طَوِيلًا.

(ج) বাড়ির কাজ :

তোমার আরবি বইয়ের ৩য় পৃষ্ঠার প্রথম তিন লাইন পড় এবং তা থেকে اِسْمٌ ; فِعْلٌ ও حَرْفٌ আলাদাভাবে খাতায় লেখ।

## الدَّرْسُ الثَّالِثُ الْفِعْلُ وَأَقْسَامُهُ

### ফেল ও তার প্রকার

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর :

- أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) (অল্লাহ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন) ।  
حَضَرَ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَسْجِدِ (ইবরাহীম মসজিদে উপস্থিত হয়েছে) ।  
يَأْكُلُ نَعْمَانَ الطَّعَامَ فِي السَّفَرَةِ (নোমান দস্তরখানে খাবার খাচ্ছে) ।  
تَنْجَحُ فَاطِمَةُ فِي الْإِمْتِحَانِ (ফাতেমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে) ।  
يَا بُنَيَّ! احْفَظِ الْقُرْآنَ (হে বৎস! কুরআন মুখস্থ কর) ।

উপরিউক্ত উদাহরণগুলো লক্ষ্য কর । নিম্নরেখাবিশিষ্ট أَنْزَلَ، حَضَرَ، يَأْكُلُ، تَنْجَحُ ও احْفَظُ-এর প্রত্যেকটি শব্দই এমন, যার অর্থের মাঝে কোনো না কোনো কাল বিদ্যমান রয়েছে । যেমন- أَنْزَلَ ও حَضَرَ শব্দদ্বয় এমন অর্থ প্রদান করে, যা অতীতে সংঘটিত হয়েছে । يَأْكُلُ শব্দ বর্তমান কালের অর্থ দিচ্ছে, কিন্তু تَنْجَحُ শব্দ ভবিষ্যৎকালের অর্থ বোঝায় । আর احْفَظُ শব্দ আদেশসূচক অর্থ বোঝায় । সুতরাং অতীতকালের অর্থ প্রকাশের কারণে أَنْزَلَ ও حَضَرَ শব্দদ্বয়কে **فِعْلٍ مَاضِي** বলে । বর্তমানকালের অর্থ প্রদানের কারণে يَأْكُلُ শব্দকে **حَال** এবং ভবিষ্যৎকালের অর্থ প্রকাশের কারণে تَنْجَحُ শব্দকে **فِعْلٍ الْمُسْتَقْبَلِ** বলে । **فِعْلٍ الْحَالِ** ও **فِعْلٍ الْمُسْتَقْبَلِ**-কে একত্রে **فِعْلٍ الْمَضَارِعِ** বলা হয় । আর আদেশসূচক অর্থ প্রকাশের কারণে احْفَظُ শব্দটিকে **فِعْلٍ أَمْرٍ** বলে ।

### الْقَوَاعِدُ

الْفِعْلُ-এর সংজ্ঞা : **فِعْلٍ** শব্দটি একবচন, বহুবচনে **أَفْعَالٍ**; এর আভিধানিক অর্থ- কাজ, কর্ম, কার্য (Work) । নাহশাঞ্জের পরিভাষায় **فِعْلٍ** বলা হয়-

هُوَ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى فِي نَفْسِهَا دَلَالَةٌ مُقْتَرِنَةٌ بِزَمَانٍ ذَلِكَ الْمَعْنَى

অর্থাৎ **فِعْلٍ** এমন একটি শব্দ, যা তার নিজের অর্থ নিজেই প্রকাশ করতে পারে এবং ঐ অর্থ তিনটি কাল (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ)-এর কোনো একটির সাথে মিলিত হয় ।

যেমন- عَسَلَ (সে ধৌত করেছে), يَغْسِلُ (সে ধৌত করছে বা করবে), اِغْسِلْ (তুমি ধৌত কর)।  
ইংরেজিতে فَعْل-কে (Verb) বলা হয়।

فَعْل-এর প্রকার : রূপান্তরভেদে فَعْل-কে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. الْمَاضِي الْفِعْلُ তথা অতীতকালীন ক্রিয়া।
২. الْمَضَارِعُ الْفِعْلُ তথা বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়া।
৩. فِعْلُ الْأَمْرِ তথা আদেশসূচক ক্রিয়া।

নিম্নে প্রকারগুলোর পরিচয় দেয়া হল-

১. الْمَاضِي الْفِعْلُ-এর পরিচয় : যে ক্রিয়াপদ দ্বারা অতীত কালে কোনো কাজ করেছিল বা হয়েছিল বোঝায়, তাকে الْمَاضِي الْفِعْلُ বলে। যেমন- ذَهَبَ (সে গেল), نَصَرَ (সে সাহায্য করল), شَرِبَ (সে পান করল), طَلَعَ (উদিত হল)।

২. الْمَضَارِعُ الْفِعْلُ-এর পরিচয় : যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে কোনো কাজ হচ্ছে বা হবে বোঝায়, তাকে الْمَضَارِعُ الْفِعْلُ বলে।

যেমন- يَذْهَبُ (সে যাচ্ছে বা যাবে), يَنْصُرُ (সে সাহায্য করছে বা করবে), يَشْرِبُ (সে পান করছে বা করবে), يَطْلُعُ (উদিত হচ্ছে বা হবে)।

الْمَضَارِعُ-এর নামকরণ : الْمَضَارِعُ শব্দটি ضَرَعُ শব্দমূল থেকে উৎকলিত। এর অর্থ- ওলান, স্তন। আর مَضَارِعُ শব্দের অর্থ হল- একস্তন থেকে দুটি শিশুকে দুগ্ধদানকারিণী। যেহেতু فَعْلُ الْمَضَارِعُ-এর মধ্যে দুটি কাল (বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল) রয়েছে, সেহেতু একে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

৩. فِعْلُ الْأَمْرِ-এর পরিচয় : যে ক্রিয়াপদ দ্বারা مَخَاطَبُ তথা সম্বোধিত ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো কিছু চাওয়া হয়, তাকে فِعْلُ الْأَمْرِ তথা নির্দেশসূচক ক্রিয়া বলে। সাধারণত এ ধরনের ক্রিয়া দ্বারা আদেশ, অনুরোধ, অনুজ্ঞা ইত্যাদি বোঝানো হয়।

যেমন- اِذْهَبْ (তুমি যাও), اَنْصُرْ (তুমি সাহায্য কর)।

ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিচারে فِعْلٌ দু'প্রকার। যথা-

১. اَلْفِعْلُ الْمُنْبِتُ তথা ইতিবাচক ক্রিয়া : যে فِعْلٌ দ্বারা কোনো কাজ হওয়া বা করার হ্যাঁবাচক (ইতিবাচক) সমর্থন পাওয়া যায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُنْبِتُ বলে। যেমন- نَصَرَ (সে সাহায্য করেছে), سَمِعَ (সে শ্রবণ করেছে)।

২. اَلْفِعْلُ الْمَنْفِي তথা নেতিবাচক ক্রিয়া : যে فِعْلٌ দ্বারা কোনো কাজ হওয়া বা করার নাবাচক (নেতিবাচক) সমর্থন পাওয়া যায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمَنْفِي বলে। যেমন- مَانَصَرَ (সে সাহায্য করেনি), مَاسَمِعَ (সে শ্রবণ করেনি)।

### تَدْرِيبَاتٌ

- ১। فِعْلٌ-এর সংজ্ঞা দাও। রূপান্তরভেদে فِعْلٌ কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।
- ২। রূপান্তরভেদে فِعْلٌ কয় প্রকার ও কী কী? এর সংজ্ঞা উদাহরণসহ লেখ।
- ৩। فِعْلٌ مُضَارِعٌ কাকে বলে? এর নামকরণের কারণ কী? অতঃপর فِعْلٌ-এর সংজ্ঞা উদাহরণসহ লেখ।
- ৪। ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিচারে فِعْلٌ কয় প্রকার ও কী কী? এর সংজ্ঞা উদাহরণসহ লেখ।
- ৫। ব্রাকেটে উল্লিখিত শব্দ থেকে فِعْلٌ مَاضٍ-এর উপযুক্ত শব্দ দ্বারা খালিঘর পূরণ কর :

(أ) ..... (الْجُلُوسُ) خَالَدٌ عَلَى الْكُرْسِيِّ

(ب) ..... (الذَّبْحُ) مَامُونٌ الْبَقْرَةَ

(ج) ..... (الذَّهَابُ) إِبْرَاهِيمُ إِلَى السُّوقِ

(د) ..... (الْهَرَبُ) أَلْسَارِقُ مِنَ الْبَيْتِ

(ه) ..... (الذَّخُولُ) أَلطَّلَابُ فِي الصَّفِّ

- ৬। ব্রাকেটে উল্লিখিত শব্দ থেকে فِعْلٌ مُضَارِعٌ-এর উপযুক্ত শব্দ দ্বারা খালিঘর পূরণ কর:

(أ) ..... (الْعَيْشُ) سَعِيدٌ فِي الْقَرْيَةِ

(ب) ..... (الطَّبْخُ) فَاطِمَةٌ فِي الْمَطْبَخِ

(ج) ..... (الْإِكْرَامُ) أَلطَّلَابُ الْأُسْتَاذَ

(د) ..... (الطَّلُوعُ) أَلْقَمَرُ فِي اللَّيْلِ

(ه) ..... (الْعَمَلُ) خَالَدٌ فِي الْبَيْتِ



৭। ব্রাকেটে উল্লিখিত শব্দ থেকে **فِعْلُ الْأَمْرِ**-এর উপযুক্ত শব্দ দ্বারা খালিঘর পূরণ কর:

- (أ) ..... (التَّضَرُّ) فَفَيْرًا.  
 (ب) ..... (السَّمْعُ) كَلَامِي.  
 (ج) ..... (القِرَاءَةُ) الدَّرْسَ  
 (د) ..... (التَّرْتِيلُ) الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا  
 (ه) ..... (النَّظْرُ) إِلَى السَّمَاءِ

৮। ব্রাকেটে উল্লিখিত শব্দ থেকে **أَلْفِعْلُ الْمُثْبِتِ**-এর উপযুক্ত শব্দ দ্বারা খালিঘর পূরণ কর:

- (أ) ..... (التَّضَعُ) الْأَبُ ابْنَهُ.  
 (ب) ..... (الْخَلْقُ) اللَّهُ الْكَوْنَ.  
 (ج) ..... (الضَّرْبُ) النَّاسُ سَارِقًا.  
 (د) ..... (الْجُلُوسُ) الطَّيْرُ عَلَى الشَّجَرَةِ.  
 (ه) ..... (الْقُدُومُ) الْأَبُ مِنْ دَاكَا

# الدَّرْسُ الرَّابِعُ أَجْنَاسُ الْكَلِمَةِ কালেমার জিনসসমূহ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

(১)

- فَتَحَ سَعِيدٌ الْبَابَ (সাইদ দরজাটি খুলল) ।  
 رَجَعَ سَلْمَانٌ مِنَ الْمَدْرَسَةِ (সালমান মাদ্রাসা থেকে ফিরল) ।  
 كَتَبَ أَحْمَدُ رِسَالَةً إِلَى أَبِيهِ (আহমদ তার পিতার নিকট চিঠি লিখল) ।

(ب)

- أَمَرَ الْأُسْتَاذُ الطَّالِبَ بِالصَّلَاةِ (শিক্ষক ছাত্রকে নামাযের নির্দেশ দিলেন) ।  
 سَأَلَ الْعَامِلُ الْمُدِيرَ (কর্মচারী পরিচালককে জিজ্ঞেস করল) ।  
 قَرَأَ الطَّالِبُ الْكِتَابَ (ছাত্রটি বই পড়ল) ।

(ج)

- وَجَدَ التَّلْمِيذُ الْجَائِزَةَ الْأُولَى (ছাত্রটি প্রথম পুরস্কার পেল) ।  
 رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الصَّحَابَةِ (আল্লাহ সাহাবীদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন) ।  
 وَوَلِيَ أَبُو بَكْرٍ (ﷺ) خَلِيفَةً (আবু বকর (ﷺ) খলিফা নির্বাচিত হলেন) ।

(د)

- جَرَّ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ (লোকটি তার কাপড় টানল) ।  
 إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا (যখন পৃথিবীকে কাঁপানো হবে) ।  
 إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (যখন পৃথিবীকে ভীষণভাবে কাঁপিয়ে তোলা হবে) ।

উপরিউক্ত উদাহরণগুলো লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে, (১) অংশের নিম্ন রেখাবিশিষ্ট فَتَحَ، رَجَعَ ও رَجَعَ শব্দগুলোতে কোনো الْعِلَّةُ হামযা ও একজাতীয় একাধিক অক্ষর নেই ।  
 আর (ب) অংশের নিম্ন রেখাবিশিষ্ট أَمَرَ، سَأَلَ ও قَرَأَ শব্দগুলোতে هَمْزَةٌ আছে কিন্তু الْعِلَّةُ এবং একজাতীয় একাধিক অক্ষর নেই ।

আর (ج) অংশের নিম্ন রেখাবিশিষ্ট وَجَدَ وَرَضِيَ وَوَلِيَّ শব্দগুলোতে হামযা ও একজাতীয় একাধিক অক্ষর নেই, তবে واو ও ياء রয়েছে।

আর (د) অংশের নিম্ন রেখাবিশিষ্ট جَرَّ رُجَّتْ وَزُلْزِلَتْ শব্দগুলোতে হামযা বা কোনো হরফে ইল্লাত নেই, তবে একজাতীয় একাধিক অক্ষর আছে।

সুতরাং হামযা, حَرْفُ الْعِلَّةِ ও একজাতীয় একাধিক অক্ষর না থাকায় (أ) অংশের শব্দগুলোকে الصَّحِيحُ বলে। হামযা, حَرْفُ الْعِلَّةِ তথা واو ও ياء থাকায় (ب) অংশের শব্দগুলোকে الْمَهْمُوزُ বলে। হামযা, حَرْفُ الْعِلَّةِ তথা واو ও ياء বর্ণ থাকায় (ج) অংশের শব্দগুলোকে الْمُعْتَلُّ বলে। আর একজাতীয় একাধিক বর্ণ থাকায় (د) অংশের শব্দগুলোকে الْمُضَاعَفُ/الْمُضَعَّفُ বলে।

## الْقَوَاعِدُ

আরবি শব্দের মূল বর্ণগুলো (حُرُوفُ) কোন্ প্রকৃতির সে বিবেচনায় كَلِمَةٌ দু প্রকার। যথা—

১। مُعْتَلُّ (মু'তাল) ও ২। صَحِيحٌ (সহীহ)

## بَيَانُ الصَّحِيحِ

صَحِيحٌ-এর সংজ্ঞা হল—

هُوَ كُلُّ فِعْلٍ تَخْلُو حُرُوفُهُ الْأَصْلِيَّةُ مِنْ أَحْرَفِ الْعِلَّةِ، وَهِيَ " الْأَلِفُ - الْوَاوُ - الْيَاءُ .

অর্থাৎ, সহীহ এমন ফে'লকে বলে, যার মূল হরফ হামযা থেকে মুক্ত। আর হরফে ইল্লাত হল তিনটি ا-و-ي। যেমন- جَلَسَ وَكَتَبَ - يَاءُ-وَاوُ-أَلِفُ

প্রকারভেদ : صَحِيحٌ (সহীহ)-কে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—

(১) سَالِمٌ، (২) مُضَعَّفٌ، (৩) مَهْمُوزٌ

سَالِمٌ (সালিম) : এর সংজ্ঞা হল—

وَهُوَ كُلُّ فِعْلٍ خَلَتْ حُرُوفُهُ الْأَصْلِيَّةُ مِنَ الْهَمْزَةِ وَحُرُوفِ الْعِلَّةِ وَالتَّضْعِيفِ

অর্থাৎ, سَالِمٌ এমন ফে'লকে বলে, যার মূল হরফ হরফে ইল্লাত, হামযা ও একই বর্ণ বার বার হওয়া থেকে মুক্ত। যেমন : جَلَسَ وَصَرَبَ، قَعَدَ، نَصَرَ। সুতরাং প্রত্যেক সালিম শব্দই সহীহ।

مُضَعَّفٌ (মুযা'আফ) : এর সংজ্ঞা হল—

هُوَ مَا كَانَ حَرْفَانِ مِنْ حُرُوفِهِ مِنْ جَنَسٍ وَاحِدٍ.

অর্থাৎ, مُضَعَّفٌ এমন ফে'লকে বলে, যার মূল হরফে একই জিনস থেকে দুটি হরফ পাওয়া যায়।

যেমন- قَلْقَلٌ وَ زَلْزَلٌ، جَرٌّ، مَدٌّ -

তাশদীদ হওয়ায় مُضَعَّفٌ -কে আছাম্ম (الأصمُّ) বলে। মুযা'আফ দু প্রকার। যথা-

(১) الْمُضَعَّفُ الثَّلَاثِي

(২) الْمُضَعَّفُ الرَّبَاعِي

الْمُضَعَّفُ الثَّلَاثِي : ঐ ফে'লকে বলে, যার মূল অক্ষরের কমে ও عين কমে ও لام এক জাতীয় হয়।

যেমন- اِمْتَدَدَ وَ مَدَدَ - فَرَّرَ ছিলো اِمْتَدَدَ وَ مَدَدَ-فَرٌّ - এই সংজ্ঞাটি সরফীদের দৃষ্টিতে।

الْمُضَعَّفُ الرَّبَاعِي : ঐ ফে'লকে বলে, যার কমে ও فاء কমে ও প্রথম কমে لام এবং عين কমে ও দ্বিতীয় لام

কমে এক জাতীয় বর্ণ হবে। যেমন- عَسَعَسَ وَ زَلْزَلَ، عَسَعَسَ ইত্যাদি।

مَهْمُوزٌ (মাহমুয) : এর সংজ্ঞা হল-

هُوَ كُلُّ فِعْلٍ كَانَ أَحَدَ أَصُولِهِ حَرْفِ هَمْزَةٍ

অর্থাৎ, مَهْمُوزٌ (মাহমুয) ঐ ফে'লকে বলে, যার মূল অক্ষরে হামযা হয়। যেমন - قَرَأَ وَ سَأَلَ، أَخَذَ -

## بَيَانُ الْمُعْتَلِّ

مُعْتَلٌّ-এর সংজ্ঞা হল-

هُوَ كُلُّ فِعْلٍ كَانَ أَحَدَ حُرُوفِهِ الْأَصْلِيَّةِ حَرْفًا مِنْ حُرُوفِ الْعِلَّةِ

অর্থাৎ, مُعْتَلٌّ এমন ফে'লকে বলে, যার মূল অক্ষরে হরফে ইল্লাত হয়। যেমন- وَقَالَ، وَجَدَ -

প্রকারভেদ : মু'তালকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

১. مِثَالٌ (মিছাল)

২. أَجُوفٌ (আযওয়াফ)

৩. نَاقِصٌ (নাকিস) ও

৪. لَافِيْفٌ (লাফিফ)

المِثَالُ (মিছাল) : মিছাল (مِثَالٌ) ঐ ফে'লকে বলে, যার মূল অক্ষরের কমে فَاء হরফে ইল্লাত হয়।

যেমন- وَعَدَ وَ يَسَرَ। মিছালকে মিছাল নামকরণ করা হয়েছে এ জন্যে যে, তার مَاضٍ-এর فَاء

كَلِمَةٍ-এর মধ্যে কোনো তা'লীল হয় না।

الْأَجُوفُ (আযওয়াফ) : الْأَجُوفُ (আযওয়াফ) ঐ ফে'লকে বলে, যার মূল অক্ষরের عَيْنِ كَلِمَةً হরফে ইল্লাত হয়। যেমন- بَاعَ (بَيْع) ও قَالَ (قَوْل) -যেমন- আর أَجُوفَ-কে أَجُوفَ নামকরণ করা হয়েছে এ জন্য যে, এর মূল অক্ষরের মধ্যবর্ণ হরফে সহীহ থেকে মুক্ত।

আর أَجُوفَ-কে الثَّلَاثَةُ (তিন হরফবিশিষ্ট) নামেও নামকরণ করা হয়। কেননা অতীত কালের ক্রিয়ার শেষে فَاعِلٌ-এর তা (تاء) যুক্ত হলে এটি তিন বর্ণ বিশিষ্ট হয়। যেমন- بَاعَ ও قَالَ হইতে بَعْتُ ও قُلْتُ

النَّاقِضُ (নাকিস) : النَّاقِضُ (নাকিস) ঐ ফে'লকে বলে, যার মূল অক্ষরের لامِ كَلِمَةً হরফে ইল্লাত হয়। যেমন- عَزَا ও رَمَى কোনো কোনো সময় تَعْلِيلُ এর ক্ষেত্রে শব্দের শেষ বর্ণ থেকে হরফে ইল্লাত পড়ে যায় বিধায় তাকে نَاقِضُ (নাকিস) নামকরণ করা হয়েছে। যেমন- عَزَتْ ও أَرَمَتْ আর নাকিসকে الْأَزْبَعَةُ নামেও নামকরণ করা হয়। কেননা অতীত কালের ক্রিয়ার শেষে فَاعِلٌ-এর تاء যুক্ত হলে এটি চার বর্ণবিশিষ্ট হয়। যেমন- عَزَوْتُ ও رَمَيْتُ

مَفْرُوقٌ (মাফরুক) : مَفْرُوقٌ (মাফরুক) ঐ ফে'লকে বলে, যার মূল অক্ষরের مَفْرُوقٌ-তে لَامِ كَلِمَةً ও فَاءِ كَلِمَةً হরফে ইল্লাত হয়। যেমন- وَقَى ও وَقَى

مَفْرُوقٌ (মাফরুক) : ঐ ফে'লকে বলে, যার মূল অক্ষরের مَفْرُوقٌ-তে لَامِ كَلِمَةً ও فَاءِ كَلِمَةً হরফে ইল্লাত হয়। যেমন- وَقَى ও وَقَى। আর একে مَفْرُوقٌ নামে নামকরণ করা হয়েছে এ জন্যে যে, এর মূল অক্ষরের দুটি عِلَّةٌ حَرْفٌ পৃথক হয়েছে। অর্থাৎ, حَرْفٌ صَحِيحٌ দুই হরফে ইল্লাতকে পৃথক করেছে।

حَرْفٌ عِلَّةٌ (মাকরুন) : حَرْفٌ عِلَّةٌ (মাকরুন) ঐ ফে'লকে বলে, যার মূল অক্ষরের عَيْنِ كَلِمَةً ও لَامِ كَلِمَةً হরফে ইল্লাত হয়। যেমন- رَوَى ও طَوَى

حَرْفٌ عِلَّةٌ (মাকরুন) : حَرْفٌ عِلَّةٌ (মাকরুন) ঐ ফে'লকে বলে, যার মূল অক্ষরের عَيْنِ كَلِمَةً ও لَامِ كَلِمَةً হরফে ইল্লাত হয়। যেমন- رَوَى ও طَوَى।

প্রকাশ থাকে যে, جِنْسٌ-এর প্রকারগুলো فِعْلٌ এর মতো اِسْمٌ-এর মধ্যেও প্রয়োজ্য। যেমন-

شَمْسٌ (صَحِيحٌ) وَجْهٌ، يَمِينٌ، قَوْلٌ، سَيْفٌ، دَلْوٌ (مُعْتَلٌ)  
أَمْرٌ-بَيْتٌ، نَبَأٌ (مَهْمُوزٌ) جَوْ، حَيٌّ، جَدٌّ، بُلْبُلٌ (مُضَعَّفٌ)

## تَدْرِيبَاتٌ

(أ) নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. فعل (ফে'ল)-এর পরিচয় ও উহার প্রকারগুলো উল্লেখ কর ।
২. সহীহ ও হরফে ইল্লাত হওয়ার দিক থেকে كلمة কত প্রকার ও কী কী? বর্ণনা দাও ।
৩. সহীহ কত প্রকার ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর ।
৪. معتل কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ বর্ণনা কর ।

(ب) নিচের فعل গুলো থেকে صحيح ও معتل হওয়ার দিক বিবেচনা করে-এর প্রকার নির্ণয় কর:

قَامَ، تَسْرَبَلَ، زَلَزَلَ، انْقَسَمَ، يَسْعَى، تَصُومُ، يَقْضِي، اسْتَخْرَجَ، انْفَتَحَ، وَدَعَ، اِفْشَعَرَ، تَلَطَّفَ.

(ج) নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং তা থেকে মু'তালের ফে'লগুলো বের কর :

مَرَحَلَةُ التَّنَاوُلِ بِالْيَدِ تَبْدَأُ مِنَ الْعَامِ الْأَوَّلِ مِنْ حَيَاةِ الطِّفْلِ، فَيُظْهِرُ اهْتِمَامًا عَابِرًا بِالْكِتَابِ، فَيَنْتَزِعُهَا فِيهِ وَيَنْتَزِعُ الْأُورَاقَ وَيُمَرِّقُهَا. وَلِيَكْتَسِبَ الطِّفْلُ هَذِهِ الْخِبْرَةَ، يُمَكِّنُ أَنْ نَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْرَاقًا مِنْ مَجَلَّاتٍ قَدِيمَةٍ، يُحْسِنُ أَنْ تَكُونَ صُورُهَا مُلَوَّنَةً لِيَجْذِبَ انْتِبَاهَهُ.

(د) নিচের অনুচ্ছেদটি পড়, অতঃপর মাহমুয ও মু'তালের ইসমগুলো বের কর :

يَحْتَاجُ مَعْظَمُ النَّاسِ إِلَى سَبْعِ أَوْ ثَمَانِي سَاعَاتٍ نَوْمٍ كُلِّ يَوْمٍ، تَزِيدُ أَوْ تَنْقُصُ قَلِيلًا حَسَبَ طَبِيعَةِ الْجَسَدِ وَالسِّنِّ. فَالَّذِينَ تَتَرَاوَحُ أَعْمَارُهُمْ بَيْنَ ١٧ و ٢٥ سَنَةً يَحْتَاجُونَ إِلَى أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلًا، وَيَحْتَاجُ الْأَطْفَالَ إِلَى فتراتٍ أَطْوَلَ بِكَثِيرٍ.

(ه) নিচের শব্দগুলো থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন কর :

- |                |               |                |                |
|----------------|---------------|----------------|----------------|
| ١- يَمُدُّ :   | (أ) صحيح      | (ب) مهموز      | (ج) مضاعف      |
| ٢- يَأْكُلُ :  | (أ) مهموز     | (ب) مضاعف      | (ج) أجوف       |
| ٣- وَاَفَقَّ : | (أ) مثال      | (ب) أجوف       | (ج) لفيف مقرون |
| ٤- مَثْنِي :   | (أ) ناقص      | (ب) مثال       | (ج) سالم       |
| ٥- جَلَجَلَ :  | (أ) صحيح سالم | (ب) لفيف مقرون | (ج) أجوف       |

# الدَّرْسُ الْخَامِسُ الْإِعْلَالُ وَقَوَاعِدُهُ ই'লাল ও তার নিয়মাবলি

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

- تَجْرِي مِنَ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (তার তলদেশে বর্ণাধারা প্রবাহিত) ।  
 يَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا (কাফির বলবে, হায়! যদি আমি মাটি হয়ে যেতে পারতাম!)  
 وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (তাদেরকে শয়তান ধোকা ব্যতিত কোনো অঙ্গীকারই প্রদান করে না) ।  
 حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (যতক্ষণ না তা পুরাতন খেজুর শাখের ন্যায় ফিরে আসে) ।

প্রথম উদাহরণের تَجْرِي মূলত : تَجْرِي ছিল। পূর্ববর্ণের হরকত অনুযায়ী ইয়া বর্ণটির পেশকে সাকিন করে পড়া হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণের يَقُولُ শব্দটি মূলত يَقُولُ ছিল। এখানেও ওয়াও এর পূর্ববর্ণের হরকতের আলোকে পেশকে সাকিন করা হয়েছে। উভয় উদাহরণের হরকত পরিবর্তন করে পড়া হয়েছে। তৃতীয় উদাহরণের يَعِدُ শব্দটি মূলত يُوْعِدُ ছিল। এখানে ওয়াও বর্ণটিকে বিলুপ্ত করে পড়া হয়েছে। আর চতুর্থ উদাহরণের عَادَ শব্দটি মূলত عَوَدَ ছিল। এ উদাহরণে واوটিকে ألف দ্বারা পরিবর্তন করে পড়া হয়েছে।

আরবি ভাষায় শব্দকে সহজে উচ্চারণের জন্য কখনও হরকতের পরিবর্তন করে, কখনও বর্ণ পরিবর্তন করে, কখনও হরফ বিলুপ্ত করে পড়ার নিয়ম রয়েছে। এ ধরনের পরিবর্তন, স্থানান্তর-এর নিয়মকে إِعْلَالٌ বলে।

## الْقَوَاعِدُ

إِعْلَالٌ-এর পরিচয় : إِفْعَالٌ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হল, রোগাক্রান্ত করা, তা'লীল করা। পরিভাষায় إِعْلَالٌ বলা হয়-

هُوَ تَغْيِيرٌ يَحْدُثُ فِي بَعْضِ حُرُوفِ الْعِلَّةِ الْمَوْجُودَةِ فِي كَلِمَةٍ مَا، وَيَكُونُ هَذَا التَّغْيِيرُ إمَّا بِتَسْكِينِهَا أَوْ نَقْلِهَا أَوْ حَذْفِهَا أَوْ قَلْبِهَا.

অর্থাৎ, কোনো শব্দের হরফে ইল্লতের পরিবর্তন করে কিংবা সাকিন করে কিংবা বিলুপ্ত করে কিংবা স্থানান্তর করে যে পরিবর্তন করা হয়, তাকে إِعْلَالٌ বলে।

إِعْلَالٍ-এর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় মনে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন :

(ক) ২৯টি আরবি বর্ণমালার মধ্যে حَرْفِ عِلَّةٍ তিনটি। সেগুলো হচ্ছে يَاءٌ-أَلِفٌ-وَآءٌ যাদের একত্রে وَآءِ বলে।

(খ) আরবদের নিকট حَرْفِ عِلَّةٍ গুলো উচ্চারণ করা অত্যন্ত কষ্টকর।

(গ) উচ্চারণে কষ্টকর এ হরফগুলোকে সহজতর করার জন্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি পদ্ধতির কোনো একটির অনুসরণ করা হয়। যেমন-

(১) কখনো কখনো حَرْفِ عِلَّةٍ কে বিলুপ্ত (حَذْفٌ) করা হয়।

(২) আবার কখনো এগুলোকে বিলুপ্ত (حَذْفٌ) না করে একটি حَرْفٍ-কে অন্য একটি حَرْفٍ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়।

(৩) অথবা, কখনো হরকতযুক্ত حَرْفِ عِلَّةٍ-কে সাকিন করার মাধ্যমে সহজতর করা হয়।

(ঘ) حَرْفِ عِلَّةٍ তিনটির মধ্যে وَآءٌ সর্বাপেক্ষা কঠিনতর, তারপর يَاءٌ তারপর أَلِفٌ

(ঙ) وَآءٌ চায় তার পূর্বে পেশ হওয়া, يَاءٌ চায় তার পূর্বে যের হওয়া, আর أَلِفٌ চায় তার পূর্বে যবর হওয়া।

(চ) حَرْفِ عِلَّةٍ-এর রূপান্তর অধিকাংশ ক্ষেত্রে صَحِيحٌ-এর মতোই। তবে দু' একটা ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটে।

### وَآءٌ-কে রূপান্তর করার নিয়মাবলি

শব্দের মধ্যে যদি حَرْفِ عِلَّةٍ ; وَآءٌ পাওয়া যায়, তবে অবস্থা অনুসারে বিভিন্ন নিয়ম অনুসরণের মাধ্যমে তাকে সহজতর করা হয়। নিম্নে নিয়মগুলো উল্লেখ করা হল-

#### নিয়ম- ১

যে সকল وَآءٌ শব্দের মধ্যে يَاءٌ এবং كَسْرَةٌ لَازِمَةٌ-এর মধ্যে পতিত হয়, আর يَاءٌ-এর হরকতটি وَآءٌ এর অনুকূলে না হয় (অর্থাৎ পেশ না হয়ে যবর কিংবা যের হয়) উক্ত وَآءٌ কে বিলুপ্ত করে দিতে হয়। যেমন- يَوْعِدُ থেকে يَعِدُ অর্থাৎ সে একজন পুরুষ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে বা দিবে।

উদাহরণে, শব্দটি يَوْعِدُ মূলত يَعِدُ ছিলো। যেহেতু وَآءٌ টি يَاءٌ এবং كَسْرَةٌ لَازِمَةٌ-এর মধ্যে পতিত হয়েছে। সেহেতু তাকে বর্ণিত নিয়মানুসারে حذف বা বিলুপ্ত করার ফলে يَعِدُ হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এ শব্দটি যখন فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَعْرُوفٌ থেকে রূপান্তরিত করা হয়, তখন কয়েকটি সীগাহ যেমন- حَذْفٌ وَآءٌ থেকে وَآءٌ-نَعِدُ-أَعِدُ-تَعِدُنَ-تَعِدِينَ-تَعِدُونَ-تَعِدَانِ-نَعِدُ



(বিলুপ্ত) করা হয়। যদিও এ শব্দগুলোতে **وَإِو** টি **تَاءٍ** ও **كَسْرَةَ لَازِمَةٍ**-এর মধ্যে পতিত হয়েছে, পূর্বের নিয়মানুযায়ী হয়নি। এটা এজন্যে যে, যাতে এ **بَابٍ** থেকে রূপান্তর করা অন্যান্য শব্দসমূহের মধ্যে পার্থক্য বা ভিন্নতার সৃষ্টি না হয়।

ব্যতিক্রম :

**يُوجِبُ** শব্দের মধ্যে **عَلَّةٌ حَرْفٌ**-টি **يَاءٍ** এবং **كَسْرَةَ لَازِمَةٍ** এর মধ্যবর্তী হওয়া সত্ত্বেও নিয়মানুযায়ী **وَإِو** টিকে বিলুপ্ত (حذف) করা হয়নি। কারণ, **يَاءٍ** এর হরকতটি **وَإِو**-এর বিপরীতে নয় বরং সমগোত্রীয়।

**নিয়ম : ২**

উপরে বর্ণিত নিয়মের আলোকে যে সকল **مُسْتَقْبِلٍ**-এর সীগাহ থেকে **وَإِو** বিলুপ্ত হয়। সে সকল সীগাহর **مَصْدَرٌ** থেকেও **وَإِو** বিলুপ্ত হয়। যেমন- **عِدَّةٌ** যার মূল হচ্ছে **وَعَدٌ** এবং **زِنَةٌ** যার মূল হচ্ছে **يَزَنُ**। উদাহরণে, **عِدَّةٌ** ও **زِنَةٌ** শব্দ দু'টি **مَصْدَرٌ** যার থেকে **مُسْتَقْبِلٍ** এর সীগাহ হচ্ছে- **يَعِدُ** ও **يَزِنُ**। যেহেতু শব্দ দুটি থেকে **وَإِو** বিলুপ্ত হয়েছে, সেহেতু তাদের **مَصْدَرٌ** থেকেও **وَإِو** বিলুপ্ত করা হয়েছে।

**নিয়ম : ৩**

যদি কোনো **فِعْلٍ**-এর মধ্যে কোনো কারণবশত **تَعْلِيلٍ** (পরিবর্তন) সাধিত হয় তবে তার উপর কিয়াস করে **فِعْلٍ**-এর মাসদারেও পরিবর্তন হবে। অনুরূপভাবে, যদি কোনো **مَصْدَرٌ**-এর মধ্যে **تَعْلِيلٍ** হয় তবে তার **فِعْلٍ**-এর মধ্যেও **تَعْلِيلٍ** হবে। এটা এ জন্যে যে, যাতে মূল ও শাখার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় থাকে। যেমন- **قِيَامٌ** ও **قَامَ**

উদাহরণে, **قَامَ** শব্দটি **فِعْلٍ** যার মূল হচ্ছে **قَوْمٌ**। এ শব্দটির **وَإِو** হরফটি পরিবর্তিত হয়ে **أَلْفٌ** এ রূপান্তরিত হয়েছে। **فِعْلٍ**-এর মধ্যে এ রূপান্তর হওয়ার কারণে তার **مَصْدَرٌ** হল **قِيَامٌ** (যার মূল হচ্ছে **قِيَامٌ**) তাতেও পরিবর্তন সাধিত হয়ে **قِيَامٌ** হয়েছে। অর্থাৎ **وَإِو** টি **يَاءٍ** দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে।

পরিবর্তন না হওয়ার উদাহরণ : যেমন **قَوْمٌ** ও **قَامَ**। **قَوْمٌ** শব্দটি **وَإِو** পরিবর্তন না হবার কারণে তার **مَصْدَرٌ** **قَوْمٌ**। **وَإِو** পরিবর্তিত হয়নি।

স্মরণযোগ্য যে, আরবি শব্দসমূহের **مَصْدَرٌ** ও **فِعْلٍ**-এর মধ্যে কোন্টি মূল আর কোন্টি শাখা এ ব্যাপারে আরবি ব্যাকরণবিদগণ দু'ভাগে বিভক্ত। যেমন-

(ক) কুফীদের মতানুযায়ী **فَعْل** হচ্ছে মৌলিক শব্দ আর **مَصْدَر** হচ্ছে তার শাখা। তাই **فَعْل**-এর মধ্যে **تَعْلِيل** হলে **مَصْدَر** এর মধ্যেও **تَعْلِيل** হবে।

(খ) আর বসরীদের মতানুযায়ী **مَصْدَر** হল **فَعْل**-এর উৎপত্তিস্থল। অতএব **مَصْدَر** হল, মূল আর **فَعْل** তার শাখা।

এ মতভেদ থাকা সত্ত্বেও সকলে একমত যে, **مَصْدَر** কিংবা **فَعْل**-এর যে কোনো একটিতে **تَعْلِيل** হলে তার অন্যটিতেও **تَعْلِيل** হবে।

#### নিয়ম : ৪

যদি **بَابُ اِسْتِفْعَالِ** ও **بَابُ اِفْعَالِ**-এর ক্রিয়ামূলের **فَاءُ كَلِمَةً** হয়, তবে **وَاُو** টি **مَصْدَر**-এর মধ্যে **يَاء**-তে রূপান্তরিত হয়। যেমন-

**اِسْتِيْقَادٌ**- **مَصْدَر** ফেলের **اِسْتَوْقَدَ** এবং **اِيْقَادٌ**- **مَصْدَر** ফেলের **اَوْقَدَ**

উদাহরণে, **اَوْقَدَ** ও **اِسْتَوْقَدَ** দুটির **فَاءُ كَلِمَةً** হওয়া হয়েছে। তাই সে **وَاُو** তাদের **مَصْدَر** যথাক্রমে **اِسْتِيْقَادٌ** ও **اِيْقَادٌ**-এর মধ্যেও রূপান্তরিত হয়েছে। **مَصْدَر** দুটির মূলরূপ হচ্ছে **اَوْقَادٌ** ও **اِسْتَوْقَادٌ**

#### নিয়ম : ৫

যদি কোনো শব্দে সাকিনবিশিষ্ট **وَاُو** হয় আর সে **وَاُو** এর পূর্বাঙ্করে যের হয় তবে উক্ত **وَاُو** টি **يَاء** তে রূপান্তরিত হয়।

যেমন- **مِيْرَانٌ** যার মূল হল **مُوْرَانٌ** এবং **اِيْجَلٌ** যার মূল হল **اُوْجَلٌ**

উদাহরণ দুটির মূল শব্দ **مُوْرَانٌ** ও **اُوْجَلٌ** এর মধ্যে পতিত **وَاُو** টি **سَاكِنٌ** যার পূর্বাঙ্করে যের। ফলে নিয়মানুযায়ী উক্ত **وَাُو** টি **يَاء** তে রূপান্তরিত হয়ে **مِيْرَانٌ** ও **اِيْجَلٌ** হয়েছে।

#### নিয়ম : ৬

যদি **بَابُ ضَرْبِ** ও **حَسْبِ**-এর **فَاءُ كَلِمَةً** হয়, তবে সে **وَاُو** **مُضَارِعٌ**-এর সীগাহ থেকে বিলুপ্ত হয়। যেমন- **يَجِبُ** যার মূল হচ্ছে **يَجِبُ** এবং **يُمِقُّ** যার মূল হচ্ছে **يُمِقُّ**

### يَاء-কে রূপান্তর করার নিয়মাবলি

#### নিয়ম : ১

যদি **فَعْلُ مُضَارِعٌ**-এর সীগাহর **فَاءُ** কালেমাতে **يَاءُ سَاكِنٌ** হয় আর **عَلَامَةُ مُضَارِعٌ** পেশবিশিষ্ট হয় তবে উক্ত **يَاء** টি **وَاُو** তে রূপান্তরিত হয়। যেমন- **يُوْسِرٌ** থেকে **يُوْسِرٌ** ; **يُوْقِنٌ** থেকে **يُوْقِنٌ**

উদাহরণে يُنْسِرُ ও يُوقِنُ শব্দ দুটি فَعْلُ مُضَارِعٍ-এর সীগাহ। আর فَاءُ كَلِمَةٍ-তে يَاءُ سَاكِنٌ-এর সীগাহ। আর فَاءُ كَلِمَةٍ-তে يَاءُ سَاكِنٌ-এর সীগাহ। আর فَاءُ كَلِمَةٍ-তে يَاءُ سَاكِنٌ-এর সীগাহ। আর فَاءُ كَلِمَةٍ-তে يَاءُ سَاكِنٌ-এর সীগাহ।

### নিয়ম : ২

যদি بَابُ اِفْتِعَالٍ এর فَاءُ كَلِمَةٍ বা প্রথমাক্ষরে وَاوٌ কিংবা يَاءٌ হয়, তবে সে وَاوٌ এবং يَاءٌ টি ۳ দ্বারা পরিবর্তিত হয় এবং উক্ত ۳ কে تَاءٌ-এর মধ্যে اِذْغَامٌ করা হয়। যেমন-

اِتَّقَادٌ থেকে اِوتَّقَادٌ ; يَتَّقِدُ থেকে يَوْتَقِدُ ; اِتَّقَدَ থেকে اِوتَّقَدَ

اِتَّسَّرٌ থেকে اِوتَّسَّرٌ ; يَتَّسِرُ থেকে يَوْتَسِرُ ; اِتَّسَرَ থেকে اِوتَّسَرَ

## تَدْرِيبَاتٌ

- ১। حَرْفُ عِلَّةٍ কয়টি ও কী কী? তার মধ্যে কোনটি উচ্চারণে সবচেয়ে কঠিন? লেখ।
- ২। কখন وَاوٌ-কে বিলুপ্ত করে শব্দের মধ্যে تَعْلِيلٌ করা হয়?
- ৩। وَاوٌ কে يَاءٌ তে রূপান্তরিত করার নিয়মগুলো সংক্ষেপে লেখ।
- ৪। শব্দের মধ্যে কোনটি مَوْلٍ مَصْدَرٌ না কি فَعْلٌ? সরফীদের মতভেদ উল্লেখপূর্বক বর্ণনা কর।
- ৫। কখন بَابُ اِفْتِعَالٍ এর وَاوٌ টি تَاءٌ তে রূপান্তরিত হয়? লেখ।
- ۬। নিম্নলিখিত শব্দগুলোর মূলরূপ লেখ : اِتَّقَادٌ- اِتَّقَدَ- قِيَامٌ- تَعَدُّ- مِيزَانٌ- عِدَّةٌ
- ৭। নিম্নলিখিত শব্দগুলো কোন নিয়মের আলোকে রূপান্তরিত হয়েছে? লেখ-

يَجِبُ- زِنَةٌ- يُوَقِنُ- اِيْجَلُّ

- ৮। শূন্যস্থান পূরণ কর :

عِدَّةٌ থেকে مَضَارِعُ-এর সীগাহ হচ্ছে ----- ।

زِنَةٌ থেকে مَضَارِعُ-এর সীগাহ হচ্ছে ----- ।

- ৯। مَعْتَلٌ-এর দুটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

الدَّرْسُ السَّادِسُ  
الفِعْلُ الْمَاضِي : تَصْرِيْفُهُ  
ফে'লে মাযী ও তার রূপান্তর

الفِعْلُ الْمَاضِي-এর পরিচয় :

هُوَ مَا دَلَّ عَلَى حَدَثٍ وَزَمَنِ فَاتَّ قَبْلَ التَّطْقِ بِهِ .

অর্থাৎ, যে فعل বা ক্রিয়া দ্বারা অতীতকালে কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায়, তাকে الفِعْلُ الْمَاضِي বলে।

পূর্বের শ্রেণিতে তোমরা صَحِيح শব্দ দ্বারা فِعْلُ مَاضٍ-এর রূপান্তরসহ فِعْلُ مُضَارِعٍ ; فِعْلُ الْأَمْرِ ; فِعْلُ الْمُتَكَلِّمِ ; فِعْلُ التَّوْبِيحِ ; فِعْلُ التَّهْنِئَةِ ; فِعْلُ التَّعْذِيرِ ; فِعْلُ التَّوْبِيحِ ; فِعْلُ التَّهْنِئَةِ ; فِعْلُ التَّعْذِيرِ-এর রূপান্তর প্রক্রিয়া সম্পর্কে জেনেছ। নিম্নে কিছু مُعْتَلٌ শব্দ থেকে فِعْلُ مَاضٍ-এর রূপান্তর দেওয়া হল-

(ক) الْقَوْلُ (বলা); (খ) الْخَوْفُ (ভয় পাওয়া); (গ) الْبَيْعُ (বিক্রয় করা);

(ঘ) الدَّعَاءُ (আহ্বান করা); (ঙ) الرَّمْيُ (নিষ্ক্ষেপ করা)

(ক) (يَنْصُرُ، نَصَرَ، نَصْرًا) দ্বারা (أَجُوفٌ وَآوِيٌّ) (আজুফ ও আযী) মাসদার (বলা) (يَقُولُ، قَالَ، قَوْلًا) দ্বারা (مَعْتَلٌ وَآوِيٌّ) (মু'তল ও আযী) মাসদার (বলা) রূপান্তরের নমুনা-

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِي الْمُنْتَبِتِ لِلْمَجْهُولِ		تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِي الْمُنْتَبِتِ لِلْمَعْرُوفِ	
صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ
قَوْلًا	قَوْلٌ	قَوْلًا	قَالَ
قَوْلَتْ	قَوْلُوا	قَوْلَتْ	قَالَتْ
قَوْلِنَ	قَوْلَتَا	قَوْلِنَ	قُلْنَ
قَوْلْتُمَا	قَوْلْتِ	قَوْلْتُمَا	قُلْتُمَا
قَوْلْتِ	قَوْلْتُمْ	قَوْلْتِ	قُلْتِ
قَوْلْتِنَّ	قَوْلْتُمَا	قَوْلْتِنَّ	قُلْتُمَا
قَوْلْنَا	قَوْلْتُ	قَوْلْنَا	قُلْنَا



(ঘ) (يَنْصُرُ، نَصْرًا) দ্বারা (আহবান করা) الدَّعَاءُ (আহবান করা) মাসদার (বাবে) (ناقص واوي) معتل لام (ঘ) রূপান্তরের নমুনা-

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِي الْمَثْبُتِ لِلْمَجْهُولِ		تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِي الْمَثْبُتِ لِلْمَعْرُوفِ	
صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ
دَعَا	دَعَا	دَعَا	دَعَا
دَعَا	دَعَا	دَعَا	دَعَا
دَعَا	دَعَا	دَعَا	دَعَا
دَعَا	دَعَا	دَعَا	دَعَا
دَعَا	دَعَا	دَعَا	دَعَا
دَعَا	دَعَا	دَعَا	دَعَا
دَعَا	دَعَا	دَعَا	دَعَا

(ঙ) (ضَرَبَ، يَضْرِبُ) দ্বারা (নিষ্ক্রেপ করা) الرَّمْيُ (নিষ্ক্রেপ করা) মাসদার (বাবে) (ناقص يائي) معتل لام (ঙ) রূপান্তরের নমুনা-

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِي الْمَثْبُتِ لِلْمَجْهُولِ		تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِي الْمَثْبُتِ لِلْمَعْرُوفِ	
صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ
رَمَى	رَمَى	رَمَى	رَمَى
رَمَى	رَمَى	رَمَى	رَمَى
رَمَى	رَمَى	رَمَى	رَمَى
رَمَى	رَمَى	رَمَى	رَمَى
رَمَى	رَمَى	رَمَى	رَمَى
رَمَى	رَمَى	رَمَى	رَمَى
رَمَى	رَمَى	رَمَى	رَمَى

উল্লিখিত শব্দগুলোতে কী ধরনের তালীল বা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং কীভাবে হয়েছে তা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হল-

(১) মূলত قَوْلٌ ছিলো। হরকতবিশিষ্ট واو এর পূর্বাঙ্কর যবরবিশিষ্ট হওয়ায় উক্ত واو-কে তার পূর্বাঙ্করের যবর অনুযায়ী حَرْفٌ عِلَّةٌ - اَلِفٌ দ্বারা পরিবর্তন করায় قَالٌ হয়েছে। একই নিয়মে قَالًا - قَالُوا - قَالَتْ - قَالَتَا - قَالَتْ - قَالُوا - قَالَا এ চারটি সীগাহরও تَعْلِيلٌ হয়েছে।

(২) মূলত قَوْلُنٌ ছিলো। واو হরকতবিশিষ্ট এবং তার পূর্বাঙ্কর যবর হওয়ায় পড়তে কঠিন, তাই واو কে তার পূর্বাঙ্করের যবর অনুযায়ী حَرْفٌ عِلَّةٌ - اَلِفٌ দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে قَالُنٌ হয়েছে। এখন اَلِفٌ ও لَامٌ এ দুটি সাকিন বিশিষ্ট حَرْفٌ একত্রিত হওয়ায় পড়া অসম্ভব। তাই, اَلِفٌ কে حَذْفٌ করা হলে قُلُنٌ হয়েছে। অতঃপর উহ্য واو এর নিদর্শন স্বরূপ ق-এর উপর পেশ দেয়ার ফলে قُلُنٌ হয়েছে। একই নিয়মে নিম্নলিখিত সীগাহগুলোর تَعْلِيلٌ হয়ে থাকে-

قُلْنَا، قُلْتُ، قُلْتُنَّ، قُلْتُمَا، قُلْتِ، قُلْتُمْ، قُلْتُمَا، قُلْتِ

(৩) মূলত قَوْلٌ ছিলো। যের যুক্ত واو-এর পূর্বাঙ্কও قَاف-টি পেশবিশিষ্ট হওয়ায় উচ্চারণে কঠিন হয়েছে। এজন্যে واو এর كَسْرَةٌ টিকে স্থানান্তর করে قاف এ দেয়ার ফলে শব্দটির রূপ قَوْلٌ হয়েছে। এবার واو টি سَاكِنٌ বিশিষ্ট এবং তার পূর্বাঙ্কর যের বিশিষ্ট হওয়ার নিয়মানুযায়ী واو কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে قَيْلٌ হয়েছে। এ নিয়মানুসারে قَيْلًا، قَيْلُوا، قَيْلَتْ، قَيْلْتَا، قَيْلْتُمْ শব্দগুলোর تَعْلِيلٌ হয়।

(৪) মূলত قَوْلُنٌ ছিলো। যেরবিশিষ্ট واو এর পূর্বাঙ্কর قاف পেশবিশিষ্ট হওয়ায় শব্দটি উচ্চারণে কঠিন। তাই واو এর যেরকে স্থানান্তরিত করে তার পূর্বাঙ্কর قاف এ দেয়ায় قَوْلُنٌ হয়েছে। এখন যেহেতু واو এবং لَامٌ দুটি হরফ সাকিনবিশিষ্ট হওয়ার কারণে পড়া অসম্ভব। তাই واو কে বিলুপ্ত করার ফলে قُلُنٌ হয়েছে। অতঃপর বিলুপ্ত واو এর নিদর্শন স্বরূপ قاف এ যেরের পরিবর্তে পেশ দেয়ার ফলে শব্দটি قُلُنٌ হয়েছে। এ নিয়মানুসারে قُلْتِ، قُلْتُمَا، قُلْتِ، قُلْتُمْ، قُلْتُمَا، قُلْتِ শব্দগুলোর تَعْلِيلٌ হয়।

(৫) মূলত حَوَفٌ ছিলো। হরকতবিশিষ্ট واو-এর পূর্বের হরফ যবর বিশিষ্ট হওয়ায় উক্ত واو তার পূর্বের হরফের যবর অনুযায়ী حَرْفٌ عِلَّةٌ - اَلِفٌ দ্বারা পরিবর্তন করায় حَافٌ হয়েছে। অনুরূপভাবে حَافًا، حَافُوا، حَافَتْ، حَافَتَا، حَافَتْ سীগাহগুলোর تَعْلِيلٌ হয়ে থাকে।

(৬) **خُفِنَ** মূলত: **خَوْفَنَ** ছিলো। শব্দে **واو** হরকতবিশিষ্ট এবং তার পূর্বের হরফে যবরবিশিষ্ট হওয়ায় পড়তে কঠিন তাই **واو** কে তার পূর্বের হরফের যবর অনুযায়ী **حَرْفٌ عَلِيُّ** - **أَلِفٌ** দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে **خَافِنَ** হয়েছে। এখন **أَلِفٌ** ও **فَاءٌ** এ দুটি সাকিনবিশিষ্ট **حَرْفٌ** একত্রিত হওয়ায় পড়া অসম্ভব। তাই, **أَلِفٌ** কে **حَذَفَ** করা হলে **خُفِنَ** হয়েছে। পূর্বে **خَاءٌ** এর পরের **واو** হরফটি যেরযুক্ত ছিলো তা বোঝানোর জন্যে নিদর্শনস্বরূপ **خَاءٌ** এর যবরকে পরিবর্তন করে যের দেয়ার ফলে **خُفِنَ** হয়েছে। একই নিয়মে নিম্নলিখিত সীগাগুলোর **تَعْلِيلٌ** হয়ে থাকে-

**خِفْنَا، خِفْتُ، خِفْتِ، خِفْتُمْ، خِفْتُمَا، خِفْتِ**

(৭) **خِيفَ** মূলত **خُوفٌ** ছিলো। যেরযুক্ত **واو**-এর পূর্বের হরফে **خَاءٌ** টি পেশবিশিষ্ট হওয়ায় উচ্চারণে কঠিন হয়েছে। এজন্যে **وَاؤٌ** -এর **كُسْرَةٌ** টিকে স্থানান্তর করে **خَاءٌ** এ দেয়ার ফলে শব্দটির রূপ **خُوفٌ** হয়েছে। এবার **واو** টি **سَاكِنٌ** বিশিষ্ট এবং তার পূর্বের হরফে যেরবিশিষ্ট হওয়ায় নিয়মানুযায়ী **واو** কে **يَاءٌ** দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে **خِيفَ** হয়েছে। একই নিয়মে নিম্নলিখিত সীগাগুলোর **تَعْلِيلٌ** হয়ে থাকে-

(৮) **خِيفْنَا، خِيفْتَا، خِيفْتُمْ، خِيفْتُمَا، خِيفْتِ** মূলত: **خُوفِنَ** ছিলো। যেরযুক্ত **واو** এর পূর্বের হরফে **خَاءٌ** টি পেশবিশিষ্ট হওয়ায় উচ্চারণে কঠিন হয়েছে। এজন্যে **وَاؤٌ** এর **كُسْرَةٌ** টিকে স্থানান্তর করে **خَاءٌ** দেয়ার ফলে শব্দটির রূপ **خُوفِنَ** হয়েছে। এখন **واو** ও **نُونٌ** দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় **وَاؤٌ** টি বিলুপ্ত করা হলে **خِيفِنَ** হয়েছে। এ নিয়মানুসারে **خِفْنَا، خِفْتُمْ، خِفْتُمَا، خِفْتِ، خِفْتُنَّ، خِفْتُ، خِفْنَا** সীগাগুলোর **تَعْلِيلٌ** হয়ে থাকে।

(৯) **بَاعَ** মূলত **بَيْعَ** ছিলো। শব্দে **يَاءٌ** হরফটি যবরবিশিষ্ট আর তার পূর্বের হরফেও যবরবিশিষ্ট। তাই নিয়মানুযায়ী উক্ত **يَاءٌ** কে **أَلِفٌ** দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে **بَاعَ** হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে **بَاعُوا، بَاعَتْ، بَاعَتَا، بَاعْتُمْ، بَاعْتُمَا** শব্দগুলোর **تَعْلِيلٌ** হয়ে থাকে।

(১০) **بَاعَنَ** মূলত **بَيْعَنَ** ছিলো। ( **صَرَبْنِ** ওজনের সাথে মিল রেখে)। শব্দে **يَاءٌ** হরফটি যবরবিশিষ্ট আর তার পূর্বের হরফেও যবরবিশিষ্ট। তাই নিয়মানুযায়ী উক্ত **يَاءٌ** কে **أَلِفٌ** দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে **بَاعَنَ** হয়েছে। এখন **أَلِفٌ** এবং **عَيْنٌ** -এ দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় **أَلِفٌ**



হরফটিকে حَذْف বা বিলুপ্ত করার ফলে بَعْنَ হয়েছে। بَاع অক্ষরের পরে মূলত يَاء ছিলো এ কথা বোঝানোর জন্য بَاء-এর যবরকে যের দ্বারা পরিবর্তন করায় بَعْنَ হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে নিম্ন সীগাহগুলোর تعليل হয়ে থাকে- بَعْنَا، بَعْتُ، بَعْتُنَّ، بَعْتُمَا، بَعْتِ، بَعْتُمْ، بَعْتُمَا، بَعْتِ

(১১) بَعْنَ মূলত بُعِيَ ছিলো (ضُرِبَ ওজনে)। শব্দে ياء হরফটি যেরবিশিষ্ট আর তার পূর্বের হরফে পেশবিশিষ্ট, যা উচ্চারণে কঠিন। তাই যেহেতু ياء এর বামে যের চায় সেহেতু ياء এর যেরকে স্থানান্তর করে بَاء এর নীচে দেয়ায় بُعِيَ হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে بِيَعَا، بِيَعُوْا، بِيَعْتِ، بِيَعْتَا শব্দগুলোর تَعْلِيل হয়ে থাকে।

(১২) بَعْنَ মূলত يُبَعْنَ ছিলো। (ضُرِبْنَ ওজনের সাথে মিল রেখে)। শব্দে ياء হরফটি যেরবিশিষ্ট আর তার পূর্বের হরফে পেশবিশিষ্ট, যা উচ্চারণে কঠিন। আর যেহেতু ياء তার বামে যের চায়, সেহেতু ياء -এর যেরকে স্থানান্তর করে بَاء -এর নীচে দেয়ায় يُبَعْنَ হয়েছে। এখন ياء এবং عين-এ দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় ياء কে حَذْف করার ফলে بَعْنَ হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে بَعْنَا، بَعْتِ، بَعْتُمَا، بَعْتِ، بَعْتُمْ، بَعْتُمَا, بَعْتِ-এর সীগাহগুলোর تَعْلِيل হয়ে থাকে।

(১৩) دَعَا মূলত دَعَوَ ছিলো। শব্দে واو হরফটি হরকতযুক্ত আর তার পূর্বের হরফেও যবরবিশিষ্ট। তাই যবরের চাহিদা অনুযায়ী উক্ত واو কে الف দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে دَعَا হয়েছে।

(১৪) دَعُوْا মূলত دَعُوْا ছিলো। শব্দে واو হরফটি হরকতযুক্ত আর তার পূর্বের হরফ যবরবিশিষ্ট। তাই واو এর চাহিদা অনুযায়ী উক্ত পেশ স্থানান্তর করে তার পূর্বের হরফ দেয়ায় دَعُوْا হয়েছে। এখন দুটি واو সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় ১টি কে حَذْف করার ফলে دَعُوْا হয়েছে।

(১৫) دُعِيْ মূলত دُعِيَ ছিলো (نُصِرَ ওজনে)। শব্দে واو হরফটি হরকতযুক্ত আর তার পূর্বের হরফেও যেরবিশিষ্ট। তাই যেরের চাহিদা অনুযায়ী উক্ত واو কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে دُعِي হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে নিম্ন সীগাহগুলোর تَعْلِيل হয়ে থাকে-

دُعِينَا، دُعِيْتُ، دُعِيْتُنَّ، دُعِيْتُمَا، دُعِيْتِ، دُعِيْتُمْ، دُعِيْتُمَا، دُعِيْتِ، دُعِيْنَا، دُعِيْتُ، دُعِيْتُنَّ

(১৬) মূলত دُعُوًا ছিলো (نُصِرُوا) ওজনে। শব্দে واو হরফটি পেশযুক্ত আর তার পূর্বের হরফে যেরবিশিষ্ট হওয়ায় উচ্চারণে কঠিন। তাই যেরের চাহিদা অনুযায়ী উক্ত واو কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে دُعِيُوًا হয়েছে। এখন ياء হরফটি পেশবিশিষ্ট আর তার পূর্বের হরফের যের বিধায় উচ্চারণে কঠিন তাই ياء-এর হরকতকে স্থানান্তর করে তার পূর্বের হরফে দেয়ায় دُعِيُوًا হয়েছে। এবার ياء ও واو দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় ياء কে حذف করার ফলে دُعُوًا হয়েছে।

(১৭) মূলত رَمِيٌّ ছিলো (ضرب) ওজনে। শব্দে ياء হরফটি হরকতযুক্ত আর তার পূর্বের হরফেও যবরবিশিষ্ট। তাই ياء এর পূর্বের হরফের যবরের চাহিদা অনুযায়ী الف দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে رَمِيٌّ হয়েছে।

(১৮) মূলত رَمِيُوًا ছিলো (ضَرَبُوا) ওজনে। শব্দে ياء হরফটি পেশবিশিষ্ট আর তার পূর্বের হরফেও যবর। তাই ياء এর পূর্বের হরফের যবরের চাহিদা অনুযায়ী ياء কে أَلْف দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে رَمَاُوًا হয়েছে। এখন أَلْف এবং واو এ দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় الف কে حذف করার ফলে رَمُوًا হয়েছে।

(১৯) মূলত رَمَيْتٌ ছিলো (ضَرَيْتٌ) ওজনে। শব্দে ياء হরফটি হরকতবিশিষ্ট আর তার পূর্বের হরফেও যবর। তাই ياء কে الف দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে رَمَاتٌ হয়েছে। এখন الف এবং تاء এ দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় الف কে حذف করার ফলে رَمَتْ হয়েছে।

رَمَتْ - رَمَتْ غَائِبٌ -এর সীগাহ। এর সাথে أَلْف যোগ করে رَمَتَا গঠন করা হয়েছে। এ বহসের উল্লিখিত সীগাহগুলোর ছাড়া বাকী সীগাহগুলোর মধ্যে تَعْلِيل হয় না। এ বহসে মাত্র ১টি সীগাহর تَعْلِيل হয়।

(২০) মূলত رَمِيُوًا ছিলো (ضربوا) ওজনে। শব্দে ياء হরফটি পেশবিশিষ্ট আর তার পূর্বের হরফে যের বিধায় উচ্চারণে কঠিন। তাই ياء এর পেশকে স্থানান্তর করে তার পূর্বের হরফের দেয়ায় رَمِيُوًا হয়েছে। এবার ياء এবং واو এ দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় ياء কে حذف করার ফলে رَمُوًا হয়েছে।

## تَدْرِيبَاتٌ

(أ) নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। دَعَا এবং دَعَنَ এর তালীল করার নিয়ম লেখ।
- ২। بَيْعَ এবং بَعْتَمَا এর তালীলের নিয়ম বিস্তারিত বর্ণনা কর।
- ৩। رَمِيَا ও رَمَيْتُمْ এর তালীলের নিয়মাবলি আলোচনা কর।
- ৪। خِيفَ و خِفْتُنَّ এর তালীল কর।

(ب) নিম্নোক্ত শব্দগুলো তালীল হবার পূর্বে কিরূপ ছিল? লেখ।

قَالُوا، قِيلَتَا، دَعْنَا، خَافَتَا، رَمِيَا، رُمْتُمْ

(ج) নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং তা থেকে اعين واوي معتل এর فعل ماضي এর শব্দগুলো বের করে তা তালীলের নিয়ম বর্ণনা কর-

وَكَانَ هَذَا الْإِعْلَانُ أَوَّلَ إِعْلَانٍ قَوِيٍّ بِالذَّعْوَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَبِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أُعْلِنَهُ رَجُلٌ أَجْنَبِيٌّ عَنِ مَكَّةَ فِي أَرْضٍ لَيْسَتْ أَرْضَهُ وَدَارٍ لَيْسَتْ دَارُهُ وَلَمْ تَنَمَّ عَيْنُهُ حَتَّى فَعَلَ مَا يُرِيدُ. وَهَنَا أَقْبَلَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَضَرَبُوهُ بِقُوَّةٍ حَتَّى كَادَ يَمُوتُ. ثُمَّ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ وَقَفَ مَرَّةً ثَانِيَةً وَلَمْ يَقِفْ لِسَانُهُ بَلْ ظَلَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

## الدَّرْسُ السَّابِعُ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ : تَصْرِيْفُهُ

### ফে'লে মুযারে ও তার রূপান্তর

مُعْتَلٌ শব্দ থেকে فِعْلٌ مُضَارِعٌ-এর রূপান্তর পদ্ধতি নিম্নে আলোচনা করা হল-

(ক) (يَنْصُرُ، نَصَرَ، نَصْرٌ) দ্বারা রূপান্তরের মাসদার الْقَوْلُ (وَإِوِي) (أَجُوفٌ وَإِوِي) مُعْتَلٌ عَيْنٌ وَإِوِي (ক) নমুনা -

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمَثْبُتِ لِلْمَجْهُولِ		تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمَثْبُتِ لِلْمَعْرُوفِ	
صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ
يُقُولَانِ	يُقَالُ	يَقُولَانِ	يَقُولُ
تُقُولُونَ	يُقَالُونَ	تَقُولُونَ	يَقُولُونَ
يُقُولَنَّ	يُقَالَنَّ	تَقُولَنَّ	يَقُولَنَّ
تُقُولَانِ	يُقَالَانِ	تَقُولَانِ	يَقُولَانِ
تُقُولُونَ	يُقَالُونَ	تَقُولُونَ	يَقُولُونَ
تُقُولَنَّ	يُقَالَنَّ	تَقُولَنَّ	يَقُولَنَّ
أَقُولُ	أُقَالُ	أَقُولُ	أَقُولُ

(খ) (يَسْمَعُ، يَسْمَعُ، سَمِعَ) দ্বারা মাসদার الْخَوْفُ (وَإِوِي) (أَجُوفٌ وَإِوِي) مُعْتَلٌ عَيْنٌ وَإِوِي (খ) নমুনা-

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمَثْبُتِ لِلْمَجْهُولِ		تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمَثْبُتِ لِلْمَعْرُوفِ	
صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ
يُخَوِّفَانِ	يُخَافُ	يَخَوِّفَانِ	يَخَافُ
تُخَوِّفُونَ	يُخَافُونَ	تَخَوِّفُونَ	يَخَافُونَ
يُخَوِّفَنَّ	يُخَافَنَّ	تَخَوِّفَنَّ	يَخَافَنَّ
تُخَوِّفَانِ	يُخَافَانِ	تَخَوِّفَانِ	يَخَافَانِ
تُخَوِّفُونَ	يُخَافُونَ	تَخَوِّفُونَ	يَخَافُونَ
تُخَوِّفَنَّ	يُخَافَنَّ	تَخَوِّفَنَّ	يَخَافَنَّ
أُخَوِّفُ	أُخَافُ	أُخَوِّفُ	أُخَافُ

(গ) তَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَضَارِعِ الْمَثْبُتِ لِمَعْرُوفٍ (ضَرَبَ، يَضْرِبُ) দ্বারা রূপান্তরের নমুনা-  
(أَجُوفٌ يَأْتِي) مُعْتَلٌ عَيْنٌ (গ)

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَضَارِعِ الْمَثْبُتِ لِمَعْرُوفٍ		تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَضَارِعِ الْمَثْبُتِ لِمَعْرُوفٍ	
صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ
يُبِيعَانِ	يُبِيعُ	يُبِيعَانِ	يُبِيعُ
يُبِيعُونَ	يُبِيعُونَ	يُبِيعُونَ	يُبِيعُونَ
يُبِيعَانِ	يُبِيعَانِ	يُبِيعَانِ	يُبِيعَانِ
يُبِيعَانِ	يُبِيعُ	يُبِيعَانِ	يُبِيعُ
يُبِيعُونَ	يُبِيعُونَ	يُبِيعُونَ	يُبِيعُونَ
يُبِيعَانِ	يُبِيعَانِ	يُبِيعَانِ	يُبِيعَانِ
يُبِيعُ	أُبِيعُ	يُبِيعُ	أُبِيعُ

(ঘ) تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَضَارِعِ الْمَثْبُتِ لِمَعْرُوفٍ (يَنْصُرُ، نَصَرَ) দ্বারা রূপান্তরের নমুনা-  
(ناقص واوي) معتل لام (ঘ)

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَضَارِعِ الْمَثْبُتِ لِمَعْرُوفٍ		تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَضَارِعِ الْمَثْبُتِ لِمَعْرُوفٍ	
صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ
يُدْعَوَانِ	يُدْعَوُ	يُدْعَوَانِ	يُدْعَوُ
يُدْعَوُونَ	يُدْعَوُونَ	يُدْعَوُونَ	يُدْعَوُونَ
يُدْعَوَانِ	يُدْعَوَانِ	يُدْعَوَانِ	يُدْعَوَانِ
يُدْعَوَانِ	يُدْعَوُ	يُدْعَوَانِ	يُدْعَوُ
يُدْعَوُونَ	يُدْعَوُونَ	يُدْعَوُونَ	يُدْعَوُونَ
يُدْعَوَانِ	يُدْعَوَانِ	يُدْعَوَانِ	يُدْعَوَانِ
يُدْعَوُ	أُدْعَوُ	يُدْعَوُ	أُدْعَوُ

(৬) (ضَرَبَ، يَضْرِبُ) দ্বারা রূপান্তরের নমুনা-  
 (نَاقِصٌ يَأْتِي) مُعْتَلٌ لَامِ এর শব্দ الرَّمِيّ মাসদার (বাবে يَضْرِبُ) দ্বারা

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمَثْبُتِ لِلْمَجْهُولِ		تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمَثْبُتِ لِلْمَعْرُوفِ	
صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ
يُرْمِيَانِ	يُرْمِيَانِ	يُرْمِيَانِ	يُرْمِيَانِ
يُرْمُونُ	يُرْمُونُ	يُرْمِيُونُ	يُرْمِيُونُ
يُرْمِيْنَ	يُرْمِيْنَ	يُرْمِيْنَ	يُرْمِيْنَ
تُرْمِيَانِ	تُرْمِيَانِ	تُرْمِيَانِ	تُرْمِيَانِ
تُرْمِيْنَ	تُرْمِيْنَ	تُرْمِيْنَ	تُرْمِيْنَ
تُرْمِيَانِ	تُرْمِيَانِ	تُرْمِيَانِ	تُرْمِيَانِ
تُرْمِيْنَ	تُرْمِيْنَ	تُرْمِيْنَ	تُرْمِيْنَ
أُرْمِيَانِ	أُرْمِيَانِ	أُرْمِيَانِ	أُرْمِيَانِ
أُرْمِيْنَ	أُرْمِيْنَ	أُرْمِيْنَ	أُرْمِيْنَ

উল্লিখিত শব্দাবলিতে কী ধরনের তালীল বা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং কীভাবে হয়েছে তা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হল-

(১) حَرْفٌ صَحِيحٌ আর এর পূর্বাঙ্কর وَאו - حَرْفٌ عِلَّةٌ ছিলো। মূলত يَقُولُ এ দেয়ার ফলে يَقُولُ হয়েছিল। তাই وَاو এর হরকতটি তার পূর্বাঙ্কর قَافِ টি সাকিন্ বিশিষ্ট। এ নিয়মের অধীনে يَقُولَانِ، يَقُولُونَ، تَقُولَانِ، تَقُولُونَ، تَقُولِينَ، تَقُولِينَ, تَقُولُونَ, تَقُولُونَ সীগাগুলোর তালীল হয়ে থাকে।

(২) حَرْفٌ حَرْكَةٌ আর তার পূর্বাঙ্কর وَاو হরফটি عِلَّةٌ হওয়া সত্ত্বেও يَقُولُنَّ ছিলো। মূলত يَقُولُنَّ হওয়া সত্ত্বেও يَقُولُنَّ ছিলো। তাই وَاو এর হরকতটি তার পূর্বাঙ্কর قَافِ টি সাকিন্ বিশিষ্ট। তাই উক্ত وَاو এর হরকত কে স্থানান্তর করে قَافِ এর উপর দেয়ায় يَقُولُنَّ হয়েছে। এখন وَاو এবং لام দুটি সাকিন্ বিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় পড়া অসম্ভব, তাই وَاو কে حَذْفٌ বা বিলুপ্ত করার ফলে يَقُولُنَّ হয়েছে।

(৩) حَرْفٌ حَرْكَةٌ আর তার পূর্বাঙ্কর وَاو হরফটি عِلَّةٌ হওয়া সত্ত্বেও يَقُولُنَّ ছিলো। মূলত يَقُولُنَّ ছিলো। তাই وَاو এর হরকত কে স্থানান্তরিত করে قَافِ টি সাকিন্ বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও يَقُولُنَّ হয়েছে। এখন وَاو এবং لام দুটি সাকিন্ বিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় পড়া অসম্ভব, তাই وَاو কে حَذْفٌ বা বিলুপ্ত করার ফলে يَقُولُنَّ হয়েছে। এখন وَاو এবং لام দুটি সাকিন্ বিশিষ্ট আর তার পূর্বাঙ্কর যবর অথচ নিয়মানুযায়ী

যবর তার বামে أَلْف চায়, তাই واو কে الف দ্বারা পরিবর্তন করায় يُقَالُ হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে  
تَعْلِيلُ সীগাহগুলোর يُقَالُ وَ نُقَالَ ، نُقَالَيْنِ ، نُقَالُونَ ، نُقَالَانِ ، نُقَالَ ، يُقَالُونَ ، يُقَالَانِ হয়।

(৪) حَرْفُ عِلَّةٍ হওয়া সত্ত্বেও বিশিষ্ট আর তার পূর্বের  
مُولَاتٍ يُقُولُنَّ ছিলো। হরফটি واو হওয়া সত্ত্বেও বিশিষ্ট আর তার পূর্বের  
حَرْفُ صَحِيحٍ হওয়া সত্ত্বেও বিশিষ্ট। তাই واو-এর حركة কে স্থানান্তরিত করে  
তার পূর্বের قَا ف এ দেয়ায় يُقُولُنَّ হয়েছে। এখন واو এবং لام দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত  
হওয়ায় واو কে حذف বা বিলুপ্ত করার ফলে يُقُلْنَ হয়েছে।

(৫) حَرْفُ عِلَّةٍ-এর حركة বিশিষ্ট আর এর পূর্বের  
مُولَاتٍ يُخَوِّفُ ছিলো (وَجْنَةً يَسْمَعُ)। হরফটি واو হওয়া সত্ত্বেও বিশিষ্ট আর এর পূর্বের  
حَرْفُ صَحِيحٍ - خَاءِ টি সাকিন বিশিষ্ট। তাই واو এর হরফটি তার পূর্বের হরফে خاء এ  
দেওয়ার ফলে يُخَوِّفُ হয়েছে। হরফটি واو মূলত যবরযুক্ত ছিলো আর বর্তমানে তার পূর্বের হরফ  
যবরযুক্ত। তাই واو কে যবর এর চাহিদার আলোকে الف দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে يُخَافُ হয়েছে।  
অনুরূপ নিয়মে يُخَافَانِ ، يُخَافُونَ ، يُخَافَيْنِ ، يُخَافُونَ ، يُخَافُونَ সীগাহগুলোর تَعْلِيلُ হয়ে থাকে।

(৬) حَرْفُ عِلَّةٍ হওয়া সত্ত্বেও বিশিষ্ট আর তার পূর্বের  
مُولَاتٍ يُخَوِّفُنَّ ছিলো (وَجْنَةً يَسْمَعْنَ)। হরফটি واو হওয়া সত্ত্বেও বিশিষ্ট আর তার পূর্বের  
حَرْفُ صَحِيحٍ হওয়া সত্ত্বেও বিশিষ্ট। তাই উক্ত واو এর  
حركة কে স্থানান্তরিত করে خاء এর উপর দেয়ায় يُخَوِّفُنَّ হয়েছে। এখন واو এবং لام দুটি সাকিন বিশিষ্ট  
হরফ একত্রিত হওয়ায় পড়া অসম্ভব, তাই واو কে حَذْف বা বিলুপ্ত করার ফলে يُخَفْنَ হয়েছে।

(৭) حَرْفُ عِلَّةٍ হওয়া সত্ত্বেও বিশিষ্ট আর তার পূর্বের  
مُولَاتٍ يُخَوِّفُ ছিলো (وَجْنَةً يَسْمَعُ)। হরফটি واو হওয়া সত্ত্বেও বিশিষ্ট আর তার পূর্বের  
حَرْفُ صَحِيحٍ হওয়া সত্ত্বেও বিশিষ্ট। তাই উক্ত واو এর  
حركة কে স্থানান্তরিত করে خاء এ দেয়ায় يُخَوِّفُ হয়েছে। এখন واو টি সাকিন বিশিষ্ট আর তার  
পূর্বের যবর অথচ নিয়মানুযায়ী যবর তার বামে الف চায়, তাই واو কে الف দ্বারা পরিবর্তন করায়  
يُخَافُ হয়েছে। অনুরূপ নিয়মে يُخَافَانِ ، يُخَافُونَ ، يُخَافَيْنِ ، يُخَافُونَ ، يُخَافُونَ সীগাহগুলোর  
تَعْلِيلُ হয়ে থাকে।

(৮) **حَرْفٌ عِلَّةٌ** হওয়া সত্ত্বেও **واو** হরফটি **يُخْفَنَ** (ওজনে) **يُخْفَنَ** মূলত : **يُخْفَنَ** ছিলো। শব্দে **واو** হরফটি **حَرْفٌ عِلَّةٌ** হওয়া সত্ত্বেও **واو** বিশিষ্ট আর তার পূর্বাঙ্কর **خاء** হরফটি **صَحِيحٌ** হওয়া সত্ত্বেও **سَاكِنٌ** বিশিষ্ট। তাই **واو** এর **حَرْفَةٌ** কে স্থানান্তরিত করে তার পূর্বাঙ্কর **خاء** এ দেয়ায় **يُخْفَنَ** হয়েছে। এখন **واو** এবং **لام** দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় **واو** কে **حذف** বা বিলুপ্ত করার ফলে **يُخْفَنَ** হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে **تُخْفَنَ** এর **تَعْلِيلٌ** হয়ে থাকে।

(৯) **حَرْفٌ عِلَّةٌ** হওয়া সত্ত্বেও **ياء** হরফটি **يَضْرِبُ** (ওজনে) **يَضْرِبُ** মূলত **يَبِيْعُ** ছিলো। শব্দে **ياء** হরফটি **حَرْفٌ عِلَّةٌ** হওয়া সত্ত্বেও **ياء** এর **حَرْفَةٌ** বিশিষ্ট। আর তার পূর্বের **باء** হরফটি **صَحِيحٌ** হওয়া সত্ত্বেও **سَاكِنٌ** বিশিষ্ট। তাই **ياء** এর **حَرْفَةٌ** কে স্থানান্তরিত করে তার পূর্বের **باء** এ দেয়ায় **يَبِيْعُ** হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে **يَبِيْعَانِ**, **يَبِيْعُونَ**, **يَبِيْعُ**, **تَبِيْعِينَ**, **تَبِيْعُونَ**, **تَبِيْعَانِ**, **تَبِيْعُ**, **تَعْلِيلٌ** সীগাহগুলোর **تَعْلِيلٌ** হয়ে থাকে।

(১০) **حَرْفٌ عِلَّةٌ** হওয়া সত্ত্বেও **ياء** হরফটি **يَضْرِبُ** (ওজনে) **يَضْرِبُ** মূলত **يَبِيْعَانِ** ছিলো। শব্দে **ياء** হরফটি **حَرْفٌ عِلَّةٌ** হওয়া সত্ত্বেও **ياء** এর **حَرْفَةٌ** বিশিষ্ট। আর তার পূর্বের **باء** হরফটি **صَحِيحٌ** হওয়া সত্ত্বেও **سَاكِنٌ** বিশিষ্ট। তাই **ياء** এর **حَرْفَةٌ** কে স্থানান্তরিত করে তার পূর্বের হরফ **باء** এ দেয়ায় **يَبِيْعَانِ** হয়েছে। এখন **ياء** ও **عين** বর্ণ দুটি **سَاكِنٌ** হওয়ায় **ياء** কে **حذف** করা হলে **يَبِيْعَانِ** হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে **تَبِيْعَانِ** এর **تَعْلِيلٌ** ও **تَبِيْعَانِ** হয়ে থাকে।

(১১) **حَرْفٌ عِلَّةٌ** হওয়া সত্ত্বেও **ياء** হরফটি **يَضْرِبُ** (ওজনে) **يَضْرِبُ** মূলত **يَبِيْعُ** ছিলো। শব্দে **ياء** হরফটি **حَرْفٌ عِلَّةٌ** হওয়া সত্ত্বেও **ياء** এর **حَرْفَةٌ** বিশিষ্ট। আর তার পূর্বের **باء** হরফটি **صَحِيحٌ** হওয়া সত্ত্বেও **سَاكِنٌ** বিশিষ্ট। তাই **ياء** এর **حَرْفَةٌ** কে স্থানান্তরিত করে তার পূর্বের হরফ **باء** এ দেয়ায় **يَبِيْعُ** হয়েছে। **ياء** মূলত যবরযুক্ত ছিলো এখন তার পূর্বের হরফে যবরযুক্ত হওয়ায় উক্ত **ياء** কে **الف** দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে **يَبِيْعُ** হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে নিম্নোক্ত সীগাহগুলোর **تَعْلِيلٌ** হয়ে থাকে—

**تَبَاْعٌ، اُبَاْعٌ، تَبَاْعِيْنَ، تَبَاْعُوْنَ، تَبَاْعَانِ، تَبَاْعُ، يَبَاْعُوْنَ، يَبَاْعَانِ**



(১২) **مُولَتٌ يُبَيِّنُ** ছিলো। (يُضْرَبْنَ) ওজনে)। শব্দে **يَاء** হরফটি **حَرْفٌ عِلَّةٌ** হওয়া সত্ত্বেও **حَرْفٌ** বিশিষ্ট। আর তার পূর্বের **بَاء** হরফটি **صَحِيحٌ** হওয়া সত্ত্বেও **سَاكِنٌ** বিশিষ্ট। তাই **يَاء** এর **حَرْفٌ** কে স্থানান্তর করে তার পূর্বের হরফ **بَاء** এ দেয়ায় **يُبَيِّنُ** হয়েছে। **يَاء** হরফটি যবরবিশিষ্ট ছিল। আর এখন তার পূর্বের হরফও যবর বিশিষ্ট হয়েছে তাই **يَاء** কে **الف** দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে ফলে **يُبَيِّنُ** হয়েছে। এখন **الف** এবং **عَيْن** দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় **الف** কে **حذف** করার ফলে **يُبَيِّنُ** হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে **تُبَعْنَ** এর **تَعْلِيلٌ** হয়ে থাকে।

(১৩) **مُولَتٌ يَدْعُو** ছিলো (يَنْصُرُ) ওজনে)। শব্দে **وَاو** হরফটি পেশযুক্ত আর তার পূর্বের হরফ পেশবিশিষ্ট বিধায় উচ্চারণে কঠিন। তাই **عَيْن** এর পেশ এর চাহিদা অনুযায়ী বামের **وَاو** টিকে সাকিন করার ফলে **يَدْعُو** হয়েছে। অনুরূপভাবে **تَدْعُو** - **أَدْعُو** এবং **نَدْعُو** এর **تَعْلِيلٌ** হয়ে থাকে।

(১৫) **مُولَتٌ يَدْعُوْنَ** ছিলো (يَنْصُرُونَ) ওজনে)। প্রথমত **يَدْعُو** শব্দের **تَعْلِيلٌ**-এর নিয়মে **وَاو** কে সাকিন করায় **يَدْعُوْنَ** হয়েছে। এবার দুটি সাকিনবিশিষ্ট **وَاو** একত্রিত হওয়ায় একটিকে **حذف** করার ফলে **يَدْعُوْنَ** হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে **تَدْعُوْنَ** এর **تَعْلِيلٌ** হয়ে থাকে।

(১৬) **مُولَتٌ تَدْعُوْنَ** ছিলো। (تَنْصُرِينَ) ওজনে)। শব্দে **وَاو** হরফটি যেরবিশিষ্ট আর তার পূর্বের হরফে পেশ বিধায় উচ্চারণে কঠিন। তাই **وَاو** এর যেরকে স্থানান্তর করে তার পূর্বের হরফে দেয়ায় **تَدْعُوْنَ** হয়েছে। এবার **وَاو** এবং **يَاء** এ দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় **وَاو** টিকে **حذف** করার ফলে **تَدْعُوْنَ** হয়েছে।

(১৭) **مُولَتٌ يَدْعُو** ছিলো (يَنْصُرُ) ওজনে)। শব্দে **وَاو** হরফটি **مَاضِي** তে তৃতীয় স্থানে ছিল। এখন তা চতুর্থ স্থানে পতিত হওয়ায় **يَاء** দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে **يَدْعُو** হয়েছে। এবার **يَاء** টি **حَرْفٌ** যুক্ত আর তার পূর্বের হরফে যবরবিশিষ্ট। তাই **يَاء** হরফটি তার পূর্বের হরফের যবরের চাহিদানুযায়ী **الف** দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে **يَدْعُو** হয়েছে। এ নিয়মে **أَدْعَى** - **تَدْعَى** এর **تَعْلِيلٌ** হয়ে থাকে।

(১৮) **يُدْعَوْنَ** মূলত **يُدْعَوُونَ** ছিলো (ওজনে) **يُدْعَى** শব্দের **تَعْلِيل** এর নিয়মে প্রথমে **واو** কে **ياء** দ্বারা পরিবর্তন করার পর **ياء** কে **الف** দ্বারা পরিবর্তন করায় **يُدْعَاوْنَ** হয়েছে। এবার **الف** এবং **واو** এ দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় **الف** কে **حَذْف** করার ফলে **يُدْعَوْنَ** হয়েছে।

(১৯) **يُرْمِي** মূলত **يُرْمِي** ছিলো (ওজনে) **يَضْرِبُ** শব্দে **ياء** হরফটি হরকতবিশিষ্ট আর তার পূর্বের হরফে যের বিধায় উচ্চারণে কঠিন। তাই **ياء** এর চাহিদার ভিত্তিতে **ياء** কে সাকিন করায় **يُرْمِي** হয়েছে। অনুরূপভাবে **تُرْمِي** এর **تَعْلِيل** হয়ে থাকে।

(২০) **يُرْمُونَ** মূলত **يُرْمِيُونَ** ছিলো (ওজনে)। শব্দে **ياء** হরফটি পেশবিশিষ্ট আর তার পূর্বের হরফ যের বিধায় উচ্চারণে কঠিন। তাই **ياء** এর হরকতকে স্থানান্তর করে পূর্বের হরফে দেওয়ায় **يُرْمِيُونَ** হয়েছে। এখন **ياء** এবং **واو** এ দুটি বর্ণ সাকিন হওয়ায় **ياء** কে **حَذْف** করা হলে **يُرْمُونَ** হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে **تُرْمُونَ** এর **تَعْلِيل** হয়ে থাকে।

(২১) **تُرْمِينِ** মূলত **تُرْمِيْنِ** ছিলো (ওজনে)। শব্দে **ياء** হরফটি যেরবিশিষ্ট আর তার পূর্বের হরফে যের বিধায় উচ্চারণে কঠিন। তাই যেরের চাহিদানুযায়ী **ياء** কে সাকিন করা হয়েছে। এবার দুটি **ياء** একত্রে সাকিন হওয়ায় একটি বিলুপ্ত করা হয়েছে ফলে **تُرْمِينِ** হয়েছে।

(২২) **يُرْمِي** মূলত **يُرْمِي** ছিলো (ওজনে)। শব্দে **ياء** হরফটি হরকতযুক্ত আর তার পূর্বের হরফ যবর বিধায় উচ্চারণে কঠিন। তাই যবরের চাহিদানুযায়ী **ياء** কে **الف** দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে **يُرْمِي** হয়েছে। এ নিয়মে **تُرْمِي** - **أُرْمِي** ও **نُرْمِي** এর **تَعْلِيل** হয়ে থাকে।

(২৩) **يُرْمَاوْنَ** মূলত **يُرْمِيُونَ** ছিলো (ওজনে)। শব্দে **ياء** হরফটি হরকতবিশিষ্ট আর তার পূর্বের **حرف** এ যবর বিধায় উচ্চারণে কঠিন। তাই যবরের চাহিদানুযায়ী **ياء** কে **الف** দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে **يُرْمَاوْنَ** হয়েছে। এবার **الف** এবং **واو** এ দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় **الف** কে বিলুপ্ত করার ফলে **يُرْمَاوْنَ** হয়েছে। এ নিয়মেই **تُرْمَاوْنَ** এর **تَعْلِيل** হয়।

(২৪) **يُرْمِينِ** মূলত **يُرْمِيْنِ** ছিল (ওজনে)। এর **تَعْلِيل** - **يُرْمُونَ** এর **تَعْلِيل** এর মতই। শুধু **واو** এর স্থলে **ياء** বলতে হবে।

## تَدْرِيبَاتٌ

(أ) নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। يَدْعُونَ এবং يَدْعُوْنَ এর তালীল করার নিয়ম লেখ।
- ২। يَبِيعَانِ এবং يَخْفَنُ এর তালীলের নিয়ম বিস্তারিত বর্ণনা কর।
- ৩। تَزْمِيَاً ও أَرْمِيْ এর তালীলের নিয়মাবলি আলোচনা কর।
- ৪। تَدْعُوَانِ ও تَدْعِيْنَ এর তালীল কর।

(ب) নিম্নোক্ত শব্দগুলো তালীল হবার পূর্বে কিরূপ ছিল? লেখ।

يَزْمِيْنَ، تَزْمِيَاً، يَدْعِيْ، يَدْعِيَانِ، تَدْعِيْنَ، تَبِيعَانِ، تَقُولِيْنَ

(ج) নিম্নোক্ত বাক্যগুলো পড় এবং তা থেকে مُعْتَلِ عَيْنٍ وَآوِيٍّ এর فِعْلٍ مَّاضِيٍّ ও فِعْلٍ مُّضَارِعٍ-এর শব্দগুলো বের করে তার তালীলের নিয়ম বর্ণনা কর-

- ১- قَامَتِ الثَّقَاةُ الْإِسْلَامِيَّةُ عَلَى الْإِيْمَانِ بِاللَّهِ وَتَوْحِيدِهِ.
- ২- يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ).
- ৩- وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى.
- ৪- الْمُؤْمِنُونَ لَا يَخَافُونَ إِلَّا اللَّهَ.
- ৫- بَعْتُ وَاشْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا السُّوقِ.

الدَّرْسُ الثَّامِنُ  
فِعْلُ الْأَمْرِ : تَصْرِيْفُهُ  
ফে'লে আমর ও তার রূপান্তর

فِعْلُ الْأَمْرِ-এর পরিচয় : أَمْرٌ -এর শাব্দিক অর্থ, আদেশ করা। আর পরিভাষায়, যে فِعْلٌ বা ক্রিয়ার মাধ্যমে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ ইত্যাদি বোঝানো হয়, তাকে فِعْلُ الْأَمْرِ বলে। যেমন- أَنْصُرْ (তুমি সাহায্য কর) এবং اِذْهَبْ (তুমি যাও)।

নিম্নে কতিপয় معتل শব্দ থেকে فِعْلُ الْأَمْرِ-এর রূপান্তর দেওয়া হল-

(ক) (يَنْصُرُ، نَصَرَ) দ্বারা রূপান্তরের মাসদার (أَجُوفٌ وَآوِي) مُعْتَلٌ عَيْنٌ وَآوِي (ক) নমুনা-

تَصْرِيْفُ فِعْلِ الْأَمْرِ الْمُنْتَبِتِ لِلْمَجْهُولِ		تَصْرِيْفُ فِعْلِ الْأَمْرِ الْمُنْتَبِتِ لِلْمَعْرُوفِ	
صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ
لِثَقُولَا	لِثَقُولِ	أَقُولَا	قُولَا
لِثَقُولِي	لِثَقُولُوا	أَقُولِي	قُولِي
لِثَقُولَنَ	لِثَقُولَا	أَقُولَنَ	قُولَنَ
لِيَقُولَا	لِيَقُولِ	لِيَقُولَا	لِيَقُولَا
لِيَقُولِي	لِيَقُولُوا	لِيَقُولِي	لِيَقُولُوا
لِيَقُولَنَ	لِيَقُولَا	لِيَقُولَنَ	لِيَقُولَنَ
لِثَقُولِ	لِأَقُولِ	لِثَقُولِ	لِأَقُولِ

(খ) (سَمِعَ، يَسْمَعُ) দ্বারা (أَجُوفٌ وَآوِي) এর শব্দ أَلْخَوْفُ মাসদার (বাবে يَسْمَعُ) দ্বারা  
রূপান্তরের নমুনা-

تَصْرِيْفُ فِعْلِ الْأَمْرِ الْمَثْبُتِ لِلْمَجْهُولِ		تَصْرِيْفُ فِعْلِ الْأَمْرِ الْمَثْبُتِ لِلْمَعْرُوفِ	
صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ
لِثُخُوفًا	لِثُخُوفٌ	إِخُوفًا	إِخُوفٌ
لِثُخُوفِي	لِثُخُوفُوا	إِخُوفِي	إِخُوفُوا
لِثُخُوفَنَ	لِثُخُوفَا	إِخُوفَنَ	إِخُوفَا
لِيُخُوفَا	لِيُخُوفٌ	لِيُخُوفَا	لِيُخُوفٌ
لِثُخُوفٌ	لِيُخُوفُوا	لِيُخُوفِي	لِيُخُوفُوا
لِيُخُوفَنَ	لِثُخُوفَا	لِيُخُوفَنَ	لِيُخُوفَا
لِثُخُوفٌ	لِأُخُوفٌ	لِثُخُوفٌ	لِأُخُوفٌ

(গ) (صَرَبَ، يَضْرِبُ) দ্বারা (أَجُوفٌ يَأِي) এর শব্দ أَلْبَيْعُ মাসদার (বাবে يَضْرِبُ) দ্বারা  
রূপান্তরের নমুনা-

تَصْرِيْفُ فِعْلِ الْأَمْرِ الْمَثْبُتِ لِلْمَجْهُولِ		تَصْرِيْفُ فِعْلِ الْأَمْرِ الْمَثْبُتِ لِلْمَعْرُوفِ	
صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ
لِثُبَيْعًا	لِثُبَيْعٌ	إِثْبَاعًا	إِثْبَاعٌ
لِثُبَيْعِي	لِثُبَيْعُوا	إِثْبَاعِي	إِثْبَاعُوا
لِثُبَيْعَنَ	لِثُبَيْعَا	إِثْبَاعَنَ	إِثْبَاعَا
لِيُثْبِعَا	لِيُثْبِعٌ	لِيُثْبِعَا	لِيُثْبِعٌ
لِثُبَيْعُوا	لِيُثْبِعُوا	لِثْبَاعِي	لِثْبَاعُوا
لِيُثْبِعَنَ	لِثْبَاعَا	لِيُثْبِعَنَ	لِثْبَاعَا
لِثُبَيْعٌ	لِأُثْبِعٌ	لِثْبَاعِي	لِأُثْبِعٌ

(ঘ) (يَنْصُرُ، نَصْرًا) দ্বারা রূপান্তরের নমুনা- (نَاقِصٌ وَآوِيٌّ) مُعْتَلٌ لَامٍ

تَصْرِيْفُ فِعْلِ الْأَمْرِ الْمَثْبُتِ لِلْمَجْهُولِ		تَصْرِيْفُ فِعْلِ الْأَمْرِ الْمَثْبُتِ لِلْمَعْرُوفِ	
صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ
أُدْعُ	أُدْعُوا	أُدْعُو	أُدْعُوا
أُدْعِي	أُدْعُوا	أُدْعُو	أُدْعُوا
أُدْعُونَ	أُدْعُوا	أُدْعُونَ	أُدْعُوا
لِيَدْعُ	لِيَدْعُوا	لِيَدْعُو	لِيَدْعُوا
لِيَدْعِي	لِيَدْعُوا	لِيَدْعُو	لِيَدْعُوا
لِيَدْعُونَ	لِيَدْعُوا	لِيَدْعُونَ	لِيَدْعُوا
لِيَدْعُ	لِيَدْعُوا	لِيَدْعُو	لِيَدْعُوا

(ঙ) (يَضْرِبُ، ضَرْبًا) দ্বারা রূপান্তরের নমুনা- (نَاقِصٌ يَائِيٌّ) مُعْتَلٌ لَامٍ

تَصْرِيْفُ فِعْلِ الْأَمْرِ الْمَثْبُتِ لِلْمَجْهُولِ		تَصْرِيْفُ فِعْلِ الْأَمْرِ الْمَثْبُتِ لِلْمَعْرُوفِ	
صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ
إِزْمِ	إِزْمُوا	إِزْمِ	إِزْمُوا
إِزْمِي	إِزْمُوا	إِزْمِ	إِزْمُوا
إِزْمِينَ	إِزْمُوا	إِزْمِينَ	إِزْمُوا
لِيَزْمِ	لِيَزْمُوا	لِيَزْمِ	لِيَزْمُوا
لِيَزْمِي	لِيَزْمُوا	لِيَزْمِ	لِيَزْمُوا
لِيَزْمِينَ	لِيَزْمُوا	لِيَزْمِينَ	لِيَزْمُوا
لِيَزْمِ	لِيَزْمُوا	لِيَزْمِ	لِيَزْمُوا

উল্লিখিত শব্দাবলিতে কী ধরনের তালীল বা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং কীভাবে হয়েছে, তা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হল -

(১) মূলত **أُقُولُ** ছিল। **واو** হরফটি **عِلَّةٌ** হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট। অথচ এর পূর্বাঙ্কর **قَاف** হরফটি **صَحِيحٌ** হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই **واو** এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে **قَاف** এ দেয়ায় **أُقُولُ** হয়েছে। এবার যেহেতু **واو** এবং **لام** এ দুটি **سَاكِنٌ** বিশিষ্ট হরফ একত্রিত হয়েছে সেহেতু **واو** কে **حَذَف** করায় **أُقُلُ** হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে **قَاف** এর উপর **سَاكِنٌ** থাকায় পড়তে সমস্যা ছিলো বিধায় **هَمْزَةٌ وَصَل** কে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন **قَاف** হরফটি পেশ হওয়ায় পড়তে সমস্যা নেই তাই **هَمْزَةٌ** টিকে **حَذَف** বা বিলুপ্ত করে দেয়ার ফলে **قُلُ** হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে **قَوْلًا، قَوْلِي، قَوْلُوا، قَوْلًا** সীগাহগুলোর হয়ে **تَعْلِيلٌ** থাকে।

(২) মূলত **أُقُولَنَّ** ছিল। **واو** হরফটি **عِلَّةٌ** হওয়া সত্ত্বেও **حَرَكَهٌ** বিশিষ্ট আর **قَاف** হরফটি **صَحِيحٌ** হওয়া সত্ত্বেও **سَاكِنٌ** বিশিষ্ট। তাই **واو** এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে পূর্বাঙ্কর **قَاف** এ দেয়ার ফলে **أُقُولَنَّ** হয়েছে। এবার **واو** এবং **لام** দুটি সাকিনযুক্ত হরফ একত্রিত হওয়ায় পড়া অসম্ভব, তাই **واو** কে **حذف** বা বিলুপ্ত করার ফলে **أُقُلَنَّ** হল। যেহেতু প্রথমদিকে **قَاف** সাকিনযুক্ত থাকায় পড়া সম্ভব ছিল না, তাই তার পূর্বে **هَمْزَةٌ وَصَل** নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন **قَاف** হরফটি হরকতবিশিষ্ট হওয়ায় পড়তে অসুবিধা নেই বিধায় **هَمْزَةٌ وَصَل** কে **حذف** বা বিলুপ্ত করার ফলে **قُلَنَّ** হল।

(৩) মূলত **لِثَقُولٍ** ছিল। **واو** হরফটি **عِلَّةٌ** হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট আর এর পূর্বের **قَاف** হরফটি **صَحِيحٌ** হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই **واو** এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে তার পূর্বের **قَاف** এ দেয়ায় **لِثَقُولٍ** হয়েছে। এখন **واو** হরফটি সাকিনবিশিষ্ট এবং তার পূর্বে যবর আছে তাই যবর অনুযায়ী **واو** কে **الف** দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে **لِثَقَالٍ** হয়েছে। এখন যেহেতু **الف** এবং **لام** এ দুটি **سَاكِنٌ** বিশিষ্ট হরফ একত্রিত হয়েছে, সেহেতু **واو** কে **حذف** করায় **لِثَقُلٍ** হয়েছে।

(৪) মূলত **لِثَقُولًا** ছিল। শব্দে **واو** হরফটি **عِلَّةٌ** হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট আর তার পূর্বাঙ্কর **قَاف** হরফটি **صَحِيحٌ** হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই **واو** এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে **قَاف** এ দেয়ার ফলে **لِثَقُولًا** হয়েছে। এবার **واو** টি সাকিনবিশিষ্ট আর তার পূর্বাঙ্কর যবরবিশিষ্ট। তাই যবর অনুযায়ী **واو** কে **الف** দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে **لِثَقَالًا** হয়েছে।

(৫) **يَقُولُ** মূলত **يَقُولُ** ছিল। শব্দে **واو** হরফটি **عِلَّةُ حَرْفِ** হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট আর তার পূর্বাঙ্করটি **صَحِيحِ حَرْفِ** হওয়া সত্ত্বেও **سَاكِنِ** বিশিষ্ট। তাই **واو**-এর **حَرَكَةٌ** কে স্থানান্তরিত করে তার পূর্বাঙ্কর **قَاف** এ দেয়ার ফলে **لَيَقُولُ** হয়েছে। এবার যেহেতু **واو** এবং **لام** দুটি সাকিন বিশিষ্ট হরফ একত্রিত হয়েছে, যা পড়া অসম্ভব সেহেতু **واو** কে **حذف** বা বিলুপ্ত করার ফলে **لَيَقُولُ** হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে **لَيَقُولُ** ও **لَيَقُولُنَّ** এর **تَعْلِيلُ** হয়ে থাকে। যার মূলরূপ হচ্ছে **لَيَقُولُ** ও **لَيَقُولُنَّ**।

(৬) **لَيَقُولُوا** মূলত **لَيَقُولُوا** ছিল। শব্দে **واو** হরফটি **عِلَّةُ حَرْفِ** হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট আর **قَاف** হরফটি **صَحِيحِ حَرْفِ** হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই **واو** এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে **قَاف** এ দেয়ার ফলে **لَيَقُولُوا** হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে **لَيَقُولُوا** ও **لَيَقُولُنَّ** এর সীগাহগুলোর **تَعْلِيلُ** হয়ে থাকে।

(৭) **لَيَقُولُ** মূলত **لَيَقُولُ** ছিল। শব্দে **واو** হরফটি **عِلَّةُ حَرْفِ** হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট। আর এর পূর্বাঙ্কর **قَاف** হরফটি **صَحِيحِ حَرْفِ** হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই **واو** এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে তার পূর্বাঙ্কর **قَاف** এ দেয়ায় **لَيَقُولُ** হয়েছে। এখন **واو** হরফটি সাকিনবিশিষ্ট এবং তার পূর্বে যবর আছে, তাই যবর অনুযায়ী **واو** কে **الف** দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে **لَيَقُولُ** হয়েছে। যেহেতু **الف** এবং **لام** এ দুটি **سَاكِنِ** বিশিষ্ট হরফ একত্রিত হয়েছে সেহেতু **الف** কে **حذف** করায় **لَيَقُولُ** হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে **لَيَقُولُ** ও **لَيَقُولُنَّ** এর **تَعْلِيلُ** হয়ে থাকে। এর মূলরূপসমূহ যথাক্রমে **لَيَقُولُ** ও **لَيَقُولُنَّ** এর **تَعْلِيلُ** ও **لَيَقُولُوا** - **لَيَقُولُنَّ** - **لَيَقُولُوا** - **لَيَقُولُنَّ** এর **تَعْلِيلُ** ও **لَيَقُولُوا** - **لَيَقُولُنَّ** এর অনুরূপ।

(৮) **يَخُوفُ** মূলত **يَخُوفُ** ছিল (**إِسْمَعُ** ওজনে)। শব্দে **واو** হরফটি **عِلَّةُ حَرْفِ** হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট। অথচ এ পূর্বের হরফ **خَاء** হরফটি **صَحِيحِ حَرْفِ** হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই **واو** এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে **خَاء** এ দেয়ায় **يَخُوفُ** হয়েছে।

**واو** হরফটি মূলত যবরযুক্ত ছিল বর্তমানে তার পূর্বের হরফও যবরযুক্ত তাই **واو** কে যবরের চাহিদার আলোকে **الف** দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে **يَخُوفُ** হয়েছে। এখন **الف** এবং **فَاء** এ দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় **الف** কে বিলুপ্ত করায় **يَخُوفُ** হয়েছে। ইতঃপূর্বে প্রথম হরফ সাকিনবিশিষ্ট ছিলো বিধায় পড়ার সুবিধার্থে প্রথমে **وَصَلَّ هَمْزَةٌ** লওয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রথম অক্ষরে সাকিন না থাকায় উক্ত **وَصَلَّ هَمْزَةٌ** কে বিলুপ্ত করার ফলে **يَخُوفُ** হয়েছে। এ নিয়মের মতই **يَخُوفُنَّ** এর **تَعْلِيلُ** হয়ে থাকে। কেননা **يَخُوفُنَّ** মূলত **يَخُوفُنَّ** ছিলো।



(৯) حَرْفٌ عِلَّةٌ ৱাৱ হরফটি মূলতِ إِخْوَفًا ছিল (إِسْمَعًا) ওজনে। শব্দে ৱাৱ হরফটি সঞ্জেও حركة বিশিষ্ট আৱ হরফটি صَحِيحٌ হওয়া সঞ্জেও ساكن বিশিষ্ট। তাই ৱাৱ এৱ হরকতকে স্থানান্তর করে তার পূর্বেৱ হরফে خاء এ দেয়াৱ ফলে إِخْوَفًا হয়েছে।

ৱাৱ হরফটি মূলত যবরযুক্ত ছিল বর্তমানে তার পূর্বেৱ হরফ ও যবরযুক্ত তাই ৱাৱ কে যবরেৱ চাহিদাৱ আলোকে الف দ্বাৱা পরিবর্তন করাৱ ফলে إِخَافٌ হয়েছে। যেহেতু প্রথমদিকে خاء সাকিনযুক্ত থাকায় পড়া সম্ভব ছিল না। তাই তার পূর্বে هَمْزَةٌ وَصْلٌ লওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন خاء হরফটি হরকত বিশিষ্ট হওয়ায় পড়তে অসুবিধা নেই বিধায় هَمْزَةٌ وَصْلٌ কে حذف বা বিলুপ্ত করাৱ ফলে خَافًا হয়েছে। অনুরূপভাবে خَافِي - خَافُوا এ সীগাগুলোৱ তেলিল হয়ে থাকে।

(১০) حَرْفٌ عِلَّةٌ ৱাৱ হরফটি মূলতِ إِشْخُوفٌ ছিল (لِتَسْمَعُ) ওজনে। শব্দে ৱাৱ হরফটি সঞ্জেও হরকতবিশিষ্ট আৱ এৱ পূর্বেৱ خاء হরফটি صَحِيحٌ হওয়া সঞ্জেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই ৱাৱ এৱ হরকতকে স্থানান্তরিত করে তার পূর্বেৱ হরফে خاء এ দেয়ায় إِشْخُوفٌ হয়েছে। এখন ৱাৱ হরফটি সাকিনবিশিষ্ট এৱং তার পূর্বে যবর আছে তাই যবর অনুযায়ী ৱাৱ কে الف দ্বাৱা পরিবর্তন করাৱ ফলে إِشْخَافٌ হয়েছে। যেহেতু الف এৱং فاء এ দুটি ساكن বিশিষ্ট হরফ একত্রিত হয়েছে সেহেতু ৱাৱ কে حذف করায় إِشْخَفٌ হয়েছে। অনুরূপভাবে إِشْخَفٌ ছিগায় তেলিল হয়ে থাকে। إِشْخَفَنُ মূলত : تَعْلِيلٌ এর তেলিল إِشْخَافًا, إِشْخَافُوا, إِشْخَافِي এর তেলিল হয়ে থাকে। সীগাগুলোৱ মূলত যথাক্রমে لِتَخُوفَا - لِتَخُوفُوا ছিল।

(১১) حَرْفٌ عِلَّةٌ ৱাৱ হরফটি মূলতِ إِبْيَعٌ ছিল (إِضْرِبُ) ওজনে। শব্দে ৱাৱ হরফটি সঞ্জেও হরকত বিশিষ্ট। তাই ৱাৱ এৱ হরকতকে স্থানান্তরিত করে باء এ দেয়ায় إِبْيَعٌ হয়েছে। এখন ৱাৱ ৱাৱ ৱাৱ দুটি সাকিনবিশিষ্ট حرف একত্রিত হওয়ায় ৱাৱ কে বিলুপ্ত করাৱ দলে إِبِعٌ হয়েছে। প্রথম হরফ সাকিনবিশিষ্ট ছিলো বিধায় পড়ার সুবিধার্থে প্রথমে هَمْزَةٌ وَصْلٌ লওয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রথম অক্ষরে সাকিন না থাকায় উক্ত هَمْزَةٌ وَصْلٌ কে বিলুপ্ত করাৱ ফলে إِبِعٌ হয়েছে। এ নিয়মেৱ মতই بِعَنُ এর তেলিল হয়ে থাকে। কেননা بِعِنُ মূলতِ إِبْيَعِنُ ছিল।

(১২) حَرْفٌ عِلَّةٌ ৱাৱ হরফটি মূলতِ إِبْيَعًا ছিল (إِضْرِبَا) ওজনে। শব্দে ৱাৱ হরফটি সঞ্জেও হরকত বিশিষ্ট। আৱ তার পূর্বেৱ باء হরফটি صَحِيحٌ হওয়া সঞ্জেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই ৱাৱ এৱ হরকতকে স্থানান্তরিত করে خاء এ দেয়ায় إِبْيَعًا হয়েছে। প্রথম হরফ সাকিনবিশিষ্ট ছিল বিধায় পড়ার

সুবিধার্থে প্রথমে هَمَزَةٌ وَضَلُ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রথম অক্ষরে সাকিন না থাকায় উক্ত هَمَزَةٌ وَضَلُ কে বিলুপ্ত করার ফলে يَبْعًا হয়েছে।

(১৩) مূলত لُتْبِيعٌ ছিল (لُتْضَرْبٌ ওজনে)। শব্দে ياء হরফটি حَرْفٌ عِلَّةٌ হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট আর তার পূর্বের باء হরফটি حَرْفٌ صَحِيحٌ হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই واو এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে باء এ দেয়ায় لُتْبِيعٌ হয়েছে। এখন যেহেতু ياء এবং عين এ দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হয়েছে সেহেতু ياء কে حذف করায় لُتْبِيعٌ হয়েছে।

(১৪) مূলত لُتْبِيعًا ছিল (لُتْضَرْبًا ওজনে)। শব্দে ياء হরফটি حَرْفٌ عِلَّةٌ হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট। আর তার পূর্বের باء হরফটি حَرْفٌ صَحِيحٌ হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই واو এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে باء এ দেয়ায় لُتْبِيعًا হয়েছে। এখন باء হরফটি যবরবিশিষ্ট। আর তার বাম পাশে ياء সাকিন অথচ যবর চায় তার বামে الف হওয়া। এজন্যে ياء কে الف দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে لُتْبِيعًا হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে لُتْبَاعِيٌّ - لُتْبَاعِيٌّ সীগাহগুলোর تعليل হয়ে থাকে।

(১৫) مূলত لَيْبِيعٌ ছিল (لَيْضَرْبٌ ওজনে)। শব্দে ياء হরফটি حَرْفٌ عِلَّةٌ হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট। আর তার পূর্বেও باء হরফটি حَرْفٌ صَحِيحٌ হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই واو এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে باء এ দেয়ায় لَيْبِيعٌ হয়েছে। এখন ياء এবং عين এ দুটি সাকিন বিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় ياء কে বিলুপ্ত করার ফলে لَيْبِيعٌ হয়েছে। অন্য সীগাহগুলোকে এ নিয়মের ওপর تعليل করতে হবে।

(১৬) مূলত لَيْبِيعٌ ছিল (لَيْضَرْبٌ ওজনে)। শব্দে ياء হরফটি حَرْفٌ عِلَّةٌ হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট। আর তার পূর্বের باء হরফটি حَرْفٌ صَحِيحٌ হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই واو এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে باء এ দেয়ায় لَيْبِيعٌ হয়েছে। এখন ياء এবং عين এ দুটি সাকিন বিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় ياء কে বিলুপ্ত করার ফলে لَيْبِيعٌ হয়েছে। অন্য সীগাহগুলোকে এ নিয়মের ওপর تعليل করতে হবে।

(১৭) مূলত أُذْعُوٌ ছিল (أَنْضَرْبٌ ওজনে)। যেহেতু নিয়ম হচ্ছে أمر-এর সীগাহর শেষাক্ষর مَجْزُومٌ বা সাকিনযুক্ত হয় এবং কোনো শব্দের শেষে حَرْفٌ عِلَّةٌ হলে তা সাকিনের সময় বিলুপ্ত হয়। এ নিয়মের আলোকে واو কে বিলুপ্ত করার ফলে أُذْعُوٌ হয়েছে।

(১৮) মূলত **أُدْعِي** ছিল **أُنْضِرِي** (ওজনে)। শব্দে **واو** হরফটি যেরবিশিষ্ট আর তার পূর্বের পেশবিশিষ্ট বিধায় উচ্চারণে কঠিন। তাই **واو** এর **حركة**-কে স্থানান্তর করে তার পূর্বেরে দেয়ায় **أُدْعِي** হয়েছে। এবার **واو** এবং **ي** দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় **واو** কে বিলুপ্ত করার ফলে **أُدْعِي** হয়েছে।

(১৯) মূলত **لِيَدْعُو** ছিল **لِيَنْضُرُ** (ওজনে)। এর **تعليل** টি **أُدْعُ** এর **تعليل** এর মতো। অনুরূপভাবে **لندع** এর **تعليل** হবে।

(২০) মূলত **لَأَدْعُو** ছিল **لَأَنْضُرُ** (ওজনে)। আর **لَتَدْعُو** মূলত **لَتَنْضُرُ** ছিলো (ওজনে)। এ শব্দ দুটির **تعليل** টিও **أُدْعُ** এর **تعليل** এর মতই।

(২১) মূলত **أُدْعُونَ** ছিল **أَنْضُرُونَ** (ওজনে)। শব্দে **واو** হরফটি পেশবিশিষ্ট আর তার পূর্বের হরফে ও পেশ বিধায় উচ্চারণে কঠিন। তাই **عين** এর পেশের চাহিদার আলোকে **واو** কে সাকিন করার ফলে **أُدْعُونَ** হয়েছে। এবার **واو** এবং **نون** এ দুটি সাকিন একত্রিত হওয়ায় **واو** কে **حذف** করার ফলে **أُدْعُونَ** হয়েছে।

(২২) মূলত **إِزْمِي** ছিল **إِضْرِبِي** (ওজনে)। যেহেতু নিয়ম হচ্ছে **أمر**-এর সীগাহর শেবাক্কর **مَجْزُوم** বা সাকিনযুক্ত হয় আর কোনো শব্দের শেষে **حَرْفٌ عِلَّةٌ** হলে তা সাকিনের সময় বিলুপ্ত হয়। এ নিয়মের আলোকে **ياء** কে বিলুপ্ত করার ফলে **إِزْمِي** হয়েছে।

## تَدْرِيبَاتٌ

(الف) নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। **قُولُوا** এবং **لِتَقْلُنَ** এর তালীল করার নিয়ম লেখ।
- ২। **لِتُخَافُوا** এবং **إِزْمِينَ** এর তালীলের নিয়ম বিস্তারিত বর্ণনা কর।
- ৩। **لِيُبَعَا** ও **يَعِي** এর তালীলের নিয়মাবলি আলোচনা কর।
- ৪। **تَدْعُونَ** ও **أُدْعُونَ** এর তালীল কর।

(ب) নিম্নোক্ত শব্দগুলো তালীল হবার পূর্বে কিরূপ ছিল ? লেখ।

لَا يَخْفُ، لَا يَخْفَا، لَأَقُلُّ، لِنَقُلُّ، لِيُبَعَا، لِيُبَعْنَ

(ج) বাড়ির কাজ : **أمر حاضر معروف** দ্বারা **القيام** মাসদার দ্বারা তৈরি কর।

الدَّرْسُ التَّاسِعُ  
فِعْلُ النَّهْيِ : تَصْرِيْفُهُ  
ফে'লে নাহী ও তার রূপান্তর

فِعْلُ النَّهْيِ-এর সংজ্ঞা : যে فعل বা ক্রিয়া দ্বারা কোনো কিছু হতে বিরত থাকার জন্য বলা হয়, তাকে  
لَا تَكْذِبُ-যেমন বা নিষেধবাচক ক্রিয়া বলে।

নিম্নে কতিপয় মূর্ত শব্দ থেকে فِعْلُ النَّهْيِ-এর রূপান্তর দেওয়া হল-

(ক) (يَنْصُرُ، نَصَرَ، نَصْرًا) দ্বারা রূপান্তরের নমুনা-  
-এর (أَجُوفٌ وَآوِيٌّ) مُعْتَلٌ عَيْنٌ وَآوِيٌّ (ক)

تَصْرِيْفُ فِعْلِ النَّهْيِ لِلْمَجْهُولِ		تَصْرِيْفُ فِعْلِ النَّهْيِ لِلْمَعْرُوفِ	
صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ
لَا تَقُولُ	لَا تَقُولُ	لَا تَقُولُ	لَا تَقُولُ
لَا تَقُولُوا	لَا تَقُولُوا	لَا تَقُولُوا	لَا تَقُولُوا
لَا تَقُولِي	لَا تَقُولِي	لَا تَقُولِي	لَا تَقُولِي
لَا تَقُولْنَ	لَا تَقُولْنَ	لَا تَقُولْنَ	لَا تَقُولْنَ
لَا يَقُولُ	لَا يَقُولُ	لَا يَقُولُ	لَا يَقُولُ
لَا يَقُولُوا	لَا يَقُولُوا	لَا يَقُولُوا	لَا يَقُولُوا
لَا يَقُولِي	لَا يَقُولِي	لَا يَقُولِي	لَا يَقُولِي
لَا يَقُولْنَ	لَا يَقُولْنَ	لَا يَقُولْنَ	لَا يَقُولْنَ
لَا أَقُولُ	لَا أَقُولُ	لَا أَقُولُ	لَا أَقُولُ

(খ) (سَمِعَ، يَسْمَعُ، سَمْعًا) দ্বারা রূপান্তরের নমুনা-  
-এর (أَجُوفٌ وَآوِيٌّ) مُعْتَلٌ عَيْنٌ وَآوِيٌّ (খ)

تَصْرِيْفُ فِعْلِ النَّهْيِ لِلْمَجْهُولِ		تَصْرِيْفُ فِعْلِ النَّهْيِ لِلْمَعْرُوفِ	
صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ
لَا تَخُوفُ	لَا تَخُوفُ	لَا تَخُوفُ	لَا تَخُوفُ
لَا تَخُوفُوا	لَا تَخُوفُوا	لَا تَخُوفُوا	لَا تَخُوفُوا
لَا تَخُوفِي	لَا تَخُوفِي	لَا تَخُوفِي	لَا تَخُوفِي
لَا تَخُوفْنَ	لَا تَخُوفْنَ	لَا تَخُوفْنَ	لَا تَخُوفْنَ
لَا يَخُوفُ	لَا يَخُوفُ	لَا يَخُوفُ	لَا يَخُوفُ
لَا يَخُوفُوا	لَا يَخُوفُوا	لَا يَخُوفُوا	لَا يَخُوفُوا
لَا يَخُوفِي	لَا يَخُوفِي	لَا يَخُوفِي	لَا يَخُوفِي
لَا يَخُوفْنَ	لَا يَخُوفْنَ	لَا يَخُوفْنَ	لَا يَخُوفْنَ
لَا أَخُوفُ	لَا أَخُوفُ	لَا أَخُوفُ	لَا أَخُوفُ

(গ) (ضَرَبَ، يَضْرِبُ) বাবে (ضَرْبُ) মাসদার (أَجُوفَ يَأْتِي) مُعْتَلٍ عَيْنٍ يَأْتِي (গ) দ্বারা রূপান্তরের নমুনা-

تَصْرِيْفُ فِعْلِ التَّهْيِ لِلْمَجْهُولِ		تَصْرِيْفُ فِعْلِ التَّهْيِ لِلْمَعْرُوفِ	
صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ
لَا تَتَّبِعُ	لَا تُتَّبَعُ	لَا تَتَّبِعُ	لَا تُتَّبَعُ
لَا تَتَّبِعُوا	لَا تُتَّبَعُوا	لَا تَتَّبِعُوا	لَا تُتَّبَعُوا
لَا تَتَّبِعِي	لَا تُتَّبَعِي	لَا تَتَّبِعِي	لَا تُتَّبَعِي
لَا تَتَّبِعِينَ	لَا تُتَّبَعِينَ	لَا تَتَّبِعِينَ	لَا تُتَّبَعِينَ
لَا يُتَّبِعُ	لَا يُتَّبَعُ	لَا يُتَّبِعُ	لَا يُتَّبَعُ
لَا يُتَّبِعُوا	لَا يُتَّبَعُوا	لَا يُتَّبِعُوا	لَا يُتَّبَعُوا
لَا يُتَّبِعِي	لَا يُتَّبَعِي	لَا يُتَّبِعِي	لَا يُتَّبَعِي
لَا يُتَّبِعِينَ	لَا يُتَّبَعِينَ	لَا يُتَّبِعِينَ	لَا يُتَّبَعِينَ
لَا أُتَّبِعُ	لَا أُتَّبَعُ	لَا أُتَّبِعُ	لَا أُتَّبَعُ
لَا أُتَّبِعُوا	لَا أُتَّبَعُوا	لَا أُتَّبِعُوا	لَا أُتَّبَعُوا
لَا أُتَّبِعِي	لَا أُتَّبَعِي	لَا أُتَّبِعِي	لَا أُتَّبَعِي
لَا أُتَّبِعِينَ	لَا أُتَّبَعِينَ	لَا أُتَّبِعِينَ	لَا أُتَّبَعِينَ

(ঘ) (يَنْصُرُ، نَصْرٌ) বাবে (نَصْرٌ) মাসদার (نَاقِصٌ وَآوِيٌّ) مُعْتَلٍ لَامٍ (ঘ) দ্বারা রূপান্তরের নমুনা-

تَصْرِيْفُ فِعْلِ التَّهْيِ لِلْمَجْهُولِ		تَصْرِيْفُ فِعْلِ التَّهْيِ لِلْمَعْرُوفِ	
صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيلِ	صُورَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ
لَا تُدْعُو	لَا تُدْعَى	لَا تُدْعُو	لَا تُدْعَى
لَا تُدْعُوا	لَا تُدْعُوا	لَا تُدْعُوا	لَا تُدْعُوا
لَا تُدْعِي	لَا تُدْعِي	لَا تُدْعِي	لَا تُدْعِي
لَا تُدْعِينَ	لَا تُدْعِينَ	لَا تُدْعِينَ	لَا تُدْعِينَ
لَا يُدْعُو	لَا يُدْعَى	لَا يُدْعُو	لَا يُدْعَى
لَا يُدْعُوا	لَا يُدْعُوا	لَا يُدْعُوا	لَا يُدْعُوا
لَا يُدْعِي	لَا يُدْعِي	لَا يُدْعِي	لَا يُدْعِي
لَا يُدْعِينَ	لَا يُدْعِينَ	لَا يُدْعِينَ	لَا يُدْعِينَ
لَا أُدْعُو	لَا أُدْعَى	لَا أُدْعُو	لَا أُدْعَى
لَا أُدْعُوا	لَا أُدْعُوا	لَا أُدْعُوا	لَا أُدْعُوا
لَا أُدْعِي	لَا أُدْعِي	لَا أُدْعِي	لَا أُدْعِي
لَا أُدْعِينَ	لَا أُدْعِينَ	لَا أُدْعِينَ	لَا أُدْعِينَ

(৫) مُعْتَلٌ لَامٌ (نَاقِضٌ يَأْتِي) -এর শব্দ الرَّمِيَّ মাসদার (বাবে يَضْرِبُ) দ্বারা রূপান্তরের নমুনা-

تَصْرِيْفُ فِعْلِ التَّهْيِ لِلْمَجْهُوْلِ		تَصْرِيْفُ فِعْلِ التَّهْيِ لِلْمَعْرُوْفِ	
صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ	صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ	صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ	صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ
لَا تُرْمِي	لَا تُرْمِي	لَا تُرْمِي	لَا تُرْمِي
لَا تُرْمِي	لَا تُرْمِي	لَا تُرْمِي	لَا تُرْمِي
لَا تُرْمِي	لَا تُرْمِي	لَا تُرْمِي	لَا تُرْمِي
لَا تُرْمِي	لَا تُرْمِي	لَا تُرْمِي	لَا تُرْمِي
لَا تُرْمِي	لَا تُرْمِي	لَا تُرْمِي	لَا تُرْمِي
لَا تُرْمِي	لَا تُرْمِي	لَا تُرْمِي	لَا تُرْمِي
لَا تُرْمِي	لَا تُرْمِي	لَا تُرْمِي	لَا تُرْمِي
لَا تُرْمِي	لَا تُرْمِي	لَا تُرْمِي	لَا تُرْمِي

উল্লিখিত শব্দাবলিতে কী ধরনের তালীল বা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং কীভাবে হয়েছে তা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হল-

(১) لَا تُقُوْلُ মূলত لَا تُقُوْلُ ছিল। হরফটি عِلَّةٌ হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট। অথচ এ পূর্বাঙ্কর فَاف হরফটি صَحِيْحٌ হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই وَاو এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে فَاف এ দেয়ায় لَا تُقُوْلُ হয়েছে। এবার যেহেতু وَاو এবং لَام এ দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হয়েছে সেহেতু وَاو কে حذف করায় لَا تُقُلُ হয়েছে।

(২) لَا تُقُوْلُ মূলত لَا تُقُوْلُ ছিল। শব্দে وَاو হরফটি عِلَّةٌ হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট আর এর পূর্বের فَاف হরফটি صَحِيْحٌ হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই وَاو এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে তার পূর্বের فَاف এ দেয়ায় لَا تُقُوْلُ হয়েছে। এখন وَاو হরফটি সাকিনবিশিষ্ট এবং তার পূর্বে যবর আছে তাই যবর অনুযায়ী وَاو কে الف দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে لَا تُقَالُ হয়েছে। এখন الف এবং لَام এ দুটি ساكن বিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় পড়তে অসুবিধা হয়। তাই وَاو কে حذف করায় لَا تُقُلُ হয়েছে।

(৩) لَا يَقُوْلُ মূলত لَا يَقُوْلُ ছিল। শব্দে وَاو হরফটি عِلَّةٌ হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট আর তার পূর্বের فَاف হরফটি صَحِيْحٌ হওয়া সত্ত্বেও ساكن বিশিষ্ট। তাই وَاو এর حركة কে স্থানান্তরিত করে তার পূর্বের فَاف এ দেয়ার ফলে لَا يَقُوْلُ হয়েছে। এখন وَاو এবং লَام দুটি সাকিন বিশিষ্ট হরফ একত্রিত হয়েছে, যা পড়া অসম্ভব সেহেতু وَاو কে حذف বা বিলুপ্ত করার ফলে لَا يَقُلُ হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে لَا تُقُلُ ও لَا يَقُلُنُ এর تَعْلِيْل হয়ে থাকে।

(৪) **لَا يَقُولَا لَا يَقُولَا** ছিল। শব্দে **واو** হরফটি **عِلَّةٌ حَرْفٌ** হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট আর **قاف** হরফটি **حَرْفٌ صَحِيحٌ** হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই **واو** এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে **قاف** এ দেয়ার ফলে **لَا يَقُولَا** হয়েছে। এ নিয়মে **لَا يَقُولُوا** এবং **لَا تَقُولُوا** এর **تَعْلِيلٌ** হয়ে থাকে। এ সীগাহগুলোর **تَعْلِيلٌ لِلْمَجْهُولِ** এর **فِعْلٌ التَّهْيِ الْغَائِبِ** এর ছিগাসমূহের **تَعْلِيلٌ** এর অনুরূপ। শুধুমাত্র **مَعْرُوفٌ** এর সীগাহ পরিবর্তে **مَجْهُولٌ** এর সীগাহ হবে।

(৫) **لَا تَخُوفٌ لَا تَخُوفٌ** মূলত **لَا تَخُوفٌ** ছিল (ওজনে)। শব্দে **واو** হরফটি **عِلَّةٌ حَرْفٌ** হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট আর তার পূর্বের **خاء** হরফটি **حَرْفٌ صَحِيحٌ** হওয়া সত্ত্বেও **ساكن** বিশিষ্ট। তাই **واو** এর **حركة** কে স্থানান্তরিত করে তার পূর্বের হরফ **خاء** এ দেয়ার ফলে **لَا يَخُوفٌ** হয়েছে। এখন **واو** এবং **لام** দুটি সাকিন বিশিষ্ট হরফ একত্রিত হয়েছে, যা পড়া অসম্ভব সেহেতু **واو** কে **حذف** বা বিলুপ্ত করার ফলে **لَا يَخُوفٌ** হয়েছে।

(৬) **لَا تَبِيعٌ** মূলত **لَا تَبِيعٌ** ছিল (ওজনে)। শব্দে **ياء** হরফটি **عِلَّةٌ حَرْفٌ** হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট আর তার পূর্বের **باء** হরফটি **حَرْفٌ صَحِيحٌ** হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই **واو** এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে **باء** এ দেয়ায় **لَا تَبِيعٌ** হয়েছে। এখন **ياء** এবং **عين** এ দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় **ياء** কে বিলুপ্ত করার ফলে **لَا تَبِيعٌ** হয়েছে।

উল্লিখিত নিয়মাবলির উপর ভিত্তি করে হরফে ইল্লাত সম্বলিত অন্যান্য সকল সীগায় তালীল হবে।

## تَدْرِيبَاتٌ

(أ) নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১ **لَا تَقُولِي** এবং **لَا تَقُولَا** এর তালীল করার নিয়ম লেখ।

২ **لَا يَخَافُوا** এবং **لَا يَخَافُ** এর তালীলের নিয়ম বিস্তারিত বর্ণনা কর।

৩ **لَا تَبِيعُنَ** ও **لَا تَرْمِي** এর তালীলের নিয়মাবলি আলোচনা কর।

৪ **لَا تَدْعُو** ও **لَا أَدْعُ** এর তালীল কর।

(ب) নিম্নোক্ত শব্দগুলো তালীল হবার পূর্বে কিরূপ ছিলো? লেখ-

**لَا يَخُفُّ**، **لَا يَخَفَا**، **لَا أَقُلُّ**، **لَا تَخْفَنَ**، **لَا تَرْمِي**، **تَدْعُ**

(ج) বাড়ির কাজ : **نهي غائب للمعروف** দ্বারা **النوم** এর সীগাহ তৈরি কর।

الدَّرْسُ العَاشِرُ  
إِسْمُ الفَاعِلِ وَإِسْمُ المَفْعُولِ : تَصْرِيْفُهُمَا  
بَيَانُ إِسْمِ الفَاعِلِ

إِسْمُ الفَاعِلِ-এর পরিচয় :

إِسْمُ الفَاعِلِ هُوَ إِسْمٌ مُشْتَقٌّ يَدُلُّ عَلَى الَّذِي فَعَلَ الفِعْلَ

অর্থাৎ, إِسْمُ الفَاعِلِ-এমন إِسْمٌ مُشْتَقٌّ-কে বলে, যা এমন সত্তাকে নির্দেশ করে যিনি কাজটি সম্পাদন করেছেন। যেমন-ضَرَبَ থেকে ضَارِبٌ আবার دَرَسَ হতে دَارِسٌ ইত্যাদি।

নমুনা হিসেবে مُعْتَلٌ থেকে গঠিত কতিপয় إِسْمُ الفَاعِلِ শব্দের রূপান্তর নিম্নে দেওয়া হল-

تَصْرِيْفُ إِسْمِ الفَاعِلِ				
الرَّمِيّ	الدَّعَاءُ	الْبَيْعُ	الْخَوْفُ	الْقَوْلُ
رَامٍ	دَاعٍ	بَائِعٍ	خَائِفٍ	قَائِلٍ
رَامِيَانِ	دَاعِيَانِ	بَائِعَانِ	خَائِفَانِ	قَائِلَانِ
رَامُونَ	دَاعُونَ	بَائِعُونَ	خَائِفُونَ	قَائِلُونَ
رَامِيَّةٌ	دَاعِيَّةٌ	بَائِعَةٌ	خَائِفَةٌ	قَائِلَةٌ
رَامِيَتَانِ	دَاعِيَتَانِ	بَائِعَتَانِ	خَائِفَتَانِ	قَائِلَتَانِ
رَامِيَاتٌ	دَاعِيَاتٌ	بَائِعَاتٌ	خَائِفَاتٌ	قَائِلَاتٌ

নিম্নলিখিত নিয়মের অধীনে إِسْمُ الفَاعِلِ-এর সীগাহগুলোর تَعْلِيلُ হয়। যেমন-

যদি إِسْمُ الفَاعِلِ-এর সীগাহতে زَائِدَةٌ الِيف এর পরে واو কিংবা ياء হয়, তবে সে ياء এবং واو টি هَمْزَةٌ-তে রূপান্তরিত হয়।

(১) قَائِلٌ মূলত قَاوِلٌ ছিল। হ্রস্বটি حَرْفٌ عِلَّةٌ ইহা إِسْمُ الفَاعِلِ এর সীগাহ زَائِدَةٌ الِيف এর পরে পতিত হওয়ায় নিয়মানুযায়ী هَمْزَةٌ দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে قَائِلٌ হয়েছে।

(২) خَائِفٌ মূলত خَاوِفٌ ছিল। হ্রস্বটি حَرْفٌ عِلَّةٌ - واو এর পরে হওয়ায়



নিয়মানুযায়ী **واو** কে **هَمْزَةٌ** দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে **خَائِفٌ** হয়েছে। অনুরূপভাবে নিম্নলিখিত সীগাহগুলোর **تعلييل** হয়ে থাকে-

**خَائِفَاتٌ ، خَائِفَتَانِ ، خَائِفَةٌ ، خَائِفُونَ ، خَائِفَانِ**

(৩) **بَائِعٌ** মূলত **بَايَعٌ** ছিল ( **ضارب** ওজনে)। শব্দে **ياء** হরফটি **إِسْمُ الْفَاعِلِ** এর **أَلْفٌ زَائِدَةٌ** বা অতিরিক্ত **الف** এর পর প্রান্তের নিকটবর্তী স্থানে পতিত হয়েছে বিধায় নিয়ম অনুযায়ী উক্ত **باء** কে **هَمْزَةٌ** দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে **بَائِعٌ** হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে নিম্নলিখিত সীগাহগুলোর **تعلييل** হয়ে থাকে-

**بَائِعَاتٌ ، بَائِعَتَانِ ، بَائِعَةٌ ، بَائِعُونَ ، بَائِعَانِ**

(৪) **دَاعٍ** মূলত **دَاعِيٌّ** ছিল ( **ناصر** ওজনে)। শব্দে **واو** হরফটি (শব্দের শেষ প্রান্তে) পেশবিশিষ্ট আর তার পূর্বের যেরযুক্ত হওয়ায় উচ্চারণে কঠিন। তাই যেরের চাহিদানুযায়ী তার বামের **واو** কে **ياء** দ্বারা পরিবর্তন করায় **دَاعِيٌّ** হয়েছে, (বা **دَاعِيْنٌ**)। এবার যের বিশিষ্ট **عين** অক্ষরের পরে হরকত বিশিষ্ট **ياء** হওয়ায় উচ্চারণে কঠিন বিধায় **ياء** টি সাকিন করার ফলে (**دَاعِيْنِ**) দুটি হয়েছে। সাকিন বিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় **ياء** কে বিলুপ্ত করায় **داعن** হয়েছে। যার লিখিত রূপ **داع**

(৫) **دَاعِيَانِ** মূলত **دَاعِيَانِ** ছিল ( **ناصران** ওজনে)। শব্দে **واو** টি যবরবিশিষ্ট আর তার পূর্বের হরফে যের বিধায় উচ্চারণে কঠিন হওয়ায় যেরের চাহিদানুযায়ী **واو** কে **ياء** দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে **داعيان** হয়েছে।

(৬) **رَامٍ** মূলত **رَامِيٌّ** ছিল। যার লিখিত রূপ **رَامِيْنِ** হতে পারে ( **ضارب** ওজনে)। শব্দে **ياء** হরফটি (শব্দের শেষ প্রান্তে) পেশবিশিষ্ট আর তার পূর্বের যেরযুক্ত হওয়ায় উচ্চারণে কঠিন। তাই **ميم** এর যেরের চাহিদানুযায়ী তার বামের **ياء**-কে সাকিন করার ফলে **رَامِيُونٌ** হয়েছে। এবার **ياء** সাকিনবিশিষ্ট হওয়ায় **ياء** কে বিলুপ্ত করার ফলে **رام** হয়েছে।

(৭) **رَامُونٌ** মূলত **رَامِيُونٌ** ছিল। ( **ضَارِبُونَ** ওজনে) শব্দে **ياء** হরফটি পেশবিশিষ্ট আর তার পূর্বের হরফে যেরযুক্ত হওয়ায় উচ্চারণে কঠিন। তাই **ياء** এর পেশকে স্থানান্তর করে তার পূর্বের হরফে দেয়ায় **رَامِيُونٌ** হয়েছে। এবার **ياء** এবং **واو** এ দুটি সাকিনবিশিষ্ট **ياء** কে বিলুপ্ত করার ফলে **رَامُونٌ** হয়েছে।

## بَيَانُ اسْمِ الْمَفْعُولِ

اسْمِ الْمَفْعُولِ-এর পরিচয় :

اسْمُ الْمَفْعُولِ هُوَ اسْمٌ مُشْتَقٌّ يَدُلُّ عَلَى الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ فِعْلُ الْفَاعِلِ

অর্থাৎ, اسْمُ الْمَفْعُولِ-এমন اسْمٌ مُشْتَقٌّ-কে বলে, যা এমন সত্তাকে নির্দেশ করে যার ওপর কর্তার ক্রিয়াটি পতিত হয়েছে। যেমন- مَنْصُورٌ ইত্যাদি। বাংলা ভাষায় একে ‘কর্মবাচক বিশেষ্য’ বলে।

নমুনা হিসেবে مُعْتَلٌ থেকে গঠিত কতিপয় اسْمُ الْمَفْعُولِ শব্দের রূপান্তর নিম্নে দেওয়া হল-

تَصْرِيْفُ اسْمِ الْفَاعِلِ				
الرَّيِّ	الدَّعَاءُ	الْبَيْعُ	الْخَوْفُ	الْقَوْلُ
مَرِيٌّ	مَدْعُوٌّ	مَبِيعٌ	مَخْوُوفٌ	مَقْوُولٌ
مَرْمِيَّانٍ	مَدْعُوَّانٍ	مَبِيعَانِ	مَخْوُوفَانِ	مَقْوُولَانِ
مَرْمِيُونَ	مَدْعُوُونَ	مَبِيعُونَ	مَخْوُوفُونَ	مَقْوُولُونَ
مَرْمِيَّةٌ	مَدْعُوَّةٌ	مَبِيعَةٌ	مَخْوُوفَةٌ	مَقْوُولَةٌ
مَرْمِيَّتَانِ	مَدْعُوَّتَانِ	مَبِيعَتَانِ	مَخْوُوفَتَانِ	مَقْوُولَتَانِ
مَرْمِيَّاتٌ	مَدْعُوَّاتٌ	مَبِيعَاتٌ	مَخْوُوفَاتٌ	مَقْوُولَاتٌ

নিম্নলিখিত নিয়মের অধীনে اسْمُ الْمَفْعُولِ-এর সীগাহগুলোর তَعْلِيل হয়। যেমন-

(১) مَقْوُولٌ মূলত مَقْوُورٌ ছিল। শব্দে واو হরফটি عِلَّةٌ হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট। আর তার পূর্বের قاف হরফটি صَحِيحٌ হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই واو এর حركة স্থানান্তর করে এ দেয়ায় مَقْوُورٌ হয়েছে। এখন সাকিনবিশিষ্ট দুটি واو একত্রিত হওয়ায় পড়তে অসুবিধা তাই একটি واو কে حذف বা বিলুপ্ত করার ফলে مَقْوُولٌ হয়েছে।

(২) مَخْوُوفٌ মূলত مَخْوُوفٌ ছিল (مَسْمُوعٌ ওজনে)। শব্দে واو হরফটি عِلَّةٌ হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট। আর তার পূর্বের خاء হরফটি صَحِيحٌ হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই واو এর حركة স্থানান্তর করে خاء এ দেয়ায় مَخْوُوفٌ হয়েছে। এখন সাকিনবিশিষ্ট দুটি واو একত্রিত হওয়ায় পড়তে অসুবিধা তাই একটি واو কে حذف বা বিলুপ্ত করার ফলে مَخْوُوفٌ হয়েছে। অনুরূপভাবে مَخْوُوفَانِ، مَخْوُوفُونَ، مَخْوُوفَةٌ، مَخْوُوفَتَانِ, مَخْوُوفَاتٌ তালীল হয়ে থাকে।

(৩) **مَبِيعٌ** মূলত **مَبِئُوعٌ** ছিল (ওজনে)। শব্দে **ياء** হরফটি **حَرْفٌ عِلَّةٌ** হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট আর তার পূর্বের **باء** হরফটি **حَرْفٌ صَحِيحٌ** হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই **واو** এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে **باء** দেওয়ায় **مَبِيعٌ** হয়েছে। এখন **ياء** এবং **واو** এ দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় **واو** কে বিলুপ্ত করার ফলে **مَبِيعٌ** হয়েছে। এখন **ياء** টি সাকিনবিশিষ্ট বিধায় সে চায় তার ডানে যের হওয়া। তাই **باء** এর পেশকে যের দ্বারা পরিবর্তন করায় **مَبِيعٌ** হয়েছে।

(৪) **مَرْمِيٌّ** মূলত **مَرْمُؤِيٌّ** ছিল (ওজনে)। নিয়ম হল : যদি **واو** এবং **ياء** একই শব্দের মধ্যে একত্রিত হয় তবে শর্তসাপেক্ষে **واو** কে **ياء** দ্বারা পরিবর্তন করতে হয়। শব্দে **واو** এবং **ياء** একই শব্দের মধ্যে একত্রিত হওয়ায় **واو** কে **ياء** দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে **مَرْمِيٌّ** হয়েছে। এবার প্রথম **ياء** কে দ্বিতীয় **ياء**-এর মধ্যে **إدغام** করায় **مَرْمِيٌّ** হয়েছে। এবার যেহেতু **ياء** এর চাহিদা হচ্ছে তার ডানে যের হওয়া। তাই **ميم** এর পেশকে যের দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে **مَرْمِيٌّ** হয়েছে।

## تَدْرِيبَاتٌ

(الف) নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। **مَقُولُونَ** এবং **قَائِلَانِ** এর তালীল করার নিয়ম লেখ।
- ২। **مُخَوِّفَانِ** এবং **خَائِفَاتٌ** এর তালীলের নিয়ম বিস্তারিত বর্ণনা কর।
- ৩। **مَبِيعُونَ** ও **بَائِعَتَانِ** এর তালীলের নিয়মাবলি আলোচনা কর।
- ৪। **مَرْمِيَّاتٌ** ও **مَرْمِيَّانِ** এর তালীল কর।

(ب) নিম্নোক্ত শব্দগুলো তালীল হবার পূর্বে কিরূপ ছিলো ? লেখ।

**دَاعِيَانِ، مَدْعُوَّتَانِ، مَرْمِيَّاتٌ، مَخَوِّفَةٌ، بَائِعَاتٌ**

(ج) বাড়ির কাজ :

এর সীগাহ তৈরি কর। -এর **اسم مفعول** ও **اسم فاعل** দ্বারা **روح**

الدَّرْسُ الْحَادِي عَشَرَ  
الْفِعْلُ اللَّازِمُ وَالْمُتَعَدِّي  
ফে'লে লাযেম ও মুতা'আদী

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর :

(أ)

- قَامَ الطِّفْلُ (শিশুটি দাঁড়াল) ।  
 نَامَ الْوَلَدُ (ছেলেটি ঘুমাল) ।  
 يَخْرُجُ الْأُسْتَاذُ مِنَ الْبَيْتِ (শিক্ষক ঘর থেকে বের হবে) ।  
 وَقَفَتْ فَاطِمَةُ عَلَى السَّقْفِ (ফাতিমা ছাদের উপর অবস্থান করল) ।  
 عَادَ الْحَاجُّ مِنَ مَكَّةَ الْمُكْرَمَةِ (হজ্জব্রত পালনকারী মক্কা মুকাররামা থেকে ফিরল) ।

(ب)

- خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْضَ (আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন) ।  
 يُكْرِمُ الطَّالِبَ الْأُسْتَاذَ (ছাত্রটি শিক্ষককে সম্মান করে) ।  
 يَشْرَحُ الْمُدْرِسُ الدَّرْسَ (শিক্ষক পাঠটি ব্যাখ্যা করলেন) ।  
 شَكَرَ الْوَلَدُ الْوَالِدَ (বালকটি পিতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল) ।  
 تَقْرَأُ فَاطِمَةُ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ (ফাতিমা কুরআন কারিম পাঠ করছে) ।

উপরে বর্ণিত (أ) ও (ب) অংশে বর্ণিত উদাহরণগুলোর প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, (أ) অংশের নিম্নরেখাবিশিষ্ট **فِعْلٌ** গুলো তার **فَاعِلٌ** দ্বারাই পূর্ণ অর্থ প্রদান করেছে। কর্মের প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু (ب) অংশের উদাহরণগুলোর নিম্ন রেখাবিশিষ্ট **فِعْلٌ** এবং **فَاعِلٌ** উল্লেখ করলে বাক্যের পূর্ণতা পায় না, সেক্ষেত্রে একটি কর্মের (**مَفْعُولٌ**) প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই যেসব **فِعْلٌ**-এর কর্মের (**مَفْعُولٌ**) প্রয়োজন হয় না, তাকে **فِعْلٌ لَّازِمٌ** বা অকর্মক ক্রিয়া বলে। আর যেসব **فِعْلٌ**-এর কর্মের প্রয়োজন হয়, তাকে **فِعْلٌ مُتَعَدٍّ** বা সাকর্মক ক্রিয়া বলে।

## الْقَوَاعِدُ

اللَّزْمُ ও التَّعَدِّيُّ হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে فعل দু'প্রকার। যথা-

(ক) الْفِعْلُ اللَّازِمُ বা অকর্মক ক্রিয়া। (খ) الْفِعْلُ الْمُتَعَدِّيُّ বা সাকর্মক ক্রিয়া।

## بَيَانُ الْفِعْلِ اللَّازِمِ

فِعْلٌ لَّازِمٌ শব্দের অর্থ আবশ্যকীয়, প্রয়োজনীয়, জরুরি, অকর্মক ইত্যাদি। পরিভাষায় لَزِمَ হল-

هُوَ الْفِعْلُ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إِلَى مَفْعُولٍ بِهِ لِاتِّمَامِ مَعْنَى الْجُمْلَةِ

অর্থাৎ, বাক্যের অর্থে পরিপূর্ণতার জন্য যে فعل-এর مَفْعُولٍ بِهِ প্রয়োজন হয় না (বরং فعل টি ফاعل দ্বারাই সম্পূর্ণ হয়ে যায়।) তাকে فِعْلٌ لَّازِمٌ বলে। যেমন- طَالَ (লম্বা হল) حَمَرَ (রক্তিম বর্ণ হল) حَسَنَ (মর্যাদাবান হল) شَرَفَ (প্রস্থান করল) كَرَّمَ (সম্মানিত/উদার হল) رَاحَ (চলে গেলে) سُرِفَ (সুন্দর হল) ইত্যাদি।

وَحَسَنَ أَوْلِيكَ رَفِيقًا - আল্লাহ তাআলা বলেন-

অর্থাৎ, 'আর সাথী হিসেবে তারা কতইনা উত্তম।' (সূরা নিসা : ৬৯)

কিছু কিছু فعل একই বাক্যে কখনো لَزِمَ হয় এবং কখনো مُتَعَدِّيُّ হয়। এ প্রকার فعل-টি ع কালিমায় যের বিশিষ্ট হয় এবং সাধারণত فِعْلٌ ثَلَاثِيٌّ থেকে আসে। যেমন - বাবে سَمِعَ থেকে। এক্ষেত্রে فعل গুলো যদি কোনো রোগ ব্যধি, দুঃখ-শোক ইত্যাদি বোঝায়, তবে সেই فعل টি হবে فِعْلٌ لَّازِمٌ। যেমন- مَرِضَ خَالِدٌ (খালেদ অসুস্থ হল) سَقِمَ الرَّجُلُ (লোকটি পীড়িত হল) فَرِحَ النَّاجِحُ (সফলকাম ব্যক্তি খুশি হল) فَرَعَ الطِّفْلُ (শিশুটি ভয় পেল)।

পক্ষান্তরে فعل গুলো যদি রোগ-ব্যধি, দুঃখ-শোক ইত্যাদি না বুঝিয়ে অন্যকিছু বোঝায়, তবে সেটা (একই باب থেকে আসা সত্ত্বেও) فِعْلٌ مُتَعَدِّيُّ হবে। যেমন- رَبِحَ خَالِدٌ الْجَائِزَةَ (খালেদ পুরস্কার লাভ করল) شَرِبَ الطَّامِئُ الْمَاءَ (অসুস্থ ব্যক্তি ঔষধ খেতে ভুলে গেল) (পিপাসার্ত পানি পান করল)।

## بَيَانُ الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّي

مُتَعَدِّي শব্দের অর্থ অতিক্রমকারী, সক্রমক ইত্যাদি। পরিভাষায় فِعْلٌ مُتَعَدِّي বলা হয়-

هُوَ الْفِعْلُ الَّذِي يَتَعَدَّى الْفَاعِلَ إِلَى الْمَفْعُولِ بِهِ لِإِتْمَامِ مَعْنَى الْجُمْلَةِ

অর্থাৎ, বাক্যের অর্থে পরিপূর্ণতার জন্য যে فعل-এর টি فَاعِلٌ -এর দিকে ধাবিত হয়, তাকে فِعْلٌ مُتَعَدِّي বলে। অর্থাৎ যে فعل-এর অর্থ পরিপূর্ণ করার জন্য بِهِ مَفْعُولٌ আবশ্যিক। যেমন- كَسَرَ الْمُهْمِلُ الرَّجَاجَ (অমনোযোগী ব্যক্তি কাঁচ ভাঙ্গল)। أَكَلَ الْجَائِعُ الطَّعَامَ (ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাবার খেল)।

الفِعْلُ الْمُتَعَدِّي-এর প্রকার :

فِعْلٌ مُتَعَدِّي তিন প্রকার। যথা-

১. এমন فعل যা একটি মাত্র بِهِ مَفْعُولٌ-এর দিকে সম্প্রসারিত। এর আলোচনা بِهِ مَفْعُولٌ-এর অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

২. এমন فعل যা একই সাথে দুটি بِهِ مَفْعُولٌ-এর দিকে সম্প্রসারিত হয়। এ প্রকারের فِعْلٌ مُتَعَدِّي আবার দু ভাগে বিভক্ত। যথা-

ক. এমন দুটি بِهِ مَفْعُولٌ-এর দিকে সম্প্রসারিত, যাদের আসল হল مُبْتَدَأٌ وَ خَبْرٌ ও

খ. এমন দুটি بِهِ مَفْعُولٌ-এর দিকে সম্প্রসারিত, যাদের আসল হল مُبْتَدَأٌ وَ خَبْرٌ নয়।

৩. এমন فعل যা একই সাথে তিনটি بِهِ مَفْعُولٌ-এর দিকে تَعَدَّى বা সম্প্রসারিত হয়।

প্রথম প্রকার : যে فعل গুলো এমন দুইটি بِهِ مَفْعُولٌ কে نصب দিবে, যাদের আসল হল مُبْتَدَأٌ وَ خَبْرٌ ও

সেগুলো হল, ظَنَّ وَأَخَوَاتُهَا। এ প্রকার ফেল আবার তিন প্রকার। যথা-

(১) رَأَى، عَلِمَ، وَجَدَ، دَرَى، تَعَلَّمَ، أَلْفَى তথা أفعالٌ يَقِينُ

رَأَيْتُ الصَّدَقَ خَيْرَ وَسِيلَةٍ لِلنَّجَاحِ فِي الْحَيَاةِ.

(সততাকে আমি দেখেছি জীবনে সফলতার উত্তম মাধ্যম হিসাবে)

(২) ظَنَّ، خَالَ، حَسِبَ، زَعِمَ، عَدَّ، حَجَا، هَبَّ তথা أفعالٌ الرَّجْحَانِ

زَعِمْتُ الدَّرْسَ سَهْلًا (পাঠটিকে সহজ মনে করেছি।)

(৩) صَبَّرَ، جَعَلَ، وَهَبَ، اِتَّخَذَ، تَرَكَ، رَدَّ তথা أفعالٌ التَّحْوِيلِ

جَعَلَ النَّجَارُ الْحَشَبَ بَابًا (কাঠ মিস্ত্রী কাঠটিকে দরজায় পরিণত করল)

দ্বিতীয় প্রকার : এমন فعل যা এমন দুইটি به مَفْعُول-কে نَصَب দেয়, তবে যাদের আসল مُبْتَدَأٌ ও خَبْر নয়। তা নিম্নরূপ-

فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا - যেমন : আল্লাহ বলেন-

(অতঃপর আমি অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি)।

سَأَلَ الْفَقِيرُ الْغَنِيَّ مَالًا - যেমন : (ফকিরটি ধনী লোকটির নিকট সম্পদ চাইল)।

أَعْطَيْتُ الْفَقِيرَ رِيَالًا - যেমন : (আমি গরিব লোকটিকে এক রিয়াল দান করেছি)।

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا - যেমন : আল্লাহ বলেন-

(তারা খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীনকে খাদ্য দান করে)।

سَقَى الْغَمَامَى مَاءً - যেমন : (পিপাসার্ত ব্যক্তিকে আমি পানি পান করিয়েছি)।

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا - যেমন : আল্লাহ বলেন-

(এবং তিনি (আল্লাহ) আদমকে শিখালেন সমস্ত বস্তু সামগ্রীর নাম)।

زَوَّدْتُ الْمُسَافِرَ قُرُونًا - যেমন : (মুসাফিরটিকে আমি খাবার সরবরাহ করেছি)।

তৃতীয় প্রকার : এমন فعل যা তিনটি به مَفْعُول-এর দিকে ধাবিত হয়। যেমন-

أَرَى، أَعْلَمَ، حَدَّثَ، أَنْبَأَ، خَبَّرَ، أَخْبَرَ

তিন مَفْعُول বিশিষ্ট مُتَعَدِّي فعل দু ভাগে বিভক্ত। যথা-

১. أَرَى، أَعْلَمَ : এর মাধ্যমে তিনটি مَفْعُول এর মাধ্যমে তিনটি مَفْعُول

এর দিকে تَعَدِّي বা সম্প্রসারিত হবে। যেমন : أَرَى وَالِدَكَ زَيْدًا خَالِدًا أَخَاكَ : (তোমার বাবা

যায়েদকে দেখিয়েছেন তোমার ভাই খালেদকে) (আমি আলিকে জানালাম

যে, খালেদ মুসাফির) এই দুইটি উদাহরণে مَفْعُول গুলোর মধ্য থেকে প্রথম مَفْعُول টি মূলত فاعل

ছিলো। তবে এটা همزة দ্বারা فاعل টি نَعْدِي বা সম্প্রসারিত হওয়ার আগে ছিলো। বাক্যটির আসল

এরকম : أَرَى زَيْدًا خَالِدًا أَخَاكَ : (যায়েদ তোমার ভাই খালেদকে দেখেছে) (আলি জানলো যে, খালেদ মুসাফির)।

(আলি জানলো যে, খালেদ মুসাফির)।

কখনো কখনো أَرَى - فعل টি ৩টি مَفْعُول কে نَصَب দিবে। যেমন আল্লাহ বলেন-

كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسْرَاتٍ عَلَيْهِمْ

(এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দেখাবেন তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে অনুতপ্ত করার জন্যে)।

পক্ষান্তরে, বাকি পাঁচটি فعل কোনো ধরনের মাধ্যম ছাড়াই ৩টি مفعول-এর দিকে বা সম্প্রসারিত হয়। فعل গুলো হল-

حَدَّثَ إِبْرَاهِيمُ خَالِدًا مَوْجُودًا - যেমন : حَدَّثَ

(ইবরাহিম খবর দিয়ে বললো যে, খালেদ আছে)

نَبَأَ : যেমন : কাব ইবনে যুহাইর বলেন-

نَبِئْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَوْعَدَنِي : وَالْعَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَأْمُولٌ

(আমাকে খবর দেয়া হল যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাকে ধমক দিয়েছেন, তবে রাসূলের (সা.) নিকট ক্ষমাপ্রাপ্তি প্রত্যাশিত।)

أَنْبَأَ : যেমন : أَنْبَأْتُ بَكْرًا عَلِيًّا قَادِمًا : أَنَبَأَ (আমি বকরকে খবর দিলাম যে, আলি আসছে।)

خَبَّرْتُ الطُّلَّابَ الْإِمْتِحَانَ غَدًا : خَبَّرَ

(আমি ছাত্রদেরকে জানালাম যে, আগামীকাল পরীক্ষা।)

أَخْبَرْتُ وَالِدِي عَلِيًّا قَادِمًا : أَخْبَرَ (আমি বাবাকে আলি আসার খবর দিলাম।)

## تَدْرِيبَاتٌ

(أ) নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। فعل لازم ও فعل متعدي কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। فعل متعدي কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণ দাও।

৩। أفعال التحويل কাকে বলে? তিনটি أفعال التحويل উল্লেখ কর।

(ب) নিম্নোক্ত উদাহরণগুলো থেকে مفعول বের কর :

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، وَجَدْتُ الْعِلْمَ نَافِعًا. صَيَّرَ الْحَائِقُ الْقِمَاشَ ثَوْبًا، نَصَرَ خَالِدٌ بَكْرًا، وَجَعَلَ الظُّلَمَاتِ وَالشُّورَ، سَقِيْتُ الْحَالِدَ مَاءً، حَدَّثَ إِبْرَاهِيمُ خَالِدًا مَوْجُودًا.



# الدَّرْسُ الثَّانِي عَشَرَ خَصَائِصُ الْأَبْوَابِ বাবের খাসিয়াতসমূহ

আরবিতে মোট ৪৩টি বাব রয়েছে। প্রতিটি বাব-এর আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে এক বাব কে অন্য বাব থেকে পৃথক করা যায়। আরবি শব্দের বাব-এর বিভিন্নতার কারণে শব্দের অর্থও বিভিন্ন হয়ে থাকে। তাই প্রতিটি বাব-এর বৈশিষ্ট্য জানা না থাকলে বাব নির্ণয় করা বেশ কঠিন। আর বাব-এর এ বৈশিষ্ট্যকে خَاصِيَّة বলে। ثَلَاثِي مُجَرَّد-এর আটটি বাবের তেমন কোনো خَاصِيَّة নেই। তবে অন্যান্য বাবসমূহের অধিকহারে خَاصِيَّة রয়েছে। উল্লেখযোগ্য خَاصِيَّة গুলো হল-

১। تَعْدِيَّة : تَعْدِيَّة শব্দের অর্থ অতিক্রম করা। পরিভাষায় فِعْلٌ مُتَعَدِّي কে তে পরিণত করাকে تَعْدِيَّة বলে।

২। تَصْيِيرٌ : تَصْيِيرٌ শব্দের অর্থ বানানো। পরিভাষায় কোনো فِعْلٌ-এর فَاعِلٌ কর্তৃক مَفْعُولٌ بِهِ কে উক্ত فِعْلٌ-এর গুণে গুণান্বিত বানানোকে تَصْيِيرٌ বলে।

৩। وَجْدَانٌ : وَجْدَانٌ শব্দের অর্থ পাওয়া। পরিভাষায় কোনো فِعْلٌ-এর فَاعِلٌ কর্তৃক উক্ত فِعْلٌ-এর مَفْعُولٌ بِهِ কে উক্ত فِعْلٌ-এর গুণে গুণান্বিত পাওয়াকে وَجْدَانٌ বলে।

৪। سَلْبٌ : سَلْبٌ শব্দের অর্থ দূর করা। পরিভাষায় কোনো فِعْلٌ-এর فَاعِلٌ কর্তৃক উক্ত فِعْلٌ-এর مَفْعُولٌ بِهِ থেকে উক্ত فِعْلٌ-এর মূল অক্ষরের গুণ বা অবস্থা দূর করাকে سَلْبٌ বলে।

৫। بُنُوْعٌ : بُنُوْعٌ শব্দের অর্থ পৌছা। পরিভাষায় কোনো فِعْلٌ-এর فَاعِلٌ-এর উক্ত فِعْلٌ-এর মূল অক্ষরের স্থানে বা সময়ে পৌছাকে بُنُوْعٌ বলে।

৬। صَيْرُورَةٌ : صَيْرُورَةٌ শব্দের অর্থ হওয়া। পরিভাষায় কোনো فِعْلٌ-এর فَاعِلٌ-এর উক্ত فِعْلٌ-এর মূল অক্ষরের গুণে গুণান্বিত হওয়া বা মূল অক্ষরের স্থানে বা সময়ে কোনো কিছুর অধিকারী হওয়াকে صَيْرُورَةٌ বলে।

৭। مُبَالَغَةٌ : مُبَالَغَةٌ শব্দের অর্থ আধিক্য। পরিভাষায় কোনো فِعْلٍ-এর فَاعِلٌ-এর উক্ত فِعْلٍ-এর মূল অক্ষরের পরিমাণে বা অবস্থায় অধিক হওয়াকে مُبَالَغَةٌ বলে।

৮। اِتِّدَاءٌ : اِتِّدَاءٌ শব্দের অর্থ শুরু হওয়া। পরিভাষায় কোনো فِعْلٍ-এর فِيهِ-এর কোনো বাব থেকে ব্যবহার শুরু হওয়া বা اِتِّدَاءٌ কোনো বাব থেকে নতুন অর্থে ব্যবহার শুরু হওয়াকে اِتِّدَاءٌ বলে।

৯। قَصْرٌ : قَصْرٌ শব্দের অর্থ সংক্ষেপ করা। পরিভাষায় কোনো فِعْلٍ-কে সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যবহার করাকে قَصْرٌ বলে।

১০। مُوَافَقَةٌ : مُوَافَقَةٌ শব্দের অর্থ অনুরূপ হওয়া। পরিভাষায় فِيهِ-এর কোনো বাবের فِعْلٍ-এর অন্য বাবের فِعْلٍ-এর অর্থের বা فِيهِ-এর কোনো বাবের فِعْلٍ-এর কোনো বাবের فِعْلٍ-এর অর্থের অনুরূপ অর্থজ্ঞাপক হওয়াকে مُوَافَقَةٌ বলে।

১১। تَكْلُفٌ : تَكْلُفٌ শব্দের অর্থ বানোয়াট করা। পরিভাষায় কোনো فِعْلٍ-এর فَاعِلٌ কর্তৃক তার নিজ সত্ত্বাকে উক্ত فِعْلٍ-এর মূলের দিকে নিসবত করাকে تَكْلُفٌ বলে।

১২। مُشَارَكَةٌ : مُشَارَكَةٌ শব্দের অর্থ কোনো কাজে পরস্পর অংশগ্রহণ করা। পরিভাষায় কোনো فِعْلٍ-এর فَاعِلٌ ও مَفْعُولٌ بِهِ-এর উক্ত فِعْلٍ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে পরস্পর অংশগ্রহণ করাকে مُشَارَكَةٌ বলে।

১৩। لِيَاقَةٌ : لِيَاقَةٌ শব্দের অর্থ কোনো কিছুর যোগ্য হওয়া বা যোগ্যতা অর্জন করা। পরিভাষায় কোনো فِعْلٍ-এর فَاعِلٌ-এর উক্ত فِعْلٍ-এর মূলের অর্থের অবস্থার যোগ্য হওয়াকে لِيَاقَةٌ বলে।

১৪। طَلَبٌ : طَلَبٌ শব্দের অর্থ চাওয়া বা দাবি করা। পরিভাষায় কোনো فِعْلٍ-এর فَاعِلٌ কর্তৃক مَفْعُولٌ بِهِ-এর নিকট উক্ত فِعْلٍ-এর মূল চাওয়াকে طَلَبٌ বলে।

১৫। اِتِّخَاذٌ : اِتِّخَاذٌ শব্দের অর্থ গ্রহণ করা। পরিভাষায় কোনো فِعْلٍ-এর فَاعِلٌ কর্তৃক مَفْعُولٌ بِهِ-কে উক্ত فِعْلٍ-এর মূল হিসেবে গ্রহণ করাকে اِتِّخَاذٌ বলে।

## বাবসমূহের خَاصِّيَّاتٌ বা বৈশিষ্ট্যাবলি

نَصَرَ، يَنْصُرُ-এর خَاصِّيَّةٌ বা বৈশিষ্ট্য :

- ১। لَزُومٌ বা অকর্মক হওয়া। যেমন- دُخُولٌ (প্রবেশ করা), خُلُودٌ (স্থায়ী হওয়া) ইত্যাদি।
- ২। صَيْرُورَةٌ হওয়া। যেমন- بَابَ الرَّجُلِ (লোকটি দারোয়ান হল)।
- ৩। ক্রিয়ামূল গ্রহণ করা। যেমন- ثَلَاثَ زَيْدٍ الْمَالِ (যায়েদ সম্পদের একতৃতীয়াংশ গ্রহণ করল)

ضَرَبَ، يَضْرِبُ-এর خَاصِّيَّةٌ বা বৈশিষ্ট্য :

- ১। تَعْدِيَةٌ বা সকর্মক হওয়া। যেমন- كَسَبٌ (উপার্জন করা), مَعْرِفَةٌ (চিনা) ইত্যাদি।
- ২। ক্রিয়ামূল দূর করা। যেমন- حَفِيَّتُ الْأَمْرِ (আমি বিষয়টির গোপনীয়তা দূর করলাম)।
- ৩। ক্রিয়ামূল প্রদান করা। যেমন- خَبَرْتُ فَقِيرًا (আমি ফকিরকে রুটি দান করলাম)।

سَمِعَ، يَسْمَعُ-এর خَاصِّيَّةٌ বা বৈশিষ্ট্য :

- ১। لَزُومٌ বা অকর্মক হওয়া। অর্থাৎ, যেসব فِعْلٌ لَا زِمَ পীড়া, আরোগ্য, শোক, আনন্দ, সৌন্দর্য ইত্যাদি নির্দেশ করে, সেগুলো অধিকাংশ সময়ে এ বাব থেকে ব্যবহৃত হয়। যেমন- مَرِيضٌ (অসুস্থ হওয়া), حَزِنٌ (চিন্তিত হওয়া), فَرِحَ (আনন্দিত হওয়া) ইত্যাদি।
- ২। صَيْرُورَةٌ হওয়া। যেমন- بَابَ الرَّجُلِ (লোকটি দারোয়ান হল)।
- ৩। تَشْبِيهٌُ বা সাদৃশ্য করা। যেমন- أَسَدَ الرَّجُلِ (লোকটি সিংহের ন্যায় হল)।

فَتَحَ، يَفْتَحُ-এর خَاصِّيَّةٌ বা বৈশিষ্ট্য :

- ১। حُرُوفُ الْحَلْقِيِّ (ء-ه-ح-خ-ع-غ)-তে لَامٌ كَلِمَةٌ অথবা عَيْنٌ كَلِمَةٌ একটি হরফ থাকবে। উল্লেখ্য, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও হয়ে থাকে। যেমন- يَرْكُنُ، يَغْضُ، يَغْضُ এবং سَجِي، يَسْجِي، رَكَنٌ، يَرْكُنُ ইত্যাদি। তবে এগুলোর ব্যবহার খুবই কম।
- ২। এ বাবের ফেঁলগুলো সাধারণত مُتَعَدٍّ হয়। যেমন- رَفَعٌ (উত্তোলন করা), قَطَعَ (কর্তন করা) ইত্যাদি।

كَرُمٌ، يَكْرُمُ،-এর خَاصِّيَّةٌ বা বৈশিষ্ট্য :

- ১। فَعْلٌ لَا زِمٌ বা অকর্মক হওয়া। অর্থাৎ, এ বাব এর সকল মাসদারই لَا زِمٌ হয়।
- ২। এ বাবটির ফে'ল জন্মগত ও অভ্যাসগত অর্থ নির্দেশ করে।
- ৩। এ বাবের إِسْمُ الْفَاعِلِ-এর সীগাহ فَعِيْلٌ ওযনে গঠিত হয়।

بَابُ إِفْعَالٍ-এর خَاصِّيَّةٌ বা বৈশিষ্ট্য :

এ বাবটির বৈশিষ্ট্য হল-

- ১। فَعْلٌ مُتَعَدِّدٌ কে فَعْلٌ لَا زِمٌ করা। যেমন- جَلَسَ زَيْدٌ (যায়েদ বসল) أَجْلَسْتُ زَيْدًا (আমি যায়েদকে বসলাম)।
- ২। سَلَبٌ বা মূলধাতু দূর করে দেওয়া। যেমন- أَبْجَلَ زَيْدٌ بَكْرًا (যায়েদ বকরের কৃপণতা দূর করল)।
- ৩। صَيَّرُوهُ বা বানানো। যেমন- أَعْلَمَ زَيْدٌ بَكْرًا (যায়েদ বকরকে ইলমওয়ালা বানাল)।
- ৪। وَجَدَانٌ বা পাওয়া। যেমন- أَكْبَرْتُ زَيْدًا (আমি যায়েদকে বড় দেখতে পেয়েছি)।
- ৫। بُلُوغٌ বা পৌছা। যেমন- أَعْرَبَ الْحَاجُّ (হাজী আরবে পৌছেছেন)।
- ৬। ابْتِدَاءٌ বা নতুনভাবে নতুন অর্থে ব্যবহার শুরু হওয়া। যেমন- نَذَّرُ (নিজের উপর ওয়াজিব করা) থেকে أَنْذَرُ (সতর্ক করা)।
- ৭। لِيَاقَةٍ বা কোনো কিছুর যোগ্য হওয়া বা যোগ্যতা অর্জন করা। যেমন- أَلَامَ الرَّجُلُ (লোকটি তিরস্কারযোগ্য হল)।
- ৮। إِعْطَاءُ الْمَأْخَذِ বা فَاعِلٌ কর্তৃক উক্ত فِعْلٌ-এর مَفْعُولٌ بِهِ কে فِعْلٌ-এর মূল প্রদান করা। যেমন- أَعْظَمَ زَيْدٌ الْكَلْبَ (যায়েদ কুকুরটিকে হাড় দিল)।
- ৯। অন্য বাবের অনুরূপ হওয়া। যেমন- دَجَى اللَّيْلِ وَ دَجَى اللَّيْلِ (রাত অন্ধকার হয়েছে)।
- ১০। حَيْثُونَةٌ বা فَاعِلٌ কর্তৃক উক্ত فِعْلٌ-এর মূল সময়ে পৌছা। যেমন- أَحْصَدَ الزَّرْعَ (ফসল কাটার সময় উপনিত হয়েছে)।

### عَلَّمَ-এর خَاصَّةٌ বা বৈশিষ্ট্য :

এ বাবটির বৈশিষ্ট্য হল-

- ১। عَلَّمَتُ زَيْدًا حَقًّا (যায়েদ সত্য চিনেছে), عَلِمَ زَيْدٌ حَقًّا (যায়েদ সত্য চিনেছে) বা تَعَدِيَةٌ (আমি যায়েদকে সত্য চিনিয়েছি)।
- ২। مَبَالِغَةٌ বা কোনো কাজে আধিক্য হওয়া। এটা তিনভাবে হতে পারে-  
 (ক) সরাসরি ফে'লের মধ্যে مَبَالِغَةٌ হওয়া। যেমন- صَرَخَ زَيْدٌ (যায়েদ খুব প্রকাশ করেছে)।  
 (খ) ফে'লের فَاعِلٌ-এর মধ্যে مَبَالِغَةٌ হওয়া। যেমন- غَدَّرَ الْقَوْمُ (কাওম গান্দারী করেছে)।  
 (গ) مَفْعُولٌ بِهِ-এর মধ্যে مَبَالِغَةٌ হওয়া। যেমন- قَطَّعْتُ الثِّيَابَ (আমি কাপড়গুলো টুকরা টুকরা করেছি)।
- ৩। سَلَبٌ বা মূল অর্থ দূর করা। যেমন- قَذَيْتُ عَيْنَهُ (আমি তার চোখ থেকে ময়লা দূর করলাম)।
- ৪। صَدَّقْتُ বা مَفْعُولٌ بِهِ কতৃক فَاعِلٌ বা نِسْبَةٌ যে ফে'লের মূল অর্থের দিকে সম্পৃক্ত করা। যেমন- زَيْدًا (আমি যায়েদকে সত্যায়ন করেছি)।
- ৫। دُعَاءٌ বা প্রার্থনা করা। যেমন- حَيَّيْتُ زَيْدًا (আমি যায়েদকে দীর্ঘজীবি হওয়ার দোআ করলাম)।
- ৬। صَيْرُورَةٌ হওয়া। যেমন- نَوَّرَتِ السَّمَاءَ (আকাশ আলোকিত হয়েছে)।
- ৭। بُلُوغٌ বা পৌছা। যেমন- خَيَّمَ زَيْدٌ (যায়েদ তাবুতে পৌছেছে)।
- ৮। دَهَبْتُ الْإِنَاءَ বা مَفْعُولٌ بِهِ কতৃক فَاعِلٌ বা تَخْلِيْطٌ যে ফে'লের মূল দিয়ে সজ্জিত করা। যেমন- (আমি পাত্রটি স্বর্ণাঙ্কিত করেছি)।
- ৯। قَصْرٌ বা সংক্ষেপ করা। যেমন- سَبَّحْتُ (আমি সুবহানাল্লাহ বলেছি)।
- ১০। جَلَّلْتُ زَيْدًا বা مَفْعُولٌ بِهِ কতৃক فَاعِلٌ বা إِبْسَاسٌ যে ফে'লের মূল পরিধান করা যেমন- (আমি যায়েদকে জুল পরিধান করেছি)।

### عَلَّمَ-এর خَاصَّةٌ বা বৈশিষ্ট্য :

এ বাবটির বৈশিষ্ট্য হল-

- ১। تَكَلَّفٌ বা ভান করা যেমন- تَبَصَّرَ زَيْدٌ (যায়েদ নিজেকে বসবাসকারী বলে দাবি করল)।
- ২। تَجَنُّبٌ বা ফে'লের মূল থেকে বেঁচে থাকা। যেমন- تَحَوَّبَ زَيْدٌ (যায়েদ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকল)।

- ৩। বা ফে'লের মূল পরিধান করা। যেমন- **تَخْتَمَ زَيْدٌ** (যায়েদ আংটি পরিধান করেছে)।
- ৪। বা কোনো কিছু ধীরে ধীরে করা। যেমন- **تَجَرَّعْتُ الْمَاءَ** (আমি ঢক ঢক করে পানি পান করেছি)।
- ৫। **صَيَّرُوهُ** হওয়া। যেমন- **تَمَوَّلَ زَيْدٌ** (যায়েদ মালদার হয়েছে)।
- ৬। বা **مُؤَافَقَةٌ** বা **مُجَرَّدٌ**-এর কোনো বাবের অনুরূপ অর্থ হওয়া। যেমন- **تَقَبَّلَ** ও **قَبَّلَ** (সে গ্রহণ করেছে)।
- ৭। বা **نِسْبَةٌ** বা **فَاعِلٌ** কর্তৃক **مَفْعُولٌ بِهِ** কে ফে'লের মূল অর্থের দিকে সম্পৃক্ত করা। যেমন- (যায়েদ নিজে থেকে গ্রামের দিকে নিসবত করেছে)।
- ৮। বা মূল অর্থ দূর করা। যেমন- **حَابٌ** (সে পাপ করল) থেকে **تَحَوَّبَ** (সে পাপ থেকে বিরত রইল)।
- ৯। বা **شَكَايَةٌ** বা **فَاعِلٌ** কর্তৃক ফে'লের মূলের অভিযোগ করা। যেমন- **تَظَلَّمَ زَيْدٌ** (যায়েদ অত্যাচারের অভিযোগ করেছে)।
- ১০। বা **مُجَابَبَةٌ** বা **فَاعِلٌ** কর্তৃক ফে'লের মূলের নিকটবর্তী হওয়া। যেমন- **تَأْتَمَّ الرَّجُلُ** (লোকটি পাপের নিকটবর্তী হয়েছে)।

**بَابُ مُفَاعَلَةٍ**-এর **خَاصِّيَّةٌ** বা বৈশিষ্ট্য :

এ বাবটির বৈশিষ্ট্য হল-

- ১। বা **مُشَارَكَةٌ** বা পরস্পর অংশগ্রহণ করা। যেমন- **زَيْدٌ بَكَرًا** (যায়েদ বকরের সাথে প্রতিযোগিতা করেছে)।
- ২। বা **مُؤَافَقَةٌ** বা **مُجَرَّدٌ**-এর কোনো বাবের অনুরূপ অর্থ হওয়া। যেমন- **سَفَرٌ** ও **سَفَرٌ** (সে ভ্রমণ করেছে)।
- ৩। বা **إِبْتِدَاءٌ** বা নতুনভাবে ব্যবহার শুরু হওয়া। যেমন- **نَدَى الشَّيْءُ** (জিনিসটি সিক্ত হয়েছে) ও **نَادَى الشَّيْءُ** (জিনিসটি প্রকাশ পেয়েছে)।
- ৪। বা **مُبَالَغَةٌ** বা অর্থের আধিক্য নির্দেশ করা। যেমন- **طَاوَلْتُ زَيْدًا** (আমি যায়েদের সাথে লম্বায় প্রাধান্য লাভ করেছি)।

**بَابُ تَفَاعُلٍ**-এর **خَاصِّيَّةٌ** বা বৈশিষ্ট্য :

এ বাবটির বৈশিষ্ট্য হল-

- ১। বা **مَفْعُولٌ** ও **فَاعِلٌ** একই কাজে অংশ নেয়া। যেমন- **تَبَاعَدَ زَيْدٌ وَبَكَرٌ** (যায়েদ ও বকর পরস্পর দূরত্ব অবলম্বন করেছে)।

২। চাহিদাহীন দ্রব্য প্রাপ্তির ভান করা। যেমন- **تَمَارَضَ زَيْدٌ** (যায়েদ অসুস্থ হওয়ার অসুস্থ হওয়ার ভান করেছে)

৩। **عَلَى وَ عَلَيَّ** একই অর্থ প্রদান করেছে।

৪। **إِبْتِدَاءً** বা নতুনভাবে ব্যবহার শুরু হওয়া। যেমন- **بَرَكَ** (বুক গেড়ে বসা) ও **تَبَارَكَ** (মহিমান্বিত হওয়া)।

৫। **تَذْرِيعٌ** বা কোনো কিছু ধীরে ধীরে করা। যেমন- **تَوَارَدَ الْقَوْمُ** (দল বা লোকেরা দফায় দফায় অবতরণ করেছে)।

**بَابُ إِفْتِعَالٍ**-এর **خَاصِّيَّةٌ** বা বৈশিষ্ট্য :

এ বাবটির বৈশিষ্ট্য হল-

১। একই কাজে পরস্পরের অংশগ্রহণ করা। যেমন- **إِخْتَصَمَ الْقَوْمُ** (কওমের লোকেরা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়েছে)।

২। ক্রিয়ামূলের বিষয় গ্রহণ করা। যেমন- **إِحْتَجَرَ زَيْدٌ** (যায়েদ পাথর বানিয়েছে)।

৩। **إِبْتِدَاءً** বা নতুনভাবে ব্যবহার শুরু হওয়া। যেমন- **سَلِمَ** (সে নিরাপদ থেকেছে)। আর **اسْتَلَمَ** (সে চুম্বন করেছে)।

৪। **فَاعِلٌ** বা **تَصَرُّفٌ** কর্তৃক ফে'ল অর্জনের চেষ্টা-পরিশ্রম করা। যেমন- **اِكْتَسَبَ زَيْدٌ مَالًا** (যায়েদ পরিশ্রম করে সম্পদ অর্জন করেছে)।

৫। **مُبَالَغَةٌ** বা অর্থের আধিক্য নির্দেশ করা। যেমন- **اِعْتَدَّ زَيْدٌ** (যায়েদ অধিক গণনা করেছে)।

৬। **طَلَبٌ** বা চাওয়া। যেমন- **اِكْتَدَّ زَيْدٌ بَكْرًا** (যায়েদ বকরের নিকট সহযোগিতা চেয়েছে)।

**بَابُ اسْتِفْعَالٍ**-এর **خَاصِّيَّةٌ** বা বৈশিষ্ট্য :

এ বাবটির বৈশিষ্ট্য হল-

১। **طَلَبٌ** বা কারো কাছ থেকে কোনো কিছু চাওয়া বা অনুসন্ধান করা। যেমন- **اسْتَطَعَنِي رَجُلٌ** (লোকটি আমার নিকট খাদ্য চেয়েছে)।

২। কোনো কিছু ধারণা করা। যেমন- **اسْتَحْسَنَ خَالِدٌ** (খালিদ ভাল ধারণা করল)।

৩। কাউকে কোনো গুণে গুণান্বিত পাওয়া। যেমন- **اسْتَكْرَمْتُ زَيْدًا** (আমি তাকে মর্যাদাশীল পেলাম)।

- ৪। মূল ধাতুর অর্থ থেকে অন্য কিছুতে পরিবর্তিত হওয়া। যেমন- **إِسْتَخْرَجَ الطِّينُ** (মাটি পাথর হয়ে গেল)।
- ৫। **قَصُرَ** বা সংক্ষেপ করা। যেমন- **إِسْتَرْجَعَ زَيْدٌ** (যায়েদ ইনালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন বলেছে)।
- ৬। **تَكَلَّفَ** বা ভান করা যেমন- **إِسْتَجْرَأَ الرَّجُلُ** (লোকটি দুঃসাহসী হওয়ার ভান করল)।

## تَدْرِيبَاتٌ

- ১। **حَاصِيَةٌ** বা বৈশিষ্ট্য কাকে বলে? বাবে **مفاعلة**-এর **خاصية** গুলো কী কী? লেখ।
- ২। বাবে **إفعال**-এর বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ৩। বাবে **فتح** ও **استفعال** এর **خاصية** আলোচনা কর।
- ৪। বাবে **نصر** ও **ضرب** এর বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ৫। নিচের বাক্যগুলো পড়ো এবং **باب استفعال** ও **باب إفعال**-এর শব্দগুলো বের কর অতঃপর প্রত্যেকটি **باب** এর ১টি বৈশিষ্ট্য লেখ।

১- **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ .**

২- **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ .**

৩- **اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ .**

৪- **الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ .**

৫- **فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ .**



## الدَّرْسُ الثَّلَاثُ عَشَرَ

### أَوْزَانُ مَصَادِرِ الْأَفْعَالِ الثَّلَاثِيَّةِ وَبَعْضُ مَصَادِرِ الْأَبْوَابِ الْمَشْهُورَةِ

ছুলাছী ফেলের মাসদারের ওয়নসমূহ ও প্রসিদ্ধ বাবের কিছু মাসদার

### أَوْزَانُ مَصَادِرِ الْأَفْعَالِ الثَّلَاثِيَّةِ

مُصَدَّرٌ-এর ثَلَاثِيٌّ مُجَرَّدٌ অনেক। এগুলো শুনে শুনে জানতে হয়। এর কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন নেই। বিভিন্ন বই-পত্র, গল্প, সাহিত্য ও অভিধান পড়াশুনার মাধ্যমে ثَلَاثِيٌّ مُجَرَّدٌ-এর মাসদারগুলো জানা যায়। নিচে কতিপয় অধিক প্রচলিত ওজন পেশ করা হল-

১। فَعَالَةٌ ওজনের মাসদার। এটি পেশা ও শিল্প বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত متعدي হয়। যেমন- تَجَارَةٌ (ব্যবসা করা) ; زِرَاعَةٌ (চাষাবাদ করা) ; زَرْعٌ ইত্যাদি।

২। فِعَالٌ ওজনের মাসদার। এটি নিষেধ করা অর্থ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত لازم হয়। যেমন- نَفَرٌ (ঘণা করা) ; نَفَرٌ (অবাধ্য হওয়া) ; جَمَاعٌ ইত্যাদি।

৩। فَعْلَانٌ ওজনের মাসদার। এটি আন্দোলন, পরিবর্তন ও নড়াচড়া অর্থ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত لازم হয়। যেমন - جَالٌ (ভ্রমণ করা) ; سَيْلَانٌ (প্রবাহিত হওয়া) ; سَالٌ ইত্যাদি।

৪। فَعَالٌ ওজনের মাসদার। এটি রোগ-ব্যাধি ও ঔষধ অর্থ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত لازم হয়। যেমন - زَكَمٌ (সর্দি হওয়া) ; سَعَالٌ (কাশি হওয়া) ; سَعَلٌ ইত্যাদি।

৫। فُعْلَةٌ ওজনের মাসদার। এটি রং বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত لازم হয়। যেমন- حُمْرَةٌ (রক্তিম বর্ণ হওয়া) ; حُمْرَةٌ (সবুজ বর্ণ হওয়া) ; خَضِرَةٌ ইত্যাদি।

৬। فُعَالٌ أَوْ فَعِيلٌ ওজনের মাসদার। এটি আওয়াজ এর ধরণ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত لازم হয়। যেমন- نَبَّحٌ (نَبَّحٌ) ; صَهِيلٌ (صَهِيلٌ) ; صَهْلٌ ইত্যাদি।

৭। فَعِيلٌ ওজনের মাসদার। এটি চলার ধরণ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত لازم হয়। যেমন- رَحَلٌ (رَحِيلٌ) ; زَمَلٌ (زَمِيلٌ) ইত্যাদি।

৮। فُعُولٌ ওজনের মাসদার। এটি অবস্থার বিভিন্নতা বোঝায়। সাধারণত لازم হয়। যেমন- هَبَطَ (هَبُوطٌ) ; خَرَجَ (خُرُوجٌ) ইত্যাদি।

৯। فَعْلٌ وَفِعَالٌ ওজনের মাসদার। এটি তৈরি ছাড়া ভিন্ন অর্থ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত لازم হয়। যেমন- نَامٌ (نَوْمٌ) ; صَامٌ (صِيَامٌ) ইত্যাদি।

## بَعْضُ مَصَادِرِ الْأَبْوَابِ الْمَشْهُورَةِ

১। বাবে نَصَرَ - يَنْصُرُ :

মাসদার	অর্থ	মাসদার	অর্থ	মাসদার	অর্থ
السُّكُوتُ	চুপ করা	الْقَشْرُ	খোসা ছড়ানো	النَّشْرُ	বিস্তার করা
السَّقُوطُ	পড়ে যাওয়া	السَّقُوطُ	পড়ে যাওয়া	التَّخَانَةُ	গাঢ় হওয়া
السَّتْرُ	গোপন করা	الْبُلُوعُ	পৌছা	التَّقَافَةُ	সভ্য হওয়া
الْقُعُودُ	বসা	الرَّقُودُ	শয়ন করা	الْفَوْزُ	সফলতা লাভ করা
الطَّلَبُ	অন্বেষণ করা	التَّفْحُحُ	ফুঁ দেওয়া	التَّلَاوَةُ	তिलाওয়াত করা
الهِرَبُ	পলায়ন করা	التَّرْكُ	ছেড়ে দেওয়া	الْأَخْذُ	ধরা

২। বাবে ضَرَبَ - يَضْرِبُ :

الْكَشْفُ	খোলা	الْحَرْثُ	চাষ করা	التَّرْزُؤُ	অবতরণ করা
السَّرْقَةُ	চুরি করা	الْقَصْدُ	ইচ্ছা করা	الْكَسْبُ	উপার্জন করা
الْحَمْلُ	বহন করা	الْجُلُوسُ	বসা	الْعَدْلُ	ইনসাফ করা
الْهَلَاكُ	ধ্বংস করা	الصَّبْرُ	ধৈর্য ধারণ করা	الْحُبُّ	মুহব্বত করা
الْعَلْبُ	বিজয়ী হওয়া	الْمَعْرِفَةُ	জানা/ চেনা	الْوَعْظُ	উপদেশ দেওয়া
الْكَذِبُ	মিথ্যা বলা	الصَّرْفُ	পরিবর্তন করা	الرِّيَاذَةُ	অতিরিক্ত হওয়া

৩। বাবে فَتَحَ - يَفْتَحُ :

الْقَطْعُ	কাটা	السَّلَامَةُ	নিরাপদ হওয়া	الْمَشِيَّةُ	চাওয়া/ইচ্ছা করা
الظُّهُورُ	প্রকাশ পাওয়া	الْبَدْءُ	শুরু হওয়া	الرُّؤْيَةُ	দেখা
الْمَدْحُ	প্রশংসা করা	الْجَرْحُ	আহত করা	الرَّعَايَةُ	রক্ষণাবেক্ষণ করা
الْجُحُودُ	অস্বীকার করা	الْهَبَةُ	দান করা	الْوُقُوعُ	পতিত হওয়া
الدَّفْعُ	দূর করা	السُّؤَالُ	প্রশ্ন করা	السَّبَاحَةُ	সাতার কাটা
الطَّبْحُ	রান্না করা	الْقِرَاءَةُ	পড়া	الصَّرْحَةُ	চিৎকার করা

## ৪। বাবে سَمِعَ - يَسْمَعُ :

الرُّكُوبُ	আরোহণ করা	اللَّعْنُ	অভিশাপ দেয়া	الْحَوْفُ	ভয় পাওয়া
الْبَرَاعَةُ	দক্ষ হওয়া	السَّلَامَةُ	নিরাপদ হওয়া	التَّسْيَانُ	ভুলিয়া যাওয়া
الشُّرْبُ	পান করা	الْفُدُومُ	আগমন করা	الَلْقَاءُ	সাক্ষাৎ করা
الْحِفْظُ	মুখস্থ করা	اللَّذَّةُ	স্বাদ গ্রহণ করা	الْفَهْمُ	উপলব্ধি করা
الرُّكُوبُ	আরোহণ করা	الضَّحِكُ	হাসা	التَّوَمُّ	ঘুমানো

## ৫। বাবে كَرَّمَ - يَكْرُمُ :

الْكِرْمَةُ	অধিক হওয়া	الْكِرَامَةُ	সম্মানিত হওয়া	الْبَصَارَةُ	দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া
الْعِظَامَةُ	বড় হওয়া/ মহান হওয়া	الْقُرْبُ	নিকটবর্তী হওয়া	الشَّرَافَةُ	সম্মানিত হওয়া
الضُّعُوبَةُ	কঠিন হওয়া	الْبُعْدُ	দূরবর্তী হওয়া	الْصُّلْحُ	সঠিক হওয়া

## ৬। বাবে أَعَالَ :

الْإِعْلَامُ	জানিয়ে দেয়া	الْإِسْلَامُ	ইসলাম গ্রহণ করা	الْإِذْهَابُ	দূর করে দেয়া
الْإِخْرَاجُ	বহিষ্কার করা	الْإِهْلَاكُ	ধ্বংস করা	الْإِعْلَانُ	ঘোষণা দেয়া
الْإِبْعَادُ	দূর করা	الْإِرْسَالُ	শ্রেণণ করা	الْإِكْمَالُ	পরিপূর্ণ করা
الْإِحْضَارُ	হাজির করা	الْإِطْعَامُ	আহার করানো	الْإِعَانَةُ	সাহায্য চাওয়া
الْإِنْزَالُ	অবতীর্ণ করা	الْإِيْجَابُ	ওয়াজিব করা	الْإِرَادَةُ	ইচ্ছা করা
الْإِعْلَاقُ	বন্ধ করা	الْإِجَابَةُ	জবাব দেওয়া	الْإِفَادَةُ	উপকার করা

## ৭। বাবে تَفَعَّلَ :

التَّطَهِيرُ	পবিত্র করা	التَّصْرِيفُ	পরিবর্তন করা	التَّرْغِيبُ	উৎসাহ প্রদান করা
التَّصْدِيقُ	সত্যবাদী বলা	التَّنْبِيْهُ	পরীক্ষা করা	التَّعْذِيبُ	শাস্তি দেয়া
التَّذْكِيرُ	স্মরণ করা	التَّعْجِيلُ	তাড়াতাড়ি করা	التَّرْجِيْحُ	প্রাধান্য দেয়া
التَّفْتِيْشُ	তলাশ করা	التَّكْمِيْلُ	পরিপূর্ণ করা	التَّوْحِيْدُ	একত্ববাদী হওয়া
التَّحْرِيْكُ	নাড়ানো	التَّحْرِيْمُ	হারাম করা	التَّجْدِيْدُ	নবায়ন করা

## ৮। বাবে تَفَعَّلُ :

التَّجَبُّبُ	বিরত থাকা	التَّبَسُّمُ	মুচকি হাসা	التَّوَسُّطُ	মধ্যখানে আসা
التَّفَكُّرُ	চিন্তা করা	التَّعَلُّمُ	শিক্ষার্জন করা	التَّوَقُّفُ	থামা
التَّكَلُّمُ	কথা বলা	التَّضَرُّعُ	অনুনয় বিনয় করা	التَّعَوُّدُ	আশ্রয় চাওয়া
التَّقَدُّمُ	অগ্রসর হওয়া	التَّحَبُّبُ	বন্ধুত্ব স্থাপন করা	التَّغْنِي	গান গাওয়া
التَّحَسُّرُ	আক্ষেপ করা	التَّكْرُرُ	বারংবার হওয়া	التَّمَنِّي	আকাঙ্ক্ষা করা

## ৯। বাবে تَفَاعَلُ :

التَّجَافِي	পৃথক হওয়া	التَّوَاضَعُ	বিনয়ী হওয়া	التَّبَاعُدُ	পরস্পর দূরে সরে যাওয়া
التَّسَاوِي	বরাবর হওয়া	التَّنَافُسُ	প্রতিযোগিতা করা	التَّعَارُفُ	পরস্পর পরিচিত হওয়া
التَّجَاوُزُ	অতিক্রম করা	التَّشَاوُزُ	পরামর্শ করা	التَّقَابُلُ	পরস্পর মুখোমুখি হওয়া

## ১০। বাবে مُفَاعَلَةٌ :

المُجَادَلَةُ/المُجَابَلُ	বাগড়া করা	المُعَاقِبَةُ/العِقَابُ	শাস্তি দেয়া	المُشَاوَرَةُ	পরস্পর পরামর্শ করা
المُسَافَرَةُ	ভ্রমণ করা	المُخَادَعَةُ/الخِدَاعُ	ধোঁকা দেয়া	المُنَاجَاةُ	নির্জনে কথা বলা
المُبَارَكَةُ	বরকত দেয়া	المُتَابَعَةُ	অনুসরণ করা	المُساوَاةُ	বরাবর করা
المُجَالَسَةُ	নিকটে বসা	المُخَالَفَةُ	বিরোধিতা করা	المُنَاوَلَةُ	দান করা
المُنَازَعَةُ	বাগড়া করা	المُوَاصَلَةُ	পরস্পর মিলিত হওয়া	المُلاقَاةُ	পরস্পর সাক্ষাৎ করা

## ১১। বাবে اِسْتِفْعَالُ :

اَلِاسْتِسْلَامُ	আনুগত্য করা	اَلِاسْتِخْلَافُ	খলিফা বানানো	اَلِاسْتِشْبَارُ	আনন্দিত হওয়া
اَلِاسْتِغْفَارُ	ক্ষমা চাওয়া	اَلِاسْتِمْتَاعُ	ভোগ করা	اَلِاسْتِخْبَارُ	সংবাদ জিজ্ঞাসা করা
اَلِاسْتِحْقَاقُ	তুচ্ছ মনে করা	اَلِاسْتِيْدَانُ	অনুমতি চাওয়া	اَلِاسْتِكْمَالُ	সম্পন্ন করা
اَلِاسْتِبْدَالُ	পরিবর্তন করা	اَلِاسْتِحْقَاقُ	যোগ্য হওয়া	اَلِاسْتِبْعَادُ	বিদূরিত হওয়া
اَلِاسْتِفْهَامُ	জিজ্ঞাসা করা	اَلِاسْتِحْدَامُ	সেবা চাওয়া	اَلِاسْتِيْدَانُ	অনুমতি চাওয়া
اَلِاسْتِمْدَادُ	সাহায্য চাওয়া	اَلِاسْتِفْسَارُ	ব্যাখ্যা চাওয়া		

১২। বাবে اِفْتَعَالَ :

اَلْاِحْتِمَالُ	প্রচেষ্টা করা	اَلْاِغْتِرَالُ	পৃথক হয়ে যাওয়া	اَلْاِحْتِمَالُ	সম্ভাবনা থাকা
اَلْاِلْتِمَاسُ	তাল্লাশ করা	اَلْاِخْتِيَارُ	পরীক্ষা করা	اَلْاِشْتِرَاكُ	অংশগ্রহণ করা
اَلْاِنْخَابُ	নির্বাচন করা	اَلْاِغْتِدَادُ	হিসাব করা	اَلْاِنْتِصَارُ	বিজয় লাভ করা
اَلْاِغْتِمَادُ	আস্থা রাখা	اَلْاِغْتِمَامُ	চিন্তিত হওয়া	اَلْاِنْتِفَاعُ	উপকৃত হওয়া

## تَدْرِيبَاتٌ

(أ) নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। ثلاثي مجرد-এর মাসদারসমূহ জানার উপায় কী? আলোচনা কর।

২। বহুল প্রচলিত ثلاثي مجرد-এর ৫টি ওজন উদাহরণসহ লেখ।

(ب) নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং তা থেকে ثلاثي مجرد-এর مَصْدَرُ বের কর :

إِنَّ بِلَادَ الْإِسْلَامِ كُلَّهَا وَطَنٌ وَاحِدٌ. وَأَبْنَاؤُهَا جَمِيعًا أُخُوَةٌ فِي أُسْرَةٍ وَاحِدَةٍ. يَعْمَلُ كُلُّ مَنْهُمْ لِعِزَّةِ الْإِسْلَامِ، وَخَيْرِ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ مَكَانٍ لَا فَضْلَ عِنْدَهُ لِمُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى، وَلَا اِمْتِيَاظَ لِبَلَدٍ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ عَلَى آخَرَ بِسَبَبِ الْمَوْقِعِ، أَوِ الْجَنَسِ، أَوِ اللَّوْنِ، أَوِ اللُّغَةِ أَوْ غَيْرِهَا. وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُضِيحُوا وَحْدَةً مُتَكَتِفَةً، يَضَعُ كُلُّ مَنْهُمْ يَدَهُ فِي يَدِ أَخِيهِ، طَلَبًا لِعِزَّةِ الدِّينِ وَكِرَامَةِ الدُّنْيَا. أَيُّهَا التَّلْمِيذُ الْمُسْلِمُ! اِقْرَأْ هَذَا النَّشِيدَ، وَأَفْهَمْهُ وَرَدِّدْهُ.

## الْوَحْدَةُ الثَّانِيَّةُ

### عِلْمُ التَّحْوِيلِ

### الدَّرْسُ الْأَوَّلُ

### أَقْسَامُ الْأِسْمِ

### এর প্রকার-ইসম

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

عَبْدُ اللَّهِ كَاتِبٌ جَيِّدٌ جَلَسَ وَلَدٌ عَلَى الْكُرْسِيِّ	(أ)	আবদুল্লাহ একজন ভালো লেখক। একটি ছেলে চেয়ারে বসেছে।
سَلْمَانُ طَالِبٌ مُؤَدَّبٌ خَدِيجَةُ طَالِبَةٌ ذَكِيَّةٌ	(ب)	সালমান বিনয়ী ছাত্র। খাদীজা মেধাবী ছাত্রী।
ذَهَبَ الطَّالِبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ ذَهَبَ الطَّالِبَانِ إِلَى الْمَدْرَسَةِ ذَهَبَ الطُّلَّابُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ	(ج)	ছাত্রটি মাদ্রাসায় গিয়েছে। ছাত্র দুটি মাদ্রাসায় গিয়েছে। ছাত্ররা মাদ্রাসায় গিয়েছে।
الْكَعْبَةُ بَيْتُ اللَّهِ التَّصَرُّ مَعْرِفَةُ الْمُؤْمِنِ طَالِبُ الْعِلْمِ مُحْبُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ	(د)	কাবা আল্লাহর ঘর। সহায়তা মুমিনের পরিচয়। জ্ঞান অন্বেষণকারী আল্লাহর নিকট প্রিয়।
حَضَرَ الْأُسْتَاذُ فِي الْمَدْرَسَةِ رَأَيْتُ الْأُسْتَاذَ فِي الْمَدْرَسَةِ أَخَذْتُ الْكِتَابَ مِنَ الْأُسْتَاذِ هَذَا الْوَلَدُ نَجَحَ فِي الْإِمْتِحَانِ رَأَيْتُ هَذَا الْوَلَدَ فِي السُّوقِ	(ه)	শিক্ষক মাদ্রাসায় উপস্থিত হয়েছেন। আমি শিক্ষককে মাদ্রাসায় দেখেছি। আমি শিক্ষক থেকে বইটি নিয়েছি। এ ছেলেটি পরীক্ষায় পাস করেছে। এ ছেলেটিকে আমি বাজারে দেখেছি।

উপরিউক্ত উদাহরণগুলো গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এতে নিম্নরেখাবিশিষ্ট প্রত্যেকটি শব্দই-ইসম-এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা এর কোনোটিই তার আলামত তথা চিহ্ন থেকে খালি নয়। তবে শব্দগুলো বিভিন্ন ধরনের। যেমন-

(أ) অংশের প্রথম বাক্যে عَبْدُ اللَّهِ শব্দ দ্বারা এমন একজন ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি নির্দিষ্ট। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে وَكَدَّ শব্দ দ্বারা একটি ছেলেকে বোঝানো হয়েছে, যে নির্দিষ্ট নয়। সুতরাং নির্দিষ্টভাবে বোঝানোর কারণে عَبْدُ اللَّهِ শব্দটি مَعْرِفَةٌ এবং অনির্দিষ্টভাবে বোঝানোর কারণে وَكَدَّ শব্দটি نَكْرَةٌ হয়েছে।

(ب) অংশের প্রথম বাক্যে سَلْمَانُ শব্দ দ্বারা একজন পুরুষকে বোঝানো হয়েছে এবং দ্বিতীয় বাক্যে خَدِيجَةٌ শব্দ দ্বারা একজন স্ত্রী লোককে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং পুংলিঙ্গ বোঝানোর কারণে سَلْمَانُ শব্দটি مُؤَنَّثٌ এবং স্ত্রীলিঙ্গ বোঝানোর কারণে خَدِيجَةٌ শব্দটি مُؤَنَّثٌ হয়েছে।

(ج) অংশের প্রথম বাক্যে الطَّالِبُ শব্দ দ্বারা একজন ছাত্র, দ্বিতীয় বাক্যে الطَّالِبَانِ শব্দ দ্বারা দু'জন ছাত্র এবং তৃতীয় বাক্যে الطَّلَابُ শব্দ দ্বারা অনেক ছাত্র বোঝানো হয়েছে। সুতরাং একজন ছাত্র বোঝানোর কারণে الطَّالِبُ শব্দটি وَاحِدٌ; দুজন ছাত্র বোঝানোর কারণে الطَّالِبَانِ শব্দটি تَنْنِيَّةٌ এবং অনেক ছাত্র বোঝানোর কারণে الطَّلَابُ শব্দটি جَمْعٌ হয়েছে।

(د) অংশের প্রথম বাক্যে بَيْتٌ শব্দটি কোনো শব্দ থেকে আগত নয় এবং তার থেকে কোনো শব্দ গঠিতও হয় না। দ্বিতীয় বাক্যে النَّصْرُ শব্দটি হল ক্রিয়ামূল। আর তৃতীয় বাক্যে طَالِبٌ শব্দটি يَطْلُبُ ফেল থেকে গঠিত ইসম। সুতরাং আগত ও নির্গত উভয় দিক থেকে মুক্ত হওয়ায় بَيْتٌ শব্দটি جَامِدٌ আর ক্রিয়ামূল হওয়ায় النَّصْرُ শব্দটি مَصْدَرٌ এবং فِعْلٌ مُضَارِعٌ থেকে নিষ্পন্ন اسم হওয়ায় طَالِبٌ শব্দটি مُشْتَقٌّ হয়েছে।

(ه) অংশের الأُسْتَاذُ শব্দটি إِعْرَابٌ এর দিক থেকে প্রথম বাক্যে রফাবিশিষ্ট, দ্বিতীয় বাক্যে নসববিশিষ্ট এবং তৃতীয় বাক্যে যেররবিশিষ্ট হয়েছে। অন্যদিকে চতুর্থ ও পঞ্চম বাক্যে هَذَا শব্দের إِعْرَابٌ সর্বদাই একই রকম হয়েছে। সুতরাং إِعْرَابٌ-এর পরিবর্তন হওয়ায় الأُسْتَاذُ শব্দটিকে مُعْرَبٌ এবং সর্বদা একই إِعْرَابٌ বহাল থাকায় هَذَا শব্দটি مَبْنِيٌّ হয়েছে।

## الْقَوَاعِدُ

إِسْم-এর প্রকার : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে إِسْم কে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

- ১। إِسْم এর প্রকার : أَقْسَامُ الإِسْمِ بِإِعْتِبَارِ التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ ।
- ২। إِسْم এর প্রকার : أَقْسَامُ الإِسْمِ بِإِعْتِبَارِ الْجِنْسِ ।
- ৩। إِسْم এর প্রকার : أَقْسَامُ الإِسْمِ بِإِعْتِبَارِ الْعَدَدِ ।
- ৪। إِسْم এর প্রকার : أَقْسَامُ الإِسْمِ بِإِعْتِبَارِ التَّكْوِينِ ।
- ৫। إِسْم এর প্রকার : أَقْسَامُ الإِسْمِ بِإِعْتِبَارِ الإِعْرَابِ ।

## أَقْسَامُ الْإِسْمِ بِاعْتِبَارِ التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ

নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্টের ভিত্তিতে ইসমের প্রকার

নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট হওয়ার ভিত্তিতে ইস্ম প্রধানত দু প্রকার। যথা-

ক. الْمَعْرِفَةُ (নির্দিষ্ট)।

খ. التَّنْكِيرَةُ (অনির্দিষ্ট)।

ক. مَعْرِفَةُ-এর সংজ্ঞা : مَعْرِفَةُ শব্দটি একবচন, বহুবচনে مَعَارِفُ; এর আভিধানিক অর্থ হল- জ্ঞান, শিক্ষা, পরিচয়, নির্দিষ্ট ইত্যাদি। পরিভাষায় مَعْرِفَةُ বলা হয়- مَعْرِفَةُ اِسْمٌ وَوُضِعَ لِشَيْءٍ مُّعَيَّنٍ- অর্থাৎ, مَعْرِفَةُ এমন একটি اِسْمٌ কে বলা হয়, যাকে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু ইত্যাদি বোঝানোর জন্য গঠন করা হয়েছে। যেমন- خَالِدٍ (খালিদ), الْفَرَسِ (ঘোড়াটি)।

مَعْرِفَةُ-এর প্রকার : مَعْرِفَةُ সাত প্রকার। যথা-

১. الْمَضْمَرَاتُ (সর্বনামসমূহ)। যেমন- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (বলুন, আল্লাহ এক)। এখানে هُوَ শব্দটি الْمَضْمَرَاتُ এর অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ أَنْتَ، هُوَ نَحْنُ ইত্যাদি।

২. الْأَعْلَامُ (সকল প্রকারের নামবাচক বিশেষ্য)। যেমন- رَاشِدٌ، فَاطِمَةُ، ذَاكَ ইত্যাদি।

৩. اِسْمُ الْإِشَارَةِ (এটি একটি কলাম)।

৪. اِسْمُ الْمَوْصُولِ (যে ঘরে প্রবেশ করেছে সে একজন ব্যবসায়ী)। এ দু প্রকার اِسْمٌ-কে اَلْمُبْتَهَمَاتُ বলা হয়।

৫. اَلْمَعْرَفُ بِاللَّامِ (আলিফ ও লামযুক্ত মারেফা)। যেমন- الرَّجُلُ جَاءَ (লোকটি এসেছে)।

৬. مِضَافٌ (সম্বন্ধ পদ)। যেমন- غُلَامٌ سَعِيدٌ (সাইদের গোলাম)।

৭. مَعْرَفٌ بِالتَّاءِ (হরফে নেদা দ্বারা নির্দিষ্ট বিশেষ্য)। যেমন- يَا رَجُلُ (হে লোকটি!)

খ. نَكْرَةُ-এর সংজ্ঞা : نَكْرَةُ শব্দটি একবচন, বহুবচনে نَكْرَاتُ এর আভিধানিক অর্থ হল- অপরিচিত, অজ্ঞাত, অনির্দিষ্ট ইত্যাদি। পরিভাষায় نَكْرَةُ বলা হয়-

التَّنْكِيرَةُ مَا وَضِعَ لِشَيْءٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ

অর্থাৎ, نَكْرَةُ এমন اِسْمٌ তথা বিশেষ্যকে বলে, যাকে অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু বোঝানোর জন্য গঠন করা হয়েছে। যেমন- رَجُلٌ (একজন ব্যক্তি), فَرَسٌ (একটি ঘোড়া)।



## أَقْسَامُ الْإِسْمِ بِاعْتِبَارِ الْجِنْسِ

### লিঙ্গভেদে-ইস্ম-এর প্রকার

جِنْسُ শব্দের অর্থ- লিঙ্গ। লিঙ্গভেদে ইস্ম তথা বিশেষ্য দু'প্রকার। যথা-

১. مُذَكَّرٌ তথা পুংলিঙ্গ।

২. مُؤَنَّثٌ তথা স্ত্রীলিঙ্গ।

নিম্নে প্রকারদ্বয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হল-

এক. مُذَكَّرٌ-এর সংজ্ঞা : مُذَكَّرٌ শব্দের অর্থ- পুরুষবাচক। পরিভাষায় مُذَكَّرٌ বলা হয়-

هُوَ مَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِكَلِمَةِ هَذَا

অর্থাৎ, هَذَا দ্বারা যে শব্দের দিকে ইঙ্গিত করা হয়, তাকে مُذَكَّرٌ বলে। আর هَذَا শব্দটি সর্বদা পুরুষজাতীয় শব্দের দিকেই ইঙ্গিত করে।

অন্যভাবে বলা যায়, যে ইস্ম দ্বারা পুংলিঙ্গবাচক প্রাণী বা বস্তু বোঝায়, তাকে مُذَكَّرٌ তথা পুংলিঙ্গ বলে। যেমন- بَكْرٌ، كِتَابٌ، أَحْمَدٌ ইত্যাদি।

مُذَكَّرٌ-এর প্রকার : مُذَكَّرٌ তথা পুংলিঙ্গ সাধারণত দু'প্রকার। যথা-

১. مُذَكَّرٌ حَقِيقِيٌّ (প্রকৃত পুংলিঙ্গ)। ২. مُذَكَّرٌ مَجَازِيٌّ (অপ্রকৃত পুংলিঙ্গ)।

১. مُذَكَّرٌ حَقِيقِيٌّ-এর সংজ্ঞা : যে ইস্ম দ্বারা পুংলিঙ্গবাচক প্রাণী বোঝায় এবং যার বিপরীতে স্ত্রীবাচক প্রাণী আছে, তাকে مُذَكَّرٌ حَقِيقِيٌّ বলে। যেমন- رَجُلٌ (পুরুষ)। এর বিপরীতে اِمْرَأَةٌ (মহিলা) রয়েছে।

২. مُذَكَّرٌ مَجَازِيٌّ-এর সংজ্ঞা : যে ইস্ম প্রকৃতপক্ষে পুংলিঙ্গবাচক নয়; কিন্তু পুংলিঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং যার বিপরীতে কোনো স্ত্রীবাচক প্রাণী নেই, তাকে مُذَكَّرٌ مَجَازِيٌّ বলে। যেমন- قَلَمٌ (কলম), صَدْرٌ (বক্ষ) ইত্যাদি।

২. مُؤَنَّثٌ-এর সংজ্ঞা : مُؤَنَّثٌ শব্দের অর্থ- স্ত্রীবাচক। পরিভাষায় مُؤَنَّثٌ বলা হয়-

هُوَ مَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِكَلِمَةِ هَذِهِ

অর্থাৎ, هَذِهِ দ্বারা যে শব্দের দিকে ইঙ্গিত করা হয়, তাকে مُؤَنَّثٌ বলে। আর هَذِهِ শব্দটি সর্বদা স্ত্রী জাতীয় শব্দের দিকেই ইঙ্গিত করে।

অন্যভাবে বলা যায়, ইস্ম-একে বলে, যাতে স্ত্রীলিঙ্গের عَلَامَةٌ বা চিহ্ন বিদ্যমান থাকে; চাই চিহ্নটি শব্দগত প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য হোক। যেমন- بَقْرَةٌ (গাভী), عَيْنٌ (চোখ)।

مُؤنَّث-এর চিহ্ন : مُؤنَّث তথা স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দের চিহ্ন মোট তিনটি। যথা-

১. نَاءُ التَّائِيثِ, إِسْم-এর শেষে গোল ঃ বিদ্যমান থাকা। যেমন-عَائِشَةُ, شَجَرَةٌ ইত্যাদি।
২. أَيْفٌ مَّقْصُورَةٌ, إِسْم-এর শেষে أَيْفٌ (হ্রস্ব উচ্চারিত আলিফ) থাকা। যেমন-حُبْلَى, عُنْبَى ইত্যাদি।
৩. أَيْفٌ مَمْدُودَةٌ, إِسْم-এর শেষে أَيْفٌ (দীর্ঘ উচ্চারিত আলিফ) থাকা। যেমন-صَحْرَاءُ, حَمْرَاءُ ইত্যাদি।

مُؤنَّث-এর প্রকার : مُؤنَّث প্রথমত দু প্রকার। যথা-

১. مُؤنَّث حَقِيقِي (প্রকৃত স্ত্রীলিঙ্গ)।
  ২. مُؤنَّث لَفْظِي (শব্দগত স্ত্রীলিঙ্গ)।
১. مُؤنَّث حَقِيقِي-এর সংজ্ঞা : যে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দের বিপরীতে কোনো পুরুষবাচক প্রাণী আছে, তাকে مُؤنَّث حَقِيقِي বলে। যেমন-إِمْرَأَةٌ (মহিলা)। এর বিপরীতে رَجُلٌ (পুরুষ) রয়েছে। نَاقَةٌ (উষ্ট্রী)। এর বিপরীতে جَمَلٌ (উট) রয়েছে।
  ২. مُؤنَّث لَفْظِي-এর সংজ্ঞা : যে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দের বিপরীতে পুরুষবাচক কোনো প্রাণী নেই, তাকে مُؤنَّث لَفْظِي বলে। যেমন-ظُلْمَةٌ (অন্ধকার), دَارٌ (বাড়ি)।

مُؤنَّث لَفْظِي আবার দু প্রকার। যথা-

১. مُؤنَّث سِمَاعِي (শ্রুত স্ত্রীলিঙ্গ)। ২. مُؤنَّث قِيَاسِي (বিধিভুক্ত স্ত্রীলিঙ্গ)।
১. مُؤنَّث سِمَاعِي : যে إِسْم-এর শেষে স্ত্রীলিঙ্গের কোনো চিহ্ন নেই; বরং আরবিভাষি লোক থেকে শুনেই স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হয়, তাকে مُؤنَّث سِمَاعِي তথা শ্রুত স্ত্রীলিঙ্গ বলে। যেমন-دَارٌ، يَدٌ، أَرْضٌ ইত্যাদি।
  ২. مُؤنَّث قِيَاسِي : যে إِسْم-কে নিয়ম অনুযায়ী مُؤنَّث হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তাকে مُؤنَّث قِيَاسِي বলে। যেমন-مَغْفِرَةٌ ; مُسْلِمَةٌ ইত্যাদি।
- জ্ঞাতব্য : কোনো কোনো শব্দ গোপনীয় ঃ রয়েছে। যেমন-دَارٌ، أَرْضٌ ইত্যাদি। কেননা এদের تَصْغِيرُ যথাক্রমে أَرْضِيَّةٌ ও دَوِيرَةٌ আর تَصْغِيرُ কোনো إِسْم-কে মূল অবস্থায় রূপান্তরিত করে। সুতরাং বোঝা গেল, دَارٌ ও أَرْضٌ শব্দদ্বয়ে ঃ বিদ্যমান।

## أَقْسَامُ الْإِسْمِ بِاعْتِبَارِ الْعَدَدِ

### বচনভেদে ইসমের প্রকার

عَدَدٌ শব্দের অর্থ- সংখ্যা বা বচন। যেসব إِسْمٌ দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তু সংখ্যা বোঝায়, সেসব إِسْمٌ-কে عَدَدٌ বা বচন বলে। عَدَدٌ তথা বচনভেদে إِسْمٌ তিন প্রকার। যথা-  
 ১. الْوَاحِدُ তথা একবচন, ২. التَّنْيِةُ তথা দ্বিবচন, ৩. الْجَمْعُ তথা বহুবচন।

এক. وَاحِدٌ-এর সংজ্ঞা : وَاحِدٌ শব্দের অর্থ- এক। পরিভাষা وَاحِدٌ বলা হয়-

هُوَ مَا دَلَّ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ

অর্থাৎ, যে إِسْمٌ দ্বারা একটি মাত্র বস্তু বা ব্যক্তি বোঝায়, তাকে وَاحِدٌ তথা একবচন বলে। যেমন- رَجُلٌ (একজন পুরুষ), قَلَمٌ (একটি কলম) ইত্যাদি।

দুই. تَنْيِةٌ-এর সংজ্ঞা : تَنْيِةٌ শব্দের অর্থ- দ্বিবচন। পরিভাষায় تَنْيِةٌ বলা হয়-

هُوَ مَا دَلَّ عَلَى شَيْئَيْنِ اِثْنَيْنِ بِزِيَادَةِ اَلْفٍ وَتَوْنٍ اَوْ يَاءٍ وَتَوْنٍ فِي اٰخِرِهِ.

অর্থাৎ, শব্দের শেষে ان; বা বৃদ্ধি করে যে إِسْمٌ দ্বারা দুটি বস্তু বা ব্যক্তি বোঝানো হয়, তাকে تَنْيِةٌ তথা দ্বিবচন বলে। যেমন- رَجُلَانِ (দু জন ব্যক্তি), نَهْرَانِ (দুটি নদী)। অন্যভাবে বলা যায়, যে ইসম বা বিশেষ্য দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর দুটি সংখ্যা বোঝায়, তাকে تَنْيِةٌ তথা দ্বিবচন বলে। এর অপর নাম مُتَنَّى; উল্লেখ্য, বাংলা ও ইংরেজিতে দ্বিবচনের জন্য ভিন্ন কোনো শব্দ নেই।

তিন. جَمْعٌ-এর সংজ্ঞা : الْجَمْعُ শব্দটি বাবে فَتْحٌ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ- সন্নিবেশিত, একত্রিত, পুঞ্জিত, মিলিত ইত্যাদি। পরিভাষায় جَمْعٌ বলা হয়-

هُوَ مَا دَلَّ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ اِثْنَيْنِ

অর্থাৎ এমন শব্দ যা দুয়ের অধিক ব্যক্তি বা বস্তু বোঝায়।

অন্যভাবে বলা যায়, বহুবচন এমন إِسْمٌ (বিশেষ্য), যা তার একবচনের শব্দের অক্ষরসমূহে সামান্য পরিবর্তনের মাধ্যমে উদ্দেশ্যপূর্ণ বহুসংখ্যক একককে বোঝায়। যেমন- رَجَالٌ, بَيْتٌ একবচনে بُيُوتٌ একবচনে رَجُلٌ ইত্যাদি।

তন্নি-এর গঠনপদ্ধতি : تَنْيِةٌ-এর গঠনপদ্ধতি তিন রকম হতে পারে। যথা-

১. وَاحِدٌ-এর শেষে الف অথবা ياء যোগ করে তার পূর্বাঙ্ক্রে رَجُلَيْنِ ও رَجُلَانِ হতে رَجُلٌ যবর দিতে হবে। আর শেষে যেরবিশিষ্ট نُون আনতে হবে। যেমন-

২. **إِسْمٌ مَّقْصُورٌ**-এর ক্ষেত্রে যদি তার **ألف**টি **واو**-এর পরিবর্তে আসে এবং শব্দটি **ثَلَاثِي** তথা তিন অক্ষরবিশিষ্ট হয়, তবে দ্বিবচন বানানোর সময় শব্দটিকে তার মূলরূপে ফিরিয়ে আনতে হবে। যেমন-  
**عَصَوَانٍ** হতে **عَصَا**;

আর যদি **ألف**টি **ياء**-এর পরিবর্তে আসে অথবা **واو**-এর স্থলাভিষিক্ত হয়, কিন্তু শব্দটি **ثَلَاثِي** না হয় অথবা **ألف**-টি অন্য কোনো বর্ণের স্থলাভিষিক্ত না হয়ে **أصِي** (মূল) অক্ষর হয়, তবে **ألف**-কে **ياء** দ্বারা পরিবর্তন করতে হবে। যেমন- **رَحِي** (চাকি) হতে **رَحِيَانٍ**; মূলে ছিল **رَحِيْنٍ**; এখানে দ্বিতীয় **ياء**-কে **ألف** দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে- **مُهَيَّانٍ** (নিমগ্নকৃত ব্যক্তি)-এর দ্বিবচন **مُهَيَّانٍ**  
**حُبَارِيَانٍ** (এক প্রকার পাখি)-এর দ্বিবচন **حُبَارِيَانٍ**

৩. **إِسْمٌ**-টি যদি **ألفٌ مَمْدُودَةٌ**-বিশিষ্ট হয়, তবে তার দ্বিবচন বানানোর তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা-

ক. যদি **ألفٌ مَمْدُودَةٌ**-এর **ألف**টি **أصِي** (মৌলিক) হয়, তবে দ্বিবচন বানানোর সময় তা বহাল থাকবে। যেমন- **سَمَاءٍ** (আসমান) হতে **سَمَاءَانٍ**;

খ. যদি **ألف**টি **مُؤَنَّثٌ** (স্ত্রীলিঙ্গ)-এর জন্য আনা হয়, তবে তাকে **واو** দ্বারা পরিবর্তন করতে হয়। যেমন- **حَمْرَاءٍ** হতে **حَمْرَآوَانٍ**;

গ. যদি **ألف**-টি **واو** বা **ياء** থেকে পরিবর্তন হয়ে এসে থাকে, তবে দ্বিবচন গঠনের সময় দুটি অবস্থা হতে পারে। যথা-

১. **ألف**-কে বহাল রাখা। যেমন- **كِسَاءٍ** থেকে **كِسَاءَانٍ**

২. **كِسَاءَانٍ** থেকে **كِسَاءٍ**। যেমন- **كِسَاءَانٍ** থেকে **كِسَاءٍ**

**جَمْعٍ**-এর গঠনপদ্ধতি : **وَاحِدٍ** তথা একবচন থেকে **جَمْعٍ** গঠনের সময় **وَاحِدٍ** শব্দের শেষে পরিবর্তন আসে। একবচনের মধ্যে এ পরিবর্তন দু ভাবে হতে পারে। যথা-

১. **رَجَالٌ** হতে **رَجُلٌ**-এর পরিবর্তন। যেমন- **رَجَالٌ** হতে **رَجُلٌ**

২. **أُسْدٌ** হতে **أُسْدٌ**। যেমন- **أُسْدٌ** হতে **أُسْدٌ**

**جَمْعٍ**-এর প্রকার : **جَمْعٍ**-কে দু ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. একবচনের ওয়ন ঠিক থাকা না থাকার ভিত্তিতে **جَمْعٍ**-এর প্রকার।

২. অর্থগতভাবে **جَمْعٍ**-এর প্রকার।

এক. একবচনের ওযন ঠিক থাকা না থাকার ভিত্তিতে جَمْع-এর প্রকার : একবচনের ওযন ঠিক থাকা না থাকার ভিত্তিতে جَمْع দু প্রকার। যথা-

১. الْجَمْعُ الْمَكْسَرُ তথা ভগ্ন বহুবচন।

২. الْجَمْعُ السَّالِمُ তথা অক্ষত বহুবচন।

১. الْجَمْعُ الْمَكْسَرُ-এর সংজ্ঞা: الْمَكْسَرُ শব্দের অর্থ- ভগ্নকৃত, খণ্ডকৃত। পরিভাষায় الْجَمْعُ هُوَ مَا دَلَّ عَلَى أَكْثَرٍ مِنْ اِثْنَيْنِ بِتَغْيِيرِ صُورَةِ مُفْرَدِهِ -এর সংজ্ঞা: الْجَمْعُ الْمَكْسَرُ বলা হয়-

অর্থাৎ, একবচনের আকৃতি পরিবর্তন করে গঠিত যে جَمْع-এর রূপ দ্বারা দুয়ের অধিক ব্যক্তি বা বস্তু বোঝায়, তাকে الْجَمْعُ الْمَكْسَرُ বলে। যেমন- رَجُلٌ থেকে رِجَالٌ, قَلَمٌ থেকে أَقْلَامٌ ইত্যাদি।

২. الْجَمْعُ السَّالِمُ-এর সংজ্ঞা: السَّالِمُ শব্দের অর্থ- নিরাপদ, অক্ষত ইত্যাদি। পরিভাষায় الْجَمْعُ السَّالِمُ বলা হয়- هُوَ مَا دَلَّ عَلَى أَكْثَرٍ مِنْ اِثْنَيْنِ بِغَيْرِ تَغْيِيرِ صُورَةِ مُفْرَدِهِ -এর সংজ্ঞা:

অর্থাৎ, একবচনের আকৃতি পরিবর্তন ব্যতিরেকে গঠিত যে جَمْع-এর রূপ দ্বারা দুয়ের অধিক ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে, তাকে الْجَمْعُ السَّالِمُ বলে। যেমন- مُسْلِمٌ থেকে مُسْلِمُونَ ও مُسْلِمَاتٌ ইত্যাদি।

الْجَمْعُ السَّالِمُ-এর প্রকার : الْجَمْعُ السَّالِمُ আবার দু প্রকার। যথা-

ক. جَمْعُ الْمَذْكَرِ السَّالِمِ : এটা ঐ বহুবচন শব্দকে বলে, যার একবচনের শেষে وَאו سَاكِنٌ এবং যবরবিশিষ্ট ن যোগ করা হয় এবং وَاو-এর পূর্বের অক্ষরে পেশ হয়। যেমন- مُسْلِمُونَ থেকে مُسْلِمٌ অথবা যার একবচনের শেষে يَاءٌ سَاكِنٌ এবং যবরবিশিষ্ট ن যোগ করা হয় এবং يَاء-এর পূর্বের অক্ষরে যের হয়। যেমন- مُسْلِمِينَ থেকে مُسْلِمٌ

খ. جَمْعُ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ : এটা ঐ বহুবচন শব্দকে বলে, যার একবচনের শেষে أَلْفٌ ও تَاءٌ যোগ করা হয়। যেমন- مُسْلِمَاتٌ থেকে مُسْلِمَةٌ। উল্লেখ্য, جَمْعُ تَصْحِيحٍ কেই جَمْعُ سَالِمٍ বলা হয়।

الْجَمْعُ السَّالِمِ-এর গঠন প্রণালী :

১. جَمْعُ الْمَذْكَرِ السَّالِمِ-এর ক্ষেত্রে একবচনের শব্দের শেষে وَن বা يِن যোগ করলে جَمْعُ الْمَذْكَرِ السَّالِمِ গঠিত হয়। যেমন- مُسْلِمِينَ ও مُسْلِمُونَ থেকে مُسْلِمٌ

২. جَمْعُ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ-এর ক্ষেত্রে وَاحِدٌ-এর সাথে أَلْفٌ ও تَاءٌ যোগ করলে جَمْعُ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ গঠিত হয়। যেমন- مُسْلِمَاتٌ থেকে مُسْلِمَةٌ

৩. **إِسْمٌ مَنْقُوصٌ**-এর ক্ষেত্রে বহুবচন বানানোর সময় তার শেষাক্ষরের **ياء**-টিকে বিলোপ করতে হবে। যেমন-**قَاضِي**-এর বহুবচন **قَاضُونَ** এবং **دَاعِي**-এর বহুবচন **دَاعُونَ**; মূলে ছিল **قَاضِيُونَ** ও **دَاعِيُونَ**। উল্লেখ্য, **إِسْمٌ مَنْقُوصٌ** ঐ **إِسْمٌ**-কে বলে, যার শেষে **ي** এবং তার পূর্বাঙ্করে যের থাকে।

৪. যদি শব্দটি **إِسْمٌ مَّقْصُورٌ** হয়, তবে বহুবচন করার সময় **ألف** কে বিলোপ করা হবে এবং তার পূর্বাঙ্করের যবর বহাল রাখা হবে, যাতে যবরটি লুপ্ত **الف**-এর প্রতি নির্দেশ করে। যেমন-**مُضْطَفِي** শব্দের বহুবচন **مُضْطَفُونَ**

যে ধরনের শব্দে **جَمْعٌ سَالِمٌ** হয় : **جَمْعٌ سَالِمٌ** শুধু **ذَوِي الْعُقُولِ** তথা বিবেকবান প্রাণীর জন্য নির্দিষ্ট। তবে কতিপয় অপ্রাণীবাচক শব্দেরও এ ধরনের বহুবচন হয়ে থাকে, যা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। যেমন-**سَنَةٌ**-এর বহুবচন **سِنُونَ** এবং **أَرْضٌ**-এর বহুবচন **أَرْضُونَ** ইত্যাদি।

দুই. অর্থগতভাবে **جَمْعٌ**-এর প্রকার : অর্থগতভাবে **جَمْعٌ** দু প্রকার। যথা-

১. **جَمْعٌ قَلَّةٌ** তথা স্বল্প সংখ্যাজ্ঞাপক বহুবচন। ২. **جَمْعٌ كَثْرَةٌ** তথা অধিক সংখ্যাজ্ঞাপক বহুবচন।

১. **جَمْعٌ قَلَّةٌ**-এর সংজ্ঞা : যে **جَمْعٌ** দশ বা দশের কম সংখ্যক বিষয় বা বস্তু বোঝায়, তাকে **جَمْعٌ قَلَّةٌ** বলে। এর চারটি ওয়ন রয়েছে। যথা-

ক. **أَفْعَالٌ** যেমন-**كَلْبٌ** শব্দের বহুবচন **كَلْبٌ**

খ. **أَقْوَالٌ** যেমন-**قَوْلٌ** শব্দের বহুবচন **أَقْوَالٌ**

গ. **أَعْوَانَةٌ** যেমন-**عَوْنٌ** শব্দের বহুবচন **أَعْوَانَةٌ**

ঘ. **غِلْمَةٌ** যেমন-**غُلَامٌ** শব্দের বহুবচন **غِلْمَةٌ**

তাছাড়া **جَمْعٌ مُؤَنَّثٌ سَالِمٌ** ও **جَمْعٌ مُؤَنَّثٌ سَالِمٌ** আলিফ লাম ব্যতীত ব্যবহার হলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা **جَمْعٌ قَلَّةٌ**-এর অর্থ প্রদান করে। যেমন-**مُسْلِمَاتٌ**, **زَيْدُونَ**,

২. **جَمْعٌ كَثْرَةٌ**-এর সংজ্ঞা : যে বহুবচন দশের অধিক সংখ্যক বিষয়বস্তু বোঝায়, তাকে **جَمْعٌ كَثْرَةٌ** বলে।

বলা বাহুল্য, **جَمْعٌ قَلَّةٌ** এর উল্লিখিত চারটি ওয়ন ব্যতীত **جَمْعٌ**-এর সকল ওয়ন **جَمْعٌ كَثْرَةٌ**-এর জন্য ব্যবহৃত; **جَمْعٌ كَثْرَةٌ**-এর প্রসিদ্ধ কতিপয় ওয়ন নিরূপ-

فَعَالٌ	عِبَادٌ - বান্দাগণ	فُعُولٌ	فُنُونٌ - বিষয়সমূহ	فُعَلَاءٌ	عُلَمَاءٌ - জ্ঞানীগণ
فُعُلٌ	كُتُبٌ - কিতাবসমূহ	أَفْعِلَاءٌ	أَنْبِيَاءٌ - নবীগণ	فَعَائِلٌ	رَسَائِلٌ - পত্রসমূহ
فَعْلَانٌ	غِلْمَانٌ - সেবকগণ	فَعَلَةٌ	سَحَرَةٌ - যাদুকরগণ	فُعَلٌ	عُرْفٌ - কক্ষসমূহ
فَعْلِي	قَتْلِي - নিহতগণ				

এছাড়া جَمْع-এর পাঁচটি প্রকার রয়েছে, যার বর্ণনা নিম্নরূপ-

১. جَمْعُ الْجَمْعِ (বহুবচনের বহুবচন) : যে جَمْعُ অন্য একটি جَمْعُ শব্দ থেকে পুনরায় جَمْعُ হিসেবে গঠিত হয়, তাকে جَمْعُ الْجَمْعِ বলে। যেমন- كَلْبٌ থেকে أَكْلَبٌ এবং كَلْبٌ থেকে أَكَالِبُ;

২. جَمْعُ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ : যে جَمْعُ কে পুনরায় جَمْعُ করা যায় না, তাকে جَمْعُ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ বলে। যেমন- مَسَاجِدُ থেকে مَسَاجِدُ مِفْتَاحٌ এবং مَسَاجِدُ থেকে مَفَاتِيحُ;

جَمْعُ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ-এর ওষনসমূহ : جَمْعُ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ-এর মধ্যে جَمْعُ أَلْفٍ-এর পর দুটি অক্ষর অথবা তিনটি অক্ষর থাকবে। যদি তিনটি অক্ষর থাকে তবে মাক্বের অক্ষরটি সাকিনযুক্ত হবে।

১. مَسَاجِدُ (মসজিদসমূহ);

২. مَصَابِيحُ (চেরাগদানসমূহ);

৩. أَقَاوِلُ (বক্তব্যসমূহ);

৪. أَصَابِيحُ (আঙ্গুলসমূহ);

৫. رَسَائِلُ (চিঠিসমূহ);

৬. فَوَاعِلُ (সঙ্গীগণ);

৭. دَرَاهِمُ (দিরহামসমূহ);

৮. قَرَاتِينُ (কাগজগুলো);

৯. تَمَائِلُ (মূর্তিগুলো)।

৩. اِسْمُ الْجَمْعِ : যে শব্দটি مُفْرَدٌ কিন্তু جَمْع-এর অর্থ প্রদান করে, তাকে اِسْمُ الْجَمْعِ বলে। যেমন- جَيْشٌ, قَوْمٌ, شَعْبٌ এ শব্দগুলো যদিও جَمْع-এর অর্থ প্রদান করে, কিন্তু এদেরও جَمْعُ হয়ে থাকে। যেমন- قَوْمٌ থেকে أَقْوَامٌ ও جَيْشٌ থেকে جُيُوشٌ ও شَعْبٌ থেকে شُعُوبٌ ইত্যাদি।

৪. جَمْعٌ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ : যে جَمْع-এর নিজস্ব কোনো مُفْرَدٌ শব্দ নেই; বরং ভিন্ন مُفْرَدٌ শব্দ আছে, তাকে جَمْعٌ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ বলে। যেমন- نِسَاءٌ থেকে اِمْرَاَةٌ

৫. اِسْمُ جِنْسٍ جَمْعِيٍّ : যে اِسْمٌ দ্বারা جَمْعُ ও جِنْسٌ (বহুবচন ও জাতি) উভয়ই বোঝায়, তাকে اِسْمُ جَمْعِيٍّ বলে। এ প্রকার جَمْع-এর مُفْرَدٌটি সাধারণত ; যুক্ত অথবা اِلْيَاءُ النَّسْبَةِ যুক্ত থাকে। যেমন- رُؤْيٌ এর একবচন رُؤْمٌ ও عَرَبِيٌّ এর একবচন عَرَبٌ ও تَفَاحَةٌ এর একবচন تَفَاحٌ

## أَقْسَامُ الْإِسْمِ بِاعْتِبَارِ التَّكْوِينِ

### গঠনগত দিক থেকে ইসমের প্রকার

গঠনগত দিক থেকে ইস্ম তিন প্রকার। যথা-

১. الْإِسْمُ الْجَامِدُ
২. إِسْمُ الْمَصْدَرِ
৩. الْإِسْمُ الْمُشْتَقُّ

এক. إِسْمُ الْجَامِدِ-এর সংজ্ঞা : جَامِدٌ শব্দের অর্থ- কঠিন, মৌল বা আদি। পরিভাষায় جَامِدٌ বলা হয়- هُوَ الْإِسْمُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ مَأْخُودًا مِنْ غَيْرِهِ অর্থাৎ, যে ইস্ম অন্য কোনো শব্দ থেকে গঠিত নয়, তাকে إِسْمُ الْجَامِدِ বলে। যেমন- رَأْسٌ (মাথা), بَيْتٌ (ঘর), قَلَمٌ (কলম)।

দুই. إِسْمُ الْجَامِدِ-এর প্রকার : إِسْمُ الْجَامِدِ দুপ্রকার। যথা-

১. إِسْمُ الذَّاتِ : إِسْمُ الذَّاتِ-এর প্রকার : إِسْمُ الذَّاتِ কে বলে, যার অনুভূতি বা প্রাণ আছে। যেমন- إِمْرَأَةٌ (নারী), نَمْرٌ (বাঘ), حَتَانٌ (দয়াশীল) ইত্যাদি।
২. إِسْمُ الْمَعْنَى : إِسْمُ الْمَعْنَى-এর প্রকার : إِسْمُ الْمَعْنَى কে বলে, যার অনুভূতি নেই; নিঃপ্রাণ। যেমন- عُرْفَةٌ (কক্ষ), مَعْرِفَةٌ (জ্ঞান) ইত্যাদি।

তিন. إِسْمُ الْمَصْدَرِ-এর সংজ্ঞা : مَصْدَرٌ শব্দের অর্থ- মূল, উৎস। পরিভাষায় ক্রিয়ার মূলকে إِسْمُ الْمَصْدَرِ বলে। অন্যভাবে বলা যায়- هُوَ الْفِعْلُ الْغَيْرُ مُرْتَبِطٌ بِزَمَانٍ مُعَيَّنٍ অর্থাৎ, যে ইস্ম দ্বারা কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায়, তবে তা নির্দিষ্ট কালের সাথে সম্পৃক্ত নয়, তাকে إِسْمُ الْمَصْدَرِ বলে। যেমন- الْقَرْبُ (সাহায্য করা), النَّصْرُ (সাহায্য করা), الدَّهَابُ (যাওয়া), الضَّرْبُ (প্রহার করা) ইত্যাদি।

চার. إِسْمُ الْمَصْدَرِ-এর প্রকার : إِسْمُ الْمَصْدَرِ দু প্রকারে বিভক্ত। যথা-

১. إِسْمُ الْمَصْدَرِ الْمُتَعَلِّقُ : إِسْمُ الْمَصْدَرِ الْمُتَعَلِّقُ-এর প্রকার : إِسْمُ الْمَصْدَرِ الْمُتَعَلِّقُ তথা শ্রুতিগত; ثَلَاثِي مَزِيدٍ-এর বাবসমূহের মাসদারের ওয়নের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো নিয়মকানুন নেই। আরবগণ যা ব্যবহার করে থাকেন, তা শুনেই এগুলোর মাসদার নির্ধারণ করা হয়েছে।
২. إِسْمُ الْمَصْدَرِ الْمُرْتَبِعُ : إِسْمُ الْمَصْدَرِ الْمُرْتَبِعُ-এর প্রকার : إِسْمُ الْمَصْدَرِ الْمُرْتَبِعُ তথা নিয়মমাফিক; ثَلَاثِي وَرُبَاعِي-এর সকল মাসদারেরই উচ্চারণ নিয়মানুযায়ী গঠিত। যেমন- الْفَعْلَةُ - الْفَعْلَةُ - الْفَعْلَةُ - الْفَعْلَةُ - الْفَعْلَةُ - الْفَعْلَةُ - الْفَعْلَةُ - الْفَعْلَةُ - الْفَعْلَةُ - الْفَعْلَةُ ইত্যাদি।



তিন. **إِسْمٌ مُّشْتَقٌّ**-এর সংজ্ঞা : **مُشْتَقٌّ** শব্দের অর্থ- উৎপন্ন বা গঠিত। পরিভাষায় **إِسْمٌ مُّشْتَقٌّ** বলা হয়- **هُوَ الْإِسْمُ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ غَيْرِهِ** অর্থাৎ, যে **إِسْمٌ** অন্য কোনো শব্দ থেকে গঠিত, তাকে **إِسْمٌ مُّشْتَقٌّ** বলে। আরো সহজভাবে বলা যায়, **فَعْل** থেকে নিষ্পন্ন বিশেষ্যকে **إِسْمٌ مُّشْتَقٌّ** বলে। যেমন- **مَضْرُوبٌ** (প্রহত) **إِسْمٌ مُّشْتَقٌّ** থেকে **يُنْصَرُ** (সাহায্যকারী) **إِسْمٌ مُّشْتَقٌّ** থেকে **يُنْصَرُ** (প্রহত) ইত্যাদি।

**إِسْمٌ مُّشْتَقٌّ**-এর প্রকার : **إِسْمٌ مُّشْتَقٌّ** প্রথমত দু প্রকার। যথা-

ক. যেগুলো **فَعْل**-এর কাজ করে : এমন **إِسْمٌ مُّشْتَقٌّ** পাঁচ প্রকার। যথা-

১. **إِسْمٌ الْفَاعِلِ** তথা কর্তৃবাচক বিশেষ্য। যেমন- **أَنْتَ حَافِظٌ دَرْسِكَ** (তুমি তোমার পাঠ মুখস্থকারী)।
২. **إِسْمٌ الْمَفْعُولِ** তথা কর্মবাচক বিশেষ্য। যেমন- **الْمُجْرِمُ مُقَيَّدٌ يَدَاهُ** (অপরাধী তার দু হাত বাধা)।
৩. **إِسْمٌ صِفَةٌ مُّشَبَّهَةٌ** তথা স্থায়ী গুণবাচক বিশেষ্য। যেমন- **إِنَّهُ بَجِيمٌ وَجْهُهُ** (নিশ্চয়ই তার চেহারা সুন্দর)।
৪. **إِسْمٌ الْفَاعِلِ لِلْمُبَالَغَةِ** তথা আধিক্যবাচক বিশেষ্য। যেমন- **أَنْتَ وَهَابٌ سَائِلِكَ حَاجَتَهُ** (তুমি তোমার নিকট যাচনাকারীকে তার প্রয়োজনে অধিক দানকারী)।
৫. **إِسْمٌ التَّفْضِيلِ** তথা গুণাধিক্যবাচক বিশেষ্য। যেমন- **أَنَا أَكْبَرُ مِنْكَ سِنًا** (আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়)।

খ. যেগুলো **فَعْل**-এর কাজ করে না : এমন **إِسْمٌ مُّشْتَقٌّ** দু প্রকার। যথা-

১. **إِسْمٌ الظَّرْفِ** তথা স্থান/কালবাচক বিশেষ্য। যেমন- **مَلَعَبُ الْكُرَةِ بَعِيدٌ** (ফুটবল খেলার মাঠ দূরে)।
২. **إِسْمٌ الآلَةِ** তথা উপকরণবাচক বিশেষ্য। যেমন- **مِطْرَقَةُ الْبِنَاءِ ثَقِيلَةٌ** (নির্মাণের হাতুড়ি অনেক ভারী)।

## أقسامُ الأسمِ باعتبارِ الإعرابِ

‘ইরারের দিক থেকে ইসমের প্রকার

শব্দের শেষাক্ষরের **إِعْرَابِ** পরিবর্তন হওয়া না হওয়ার দিক থেকে **إِسْمٌ** দু প্রকার। যথা-

১. **الإِسْمُ الْمُعْرَبُ** তথা পরিবর্তনশীল বিশেষ্য : যে ইসমের **عَامِلٌ** বিভিন্ন রকম হওয়ার কারণে শেষাক্ষরের **إِعْرَابِ** পরিবর্তনশীল, তাকে **إِسْمٌ مُعْرَبٌ** বলে। যেমন-

جَاءَ خَالِدٌ، رَأَيْتُ خَالِدًا، مَرَرْتُ بِخَالِدٍ

২. **الإِسْمُ الْمَبْنِيُّ** তথা অপরিবর্তনশীল বিশেষ্য : যে ইসমের **عَامِلٌ** বিভিন্ন রকম হওয়া সত্ত্বেও শেষাক্ষরের **إِعْرَابِ** পরিবর্তন হয় না; বরং সর্বদা একই অবস্থায় থাকে, তাকে **إِسْمٌ مَبْنِيٌّ** বলে। যেমন- **دَهَبَ هُوَلَاءٌ - رَأَيْتُ هُوَلَاءً - مَرَرْتُ بِهِوَلَاءً**

## تَدْرِيبَاتٌ

- ১। مَعْرِفَةٌ ও نَكْرَةٌ-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর مَعْرِفَةٌ-এর প্রকার উদাহরণসহ আলোচনা কর।
- ২। লিঙ্গভেদে اِسْم কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।
- ৩। مُذَكَّر কাকে বলে? তা কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।
- ৪। مُؤَنَّث কাকে বলে? তার প্রকার ও আলামত উদাহরণসহ লেখ।
- ৫। عَدَد কাকে বলে? তা কয় প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা উদাহরণসহ লেখ।
- ৬। ثَنِيَّة কাকে বলে? এর গঠনপদ্ধতি উদাহরণসহ আলোচনা কর।
- ৭। جَمْع কাকে বলে? শব্দগতভাবে جَمْع কয় প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা উদাহরণসহ লেখ।
- ৮। جَمْع কাকে বলে? অর্থগতভাবে جَمْع কয় প্রকার ও কী কী? আলোচনা কর।
- ৯। গঠনগতভাবে اِسْم কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।
- ১০। اِسْمُ مُشْتَق কাকে বলে? তার প্রকার উদাহরণসহ লেখ।
- ১১। اِغْرَاب পরিবর্তনের দিক থেকে اِسْم-এর প্রকার ও সংজ্ঞা উদাহরণসহ লেখ।
- ১২। নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ থেকে ইসমগুলো বের কর এবং প্রকারভেদ চিহ্নিত কর :
- كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَمْشِي فِي طُرُقَاتِ الْمَدِينَةِ لِيَتَفَقَّدَ أُمُورَ رَعِيَّتِهِ، فَسَمِعَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مَا جَرَى بَيْنَ بِنْتٍ وَأُمِّهَا، فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ نَادَى ابْنَهُ عَاصِمًا - وَوَصَفَ لَهُ الدَّارَ وَقَالَ : أَنْظِرْ هَذِهِ الْفَتَاةَ، فَإِنْ أَعْجَبَتْكَ فَتَزَوَّجْهَا، فَقَدْ يَزُرُّكَ اللَّهُ مِنْهَا وَلَدًا لَهُ شَأْنُهُ - وَتَزَوَّجَهَا عَاصِمٌ - وَمَرَّتِ الْأَعْوَامُ، وَكَانَ مِنْ نَسْلِهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَلِيفَةُ الْمُسْلِمِينَ وَخَامِسُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ .
- ১৩। নিম্নোক্ত শব্দগুলো থেকে مَعْرِفَةٌ ও نَكْرَةٌ-এর শব্দগুলো আলাদা আলাদা লেখ :
- قَلَمٌ - أَسَدٌ - رَجُلٌ - سَمِيرٌ - الْحَمْلُ - الْجَمَلُ - اجْتِهَادٌ - حِصَانٌ - طِفْلٌ - الْمُعَلِّمُ - خَالِدٌ - بَابَانٍ - كِتَابُ الْقَوَاعِدِ - بَيْرُوتٌ - دَاكَا - كَعْبَةٌ .
- ১৪। ব্রাকেটে উল্লিখিত শব্দাবলির ثَنِيَّة তথা দ্বিবচনের শব্দ দিয়ে বাক্যগুলো পূর্ণ কর :

(أ) لَعِبَ ..... (الْوَلَدُ)

(ب) اِتَّفَقَ ..... (الشَّرِيكُ)

(ج) حَضَرَ ..... (الرَّجُلِ)

(د) حَصَدَ ..... (الْفَلَّاحِ)

(ه) وَصَلَ ..... (الْمُسَافِرِ)

১৫। ব্রাকেটে উল্লিখিত শব্দাবলির جمع ব্যবহার করে নিচের খালি জায়গা পূরণ কর :

(أ) نَجَحَ ..... (الطَّالِبِ)

(ب) قَامَ ..... (الْمُصَلِّيِ)

(ج) دَخَلَ ..... (الْمُؤْمِنِ)

(د) سَافَرَ ..... (الْوَزِيرِ)

## الدَّرْسُ الثَّانِي الْإِسْنَادُ وَالْكَلامُ ইসনাদ ও কালাম

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি ভালোভাবে লক্ষ্য কর-

خَالِدٌ حَاضِرٌ (খালেদ উপস্থিত) ।

الْقَلَمُ جَدِيدٌ (কলমটি নতুন) ।

প্রথম বাক্যে, খালেদ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সে উপস্থিত। আর দ্বিতীয় বাক্যে কলম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কলমটি নতুন। বাক্য দুটিতে খালেদ ও কলম সম্পর্কে বলা হওয়ায় খালেদ ও কলম হল مُسْنَدٌ إِلَيْهِ বা উদ্দেশ্য। আর খালেদের উপস্থিত হওয়া ও কলমটি নতুন হওয়ার যে খবরটি দেয়া হয়েছে, তা হল مُسْنَدٌ (বিধেয়) ।

### الْقَوَاعِدُ

كَلَامٌ وَّإِسْنَادٌ-এর পরিচয় : كَلَامٌ শব্দটির অর্থ বাক্য। এটার অপর নাম হল جُمْلَةٌ আর إِسْنَادٌ শব্দটি বাবে إِفْعَالٌ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হল সম্পৃক্ত করা, বিধেয়। পরিভাষায় كَلَامٌ ও إِسْنَادٌ হল-

الْكَلَامُ : لَفْظٌ تَضَمَّنَ الْكَلِمَاتِ بِالْإِسْنَادِ ، وَالْإِسْنَادُ نِسْبَةٌ إِحْدَى الْكَلِمَاتِ إِلَى الْأُخْرَى ، يَحِيْثُ تُفِيدُ الْمُخَاطَبَ فَائِدَةً يَبْصِحُ السُّكُوْثَ عَلَيْهَا.

অর্থাৎ, كَلَامٌ এমন শব্দ, যা দুটি কালেমাকে ইসনাদের মাধ্যমে সম্পৃক্ত করবে। আর إِسْنَادٌ হচ্ছে, একটি কালেমাকে অন্য একটি কালেমার সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত করা যা শ্রোতাকে পরিপূর্ণ উপকার প্রদান করবে এবং তার ওপর শ্রোতার চুপ থাকা শুদ্ধ হবে।

তাই বলা যায়, প্রত্যেকটি كَلَامٌ বা جُمْلَةٌ -এর দুটি অংশ থাকে। তা হল-

১. مُسْنَدٌ إِلَيْهِ (উদ্দেশ্য) ।

২. مُسْنَدٌ (বিধেয়) ।

বাক্যে যার সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয়, তাকে مُسْنَدٌ إِلَيْهِ বা উদ্দেশ্য বলে। আর مُسْنَدٌ إِلَيْهِ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়, তাকে مُسْنَدٌ বা বিধেয় বলে।

كَلَام-এর প্রকার : جُمْلَةٌ বা كَلَامٌ মূলত দু'প্রকার। যথা-

١ الجُمْلَةُ الإِسْمِيَّةُ

٢ الجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ

١ هِيَ كُلُّ جُمْلَةٍ تَبْدَأُ بِإِسْمٍ -এর পরিচয় হল- : الجُمْلَةُ الإِسْمِيَّةُ

অর্থাৎ, جُمْلَةُ إِسْمِيَّةٍ এমন বাক্য, যা প্রকৃতভাবে اسم দ্বারা আরম্ভ হয়। যেমন আল্লাহর বাণী-

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (আল্লাহ আকাশ ও যমীনের নূর)। এ ধরনের বাক্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন বা স্তম্ভ থাকে। তা হল- مُبْتَدَأٌ (মুবতাদা) ও خَبَرٌ (খবর)।

جُمْلَةُ إِسْمِيَّةٍ-এর মধ্যে ঐসব جُمْلَةٌ টিও शामिल হবে, যার শুরুতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে اسم নাই; তবে প্রকৃত অর্থে اسم রয়েছে। অর্থাৎ শুরুতে যে فعل টি এসেছে তা فِعْلٌ নয়। যদি فِعْلٌ হতো, তবে তার পরে مُبْتَدَأٌ না হয়ে فَاعِلٌ হতো। সাধারণত وَأَخْوَانُهَا وَكَانَ وَرَجَاءٍ وَالْمُقَارَبَةِ وَالرَّجَاءِ ও كَانَتْ وَأَخْوَانُهَا وَكَانَ وَرَجَاءٍ وَالْمُقَارَبَةِ وَالرَّجَاءِ-এর মাধ্যমে যেসব جُمْلَةٌ আরম্ভ হয়, তা جُمْلَةُ إِسْمِيَّةٍ-এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন- كَانَتْ زَيْدٌ (যায়েদ একজন জ্ঞানী ছিল), جُمْلَةُ إِسْمِيَّةٍ (যায়েদ একজন জ্ঞানী ছিল), طِفْلاً خَالِدٌ أَنْ يَذْهَبَ (খালেদ যেতে আরম্ভ করল)। এ দুটি বাক্যই جُمْلَةُ إِسْمِيَّةٍ

٢ هِيَ كُلُّ جُمْلَةٍ تَبْدَأُ بِفِعْلٍ -এর পরিচয় হল- : الجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ

অর্থাৎ, جُمْلَةُ فِعْلِيَّةٍ এমন বাক্যকে বলে, যা প্রকৃত অর্থে فعل দ্বারা আরম্ভ হয়। যেমন- ذَهَبَ خَالِدٌ (খালেদ গেল)। এ ধরনের বাক্যে সাধারণত মৌলিক দুটি রুকন বা স্তম্ভ থাকে। তা হল- فِعْلٌ (ফে'ল) ও فَاعِلٌ (ফায়েল) কখনো مَفْعُولٌ بِهِ (মাফউল বিহী) কিংবা فَاعِلٌ (ফে'ল) ও نَائِبٌ فَاعِلٌ (নায়েবে ফায়েল)।

কোনো কোনো বাক্য বাহ্যিক দৃষ্টিতে اسم দ্বারা আরম্ভ হলেও প্রকৃতভাবে তা فعل দ্বারা আরম্ভ হওয়ার নিয়ম থাকলে সেটিও جُمْلَةُ فِعْلِيَّةٍ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন-

إِيَّاكَ نَعْبُدُ؛ كَيْفَ جِئْتُ؟؛ مَنْ نَاصَرْتُ؟

বাক্যগুলোর শুরুতে فعل না থাকলেও সেগুলো جُمْلَةُ فِعْلِيَّةٍ হবে। কারণ প্রকৃত অর্থে এসব বাক্যের শুরুতে যেসব শব্দ এসেছে সেগুলোর স্থান হল পরে আর فعل টির স্থান হল শুরুতে। বাক্যগুলোর মূলরূপ হল- نَعْبُدُكَ؛ كَيْفَ جِئْتُ؟؛ مَنْ نَاصَرْتُ مَنْ؟

شِبْهُ الْجُمْلَةِ-এর পরিচয় :

شِبْهُ الْجُمْلَةِ শব্দের অর্থ বাক্য সদৃশ। পরিভাষায়-

هِيَ الظَّرْفُ أَوْ الْجَارُ وَالْمَجْرُورُ الْمُتَعَلِّقَانِ بِفِعْلِ مَحْدُوفٍ.

অর্থাৎ, ظَرْفٌ কিংবা جَارٍ وَمَجْرُورٌ কোনো উহ্য فعل-এর সাথে متعلق হয়ে যে বাক্যাংশ গঠিত হয়, তাকে شِبْهُ الْجُمْلَةِ বলে। যেমন-

عَرَفْتُ الَّذِي عِنْدَ الْقَوْمِ (সম্প্রদায়ের নিকট যে আছে, তাকে আমি চিনি)।

قَرَأْتُ مَا فِي الْكِتَابِ (বইয়ে যা আছে তা আমি পড়েছি)।

উপরের বাক্যদ্বয়ের মধ্যে عِنْدَ الْقَوْمِ এর মূলরূপ হল قَائِمٌ عِنْدَ الْقَوْمِ এবং فِي الْكِتَابِ এর মূলরূপ হলُوا فِي الْكِتَابِ উহ্য রয়েছে। এখানে مَوْجُودٌ ও قَائِمٌ নামক দুটি فعل তথা شبه الفعل উহ্য রয়েছে। এরূপ বাক্যের ظَرْفٌ সর্বদা مضاف হয়। شِبْهُ الْجُمْلَةِ সর্বদা পরিপূর্ণ جُمْلَةٌ-এর অংশ বিশেষ হয়।

## تَدْرِيبَاتٌ

(أ) নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। جُمْلَةٌ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

২। مسند إليه ও مسند কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ

৩। جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ ও جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ কীভাবে গঠিত হয়? বর্ণনা কর।

৪। شِبْهُ الْجُمْلَةِ কাকে বলে? লেখ।

(ب) নিচের বাক্যগুলো কোন্ প্রকারের جُمْلَةٌ তা নির্ণয় কর :

১- أَكَلَ خَالِدٌ رُزًّا. ২- جَاءَتْ فَاطِمَةُ. ৩- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ৪- مُحَمَّدٌ نَبِيٌّ. ৫- إِلَى نَوَاحِي  
- فَوْقَ الْأَرْضِ.

(ج) নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং তা থেকে جُمْلَةٌ গুলো আলাদা করে দেখাও এবং কোন্টি কোন্ প্রকারের جُمْلَةٌ তা ব্যাখ্যা কর :

وَكَانَ هَذَا الْإِعْلَانُ أَوَّلَ إِعْلَانٍ قَوِيٍّ بِالدَّعْوَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَبِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أُعْلِنَهُ رَجُلٌ  
أَجْتَبَى عَنْ مَكَّةَ فِي أَرْضٍ لَيْسَتْ أَرْضُهُ وَدَارٍ لَيْسَتْ دَارُهُ وَلَمْ تَنْمَ عَيْنُهُ حَتَّى فَعَلَ مَا يُرِيدُ. وَهَذَا أَقْبَلَ  
الْمُشْرِكُونَ عَلَى أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَضَرَبُوهُ بِقُوَّةٍ حَتَّى كَادَ يَمُوتُ. ثُمَّ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ وَقَفَ مَرَّةً  
ثَانِيَةً وَلَمْ يَقِفْ لِسَانُهُ بَلْ ظَلَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

## الدَّرْسُ الثَّالِثُ الْأَسْمَاءُ الْمُتَمَكِّنَةُ

### বিভিন্ন ইএরাকারী ইসমসমূহ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

(ب)	(ألف)
كَانَ أَبُوكَ غَنِيًّا	كَانَ خَالِدٌ غَنِيًّا
إِنَّ أَبَاكَ غَنِيٌّ	إِنَّ خَالِدًا غَنِيٌّ
نَظَرْتُ إِلَى أَبِيكَ	نَظَرْتُ إِلَى خَالِدٍ

উপরে বর্ণিত বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, **ألف** অংশের বাক্যসমূহে **خَالِدٌ** শব্দটির শেষাঙ্করে **حَرَكَه**-এর পরিবর্তন হয়েছে। যেমন, **الف** অংশের প্রথম বাক্যে **خَالِدٌ** শব্দে পেশ, দ্বিতীয় বাক্যে **خَالِدًا** শব্দে যবর এবং তৃতীয় বাক্যে **خَالِدٍ** শব্দে যের হয়েছে। অনুরূপভাবে **ب** অংশের বাক্যগুলোতে **أَبٌ** শব্দটির শেষেও হরফের পরিবর্তন হয়েছে। যেমন, প্রথম বাক্যে **أَبُو** শব্দে **واو**, দ্বিতীয় বাক্যে **أَبَا** শব্দে **ألف** এবং তৃতীয় বাক্যে **أَبِي** শব্দে **ياء** হয়েছে।

শব্দের শেষাঙ্করে হরকত ও হরফের এ জাতীয় পরিবর্তনকে **إعراب**-এর পরিবর্তন এবং বিভিন্ন প্রকার **إعراب** গ্রহণকারী ইসমসমূহকে **الْأَسْمَاءُ الْمُتَمَكِّنَةُ** বলে।

### القَوَاعِدُ

**الْأَسْمَاءُ الْمُتَمَكِّنَةُ**-এর পরিচয় : এটি **الْإِسْمُ الْمُتَمَكِّنُ**-এর বহুবচন। **الْمُتَمَكِّنُ** শব্দের অর্থ হল, সক্ষম, যোগ্য, স্থান গ্রহণকারী ইত্যাদি। অর্থাৎ ইরাবগ্রহণে সক্ষম ইসমসমূহ। এগুলোকে **إِسْمٌ** **مُعْرَبٌ** ও বলা হয়। পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হল-

الْمُتَمَكِّنُ الْإِسْمُ الَّذِي يَقْبَلُ الْحَرَكَاتِ الثَّلَاثَ : الرَّفْعَ وَالنَّصْبَ وَالْجَرَ.

অর্থাৎ, **الْمُتَمَكِّنُ** এমন ইসমকে বলে, যা রফা, নসব ও জার তিন ধরনের হরকতই গ্রহণ করে।

**الْأَسْمَاءُ الْمُتَمَكِّنَةُ**-এর প্রকার : **الْأَسْمَاءُ الْمُتَمَكِّنَةُ** দু প্রকার। যথা-

১- **مُتَمَكِّنٌ أَمَكَّنَ وَهُوَ الْمَصْرُوفُ**. ২- **مُتَمَكِّنٌ غَيْرُ أَمَكَّنَ وَهُوَ الْمَمْنُوعُ مِنَ الصَّرْفِ**

الْأَسْمَاءُ الْمُتَمَكِّنَةُ-এর সাথে সম্পৃক্ত পরিভাষাসমূহ :

১. عَامِلٌ (প্রদানকারী) :

পাঠের শুরুতে উল্লিখিত বাক্যসমূহের خَالِدٌ ও أَبٌ শব্দদ্বয়ের পরিবর্তনের কারণ হল, এদের পূর্বে প্রথম বাক্যে كَانَ দ্বিতীয় বাক্যে إِنَّ এবং তৃতীয় বাক্যে إِلَى এসেছে। এ জাতীয় শব্দসমূহের নাম عَامِلٌ। তাই বলা যায়-

الْعَامِلُ مَا بِهِ رَفْعٌ أَوْ نَصْبٌ أَوْ جَرٌّ.

অর্থাৎ, যার কারণে اسْمٌ مُعْرَبٌ-এর শেষে রফা, নসব ও জার হয়, তাকে عَامِلٌ বলে। ইসমের ক্ষেত্রে عَامِلٌ তিন প্রকার। যথা- رَافِعٌ (পেশ প্রদানকারী); نَاصِبٌ (যবর প্রদানকারী) ও جَارٌ (যের প্রদানকারী)

২. إِعْرَابٌ (ইরাব) :

الإِعْرَابُ مَا بِهِ يَخْتَلِفُ آخِرُ الْمُعْرَبِ

অর্থাৎ, যার দ্বারা اسْمٌ مُعْرَبٌ-এর শেষাঙ্গুর বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, তাকে إِعْرَابٌ বলে। যেমন- ضَمَّةٌ جَرٌّ وَ نَصْبٌ-رَفْعٌ। ইসমের إِعْرَابٌ তিন প্রকার। যথা- رَفْعٌ-نَصْبٌ-جَرٌّ ইত্যাদি। اسْمٌ مُعْرَبٌ-এর শেষাঙ্গুর বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, তাকে إِعْرَابٌ বলে। যেমন- ضَمَّةٌ جَرٌّ وَ نَصْبٌ-رَفْعٌ। ইসমের إِعْرَابٌ তিন প্রকার। যথা- رَفْعٌ-نَصْبٌ-جَرٌّ ইত্যাদি। اسْمٌ مُعْرَبٌ-এর শেষাঙ্গুর বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, তাকে إِعْرَابٌ বলে। যেমন- ضَمَّةٌ جَرٌّ وَ نَصْبٌ-رَفْعٌ। ইসমের إِعْرَابٌ তিন প্রকার। যথা- رَفْعٌ-نَصْبٌ-جَرٌّ ইত্যাদি। اسْمٌ مُعْرَبٌ-এর শেষাঙ্গুর বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, তাকে إِعْرَابٌ বলে। যেমন- ضَمَّةٌ جَرٌّ وَ نَصْبٌ-رَفْعٌ। ইসমের إِعْرَابٌ তিন প্রকার। যথা- رَفْعٌ-نَصْبٌ-جَرٌّ ইত্যাদি।

৪. إِعْرَابٌ (ইরাব)-এর চিহ্ন) :

পূর্বের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে আরো দেখা যায় যে, زَيْدٌ শব্দটির শেষ অক্ষরে প্রথম বাক্যে ضَمَّةٌ, দ্বিতীয় বাক্যে فَتْحَةٌ এবং তৃতীয় বাক্যে كَسْرَةٌ; অনুরূপভাবে أَبٌ শব্দটির শেষে প্রথম বাক্যে ضَمَّةٌ, দ্বিতীয় বাক্যে فَتْحَةٌ এবং তৃতীয় বাক্যে كَسْرَةٌ এসেছে। এগুলোর নাম إِعْرَابٌ।

তাই যে সব চিহ্ন দ্বারা إِعْرَابٌ-এর পরিবর্তন করা হয়, তাদেরকে إِعْرَابٌ বা إِعْرَابٌ-এর চিহ্ন বলে। اسْمٌ-এর إِعْرَابٌ মোট ছয়টি। যথা-

১- ضَمَّةٌ ২- فَتْحَةٌ ৩- كَسْرَةٌ ৪- وَآو ৫- أَلِفٌ ৬- يَاءٌ



৫. رَفَعُ কে প্রকাশ করার চিহ্নসমূহ :

কোনো اسمَ এ رَفَعُ দ্বারা, কোনো اسمَ وَاؤُ দ্বারা, কোনো اسمَ এ رَفَعُ দ্বারা -এর اِعْرَابُ হয়।

৬. نَصَبُ কে প্রকাশ করার চিহ্নসমূহ :

কোনো اسمَ এ نَصَبُ দ্বারা, কোনো اسمَ كَسْرَةً দ্বারা, কোনো اسمَ এ نَصَبُ দ্বারা, কোনো اسمَ এ نَصَبُ দ্বারা -এর اِعْرَابُ হয়।

৭. جَرُّ কে প্রকাশ করার চিহ্নসমূহ :

কোনো اسمَ এ جَرُّ দ্বারা, কোনো اسمَ فَتْحَةً দ্বারা, কোনো اسمَ يَاءُ দ্বারা -এর اِعْرَابُ হয়।

উল্লেখ্য যে, কোনো اسمَ এর رَافِعٍ যখন رَافِعٍ হয়, তখন ঐ اسمَ কে مَرْفُوعٍ এবং এ প্রকারের اِعْرَابُ কে رَفَعُ বলে। অনুরূপভাবে কোনো اسمَ এর نَاصِبٍ যখন نَاصِبٍ হয়, তখন ঐ اسمَ কে مَنصُوبٍ এবং এ প্রকারের اِعْرَابُ কে نَصَبُ বলে। একইভাবে কোনো اسمَ এর جَارٍ যখন جَارٍ হয়, তখন ঐ اسمَ কে مَجْرُورٍ এবং এ প্রকারের اِعْرَابُ কে جَرُّ বলে।

## أَقْسَامُ الْأَسْمَاءِ الْمُتَمَكِّنَةِ

### আসমায়ে মুতামাক্কিনার প্রকার

বিভিন্ন প্রকারের اِعْرَابُ গ্রহণের দৃষ্টিতে اسمُ مُعْرَبٌ মোট ১২ প্রকার। এসব اسمُ مُعْرَبٌ -এর শেষে মোট নয় প্রকারের اِعْرَابُ হয়। যথা-

#### প্রথম প্রকার اِعْرَابُ

১। عَيْنٌ، قَوْلٌ، خَالِدٌ، زَيْدٌ، بَكْرٌ - যথা- مُفْرَدٌ مُنصَرِفٌ صَحِيحٌ।

২। نَبِيٌّ، صَبِيٌّ، سَقِيٌّ، ظَبْيٌ، لَهْوٌ، دَلْوٌ - যথা- مُفْرَدٌ مُنصَرِفٌ جَارِيٌّ مَجْرِيٌّ الصَّحِيحٌ।

৩। جِبَالٌ، أَشْجَارٌ، كُتُبٌ، أَقْلَامٌ، رِجَالٌ - যথা- جَمْعٌ مُكَسَّرٌ مُنصَرِفٌ।

এ তিন প্রকার اسمُ مُعْرَبٌ নিম্নরূপ اِعْرَابُ গ্রহণ করে। তা হল-

جَاءَ خَالِدٌ وَظَبْيٌ وَرِجَالٌ - যথা- ضَمَّةٌ এর অবস্থায় رَفَعُ

رَأَيْتُ خَالِدًا وَظَبْيًا وَرِجَالًا - যথা- فَتْحَةٌ এর অবস্থায় نَصَبُ

مَرَرْتُ بِخَالِدٍ وَظَبْيٍ وَرِجَالٍ - যথা- كَسْرَةٌ এর অবস্থায় جَرُّ

### দ্বিতীয় প্রকার اِعْرَابُ

৪ | اِعْرَابُ رِسَالَاتٍ، عَابِدَاتٍ، مُؤْمِنَاتٍ، مُسْلِمَاتٍ - যথা- جَمْعُ الْمُؤَنَّثِ السَّلَامِ |

এ প্রকার مُعْرَبُ اِسْمُ নিম্নরূপ اِعْرَابُ গ্রহণ করে। তা হল-

جَاءَتْ مُسْلِمَاتٌ - যথা- ضَمَّةٌ اِبْتِدَاءً رَفْعٌ

رَأَيْتُ مُسْلِمَاتٍ - যথা- كَسْرَةٌ اِبْتِدَاءً نَصْبٌ

نَظَرْتُ إِلَى مُسْلِمَاتٍ - যথা- كَسْرَةٌ اِبْتِدَاءً جَرٌّ

### তৃতীয় প্রকার اِعْرَابُ

৫ | اِعْرَابُ طَلْحَةَ، مَثَلَتْ، ثَلَاثُ، زُفْرُ، عُمَرُ - যথা- غَيْرِ الْمُنْصَرِفِ |

এ প্রকার مُعْرَبُ اِسْمُ নিম্নরূপ اِعْرَابُ গ্রহণ করে। তা হল-

جَاءَ عُمَرُ - যথা- ضَمَّةٌ اِبْتِدَاءً رَفْعٌ

رَأَيْتُ عُمَرَ - যথা- فَتْحَةٌ اِبْتِدَاءً نَصْبٌ

نَظَرْتُ إِلَى عُمَرَ - যথা- فَتْحَةٌ اِبْتِدَاءً جَرٌّ

### চতুর্থ প্রকার اِعْرَابُ

৬ | اِعْرَابُ مُصْطَفَى، عَيْسَى، مُوسَى، الْهُدَى، الْعَصَا - যথা- اِلِسْمِ الْمُقْصُورِ |

৭ | جَمْعُ الْمَذْكَرِ السَّلَامِ غَيْرِ جَمْعِ الْمَذْكَرِ السَّلَامِ الْمُضَافِ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ |

যখন অন্য اسم আছে- جَمْعُ الْمَذْكَرِ السَّلَامِ غَيْرِ جَمْعِ الْمَذْكَرِ السَّلَامِ الْمُضَافِ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ -এর দিকে মضاف হয়। যথা- كِتَابِي، أَخِي، صَدِيقِي، أَقْلَامِي، كُتُبِي ইত্যাদি।

এ দু প্রকার مُعْرَبُ اِسْمُ নিম্নরূপ اِعْرَابُ গ্রহণ করে। তা হল-

جَاءَ مُوسَى وَصَدِيقِي - যথা- (ضَمَّةٌ اِبْتِدَاءً) مُقَدَّرَةٌ رَفْعٌ

رَأَيْتُ مُوسَى وَصَدِيقِي - যথা- (فَتْحَةٌ اِبْتِدَاءً) مُقَدَّرَةٌ نَصْبٌ

نَظَرْتُ إِلَى مُوسَى وَصَدِيقِي - যথা- (كَسْرَةٌ اِبْتِدَاءً) مُقَدَّرَةٌ جَرٌّ

### পঞ্চম প্রকার اِعْرَابُ

৮ | اِعْرَابُ الدَّاعِي، الرَّاعِي، الْمَاضِي، الْعَادِي، التَّادِي - যথা: اِلِسْمِ الْمُنْقُوصِ |

এ প্রকার مُعْرَبُ اِسْمُ নিম্নরূপ اِعْرَابُ গ্রহণ করে। তা হল-

جَاءَ الْقَاضِي - (ضمة) গোপনীয় - ضَمَّةٌ مُقَدَّرَةٌ এর অবস্থায় رَفْعُ  
رَأَيْتُ الْقَاضِي - (فتحة) প্রকাশ্য - فَتْحَةٌ ظَاهِرَةٌ এর অবস্থায় نَصْبُ  
نَظَرْتُ إِلَى الْقَاضِي - (كسرة) গোপনীয় - كَسْرَةٌ مُقَدَّرَةٌ এর অবস্থায় جَرُّ

### ষষ্ঠ প্রকার اِعْرَابُ

أَب - أَخ - حَمٌ - هَنَّ - فُو - دُو - যথা - الْأَسْمَاءُ السَّتَّةُ مُكَبَّرَةٌ مُفْرَدَةٌ مُضَافَةٌ إِلَى غَيْرِ يَاءٍ الْمُتَكَلِّمِ ৯  
যাৎ مُتَكَلِّمٌ এবং مُكَبَّرٌ রূপে হয় ও ডু ও ফু, হেন, হম, অখ, আব্ব অর্থাৎ ছয়টি শব্দ যখন একবচন হয় ও মুকব্বর রূপে হয় এবং মুতকল্লিম হ্যাড়া অন্য কোনো -إِسْمُ এর দিকে مُضَافٌ হয়, তখন তাদের اِعْرَابُ নিম্নরূপ হয়। তা হল-

جَاءَ أَبُو بَكْرٍ - وَאוُ এর অবস্থায় رَفْعُ  
رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ - أَلِفٌ এর অবস্থায় نَصْبُ  
نَظَرْتُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ - يَاءٌ এর অবস্থায় جَرُّ

উল্লেখ্য, আরবিভাষিগণ এ اسم গুলোকে خَمْسَةٌ বলে। কারণ هَنَّ শব্দটির ব্যবহার নেই বললেই চলে।

### সপ্তম প্রকার اِعْرَابُ

۱۰ اِتْنَانِ، كِتَابَانِ، طَالِبَانِ - যথা - التَّثْنِيَّةُ

এ প্রকার اِعْرَابُ নিম্নরূপ اِسْمٌ مُعْرَبٌ করে। তা হল-

جَاءَ الطَّالِبَانِ - أَلِفٌ এর অবস্থায় رَفْعُ  
رَأَيْتُ الطَّالِبَيْنِ - (তার পূর্বে فتحة) যথা - يَاءٌ এর অবস্থায় نَصْبُ  
نَظَرْتُ إِلَى الطَّالِبَيْنِ - (তার পূর্বে فتحة) যথা - يَاءٌ এর অবস্থায় جَرُّ

নিচের চারটি শব্দও تَثْنِيَّةٌ এর اِعْرَابُ গ্রহণ করে। শব্দগুলো হল- اِئْتَانِ ও اِئْتَانِ كِلَا - যখন

يَاءٌ - اِكْتَاهِمَا - كِلَاهُمَا এর প্রতি مُضَافٌ হয়। যথা-

جَاءَ اِئْتَانِ	جَاءَ الرَّجُلَانِ كِلَاهُمَا	جَاءَ اِئْتَانِ
رَأَيْتُ اِئْتَانِ	رَأَيْتُ الرَّجُلَيْنِ كِلَيْهِمَا	رَأَيْتُ اِئْتَانِ
نَظَرْتُ إِلَى اِئْتَانِ	نَظَرْتُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ كِلَيْهِمَا	نَظَرْتُ إِلَى اِئْتَانِ

### অষ্টম প্রকার اِعْرَابُ

۱۱ اِتْيَادِي الرَّكْعُونَ، اَلْعَابِدُونَ، اَلْمُسْلِمُونَ، اَلْمُؤْمِنُونَ - যথা- جَمْعُ اَلْمَذْكُرِ السَّالِمِ ۱۱

এ প্রকার اسم নিম্নরূপ ইعراب গ্রহণ করে। তা হল-

جَاءَ اَلْمُسْلِمُونَ - যথা- واو অবস্থায় رَفْعٌ

رَأَيْتُ اَلْمُسْلِمِينَ - যথা- (كسرة پূর্বে) ياء অবস্থায় نَصْبٌ

نَظَرْتُ إِلَى اَلْمُسْلِمِينَ - যথা- (كسرة পূর্বে) ياء অবস্থায় جَرٌّ

এছাড়াও নিম্নের শব্দসমূহ اَلْمَذْكُرِ السَّالِمِ -এর ইعراب গ্রহণ করে থাকে। শব্দগুলো হল- عَشْرُونَ - اِتْيَادِي، اَرْبَعُونَ، اَحْمَسُونَ، سِتُونَ، سَبْعُونَ، ثَمَانُونَ، تِسْعُونَ، اَوْلُوا

### নবম প্রকার اِعْرَابُ

۱۲ جَمْعُ اَلْمَذْكُرِ السَّالِمِ مُضَافًا إِلَى يَاءِ اَلْمُتَكَلِّمِ ۱۲ যখন جَمْعُ اَلْمَذْكُرِ السَّالِمِ অর্থাৎ যখন يَاءِ اَلْمُتَكَلِّمِ এর প্রতি মضاف হয়। যথা-

مُسْلِمُونَ + يَ = مُسْلِمِي؛ مُدْرَسُونَ + يَ = مُدْرَسِي؛ مُعَلِّمُونَ + يَ = مُعَلِّمِي

(।) এর কারণে ن টি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

এ প্রকার اسم নিম্নরূপ ইعراب গ্রহণ করে। তা হল-

جَاءَ مُعَلِّمِي - যথা- (واو গোপনীয়) واو مُقَدَّرَةٌ অবস্থায় رَفْعٌ

رَأَيْتُ مُعَلِّمِي - যথা- (প্রকাশ্য) ياء الظاهرة অবস্থায় نَصْبٌ

نَظَرْتُ إِلَى مُعَلِّمِي - যথা- (প্রকাশ্য) ياء الظاهرة অবস্থায় جَرٌّ

## تَدْرِيبَاتٌ

- ১। اسم مُعْرَبٌ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।
- ২। عَلَامَةُ اَلْاِعْرَابِ কাকে বলে? তা কয়টি ও কী কী?
- ৩। عامل কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৪। ব্র্যাকেটে উল্লিখিত اسم গুলো দ্বারা তিনটি করে বাক্য তৈরি কর এবং সঠিক إعراب দিয়ে খালিঘর পূরণ কর :

حالة الرفع	حالة النصب	حالة الجر
.....	.....	..... (خَالِدٌ)
.....	.....	..... (الدُّو)
.....	.....	..... (قَمِيصٌ)
.....	.....	..... (ظَبِي)
.....	.....	..... (الْأَسَاتِذَةُ)
.....	.....	..... (الْبُيُوتُ)
.....	.....	..... (الْمُؤْمِنَاتُ)
.....	.....	..... (الصَّالِحَاتُ)

৫। কী কী? তাদের إعراب কী? উদাহরণসহ লেখ।

৬। কোন্ কোন্ اسم - جمع المذكر السالم - এর إعراب গ্রহণ করে লেখ।

৭। কয়টি اسم - تثنية - এর চিহ্ন গ্রহণ করে লেখ।

৮। নিচের সঠিক বাক্যের সামনে (✓) চিহ্ন এবং ভুল বাক্যের (×) চিহ্ন দাও :

( )	أ. رأيتُ مؤمنين
( )	ب. جاء رجالا
( )	ج. هن مسلمات
( )	د. ذهبتُ إلى أبوك
( )	هـ. هم قانتين
( )	و. نظرتُ إلى رجلان كلاهما

## الدَّرْسُ الرَّابِعُ الْأَسْمَاءُ غَيْرُ الْمُتَمَكِّنَةِ

### বিভিন্ন ইরারাক গ্রহণ নাকারী ইসমসমূহ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর :

(ب)	(ألف)
دَخَلَ هُوَ لَاءِ فِي الْمَكْتَبِ	دَخَلَ زَيْدٌ فِي الْمَكْتَبِ
رَأَيْتُ هُوَ لَاءِ فِي الْمَكْتَبِ	رَأَيْتُ زَيْدًا فِي الْمَكْتَبِ
جَلَسْتُ مَعَ هُوَ لَاءِ فِي الْمَكْتَبِ	جَلَسْتُ مَعَ زَيْدٍ فِي الْمَكْتَبِ

উপরের উদাহরণগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে, (ألف) অংশের বাক্যগুলোতে زيد শব্দটির শেষাক্ষরে তিনটি বাক্যে তিন রকম ইরারাক হয়েছে। প্রথম বাক্যে زيد , দ্বিতীয় বাক্যে زيدًا তৃতীয় বাক্যে زيد হয়েছে। পক্ষান্তরে, (ب) অংশের বাক্যগুলোতে هُوَ لَاءِ শব্দটির শেষাক্ষরে কোনো পরিবর্তন হয়নি, তিনটি বাক্যে একই অবস্থা বহাল আছে। এ জাতীয় অপরিবর্তনশীল اسم-কে الْأَسْمَاءُ غَيْرُ الْمُتَمَكِّنَةِ বলে।

### القَوَاعِدُ

পরিচয় : الْأَسْمَاءُ غَيْرُ الْمُتَمَكِّنَةِ শব্দের অর্থ হল, ইরারাক গ্রহণ না কারী ইসমসমূহ। যে সব ইসমের পূর্বে বিভিন্ন প্রকারের عامل আসলেও উহাদের শেষাক্ষরে ইরারাক-এর কোনো পরিবর্তন হয় না, তাদেরকে الْأَسْمَاءُ غَيْرُ الْمُتَمَكِّنَةِ বলে।

প্রকারভেদ : الْأَسْمَاءُ غَيْرُ الْمُتَمَكِّنَةِ বিভিন্ন প্রকারে হয়ে থাকে। যথা-

- |                               |   |                                 |
|-------------------------------|---|---------------------------------|
| (١) الضَّمَايِرُ              | (٢) الْأَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ           | (٣) الْأَسْمَاءُ الْمُؤَوَّلَةُ |
| (٤) الْأَسْمَاءُ الشَّرْطِ    | (٥) الْأَسْمَاءُ الْإِسْتِفْهَامِ       | (٦) الْأَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ   |
| (٧) بَعْضُ الظُّرُوفِ         | (٨) الْأَسْمَاءُ الْكِنَايَةِ           | (٩) الْأَسْمَاءُ الْأَصْوَاتِ   |
| (١٠) الْمُرَكَّبُ الْبِنَائِي | (١١) الْأَسْمَاءُ الْمَخْتُومُ بِوَيْهِ |                                 |

## الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : الضَّمَائِرُ

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

(ب)	(أ)
خَالِدٌ تَلْمِيذٌ، هُوَ يَدْرُسُ فِي الصَّفِّ الثَّامِنِ، رَقْمُهُ ثَلَاثَةٌ، هُوَ مِنْ خُلَنَّا	خَالِدٌ تَلْمِيذٌ، خَالِدٌ يَدْرُسُ فِي الصَّفِّ الثَّامِنِ، رَقْمٌ خَالِدٍ ثَلَاثَةٌ، خَالِدٌ مِنْ خُلَنَّا

উপরের (أ) এবং (ب) অংশের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, (أ) অংশে খালেদের পরিচয় বলতে গিয়ে প্রত্যেক বাক্যে খালেদ **إِسْم** টি বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। এর ফলে বাক্যগুলো শুনতে শ্রুতিমধুর হয়নি। কিন্তু (ب) অংশে খালেদের পরিচয় বলতে গিয়ে প্রথম বাক্যে খালেদ শব্দটি একবার ব্যবহার করার পর পরবর্তী বাক্যগুলোতে বারবার খালেদ **إِسْم** টি ব্যবহার না করে তার পরিবর্তে অন্য শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে বাক্য শ্রুতিমধুর হয়েছে। **إِسْم**-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত এ ধরনের শব্দকে **ضَمِيرٌ** বলে।

### الْقَوَاعِدُ

**ضَمِيرٌ**-এর পরিচয় : **ضَمِيرٌ** শব্দের অর্থ সর্বনাম। এর সংজ্ঞা হল-

هُوَ كَلِمَةٌ تَحُلُّ مَحَلَّ الْأِسْمِ وَذَلِكَ مَنَعًا مِنْ تَكَرُّرِ الْأِسْمِ

অর্থাৎ, **إِسْم** কে বার বার উল্লেখ না করে তার পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাকে **ضَمِيرٌ** বলে। যথা- أَنَا (আমি), نَحْنُ (আমরা), هُوَ (সে), أَنْتَ (তুমি)। সকল প্রকার **ضَمِيرٌ** সব সময় **مَبْنِي** হয়, এদের শেষে **إِعْرَابٌ** এর কোনো পরিবর্তন হয় না।

**ضَمِيرٌ**-এর প্রকার : **ضَمِيرٌ** প্রধানত তিন প্রকার। যথা-

১ **ضَمِيرٌ مَرْفُوعٌ** (কর্তৃকারক সর্বনাম) ২ **ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ** (কর্মকারক সর্বনাম)

৩ **ضَمِيرٌ مَجْرُورٌ** (সম্বন্ধসূচক সর্বনাম)।

কিন্তু ব্যবহারের দৃষ্টিকোণে **ضَمِيرٌ** সর্বমোট পাঁচ প্রকার। যথা-

১ **ضَمِيرٌ مَرْفُوعٌ مُتَّصِلٌ** : যে **ضَمِيرٌ**-টি **رَفْع** এর স্থলে পতিত হয় এবং **فِعْل** এর সাথে সংযুক্ত হয় তাকে **ضَمِيرٌ مَرْفُوعٌ مُتَّصِلٌ** বলে। যথা- **أَكَلْنَا** (আমরা আহা করলাম)।

২ **ضَمِيرٌ مَرْفُوعٌ مُنْفَصِلٌ** : যে **ضَمِيرٌ**-টি **رَفْع** এর স্থলে আসে এবং স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার হয়, তাকে **ضَمِيرٌ مَرْفُوعٌ مُنْفَصِلٌ** বলে। যথা- **هُوَ يَنْصُرُ** (সে সাহায্য করে)।

৩। **ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مُتَّصِلٌ** : যে **ضَمِيرٌ**-টি **نَصْب** এর স্থলে আসে এবং **فَعْل** বা অন্য কোনো **عَامِل**-এর সাথে সংযুক্ত হয়, তাকে **ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مُتَّصِلٌ** বলে। যথা- **نَصَرَكَ** (সে তোমাকে সাহায্য করল)।

৪। **ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مُنْفَصِلٌ** : যে **ضَمِيرٌ** - **مَفْعُول** হিসেবে **نَصْب** এর স্থলে ব্যবহৃত হয় এবং **فَعْل** থেকে পৃথকভাবে আসে, তাকে **ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مُنْفَصِلٌ** বলে। যথা- **إِيَّايَ ضَرَبْتَ** (তুমি আমাকে মারলে)।

৫। **ضَمِيرٌ مَجْرُورٌ مُتَّصِلٌ** : যে **سَرْبِنَام** **جَز** এর স্থলে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ **جَارٌ** বা **مُضَافٌ** এর সাথে সংযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়, তাকে **ضَمِيرٌ مَجْرُورٌ مُتَّصِلٌ** বলে। যথা- **كِتَابِي** (আমার কিতাব), **إِلَيْهِ** (তার নিকট)।

ضَمِيرٌ مَرْفُوعٌ مُتَّصِلٌ		ضَمِيرٌ مَرْفُوعٌ مُنْفَصِلٌ		ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مُتَّصِلٌ		ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مُنْفَصِلٌ		ضَمِيرٌ مَجْرُورٌ مُتَّصِلٌ	
نَصَرَ	-	هُوَ	نَصَرَهُ	ه	إِيَّاهُ	ه	لَهُ	ه	ه
نَصَرَا	ا	هُمَا	نَصَرَهُمَا	هما	إِيَّاهُمَا	هما	لَهُمَا	هما	هما
نَصَرُوا	وا	هُمْ	نَصَرَهُمْ	هم	إِيَّاهُمْ	هم	لَهُمْ	هم	هم
نَصَرَتْ	-	هِيَ	نَصَرَهَا	ها	إِيَّاهَا	ها	لَهَا	ها	ها
نَصَرْتَا	ا	هُمَا	نَصَرَهُمَا	هما	إِيَّاهُمَا	هما	لَهُمَا	هما	هما
نَصَرْنَ	ن	هُنَّ	نَصَرَهُنَّ	هن	إِيَّاهُنَّ	هن	لَهُنَّ	هن	هن
نَصَرْتَ	ت	أَنْتَ	نَصَرَكَ	ك	إِيَّاكَ	ك	لَكَ	ك	ك
نَصَرْتُمَا	تما	أَنْتُمَا	نَصَرَكُمَا	كما	إِيَّاكُمَا	كما	لَكُمَا	كما	كما
نَصَرْتُمْ	تم	أَنْتُمْ	نَصَرَكُمْ	كم	إِيَّاكُمْ	كم	لَكُمْ	كم	كم
نَصَرْتِ	تِ	أَنْتِ	نَصَرَكَ	ك	إِيَّاكَ	ك	لَكَ	ك	ك
نَصَرْتُمَا	تما	أَنْتُمَا	نَصَرَكُمَا	كما	إِيَّاكُمَا	كما	لَكُمَا	كما	كما
نَصَرْتُنَّ	تن	أَنْتُنَّ	نَصَرَكُنَّ	كن	إِيَّاكُنَّ	كن	لَكُنَّ	كن	كن
نَصَرْتُ	تُ	أَنَا	نَصَرَنِي	ني	إِيَّايَ	ي	لِي	ي	ي
نَصَرْنَا	نا	نَحْنُ	نَصَرْنَا	نا	إِيَّانَا	نا	لَنَا	نا	نا



## تَدْرِيبَاتٌ

১. ضمير কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।
২. ضمير منصوب متصل গুলো কী কী? অর্থসহ লেখো।
৩. নিচের কোনটি কোন প্রকারের ضمير লিখো :

لها، لنا، أنت نصرَك، ضَرَبْنَا، هو، إياكم، أنتن، ضَرَبْتُهُمْ، لهما.

৪. সঠিক উত্তরে (✓) চিহ্ন দাও :

أ. هم : ضمير مرفوع منفصل

ضمير مجرور منفصل

ضمير مرفوع متصل

ب. ضربتُ : ضمير منصوب متصل

ضمير مجرور متصل

ضمير مجرور متصل

ج. لكم : ضمير منصوب منفصل

ضمير مرفوع منفصل

ضمير مرفوع متصل

د. هن : ضمير مرفوع منفصل

ضمير منصوب متصل

ضمير منصوب متصل

ه. إيانا : ضمير منصوب منفصل

ضمير مجرور متصل

৫. বাক্য রচনা কর : هم : هم، إياكن، لَكُنَّ، فتَحْتُ، هن، لَكُنَّ، إياكن، هم :



স্থানের দিকে ইঙ্গিত করার জন্যে الإِشَارَةُ اسمُ সমূহ হল-

দূরবর্তী/بَعِيدٌ	নিকটবর্তী/قَرِيبٌ
هُنَاكَ/هُنَالِكَ/ثُمَّةٌ	هُنَا এখানে

উল্লেখ্য যে, عَاقِلٌ এর جمع এর জন্যে অধিকাংশ সময় هُوَ لَاءٌ و أَوْلِيَاكَ ব্যবহৃত হয়। তবে কখনো কখনো عَاقِلٌ এর جمع مَكْسَرٌ এর ক্ষেত্রে تِلْكَ ও ব্যবহার হয়ে থাকে। যথা- تِلْكَ الرُّسُلُ  
هَذِهِ الْأَشْجَارُ - تِلْكَ الْأَشْجَارُ - تِلْكَ و هَذِهِ এর জন্যে جمع এর জন্যে عَاقِلٌ এর উল্লেখ্য যে, عَاقِلٌ বলতে আল্লাহ, মানুষ, জিন ও ফেরেশতা বোঝানো হয় এবং عَاقِلٌ বলতে বাকি সবকিছুকে বোঝানো হয়।

## تَدْرِيبَاتٌ

১. নিকটবর্তী ও দূরবর্তীর উপযুক্ত اسم الإشارة দ্বারা শূণ্যস্থান পূরণ কর :

المدرسين .....	المسلمان .....
الطلاب .....	الغرفتين .....
الرسالتان .....	البيوت .....
البيتين .....	السريير .....
الأساتذة .....	المدارس .....
الحقيبة .....	القلمان .....

২. আরবি কর :

এই গাছগুলো সুন্দর, এরা আমার ভাই, এটি আমার বই, ওটা আমার কলম, ঐগুলো তোমার কলম, এই মহিলাগণ আমার বোন, এ লোকটি জ্ঞানী।

৩. বাংলায় অনুবাদ কর :

هَذَانِ الْكِتَابَانِ لَكَ ، هَاتَانِ إِمْرَاتَانِ ، هُوَ لَاءِ الرَّجَالِ عَالِمُونَ ، ذَلِكَ كِتَابُكَ ، ذَلِكَ الْكِتَابُ  
لَارِيبَ فِيهِ ، هَذَا الْكِتَابُ جَدِيدٌ ، هَذِهِ الْمَرْأَةُ جَمِيلَةٌ ، هَذَا أَخِي .

৪. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- أ. هذه : اسم الإشارة قريب ( )  
 ب. اولئك : اسم الإشارة بعيد ( )  
 ج. تانك : اسم الإشارة مؤنث ( )  
 د. هاتان : اسم الإشارة للمذكر ( )  
 ه. هؤلاء : اسم الإشارة بعيد ( )

## الفصل الثالث: الأسماء الموصولة

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর -

أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَنِي (আমি ঐ আল্লাহর ইবাদত করি, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন)।

ذَهَبَتِ الْمُعَلِّمَةُ الَّتِي مَرَضَتْ (ঐ শিক্ষিকা চলে গেছেন, যিনি অসুস্থ হয়েছেন)।

أَكْرَمَ الطَّالِبِينَ الَّذِينَ نَجَحَا (ঐ দুজন ছাত্রকে সম্মান কর, যারা সফল হয়েছে)।

أَسَلَّمُ عَلَى الَّذِينَ قَدِمُوا (যারা আগমন করেছেন, তাদের আমি সালাম করব)।

উপরের উদাহরণগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, নিম্নরেখাবিশিষ্ট **الَّذِي** ও **الَّتِي** অর্থ যিনি, **الَّذِينَ** ও **الَّذِينَ** অর্থ যারা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলোকে একত্রে **الأسماء الموصولة** বলে।

### القواعد

**الإسم الموصول هو ما لا يتيم معناه إلا بجملة تذكّر بعده** - এর সংজ্ঞা হল- **تعريف إسم الموصول** : এর সংজ্ঞা হল- **إسم** একম **إسم**-কে বলে, যার অর্থ পূর্ণ হতে তৎপরবর্তীতে একটি বাক্য ব্যবহার করতে হয়। পরবর্তী বাক্যকে **صلة الموصول** বলা হয়।

আরো সহজভাবে বলা যায়, যে সব শব্দ দ্বারা যে, যারা, যিনি, যাকে, যাদেরকে বা যেটা ও যেগুলো ইত্যাদি বোঝায় সেগুলোকে আরবি ভাষায় **الأسماء الموصولة** বলে।

**إسم موصول** রয়েছে। নিম্নে তা পেশ করা হল- **مؤنث** - **مذكر** ও **جمع** - **ثنائية** - **واحد**

مؤنث	مذكر	
التي	الذي	واحد
اللتان / اللتين	الذان / اللذين	ثنائية
اللاتي / اللاتي / اللواتي	الذين / الآلاء	جمع

এটা ছাড়া আরো কয়েকটি শব্দ রয়েছে, যেগুলো কখনো **إسم موصول** অর্থে, কখনো অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। তার মধ্যে **من** ও **ما** অন্যতম। যেমন- **أَعْرِفُ مَنْ تَكَلَّمَ مَعَكَ** (তোমার সাথে যে কথা বললো তাকে আমি চিনি), **قَرَأْتُ مَا فِي الْكِتَابِ** (বইটিতে যা আছে তা আমি পড়লাম)।

বি.দ্র. ১। **من** শব্দটি **عَاقِلٍ** এর জন্যে এবং **ما** শব্দটি **عَاقِلٍ** এর জন্যে ব্যবহৃত হয়।

২। عَائِلٌ এর جمع এর ক্ষেত্রে প্রায় أَلَّتِي ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং عَائِلٌ এর জন্য أَلَّتِي - أَلَّتِي - أَلَّتِي ব্যবহৃত হয়।

৩। إِسْمٌ مَوْصُولٌ এর পর একটা বাক্য অবশ্যই উল্লেখ করা হয় ঐ বাক্যটিকে صِلَةٌ مَوْصُولٌ বলা হয় এবং বাক্যের মাঝে একটি ضَمِيرٌ থাকে, যা إِسْمٌ مَوْصُولٌ এর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাকে ضَمِيرٌ الصَّلَةِ বলে। إِسْمٌ مَوْصُولٌ ও صِلَةٌ মিলে সাধারণত পরিপূর্ণ جُمْلَةٌ হয় না, বরং কোনো جُمْلَةٌ -এর جُزْءٌ অংশ হয়।

## تَدْرِيبَاتٌ

১। اسم موصول কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখ।

২। مَنْ ও مَا এর মাঝে পার্থক্য নির্ণয় কর।

৩। عاقل এর جمع এর জন্যে কোনো اسم موصول ব্যবহার হয়? লেখ।

৪। اسم موصول এর পর যে جُمْلَةٌ টি আসে ঐ جُمْلَةٌ টির নাম কী? এবং جُمْلَةٌ এর মাঝে যে ضَمِيرٌ থাকে তার নাম কী?

৫। اسم موصول দ্বারা শূণ্যস্থান পূরণ কর :

المدرسين .....	المدرستان .....	القلم .....	المدرس .....
الأقلام .....	المدرسون .....	القلمين .....	القلمان .....
الطبيبتين .....	الطبيبتان .....	الكراسة .....	الطبيبة .....
البيوت .....	الطبيبات .....	الكراستين .....	الكراستان .....

৬। اسم موصول দ্বারা শূণ্যস্থান পূরণ কর :

..... جئن هن طالبات ..... رأيتهم هم إخواني ..... خرج هو أبي ..... دخلوا هم أساتذتي .

৭। আরবি কর :

তোমার নাম কী? যিনি আসলেন তিনি আমার ভাই। তুমি কে? যাকে দেখলাম সে দাঁড়ানো। যে তোমাকে মারলো সে খালিদের ভাই। যে তোমাকে সাহায্য করলো সে আমার ভাই। যে মহিলা আসলো সে আমার বোন। যে গেলো সে করিমের পিতা।

৮। বাংলায় অনুবাদ কর :

الَّذِي نَصَرَكَ هُوَ أَخُو زَيْدٍ. الَّذِي جَاءَ هُوَ رَجُلٌ عَالِمٌ. الَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الظَّالِمُونَ. الَّذِي يَجْتَهِدُ هُوَ مجتهد الَّذِي عَلَّمَكَ هُوَ أَخُو زَيْدٍ. الَّذِي نَصَرَكَ هُوَ أَخِي، مَنْ قَامَ هُوَ صَدِيقِي .

## الفصل الرابع: أسماء الشرط

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর :

১. مَنْ يَجْتَهِدُ يَنْجَحْ (যে চেষ্টা করবে সে পাশ করবে)।
২. مَا تَقْرَأُ أَقْرَأُ (যা তুমি পড়বে তা আমি পড়ব)।
৩. مَتَى تَنْمُ أُنْمُ (যখন তুমি ঘুমাবে তখন আমি ঘুমাব)।
৪. مَهْمَا تَجْتَهِدُ تَنْجَحْ (যখনই তুমি চেষ্টা করবে সফল হবে)।
৫. أَيُّ طَالِبٍ يَجْتَهِدُ يَنْجَحْ (যে ছাত্র চেষ্টা করবে সে পাশ করবে)।
৬. أَنَّى تُسَافِرُ أَسَافِرُ (যেখানে তুমি সফর করবে আমি সেখানে সফর করব)।
৭. أَيَّانَ تَقْعُدُ أَقْعُدُ (যখন তুমি বসবে তখন আমি বসব)।
৮. أَيَّنَ تَذْهَبُ أَذْهَبُ (যেখানে তুমি যাবে আমি সেখানে যাব)।
৯. إِذْمَا جَاءَ خَالِدٌ أَكْرَمْتُهُ (যখন খালেদ আসবে আমি তাকে সম্মান করব)।
১০. حَيْثُمَا تَمْشِي أَمْشِي (যেখানে তুমি যাবে আমি সেখানে যাব)।
১১. كَيْفَمَا تَأْكُلُ أَكُلُ (যেভাবে তুমি খাবে আমি সেভাবে খাব)।

উপরের বাক্যগুলোতে مَنْ, مَا, مَتَى, مَهْمَا, أَيُّ, أَنَّى, أَيَّانَ, أَيَّنَ, إِذْمَا, حَيْثُمَا ও كَيْفَمَا শব্দসমূহ উপরের বাক্যগুলোতে مَنْ, مَا, مَتَى, مَهْمَا, أَيُّ, أَنَّى, أَيَّانَ, أَيَّنَ, إِذْمَا, حَيْثُمَا ও كَيْفَمَا শব্দসমূহের পরে দুটো فعل রয়েছে। দ্বিতীয় فعل টি সংঘটিত হওয়ার জন্যে প্রথম فعل টিকে شرط হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

### القواعد

هُوَ الرِّبْطُ بَيْنَ حَدَّثَيْنِ يَتَوَقَّفُ ثَانِيَهُمَا عَلَى الْأَوَّلِ -এর পরিচয় :

অর্থাৎ, إِسْمُ الشَّرْطِ -এর পরে, যা দুটো কাজের মধ্যে এমন বন্ধন তৈরি করে যে, দ্বিতীয়টি প্রথমটির উপর নির্ভর করে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী-

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا

(যিনি ভালো কাজে সহায়তা করবে সে তার একটি অংশ পাবে)। এ ধরনের বাক্যের প্রথম কাজটিকে شرط এবং দ্বিতীয় কাজটিকে جَزَاءُ বলা হয়।

১। উপরে উল্লিখিত إِسْمُ গুলো শَرْطُ ছাড়া অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যথা- مَنْ শব্দটি কখনো إِسْتِفْهَامٌ এবং কখনো مَوْضُوعٌ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়।



—মোট ১১ টি। যথা—  
 ۱۱- أَسْمَاءُ الْإِسْتِفْهَامِ : এর সংখ্যা

كَيْفَ، كَمْ، أَنِّي، أَيُّ، أَيَّانَ، أَيْنَ، مَاذَا، مَنْ ذَا، مَتَى، مَا، مَنْ

সময় أَيَّانَ ও مَتَى এর ক্ষেত্রে, عَائِلُ এর ক্ষেত্রে, مَا কেবল, مَنْ ذَا ও مَنْ তন্মধ্যে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে, أَيْنَ কেবল স্থানের ক্ষেত্রে, كَمْ সংখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। إِضَافَةٌ এর দিকে نَكْرَةٌ এর সর্বদা أَيُّ দেয়।

প্রশ্ন করার জন্যে উল্লিখিত اسم গুলো ছাড়াও দুটি حرف রয়েছে। তা হল أ ও هل যথা—

أَزِيدُ حَاضِرٌ أَمْ أَحْمَدُ؟ (যায়েদ উপস্থিত না আহমদ?)

أَخْرَجَ خَالِدٌ؟ (খালেদ কি বেরিয়ে গেছে?)

هَلْ خَرَجَ أُسَامَةُ؟ (উসামা কি বেরিয়ে গেছে?)

## تَدْرِيبَاتٌ

১. أَسْمَاءُ الشَّرْطِ কয়টি ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

২. أَسْمَاءُ الشَّرْطِ গুলো কোনো কালের জন্যে ব্যবহৃত হয়?

৩. أَسْمَاءُ الْإِسْتِفْهَامِ কয়টি ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৪. حُرُوفُ الْإِسْتِفْهَامِ গুলোর নাম লেখ।

৫. নিচের বাক্যগুলো হতে أَسْمَاءُ الشَّرْطِ গুলো বের কর :

إِن تَذَهَبَ أَذْهَبَ. أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ. كَلَّمَا جِئْتَنِي أَكْرَمْتَنِي. مَتَى تَذَهَبَ أَذْهَبَ. أَيْنَ تَجْلِسُ أَجْلِسُ. إِذْمَا تَنْصُرُ أَنْصُرُ. كَلَّمَا فَعَلْتَ خَرَجْتَ.

৬. নিচের বাক্যগুলো থেকে أَسْمَاءُ الْإِسْتِفْهَامِ খুঁজে বের কর :

أَيْنَ تَذَهَبُ؟ أَكْرِمٌ قَائِمٌ؟ مَا تُرِيدُ؟ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ مَا اسْمُكَ؟ هَلْ تَرَاهُ؟ أَيْ لَكَ هَذَا؟ هَلْ خَرَجَ؟ مَاذَا تُرِيدُ؟ مَنْ أَنْتَ.



## أَلْفَصْلُ السَّادِسُ : أَسْمَاءُ الظُّرُوفِ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর :

১. إِذْ قَالَ رَبُّكَ . (যখন আপনার প্রভু বললেন) ।
২. سَافَرْتُ أَمْسٍ (আমি গতকাল সফর করলাম) ।
৩. أَلَانَ أَذْهَبُ . (আমি এখন যাবো) ।
৪. أَنَا جَلَسْتُ لَدَى خَالِدٍ . (আমি খালিদের নিকট বসলাম) ।
৫. أَخَذْتُ الْكِتَابَ مِنْ لَدُنْ بَكْرِ . (আমি বইটি বকরের নিকট থেকে নিলাম) ।

উপরের বাক্যগুলোর إِذْ , أَمْسٍ , أَلَانَ , لَدَى , لَدُنْ এই إِسْمُ গুলো দ্বারা স্থান বা সময়ের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে । এ ধরনের সময় বা স্থান নির্দেশবাচক إِسْمُ কে أَسْمَاءُ الظُّرُوفِ বলে ।

### الْقَوَاعِدُ

إِسْمُ الظَّرْفِ এর পরিচয় :

إِسْمٌ يُذَكِّرُ لِيَبَيِّنَ زَمَانَ الْفِعْلِ أَوْ مَكَانَهُ ، مُتَّصِنٌ مَعْنَى فِي

অর্থাৎ, যে সব اسم দ্বারা সময় অথবা স্থানের প্রতি নির্দেশ করা হয় তাদেরকে أَسْمَاءُ الظُّرُوفِ বলে ।

উল্লেখযোগ্য أَسْمَاءُ الظُّرُوفِ এর মধ্যে কতক স্থান অর্থ নির্দেশের জন্য ব্যবহৃত হয় । যেমন- لَدُنْ , إِذْ , أَمْسٍ , حَيْثُ , لِذَا ইত্যাদি । আবার কতগুলো সময় অর্থ নির্দেশের জন্য ব্যবহৃত হয় । যেমন- أَمْسٍ , إِذْ , حَيْثُ , لِذَا ইত্যাদি ।

আরো কিছু أَسْمَاءُ الظُّرُوفِ আছে, যেগুলো কখনো مَبْنِي এবং কখনো مُعْرَبٌ হয় । যথা-

أَمَامٌ (পেছনে), وَرَاءُ (পেছনে), خَلْفُ (পেছনে), يَمِينُ (ডান), شِمَالُ (বাম), فَوْقُ (উপরে), تَحْتُ (নিচে), قَبْلُ (সামনে), بَعْدُ (পরে) ।

## أَلْفَصْلُ السَّابِعُ : أَسْمَاءُ الْكِنَايَاتِ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর :

১. قُلْتُ كَذَا وَكَذَا . (তুমি এই এই বললে) ।
২. كَمْ رَجَالٍ عِنْدَكَ . (তোমার নিকট কত লোক! অর্থাৎ অনেক লোক) ।
৩. سَمِعْتُ كَيْتَ وَكَيْتَ . (আমি এই এই শুনলাম) ।
৪. كَمْ كِتَابًا إِشْتَرَيْتَ . (তুমি কতো বই ক্রয় করলে । অর্থাৎ অনেক বই)

৫. فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا (তুমি এই এই করলে)।

৬. عِنْدِي كَذَا وَكَذَا قَلَمًا (আমার নিকট এত এত কলম আছে)।

৭. كَأَيِّنٍ مِنْ طَالِبٍ لَقِيتُ (কত ছাত্রের সাথে আমি সাক্ষাৎ করলাম! অর্থাৎ অনেক ছাত্রের সাথে সাক্ষাৎ করলাম)।

৮. فَعَلْتَ ذَيْتَ وَذَيْتَ (তুমি এই এই করলে)।

উপরের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, كَمٌ، كَذَا وَكَذَا، كَيْتٌ وَكَيْتٌ، كَأَيِّنٌ وَذَيْتٌ ও ذَيْتٌ শব্দসমূহ দ্বারা সংখ্যা, কথা বা কাজের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

## الْقَوَاعِدُ

أَسْمَاءُ الْكِنَايَةِ-এর পরিচয় :

التَّعْيِيرُ عَنْ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ بِلَفْظٍ غَيْرِ صَرِيحٍ لِلدَّلَالَةِ عَلَيْهِ.

অর্থাৎ, যে সব اسم দ্বারা কোনো সংখ্যা, কথা বা কাজের প্রতি ইঙ্গিত করা হয় তাদেরকে أَسْمَاءُ الْكِنَايَةِ বলা হয়। উল্লেখযোগ্য أَسْمَاءُ الْكِنَايَةِ হল-

كَأَيِّنٌ وَ ذَيْتٌ، كَيْتٌ، كَذَا، كَأَيِّنٌ، كَمٌ

দু প্রকার। যথা-

(الف) كَمٌ অর্থাৎ, যে কَمٌ দ্বারা কোনো সংখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়।

যথা- كَمٌ قَلَمًا عِنْدَكَ؟ (তোমার নিকট কয়টি কলম আছে?)

(ب) كَأَيِّنٌ অর্থাৎ যে কَأَيِّنٌ দ্বারা সংখ্যার আধিক্য বোঝানো হয়।

যথা- كَمٌ كُتُبٍ رَأَيْتُ - (কত কিতাব আমি দেখেছি! অর্থাৎ অনেক কিতাব আমি দেখেছি)।

## تَدْرِيبَاتٌ

১. أسماء الظروف কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২. أسماء الكناية কয়টি ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৩. কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৪. নিচের اسم গুলো দ্বারা বাক্য তৈরি কর :

..... (الف) ذَيْتٌ وَذَيْتٌ ..... (ب) كَيْتٌ وَكَيْتٌ

..... (ج) كَذَا وَكَذَا ..... (د) كَمٌ

..... (ه) كَأَيِّنٌ

## الفصل الثامن: أسماء الأصوات

প্রত্যেক ভাষায় এমন কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলো দ্বারা মানুষ, পশু ও পাখির বিভিন্ন অবস্থার আওয়াজ বোঝানো হয়। যথা- বাংলা ভাষায় দুঃখ প্রকাশ করার জন্যে উহ্ উহ্ আনন্দ প্রকাশ করার জন্যে বাহ্ বাহ্, ছোট বাচ্চাদেরকে অবাঞ্ছিত কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্যে ছি, ছি, কুকুরের ডাকের জন্যে যেউ যেউ, গরুর ডাকের জন্যে হাষা, মোরগের ডাকের জন্যে কুকুরুত এবং কাকের ডাকের জন্যে কা কা, ইত্যাদি শব্দ রয়েছে।

তদ্রূপ আরবি ভাষায়ও মানুষ, পশু ও পাখির বিভিন্ন অবস্থার আওয়াজ বোঝানোর জন্যে নির্দিষ্ট কিছু শব্দ রয়েছে। সেগুলোকে **أَسْمَاءُ الْأَصْوَاتِ** বলে। যথা-

১. **بَيْحُ بَيْحٍ - وَاهُ وَاهٍ** আনন্দ প্রকাশের আওয়াজ।
২. **أَخْ أَخٍ - أَوْهُ أَوْهٍ** ব্যথা, বেদনা প্রকাশের আওয়াজ।
৩. **أَفُّ** মনোকষ্ট প্রকাশের আওয়াজ।
৪. **نَيْحٌ - نَيْحٌ** উটকে বসানোর আওয়াজ।
৫. **عَاقٌ** কাকের আওয়াজ।
৬. **كَيْحٌ - كَيْحٌ** ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে অবাঞ্ছিত কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখার আওয়াজ।
৭. **سَأُ سَأٍ** গাধাকে পানিতে নামানোর আওয়াজ।

উল্লিখিত **أَسْمَاءُ الْأَصْوَاتِ** ছাড়াও আরবি ভাষায় আরো অনেক **أَسْمَاءُ الْأَصْوَاتِ** রয়েছে। **أَسْمَاءُ الْأَصْوَاتِ** সবগুলোই মাবনী।

## الفصل التاسع: أسماء الأفعال

**أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ** অর্থ ক্রিয়ার অর্থজ্ঞাপক ইসম। পরিভাষায়-

**إِسْمُ الْفِعْلِ هُوَ لَفْظٌ يَنْتُوبُ مَنْتَابَ الْفِعْلِ مَعْنَى وَعَمَلًا وَلَا يَتَأَثَّرُ بِالْعَوَامِلِ وَلَا يُقَدَّمُ الْمَفْعُولُ بِهِ عَلَيْهِ.** অর্থাৎ, **إِسْمُ الْفِعْلِ** এমন শব্দকে বলে, যা অর্থগতভাবে ও আমল করার দিক থেকে **فَعْلٍ**-এর স্থলাভিষিক্ত। কিন্তু আমেলের কারণে **إِسْمُ الْفِعْلِ** কখনো পরিবর্তিত হয় না এবং **بِهِ مَفْعُولٌ** কে **إِسْمُ الْفِعْلِ** এর পূর্বে আনা যায় না।

অর্থ প্রদানের দিক থেকে **الْأَفْعَالِ** তিন ভাগে বিভক্ত। যথা-

ক. **فِعْلٍ مَّاضِي** এর অর্থ প্রদানকারী **إِسْمُ الْفِعْلِ** সমূহ। যথা-

\* **بُطَّانَ** = (أَبْطَأَ) দেরি করল।

\* **سُرْعَانَ / وَشَكَانَ** = (أَسْرَعَ) তাড়াতাড়ি করল।

\* **هَيْهَاتَ** = (بَعُدَ) দূর করল।

\* **شَتَّانَ** = (افْتَرَقَ) বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

খ. **فِعْلٍ أَمْرٍ** এর অর্থ প্রদানকারী **إِسْمُ الْفِعْلِ** সমূহ। যথা-

\* **إِلَيْكَ** (أَلْزِمَ) - আবশ্যিক করে নাও।

\* **تَقَدَّمَ** (أَمَامَكَ) - সামনে আগাও।

\* **تَقَبَّلَ** (أَمِينًا) - গ্রহণ কর।

\* **رُوَيْدَ** (أَمِهْلًا) - সুযোগ দাও।

\* **أَسْكُتَ** (صَهًا) - চুপ কর।

\* **خُذْ** (دُونَكَ) - ধর, লও।

\* **دَعْ** (بَلَهًا) - ছেড়ে দাও।

\* **أَقْبِلْ / حَيَّهْلًا** - তাড়াতাড়ি কর।

\* **انْكَفِضْ** (مَهًا) - থাম, বিরত থাক।

\* **تَأَخَّرْ** (وَرَاءَكَ) - পিছে যাও/ বিলম্ব কর।

\* **امْضِ فِي حَدِيثِكَ** (إِيَّاهُ) - কথা বলতে থাক।

\* **انزِلْ** (نَزَالَ) - অবতরণ কর।

গ. **فِعْلٍ مُضَارِعٍ** এর অর্থ প্রদানকারী **إِسْمُ الْفِعْلِ** সমূহ। যথা-

\* **أَتَوَجَّعُ** (أَوَّاهًا) - আমি ব্যথায় কাতরাচ্ছি।

\* **أَتَضَجَّرُ** (أُفًّا) - আমি অস্থির হয়ে আছি।

\* **يَكْفِينِي** (بِجَلٍّ) - যথেষ্ট হবে।

\* **أَتَعْجَبُ** (وَا) - আমি আশ্চর্য হচ্ছি।

\* **أَسْتَحْسِنُ** (رَهًا) - আমি খুব সুন্দর মনে করছি।

উল্লিখিত **إِسْمُ الْفِعْلِ** সমূহ ছাড়াও আরবি ভাষায় আরো **إِسْمُ الْفِعْلِ** রয়েছে। সকল **إِسْمُ الْفِعْلِ** ই **إِسْمُ الْفِعْلِ** বা শ্রুত আছে। দ্বিবচন, বহুবচন এবং পুথলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ সকলের জন্য **أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ** ব্যবহৃত হয়। তবে **ك** যুক্ত **أَفْعَالِ** **أَسْمَاءُ** ভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হয়।

## تَدْرِيبَاتٌ

১. **أَسْمَاءُ الْأَصْوَاتِ** কাকে বলে? কয়েকটি **أَسْمَاءُ الْأَصْوَاتِ** এর উদাহরণ দাও।

২. **أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ** কাকে বলে এবং কত প্রকার ও কী কী? লেখ।

৩. **أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ** গুলো উল্লেখ কর।

৪. নিচের বাক্যগুলো হতে **أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ** বের কর :

عَلَيْكَ السَّاعَةُ ، هَلُمَّ إِلَيَّ، اللَّهُمَّ آمِينَ، دُونَكَ الْقَلَمُ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، يَا زَيْدُ مَهْ،  
حَيْهَلِ الْمَدْرَسَةِ .

الدَّرْسُ الْخَامِسُ  
الْمُنْصَرِفُ وَغَيْرُ الْمُنْصَرِفِ  
মুনসারিফ ও গাইরি মুনসারিফ

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

(أ)

جَاءَ زَيْدٌ مِنَ الْمَدْرَسَةِ (যায়েদ মাদ্রাসা থেকে এসেছে) ।  
رَأَيْتُ زَيْدًا فِي الْمَسْجِدِ (আমি যায়েদকে মসজিদে দেখেছি) ।  
اِسْتَفَادَ النَّاسُ مِنْ زَيْدٍ (লোকেরা যায়েদ থেকে উপকৃত হয়েছে) ।

(ب)

جَاءَ عُمَرُ مِنَ الْمَدْرَسَةِ (ওমর মাদ্রাসা থেকে এসেছে) ।  
رَأَيْتُ عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ (আমি ওমরকে মসজিদে দেখেছি) ।  
اِسْتَفَادَ النَّاسُ مِنْ عُمَرَ (লোকেরা ওমর থেকে উপকৃত হয়েছে) ।

উপরের উদাহরণগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, নিম্ন রেখাবিশিষ্ট প্রত্যেকটি শব্দই ইসম বা বিশেষ্য, তবে পার্থক্য হল (أ) অংশের বাক্যগুলোতে زيد শব্দটি রফা, নসব, জার ও তানবীন সকল إعراب গ্রহণ করেছে। কিন্তু (ب) অংশের বাক্যগুলোতে عمر শব্দটি রফা ও নসব গ্রহণ করলেও জার ও তানবীন গ্রহণ করেনি। আরবি কাওয়াইদে যেসব ইসম সকল إعراب গ্রহণ করে, তাকে مُنْصَرِفٌ বলে। আর যেসব ইসম রফা ও নসব গ্রহণ করলেও জার ও তানবীন গ্রহণ করে না, তাকে غَيْرُ مُنْصَرِفٍ বলে। সুতরাং (أ) অংশের زيد শব্দটি مُنْصَرِفٌ এবং (ب) অংশের عمر শব্দটি غَيْرُ مُنْصَرِفٍ হয়েছে।

### الْقَوَاعِدُ

مُنْصَرِفٍ-এর পরিচয় : صرْف শব্দমূল হতে فاعِلٌ-এর সীগাহ। এর অর্থ হল পরিবর্তনশীল, রূপান্তরশীল। নাছশাত্ত্বের পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হল -

هُوَ مَا لَيْسَ فِيهِ سَبَبَانِ أَوْ وَاحِدٌ يَقُومُ مَقَامَهُمَا مِنَ الْأَسْبَابِ التَّسْعَةِ .

অর্থাৎ, যে اسم-এর মধ্যে নয়টি সববের দুটি সবব বা দুটির স্থলাভিষিক্ত একটি সবব পাওয়া যায় না, তাকে مُنْصَرِفٌ বলা হয়।

যেমন- **كَيْفٌ، رَجُلٌ، زَيْدٌ** ইত্যাদি। এ শব্দগুলোতে **غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ** এর নয়টি সববের দুটি সবব বা দুটির স্থলাভিষিক্ত একটি সবব নেই। সুতরাং এগুলো **مُنْصَرِفٌ**।

**غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ**-এর পরিচয় : **غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ** শব্দটির অর্থ হল- রূপান্তরশীল নয় এমন, অপরিবর্তনীয়, অরূপান্তরশীল। নাহশাপ্তের পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হল -

هُوَ مَا فِيهِ سَبَبَانِ أَوْ وَاحِدٌ يَقُومُ مَقَامَهُمَا مِنَ الْأَسْبَابِ التَّسْعَةِ .

অর্থাৎ, যে **اسْمٌ** এর মধ্যে নয়টি সববের যে কোনো দুটি সবব অথবা দুটির স্থলাভিষিক্ত একটি সবব বিদ্যমান থাকে, তাকে **غير المنصرف** বলে। যেমন- **إِبْرَاهِيمُ، إِدْرِيسُ** ইত্যাদি। এ শব্দদ্বয়ে **عَلَّمَ** (নামবাচক) এবং **عُجِمَتْ** (অনারবি) এ দুটি সবব থাকায় শব্দ দুটি **غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ** হয়েছে।

**غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ** হওয়া বা না হওয়ার জন্য সবব মোট নয়টি। তা হল-

১- **الْعَدْلُ** , ২- **الْوَصْفُ** , ৩- **التَّأْنِيثُ** , ৪- **المَعْرِفَةُ** , ৫- **العُجْمَةُ** , ৬- **التَّرْكِيبُ**

৭- **وَزْنُ الْفِعْلِ** , ৮- **الْجَمْعُ** , ৯- **الْأَلِفُ وَالتَّوْنُ الرَّائِدَانِ**

প্রত্যেকটির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ-

১ **الْعَدْلُ** : **عَدْلٌ** অর্থ পরিবর্তন হওয়া, রূপান্তরিত হওয়া ইত্যাদি। পরিভাষায়, শব্দ তার আসল রূপ হতে অন্য রূপে পরিবর্তিত হওয়াকে **عدل** বলে। এ ধরনের পরিবর্তন প্রকাশ্য অথবা অপ্রকাশ্য দু প্রকারে হয়ে থাকে। (ক) প্রকাশ্য পরিবর্তন, যেমন- **مَثَلْتُ، ثُلْتُ** শব্দদ্বয় যথাক্রমে **ثَلَاثَةٌ ثَلَاثَةٌ** থেকে পরিবর্তন হয়ে এসেছে, যা তার অর্থের মধ্যে বিদ্যমান আছে। আর (খ) অপ্রকাশ্য পরিবর্তন। যেমন- **زُفْرٌ** ও **عَمْرٌ** যা মূলে যথাক্রমে **زَاْفِرٌ** ও **عَامِرٌ** ছিল।

**حُكْمٌ** : **عَدْلٌ** সববটি **علم** ও **وصف** এর সাথে একত্রিত হয়, কিন্তু **وَزْنُ الْفِعْلِ**-এর সাথে কখনো একত্রিত হয় না।

২ **الْوَصْفُ** : **وَصْفٌ** শব্দটি বাবে **ضَرَبَ** এর মাসদার। আভিধানিক অর্থ- গুণ বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা। আর পরিভাষায় গুণবাচক সত্তাকে যে শব্দ প্রকাশ করে, তাকে **وصف** বলা হয়। তবে শর্ত হল, গঠনকালেই তার মধ্যে **وصف** এর অর্থ থাকতে হবে। যেমন- **أَسْوَدٌ - أَرْقَمٌ** ইত্যাদি।

**حُكْمٌ** : **وصف** কখনো **علم** এর সাথে মিলিত হয় না। তবে **وَزْنُ الْفِعْلِ** ও **الْأَلِفُ** ও **وَتُونُ الرَّائِدَانِ** এর সাথে মিলিত হয়।

৩। **مُوْنَّثٌ** বা **تَأْنِيْثٌ** অর্থ- স্ত্রীলিঙ্গ। যে **إِسْمٌ** স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন বহন করে তাকে **تَأْنِيْثٌ** বা **مُوْنَّثٌ** বলে। এ চিহ্ন প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য দু ভাবে হতে পারে। নিম্নের এর বিভিন্ন প্রকার আলোচনা করা হল-

ক. গোল (ة) যোগে **تَأْنِيْثٌ** হতে পারে। তবে এজন্য **عَلَمٌ** হওয়া শর্ত। যেমন- **فَاطِمَةٌ** - **طَلْحَةُ** ইত্যাদি।

খ. কোন স্ত্রীলোকের নাম হওয়ার কারণেও **تَأْنِيْثٌ** হতে পারে। যেমন- **زَيْنَبٌ** - **مَرْيَمٌ** ইত্যাদি।

গ. **أَلِفٌ مَّقْصُورَةٌ** যোগে **تَأْنِيْثٌ** হতে পারে। যেমন- **بُشْرَى** - **كِسْرَى** ইত্যাদি।

ঘ. **أَلِفٌ مَمْدُودَةٌ** যোগে **تَأْنِيْثٌ** গঠিত হতে পারে। যেমন- **سَوْدَاءٌ** - **حَمْرَاءٌ** ইত্যাদি।

মনে রেখো, **التَّأْنِيْثُ بِالْأَلِفِ الْمَمْدُودَةِ وَالْأَلِفِ الْمَقْصُورَةِ** জাতীয় শব্দসমূহ মাত্র একটি সববের দ্বারাই **غَيْرُ مُنْصَرِفٍ** হয়ে থাকে। কারণ এ সববটি দুটি সববের স্থলাভিষিক্ত হয়।

৪। **مَعْرِفَةٌ** অর্থ- নির্দিষ্ট। পরিভাষায় যেসব **إِسْمٌ** নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর নাম বোঝায়, তাকে **مَعْرِفَةٌ** বলা হয়। **مَعْرِفَةٌ** এর সাত প্রকারের মধ্যে একমাত্র **عِلْمٌ** ই **غَيْرُ مُنْصَرِفٍ** এর সবব হতে পারে।

হুকুম : **مَعْرِفَةٌ** বা **عَلَمٌ** সববটি **وصف** ব্যতীত অন্য সব সববের সাথে মিলিত হতে পারে। যথা- **عُمْرَانٌ** - **عُمْرٌ** - **فَاطِمَةٌ** ইত্যাদি।

৫। **عُجْمَةٌ** অর্থ- অনারবি শব্দ। যেসব শব্দ বা **إِسْمٌ** আরবি ভাষার নয়, অথচ আরবি ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তাকে **عُجْمَةٌ** বলা হয়।

হুকুম: কোনো শব্দ **عجمة** হতে হলে সেটিকে **علم** হতে হবে এবং চার বা চারের অধিক অক্ষরবিশিষ্ট হতে হবে। আর তিন অক্ষরবিশিষ্ট হলে তার মাঝের অক্ষরটি **حركة** বিশিষ্ট হতে হবে। যেমন- **إِبْرَاهِيْمٌ**, **سَقَرٌ**, **إِذْرِيسُ** ইত্যাদি।

৬। **جَمْعٌ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ** অর্থ- বহুবচন। **غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ** এর সবব হতে হলে শব্দটিকে **جَمْعٌ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ** তথা চূড়ান্তভাবে বহুবচনবাচক হতে হবে। তবে এর শেষে স্ত্রীলিঙ্গের ; যুক্ত হবে না। সুতরাং **فَرَازَنْةٌ** এর শেষে ; থাকার কারণে তা **غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ** নয়।

হুকুম : **غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ** এর সবব হিসেবে **جَمْعٌ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ** তথা এ ধরনের বহুবচনের আলিফের পর দুটি বর্ণ থাকতে হবে অথবা তাশদীদযুক্ত একটি বর্ণ অথবা তিন বর্ণ থাকবে, যার মাঝের বর্ণটি সাকিন হবে। যেমন- **مَسَاجِدُ**, **دَوَابُّ**, **مَفَاتِيْحُ** ইত্যাদি। এ প্রকার সবব দুটি সববের স্থলাভিষিক্ত।



৭। التَّرْكِيْبُ : التَّرْكِيْبُ : মানে যৌগিক শব্দ। একাধিক শব্দ যুক্ত হয়ে একটি শব্দ গঠিত হলে তাকে تَرْكِيْبُ বলে।

হুকুম : তারকীবِ الْمُنْصَرَفِ عَيْرُ الْمُنْصَرَفِ এর সবব হতে হলে عَلَّمَ বা নামবাচক তথা مَنَعَ الصَّرْفِ مُرَكَّبُ مَنَعَ الصَّرْفِ হতে হবে। যেমন- بَعْلَبَكُ (একটি শহরের নাম)। এখানে بَعْلُ (মূর্তি) ও بَكُّ (বাদশার নাম) দুটি পৃথক শব্দ যুক্ত হয়ে بَعْلَبَكُ হয়েছে।

৮। الألفِ وَنُونِ الرَّائِدَتَانِ : অক্ষর দুটি যুক্ত থাকে তাকে وَنُونِ الرَّائِدَتَانِ أَلْفٌ বলে।

হুকুম : এ ধরনের وَنُونِ الرَّائِدَتَانِ أَلْفٌ যদি إِسْمٌ এর মধ্যে হয়, তাহলে তা عَيْرُ مُنْصَرَفٍ এর সবব হতে হলে عَلَّمَ (নামবাচক) হওয়া শর্ত। যেমন- عُمَرَانُ-عُثْمَانُ ইত্যাদি। আর وَنُونِ الرَّائِدَتَانِ أَلْفٌ সিফাতের মধ্যে হলে তার مُؤْنَتْ টি فَعْلَانَةٌ এর ওয়নে না হওয়া শর্ত। যেমন- سَكْرَانُ । সুতরাং نَدْمَانُ শব্দটি مُنْصَرَفٌ। কেননা এ শব্দের জ্বীলিজ্ঞ نَدْمَانَةٌ আসে।

৯। وَزْنُ الْفِعْلِ : وَزْنُ الْفِعْلِ : অর্থ- فِعْلٌ এর ওয়নে হওয়া। যদি কোনো ইসম مَاضِي অথবা مَضَارِع এর সীগাহর ওয়নে হয়, তবে তাকে وَزْنُ الْفِعْلِ বলা হয়।

হুকুম : وَزْنُ الْفِعْلِ এর ইসমসূহ সাধারণত عَلَّمَ (নাম) এবং وَصْف (গুণ) এর সাথে যুক্ত হয়ে থাকে। যেমন- أَسْوَدٌ-أَحْمَدٌ-أَحْمَدٌ ইত্যাদি।

## تَدْرِيبَاتٌ

১। المنصرف غير المنصرف কাকে বলে? মুনসারিফ হওয়া না হওয়ার সববগুলো উদাহরণসহ লেখ।

২। المعرفة ও التأنيت বলতে কী বোঝায়? তাদের حكم উদাহরণসহ লেখ।

৪। العجمة ও وزن الفعل বলতে কী বোঝায়? তাদের حكم উদাহরণসহ লেখ।

৫। جمع منتهي المجموع বলতে কী বোঝায়? এর حكم উদাহরণসহ লেখ।

৬। নিচের শব্দগুলোর منصرف ও غير منصرف নির্ণয় কর এবং উহার সবব লেখ :

تفسير، شعيب، طلحة، عمر، إدريس، نعمان، مساجد، عثمان، أحمد، نوح، عبد الله، مكة،

. مدينة، إبراهيم، بعلبك، إسماعيل، عائشة، بنغلاديش، يابان، زمزم

الدَّرْسُ السَّادِسُ  
الْمَرْفُوعَاتُ وَالْمَنْصُوبَاتُ وَالْمَجْرُورَاتُ  
মারফুআত, মানসুবাত ও মাজরুরাত

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর:

(ج) الْمَجْرُورَاتُ	(ب) الْمَنْصُوبَاتُ	(ألف) الْمَرْفُوعَاتُ
مَرَرْتُ بِالْمَدْرَسَةِ	إِنَّ الْمَدْرَسَةَ جَمِيلَةٌ	الْمَدْرَسَةُ جَمِيلَةٌ
مَرَرْتُ بِالْمُعَلِّمِينَ	إِنَّ الْمُعَلِّمِينَ مَاهِرَانِ	الْمُعَلِّمَانِ مَاهِرَانِ
مَرَرْتُ بِالصَّائِمِينَ	إِنَّ الصَّائِمِينَ مَغْفُورُونَ	الصَّائِمُونَ مَغْفُورُونَ

উপরে বর্ণিত বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, (ألف) অংশে নিম্নরেখাবিশিষ্ট শব্দের শেষবর্ণে رفع বা পেশ রয়েছে, যা পেশ, ألف ও واو দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে। আর (ب) অংশে নিম্নরেখাবিশিষ্ট শব্দের শেষবর্ণে نصب রয়েছে, যা فتحة ও ياء দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে। আর (ج) অংশে নিম্নরেখাবিশিষ্ট শব্দের শেষে جر রয়েছে, যা كسرة ও ياء দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে।

আরবি ভাষায় اسم-এর শেষবর্ণে এ ধরনের نصب ও رفع বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। যতগুলো কারণে رفع হয়, সবগুলোকে একত্রে مَرْفُوعَاتٍ বলে। যতগুলো কারণে যবর হয়, তার সবগুলোকে একত্রে مَنْصُوبَاتٍ বলে। আর যতগুলো কারণে جر হয়, তার সবগুলোকে একত্রে مَجْرُورَاتٍ বলে।

### الْقَوَاعِدُ

الْمَرْفُوعَاتُ-এর পরিচয় : مَرْفُوعَةٌ শব্দটি مَرْفُوعَةٌ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হল রফা বা পেশবিশিষ্ট। পরিভাষায় مَرْفُوعَاتٌ ঐ সকল مُعْرَبٌ কে বোঝায়, যেগুলো কোনো رَافِعٍ-এর কারণে رفع-এর حالة হয়। এ পতিত হয়। مرفوعات হল বাক্যের অপরিহার্য দিক, তার স্তম্ভ, যা ছাড়া বাক্য হতেই পারে না। এর বাইরে যা থাকে তা অতিরিক্ত, যা ছাড়াও বাক্য হতে পারে। আরবি ভাষায় বলা হয়-

الْمَرْفُوعَاتُ لَوَازِمُ الْجُمْلَةِ وَالْعُمْدَةُ فِيهَا وَالَّتِي لَا تَخْلُو مِنْهَا وَمَا عَدَاهَا فَضْلَةٌ يَسْتَقِيلُ الْكَلَامُ دُونَهَا.

مَنْصُوبَات-এর পরিচয় : مَنْصُوبَةٌ শব্দটি مَنْصُوبَات শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হল নসব বা যবরবিশিষ্ট। পরিভাষায় مَنْصُوبَات বলতে ঐ সকল مُعْرَبٌ اِسْمٌ কে বোঝায়, যেগুলো কোনো عَامِلٍ نَاصِبٍ-এর কারণে نَصْبٍ-এর حَالَةٌ-এ পতিত হয়।

مَجْرُورَات-এর পরিচয় : مَجْرُورَةٌ শব্দটি مَجْرُورَات শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হল যার বা যেরবিশিষ্ট। পরিভাষায় যে সব اسم কোনো কারণে যের প্রাপ্ত হয়, তাকে مَجْرُورَات বলে।

এর প্রকারভেদ : مَجْرُورَاتٌ ও مَنْصُوبَاتٌ ; مَرْفُوعَاتٌ

مَجْرُورَاتٌ দু প্রকার	مَنْصُوبَاتٌ বারো প্রকার	مَرْفُوعَاتٌ আট প্রকার
১. اَلْمُضَافُ اِلَيْهِ	১. اَلْمَفْعُولُ الْمَطْلُوقُ	১. اَلْفَاعِلُ
২. مَجْرُورٌ بِمَجْرُوفٍ الْجَرِّ	২. اَلْمَفْعُولُ بِهٖ	২. نَائِبُ الْفَاعِلِ
	৩. اَلْمَفْعُولُ فِيهِ	৩. اَلْمُبْتَدَأُ
	৪. اَلْمَفْعُولُ لَهٗ	৪. اَلْخَبَرُ
	৫. اَلْمَفْعُولُ مَعَهُ	৫. خَبَرٌ اِنْ وَاخْوَاتِهَا
	৬. اَلْحَالُ	৬. اِسْمٌ كَانَ وَاخْوَاتِهَا
	৭. اَلْمُسْتَنْفَى	৭. اِسْمٌ مَاوَلَا الْمُسَبَّهَاتَيْنِ بَلَيْسَ
	৮. اَلتَّمْيِيزُ	৮. خَبَرٌ لَا التَّافِيَةَ لِلْجِنْسِ
	৯. اِسْمٌ اِنْ وَاخْوَاتِهَا	
	১০. خَبَرٌ كَانَ وَاخْوَاتِهَا	
	১১. خَبَرٌ مَاوَلَا الْمُسَبَّهَاتَيْنِ بَلَيْسَ	
	১২. اِسْمٌ لَا التَّافِيَةَ لِلْجِنْسِ	

নিম্নে مَجْرُورَات-এর মَجْرُورَاتٌ ও مَنْصُوبَاتٌ ; مَرْفُوعَاتٌ (সতোরো)টি পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হল-

- ১- اَلْفَاعِلُ , ২- نَائِبُ الْفَاعِلِ , ৩- اَلْمُبْتَدَأُ , ৪- اَلْخَبَرُ , ৫- اِنْ وَاخْوَاتِهَا , ৬- كَانَ وَاخْوَاتِهَا ,
- ৭- مَاوَلَا الْمُسَبَّهَاتَيْنِ بَلَيْسَ , ৮- اَلْمَفْعُولُ الْمَطْلُوقُ , ৯- اَلْمَفْعُولُ بِهٖ , ১০- اَلْمَفْعُولُ فِيهِ ,
- ১১- اَلْمَفْعُولُ لَهٗ , ১২- اَلْمَفْعُولُ مَعَهُ , ১৩- اَلْحَالُ , ১৪- اَلْمُسْتَنْفَى , ১৫- اَلتَّمْيِيزُ ,
- ১৬- اَلْمُضَافُ اِلَيْهِ , ১৭- مَجْرُورٌ بِمَجْرُوفٍ الْجَرِّ .

# الْمَرْفُوعَاتُ الْفَضْلُ الْأَوَّلُ الْفَاعِلُ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

- ১ دَخَلَ خَالِدٌ الْمَدْرَسَةَ (খালিদ মাদ্রাসায় প্রবেশ করলো)।
- ২ قَرَأَ زَيْدٌ الْكِتَابَ (যায়েদ বইটি পড়লো)।
- ৩ ذَهَبَ فَهِيمٌ إِلَى السُّوقِ (ফাহিম বাজারে গেলো)।

উপরের প্রত্যেকটি বাক্যে একটি করে فَعَلَ রয়েছে। সেগুলো হল- (ذَهَبَ، قَرَأَ، دَخَلَ)। প্রথম বাক্যে دَخَلَ ফেলটিকে خَالِدٌ সম্পাদন করেছে। তাই খালিদ فَاعِلٌ বা কর্তা। দ্বিতীয় বাক্যে قَرَأَ ফেলটিকে زَيْدٌ সম্পাদন করেছে তাই যায়েদ فَاعِلٌ বা কর্তা। আবার তৃতীয় বাক্যে ذَهَبَ ফেলটিকে فَهِيمٌ সম্পন্ন করেছে। তাই ফাহিম শব্দটি فاعل বা কর্তা হয়েছে।

## الْقَوَاعِدُ

تَعْرِيفُ الْفَاعِلِ :

আরবি ভাষায় বলা হয়-

الْفَاعِلُ إِسْمٌ مَرْفُوعٌ قُدِّمَ عَلَيْهِ فِعْلٌ تَامٌّ مَعْلُومٌ أَوْ شَبَّهُهُ أُسْنِدٌ إِلَيْهِ

অর্থাৎ, এমন পেশবিশিষ্ট اسم কে فَاعِلٌ বলে, যার পূর্বে একটি تَامٌّ مَعْلُومٌ বা তৎসাদৃশ কোনো فِعْلٌ উল্লেখ থাকে, যা ঐ فِعْلٌ-কে তার দিকে সম্পৃক্ত করা হয়।

সহজভাবে বলা যায়, যে فِعْلٌ সম্পাদন করে, তাকে فَاعِلٌ বলে। এজন্যে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়-

- ১। বাক্যে فَاعِلٌ এর স্থান فِعْلٌ এর পরে থাকবে। কখনো فِعْلٌ এর আগে فاعل ব্যবহৃত হয় না।
- ২। فِعْلٌ টি تَامٌّ বা পূর্ণ হবে।
- ৩। فِعْلٌ টি مَعْرُوفٌ হবে।

فِعْلُ কে যদি 'কে' বা 'কি' দ্বারা সম্পাদন করা হয়েছে, জিজ্ঞেস করা হয়, তবে তার উত্তরে যে ব্যক্তি বা বস্তু নাম আসবে, তাকেই فاعِل ধরে নেয়া যায়। যেমন- ضَحِكَ خَالِدٌ (খালেদ হাসলো), زَالَ الخَوْفُ (ভয় দূর হল)।

উপরোক্ত প্রথম বাক্যে ضَحِكَ ফে'লটিকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, কে হাসলো? তখন উত্তর হবে, খালিদ। দ্বিতীয় বাক্যে زَالَ ফে'লটিকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, কি দূর হল? তখন উত্তর হবে الخَوْفُ তথা ভয়। সুতরাং خَالِدٌ ও خَوْفٌ শব্দদ্বয় فَاعِلٌ।

এছাড়া যাকে কোনো কাজ করার আদেশ বা নিষেধ করা হয় সেও فاعِل হয়। যথা- اِقْرَأْ (তুমি পড়), لَا تَلْعَبْ (তুমি খেলো না)।

فَاعِلٌ তিন প্রকার। যথা-

- ১। اِسْمٌ ظَاهِرٌ হল زَيْدٌ বাক্যে دَخَلَ زَيْدٌ فِي الْمَسْجِدِ - যথা- اِسْمٌ ظَاهِرٌ বা প্রকাশ্য ইসম।
- ২। ضَمِيْرٌ بَارِزٌ হল تُ دَخَلْتُ فِي الْمَسْجِدِ - যথা- ضَمِيْرٌ بَارِزٌ বা প্রকাশ্য সর্বনাম।
- ৩। هُوَ সর্বনামটি دَخَلَ বাক্যে دَخَلَ فِي الْمَسْجِدِ - যথা- هُوَ সর্বনামটি ضَمِيْرٌ مُسْتَتِرٌ হল ضَمِيْرٌ مُسْتَتِرٌ

### فاعل-এর সাথে فعل-এর অবস্থা

১। اِسْمٌ ظَاهِرٌ যদি فَاعِلٌ হয়, তবে উহা - واحد বা ثننية - جمع যাই হোক না কেনো সর্বাবস্থায় পূর্বের فعل টি একবচনের হবে। যথা-

دَخَلَتِ الطَّالِبَةُ	دَخَلَ التَّلْمِيْذُ
دَخَلَتِ الطَّالِبَتَانِ	دَخَلَ التَّلْمِيْذَانِ
دَخَلَتِ الطَّالِبَاتُ	دَخَلَ التَّلَامِيْذُ

২। দু স্থানে فِعْلُ কে وَاجِبٌ ব্যবহার করা হয়। তা হল-

(ক) فَاعِلٌ যদি مُؤَنَّثٌ حَقِيْقِيٌّ হয় এবং فَاعِلٌ ও فِعْلٌ এর মাঝে অন্য কোনো শব্দ না থাকে। যথা-

سَافَرَتْ خَدِيْجَةٌ

(খ) فَاعِلٌ যদি مُؤَنَّثٌ এর ضَمِيْرٌ হয়। যথা- فَاطِمَةُ نَامَتْ - فَاطِمَةُ نَامَتْ

৩। তিন স্থানে فعل কে مُذَكَّرٌ و مُؤَنَّثٌ উভয়ই ব্যবহার করা جائز। তা হল-

(ক) فاعل যদি مُؤَنَّثٌ حَقِيقِيٌّ হয় এবং فعل ও তার মাঝে অন্য কোনো শব্দ আসে। যথা-

سَافَرَتِ الْيَوْمَ فَاطِمَةُ / سَافَرَ الْيَوْمَ فَاطِمَةُ .

(খ) فاعل যদি مُؤَنَّثٌ غَيْرُ حَقِيقِيٌّ হয়। যথা- طَلَعَتِ الشَّمْسُ / طَلَعَ الشَّمْسُ

(গ) فاعل যদি جمع مكسر হয়। যথা- قَامَتِ الرَّجَالُ / قَامَ الرَّجَالُ

পবিত্র কুরআনে আছে وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ

## تَدْرِيبَاتٌ

১। مرفوعات কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কী কী? লেখ।

২। منصوبات কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কী কী? লেখ।

৩। مجرورات কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কী কী? লেখ।

৪। فاعل কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৫। فاعل কত প্রকার ও কী কী? লেখ।

৬। فاعل যদি اسم ظاهر বা ضمير হয় তখন فعل কী ধরনের হয়? উদাহরণসহ লেখ।

৭। কোনো কোনো স্থানে فعل কে مؤنث নেয়া واجب এবং কোনো কোনো স্থানে مذکر ও مؤنث উভয় ব্যবহার করা جائز? উদাহরণসহ লেখ।

৮। ألف অংশের فعل গুলো দ্বারা ب অংশের শূণ্যস্থান সঠিকভাবে পূরণ কর এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন কর।

(ب)	(ألف)	(ب)	(ألف)
.....النِّسْوَةُ	قَالَتِ النَّسْوَةُ	.....الْمُدْرُسُونَ	ضَجِكَ الْمُدْرُسُونَ
.....الْصَّدِيقَانِ	سَافَرَ الصَّدِيقَانِ	.....الطَّالِبَانِ	لَعِبَ الطَّالِبَانِ
.....الْمُؤْمِنَاتُ	تَسْجُدُ الْمُؤْمِنَاتُ	.....الْأَصْدِقَاءُ	سَمِعَ الْأَصْدِقَاءُ
.....الطَّالِبَتَانِ	تَسْمَعُ الطَّالِبَتَانِ	.....الْإِخْوَانُ	خَرَجَ الْإِخْوَانُ

৯। পঠিত নিয়মের আলোকে নিচের বাক্যগুলো শুদ্ধ করে লেখ :

- ১- ذَهَبُوا إِخْوَتَكَ وَلَمْ يَرْجِعُوا.
- ২- نَصَرُوكَ قَوْمِي فَأَعْتَرَزْتُ بِهِمْ.
- ৩- حَفِظَا الصَّدِيقَاتُ عَهْدَهُمَا.
- ৪- مَضِينَ الْمُرَضَاتُ إِلَى الْمُسْتَنَفَى لِخِدْمَةِ الْمَرْضَى.

১০। নিম্নবর্ণিত বাক্যগুলোর মধ্যে فاعل চিহ্নিত কর :

- ১- قَالَ تَعَالَى: "إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ"
- ২- قَالَ تَعَالَى: "إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ"
- ৩- قَالَ تَعَالَى: "فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ"
- ৪- إِذَا اخْتَصَمَ اللِّصَانَ ظَهَرَ الْمَسْرُوقُ.
- ৫- رَجَعَ نِعْمَانُ مِنَ السُّوقِ..

## الْفَضْلُ الثَّانِي نَائِبُ الْفَاعِلِ

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর :

(ألف)

عَلَّمَ اللَّهُ الْقُرْآنَ (আল্লাহ কুরআন শিক্ষা দিলেন) ।

خَلَقَ اللَّهُ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا (আল্লাহ মানুষকে দুর্বলভাবে সৃষ্টি করেছেন) ।

(ب)

عَلَّمَ الْقُرْآنُ (কুরআন শিক্ষা দেয়া হল) ।

خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (মানুষকে দুর্বলভাবে সৃষ্টি করা হল) ।

উপরের উদাহরণগুলোতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, (ألف) অংশের বাক্যগুলোতে اللهُ শব্দটি হল فَاعِلٌ (কর্তা) আর الْقُرْآنُ ও الْإِنْسَانُ হল مَفْعُولٌ بِهِ তথা কর্ম ।

পক্ষান্তরে (ب) অংশের বাক্যগুলোতে فاعل-কে উল্লেখ না করে তার স্থলে الْقُرْآنُ ও الْإِنْسَانُ-কে উল্লেখ করা হয়েছে । فاعل জানা না থাকলে তদস্থলে بِهِ-কে উল্লেখ করার নাম نَائِبُ الْفَاعِلِ তবে শর্ত হল فعل টি مَجْهُولٌ এর صيغة হতে হবে ।

## الْقَوَاعِدُ

تَعْرِيفُ نَائِبِ الْفَاعِلِ :

আরবি ভাষায় نَائِبِ الْفَاعِلِ -এর সংজ্ঞায় বলা হয়-

نَائِبُ الْفَاعِلِ هُوَ اسْمٌ مَرْفُوعٌ سَبَقَهُ فِعْلٌ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ وَحَلَّ مَحَلَّ الْفَاعِلِ بَعْدَ حَذْفِهِ.

অর্থাৎ, এমন পেশবিশিষ্ট اسم কে نَائِبِ الْفَاعِلِ বলে, যার পূর্বে একটি مَجْهُولٌ উল্লেখ থাকে এবং যেটি فَاعِلٌ কে বিলুপ্ত করার পর তদস্থলে আসে ।

فاعل এবং مؤنث ও مذکر এবং جمع - تثنیة - واحد কে فعل এর نَائِبِ الْفَاعِلِ এর ক্ষেত্রে বর্ণিত নিয়মাবলিই প্রযোজ্য হবে ।



বিভিন্ন কারণে فَعْلٌ مَّجْهُولٌ ব্যবহার করা হয়। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি হল-

- ১। فَاعِلٌ জানা না থাকলে। যেমন- سُرِقَ الْقَلَمُ (কলমটি চুরি হল)।
- ২। فَاعِلٌ খুব প্রসিদ্ধ হলে। যেমন- خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (মানুষকে দুর্বলভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে)।
- ৩। বাক্য সংক্ষিপ্ত করতে হলে। যেমন- أُوتِيْتُ الْكِتَابَ (আমি কিতাবটি প্রাপ্ত হয়েছি)।

## تَدْرِيبَاتٌ

- ১। الفاعل কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।
- ২। নিম্নের দাগ দেয়া به مفعول গুলোকে الفاعل এ রূপান্তর কর এবং فعل এর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন কর :

১. حَارَبَ الْجُنُودُ الْأَعْدَاءَ . ২. سَرَقَ السَّارِقُ الْمَتَاعَ .

৩. اِشْتَرَيْتُ الْقَلَمَ . ৪. أَخَذَ بَكْرٌ الْقَمِيصَ .

৫. أَكْرَمَتِ الْمَدْرَسَةُ الْمُتَفَوِّقِينَ . ৬. زَارَ الْمُعَمَّرَاتُ بَيْتَ اللَّهِ .

- ৩। নিম্নে বর্ণিত বাক্যসমূহ থেকে فعل مجهول এবং فاعل বের কর :

১- لَا يُحْسَدُ إِلَّا ذُو نِعْمَةٍ .

২- عُرِضَتْ قَضِيَّتَانِ أَمَامَ الْقَاضِي .

৩- تُعْرَفُ حَرَارَةُ الْمَرِيضِ بِمِقْيَاسِ حَرَارِيٍّ .

৪- نُوقِشَتْ قَضَايَا إِسْلَامِيَّةً فِي رَابِطَةِ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ .

৫- يَبِيعُ الْبِضَاعَةَ بِثَمَنِ بَحْسٍ .

- ৪। নিম্নে বর্ণিত كلمة গুলিকে فعل مجهول এ রূপান্তর কর এবং বাক্য তৈরি কর :

نَصَرَ , كَتَبَ , يَسْأَلُ , سَلَّمَ , أَكْرَمَ .

## الْفَصْلُ الثَّالِثُ الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

اللَّهُ الصَّمَدُ (আল্লাহ অমুখাপেক্ষী) ।

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (আল্লাহ আসমান ও জমিনের নূর) ।

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (লাইলাতুল কদর হাজার মাস থেকে উত্তম) ।

উপরের উদাহরণগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় যে, বাক্যগুলোতে দুটি অংশ রয়েছে। তা হল, مُسْنَدٌ وَّ مُسْنَدٌ إِلَيْهِ ;

তোমরা জানো যে, যার সম্পর্কে কিছু বলা হয়, তাকে مُسْنَدٌ إِلَيْهِ এবং مُسْنَدٌ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়, তাকে مُسْنَدٌ বলে।

الْجُمْلَةُ	مُسْنَدٌ	مُسْنَدٌ إِلَيْهِ
اللَّهُ الصَّمَدُ	الصَّمَدُ	اللَّهُ
اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	اللَّهُ
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ	خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ	لَيْلَةُ الْقَدْرِ

সে দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লিখিত বাক্যগুলোতে اللَّهُ ; اللَّهُ وَّ اللَّهُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ হল مُسْنَدٌ إِلَيْهِ এবং مُسْنَدٌ ; اللَّهُ الصَّمَدُ ; اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ হল مُسْنَدٌ । কারণ, প্রথম বাক্যে اللَّهُ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি অমুখাপেক্ষী। অনুরূপ দ্বিতীয় বাক্যেও اللَّهُ সম্পর্কে বলা হয়েছে। আর তৃতীয় বাক্যেও অনুরূপ لَيْلَةُ الْقَدْرِ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

مُسْنَدٌ টি যদি বাক্যের প্রথমে আসে এবং তার পূর্বে কোনো প্রকারٍ عَامِلٌ না থাকে তার নাম হয় مُبْتَدَأٌ এবং مُسْنَدٌ টি বাক্যের শেষে আসে, তার নাম خَبَرٌ ।

সুতরাং বাক্যগুলোতে اللَّهُ ; اللَّهُ وَّ اللَّهُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ হল مُبْتَدَأٌ (মুবতাদা) । আর نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ; اللَّهُ الصَّمَدُ হল خَبَرٌ (খবর) ।

## الْقَوَاعِدُ

الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ এর সংজ্ঞা হল-

الْمُبْتَدَأُ : إِسْمٌ مَرْفُوعٌ مُجَرَّدٌ عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ لِلإِسْنَادِ . وَالْخَبَرُ : هُوَ مَا أُسْنِدَ إِلَى الْمُبْتَدَأِ مُتِمِّمًا مَعْنَاهُ .

অর্থাৎ, এমন পেশবিশিষ্ট ইস্ম কে مُبْتَدَأُ বলে যার সাথে অন্য কোনো কিছুর সম্পর্ক স্থাপন করা এবং যা শাব্দিক عَامِلٌ থেকে মুক্ত থাকে। আর خَبَرٌ এমন ইস্ম বা বাক্য বা বাক্যাংশকে বোঝায় যা مُبْتَدَأُ এর অর্থকে পূর্ণতাদানের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং তার দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়।

أَصْلُ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ :

نَكْرَةٌ সাধারণত এবং مَعْرِفَةٌ প্রধানত مُبْتَدَأُ হয়।

أَقْسَامُ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ :

مُبْتَدَأُ সাধারণত : তিন প্রকার। যথা-

১। الْكَرِيمُ مَحْبُوبٌ - যথা- إِسْمٌ صَرِيحٌ ।

২। أَنْتَ مُجْتَهِدٌ - যথা- ضَمِيرٌ مُنْفَصِلٌ ।

৩। وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ - যথা- إِسْمٌ مُؤَوَّلٌ بِالصَّرِيحِ । এ আয়াতের তাবীল হল, صِيَامُكُمْ خَيْرٌ (রোযা পালন করা তোমাদের জন্য কল্যাণকর) ।

خَبَرٌ সাধারণত : ৪ প্রকার হয়। যথা-

১। زَيْدٌ عَالِمٌ - যথা- إِسْمُ الْفَاعِلِ ।

২। الْكِتَابُ مَمْرُوقٌ - যথা- إِسْمُ الْمَفْعُولِ ।

৩। الْمَدِينَةُ نَظِيفَةٌ - যথা- صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ ।

৪। اللَّهُ عَفُورٌ - যথা- إِسْمُ الْفَاعِلِ لِلْمُبَالَغَةِ ।

এর ব্যবহার বিধি : خَبَرٌ ও مُبْتَدَأٌ

صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ বা إِسْمُ الْفَاعِلِ لِلْمُبَالَغَةِ - إِسْمُ الْمَفْعُولِ - إِسْمُ الْفَاعِلِ যদি خَبَرٌ ১

সময় مُبْتَدَأُ এর অনুকরণ করে। অর্থাৎ مُبْتَدَأُ টি وَاحِدٌ হলে خَبْرٌ টি واحد এবং مبتدأ টি تثنية হলে خبر টি اثنين এবং مبتدأ টি جمع হলে خبر টি جمع এবং مبتدأ টি مؤنث হলে خبر টি مؤنث হয়। যথা-

زَيْدٌ طَالِبٌ	الطَّالِبُ مُسَافِرٌ	الطَّالِبَةُ مُسَافِرَةٌ
فَاطِمَةُ طَالِبَةٌ	الطَّالِبَانِ مُسَافِرَانِ	الطَّالِبَتَانِ مُسَافِرَتَانِ
الزَّيْدُونَ طَالِبُونَ	الطَّلَابُ مُسَافِرُونَ	الطَّالِبَاتُ مُسَافِرَاتٌ

২। مَرْفُوعٌ কর্তৃক مُبْتَدَأُ সব সময় كَرْتَبٌ এবং اِبْتِدَاءٌ সব সময় مُبْتَدَأُ কর্তৃক হয়ে থাকে। যেমন- مَرْفُوعٌ (জ্ঞান উপকারী)। এ বাক্যে اِبْتِدَاءٌ নামক আমেল কর্তৃক مُبْتَدَأُ হয়েছে। আর مُفِيدٌ শব্দটি مُبْتَدَأُ কর্তৃক مَرْفُوعٌ হয়েছে।

৩। مُبْتَدَأُ প্রধানত বাক্যের শুরুতে বসে। আর خَبْرٌ প্রধানত مُبْتَدَأُ-এর পরে বসে। কেননা مُبْتَدَأُ হল مَحْكُومٌ عَلَيْهِ; এ কারণে مُبْتَدَأُ বাক্যের শুরুতে আসার দাবি রাখে।

৪। خَبْرٌ যদি اِسْمُ الْاِسْتِفْهَامِ হয়, তবে خَبْرٌ কে مُبْتَدَأُ-এর পূর্বে উল্লেখ করা ওয়াজিব। যেমন- كَيْفَ حَالُكَ? (তুমি কেমন আছ?)।

৫। مَعْرِفَةٌ উভয়টি خَبْرٌ ও مُبْتَدَأُ আসে। যেমন- اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (উহারা ই সফলকাম)।

## تَدْرِيبَاتٌ

১। مبتدأ ও خبر কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

২। خبر টি কার صفة مشبهة ও صيغة المبالغة, اسم مفعول - اسم فاعل যখন خبر টি কার অনুকরণ করে, এবং কোন কোন বিষয়ে? উদাহরণ দাও।

৩। বাক্যগুলোর تركيب লেখ : نَسِيمٌ حَضَرَ، اِسْمَاعِيلُ نَامَ، اِبْرَاهِيمُ ضَاحِكٌ، زَيْدٌ حَاضِرٌ

৪। নিম্নের جملة فعلية গুলোকে جملة اسمية তে রূপান্তর কর এবং فعل এর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন কর। একটি করে দেখানো হল-

سَافِرٌ خَالِدٌ = خَالِدٌ سَافِرٌ

نَامَ الطَّلَابُ = .....

..... = يَأْكُلُ عُمْرُ =

..... = تَضَحَكَ عَائِشَةُ =

..... = يَبْكِي الْأَطْفَالَ =

..... = قَامَ زَيْدٌ =

..... = ذَهَبَتِ الطَّالِبَاتُ =

৫। নিম্নে বর্ণিত বাক্যগুলি হতে مبتدأ ও خبر বের কর :

১. مُحَمَّدٌ (ﷺ) رَسُولُ اللَّهِ .

২. أَبُو بَكْرٍ (رضي الله عنه) خَلِيفَةُ الْمُسْلِمِينَ .

৩. الْإِسْلَامُ دِينٌ كَامِلٌ .

৪. اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ .

## الفصل الرابع خبر إن وأحوالها (الحروف المشبهة بالفعل)

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

مجموعة (ب)	مجموعة (أ)
إِنَّ زَيْدًا غَنِيٌّ	زَيْدٌ غَنِيٌّ
أَعْرَفُ أَنَّ خَالِدًا طَالِبٌ	خَالِدٌ طَالِبٌ
كَأَنَّ مَسْعُودًا أَسَدٌ	مَسْعُودٌ أَسَدٌ
لَيْتَ الْأُسْتَاذَ حَيٌّ	الْأُسْتَاذُ حَيٌّ
لَعَلَّ سَعِيدًا حَاضِرٌ	سَعِيدٌ حَاضِرٌ
بَكَرٌ حَاضِرٌ لَكِنَّ خَالِدًا غَائِبٌ	خَالِدٌ غَائِبٌ

উপরোল্লিখিত উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, -مجموعة (أ) এ বর্ণিত উদাহরণগুলোর প্রত্যেকটি جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ। এ বাক্যগুলোই -مجموعة (ب) এ দ্বিতীয়বার লেখা হয়েছে। তবে সেখানে বাক্যগুলোর পূর্বে একটি করে حرف ব্যবহার করায় جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ এর مُبْتَدَأُ এর শেষবর্ণে نَصْب এবং خبر এর শেষবর্ণে رَفْع দেয়া হয়েছে। جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ এর পূর্বে যে حرف ব্যবহার করা হয়েছে, এগুলোকে الحُرُوفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ বলে। এগুলোর اسم সবসময় نصب হয় এবং خبر সবসময় رفع হয়। তাই এগুলোর مبتدا (মুবতাদা) -مَنْصُوبَاتٌ এর মধ্যে এবং خبر (খবর) -مَرْفُوعَاتٌ এর অন্তর্ভুক্ত।

### القواعد

#### تعريف الحروف المشبهة بالفعل

যেসব حرف - لفظ এবং معنى এর দিক থেকে فعل এর সাথে সামঞ্জস্য রাখে, তাকে الحُرُوفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ বলে।

عَدَدُ الحُرُوفِ الْمُشَبَّهَةِ بِالْفِعْلِ:

لَعَلَّ وَ لَكِنَّ - لَيْتَ - كَأَنَّ - أَنَّ - إِنَّ - يَتَى ٦ حُرُوفٌ مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعْلِ

: عَمَلُ الْحُرُوفِ الْمُشَبَّهَةِ بِالْفِعْلِ :

جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ شُؤْلُو حُرُوفٌ مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعْلِ এর পূর্বে এসে مبتدأ কে نصب এবং خبر কে رفع প্রদান করে। তখন مبتدأ কে হরফগুলোর اسم এবং خبر কে হরফগুলোর خبر বলা হয়। رفع-কে-مبتدأ না দিয়ে نصب দেয়ার কারণে এসব حرف কে نَوَاسِخُ الْمُبْتَدَأِ ও বলা হয়।

حُرُوفٌ مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعْلِ নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়-

إِنْ زَيْدًا طَالِبٌ - (নিশ্চয় যায়েদ একজন ছাত্র)।

أَعْرِفُ أَنْ زَيْدًا طَالِبٌ (আমি জানি নিশ্চয় যায়েদ একজন ছাত্র)।

كَأَنَّ نَاصِرًا نَائِمٌ (নাসের মনে হয় ঘুমন্ত)।

لَيْتَ الْأُسْتَاذَ حَيًّا (হায়! ওস্তাদ যদি জীবিত থাকতেন)।

عَلِيٌّ حَاضِرٌ لَكِنَّ زَيْدًا غَائِبٌ (আলী উপস্থিত কিন্তু খালিদ অনুপস্থিত)।

لَعَلَّ زَيْدًا سَالِمٌ (আশা করা যায় যায়েদ নিরাপদ)।

حُرُوفٌ مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعْلِ দুটি বিষয়ে فعل এর সাথে শাব্দিক মিল রাখে। তা হল-

১। مَبْنِيٌّ عَلَى فَتْحٍ وَفِعْلٌ مَبْنِيٌّ عَلَى فَتْحٍ এর উপর মবনী হয়। এ হলো ও فتح এর উপর মবনী হয়।

২। رُبَاعِيٌّ وَفِعْلٌ رُبَاعِيٌّ - ثلاثي তদ্রপ হলো ও رباعي - ثلاثي যেমন فعل ২।

حُرُوفٌ مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعْلِ চারটি বিষয়ে অর্থের দিক থেকে فعل এর সাথে সাদৃশ্য রাখে।

১। اِنْ - اَنَّ - اِنَّ - اِنَّ (ক) বা নিশ্চিত অর্থে।

২। كَأَنَّ - كَأَنَّ (ক) বা উপমা অর্থে।

৩। لَكِنَّ - لَكِنَّ (ক) বা স্পষ্টকরণ অর্থে।

৪। لَعَلَّ - لَعَلَّ (ক) বা আকাঙ্ক্ষা অর্থে।

(খ) এছাড়া فعل নিজের অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে فاعل ও مفعول এর প্রতি মুখাপেক্ষী। তদ্রপ এর حرف গুলো নিজের অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে اسم ও خبر এর প্রতি মুখাপেক্ষী। এসব কারণেই এগুলোকে حُرُوفٌ مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعْلِ বলা হয়।

إِنَّ এর হَمْزَةٌ কে كَسْرَةٌ দ্বারা পড়ার স্থানসমূহ :

إِنَّ চার জায়গায় كَسْرَةٌ যোগে পড়া হয়। যথা-

১। বাক্যের শুরুতে,

২। কসমের জবাবে,

৩। খবর এর সাথে لام হলে এবং

৪। بَعْدَ الْقَوْلِ বা الْقَوْلِ মাসদার দ্বারা গঠিত শব্দের পরে।

إِنَّ শব্দটিতে যবরযোগে পড়া হয় পাঁচ স্থানে। যথা-

১। بَعْدَ عِلْمٍ

২। بَعْدَ ظَنٍّ

৩। বাক্যের মাঝে হলে

৪। بَعْدَ لَوْ

৫। بَعْدَ لَوْلَا

## تَدْرِيبَاتٌ

১। حُرُوفٌ مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعْلِ কয়টি ও কী কী?

২। حُرُوفٌ مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعْلِ গুলোর আমল কী? উদাহরণ দাও।

৩। حُرُوفٌ مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعْلِ গুলোর কোনোটি কোনো অর্থ প্রদান করে লেখ।

৪। নিম্নের ألف অংশের বাক্যগুলোর দ্বারা ب অংশের শূণ্যস্থান পূরণ কর এবং حركة দাও:

(ألف)

(ب)

مَسْعُودٌ فَلَاحٌ

إِنَّ مَسْعُودًا فَلَاحٌ

الطَّالِبَانِ قَادِمَانِ

..... إِنَّ

الطَّالِبَانِ كَاتِبَانِ

..... إِنَّ

الْمُسْلِمُونَ مُجَاهِدُونَ

..... إِنَّ

أَبُوكَ حَيٌّ

..... لَيْتَ

الْقَلَمِ يَدَانِ حَاضِرَانِ

..... لَعَلَّ

الْمُؤْمِنُونَ دَاخِلُونَ فِي الْجَنَّةِ

..... إِنَّ

الْكَافِرُونَ دَاخِلُونَ فِي النَّارِ

..... وَلَكِنَّ

خَالِدٌ أَسَدٌ

..... كَأَنَّ



## الْفَصْلُ الْخَامِسُ إِسْمٌ كَانَ وَأَخْوَاتِيهَا (الْأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ)

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

مَجْمُوعَةٌ (أ)	مَجْمُوعَةٌ (ب)
زَيْدٌ عَالِمٌ	كَانَ زَيْدٌ عَالِمًا
خَالِدٌ غَنِيٌّ	صَارَ خَالِدٌ غَنِيًّا
الْمَطَرُ نَازِلٌ	ظَلَّ الْمَطَرُ نَازِلًا

উপরোল্লিখিত উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, مَجْمُوعَةٌ (أ) এ বর্ণিত উদাহরণগুলোর প্রত্যেকটি جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ। এ বাক্যগুলোই مَجْمُوعَةٌ (ب) এ দ্বিতীয়বার লেখা হয়েছে। সেখানে বাক্যগুলোর পূর্বে একটি করে فِعْلٌ نَاقِصٌ ব্যবহার করায় جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ এর مبتدأ এর শেষবর্ণে رفع এবং خبر এর শেষবর্ণে نصب দেয়া হয়েছে। جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ-এর পূর্বে যে فعل ناقص ব্যবহার করা হয়েছে এগুলোকে أَفْعَالٌ نَاقِصَةٌ বলে।

এগুলোর اسم সবসময় رفع হয় এবং خبر সবসময় نصب হয়। তাই এগুলোর مُبْتَدَأٌ (মুবতাদা) مَرْفُوعَاتٌ-এর মধ্যে এবং خَبْرٌ (খবর) مَنْصُوبَاتٌ-এর অন্তর্ভুক্ত।

### الْقَوَاعِدُ

تَعْرِيفُ الْفِعْلِ النَّاقِصِ :

যে فعل ও فاعل মিলে পূর্ণ বাক্য হয় না বরং خبر এর প্রয়োজন হয়, তাকে فِعْلٌ نَاقِصٌ বলে। যথা-  
كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا (যায়েদ দাঁড়ানো)।

এখানে كان-টি فعل শুধু زيد কে নিয়ে পূর্ণ বাক্য হয় না, যদি قائما শব্দটিকে خبر হিসেবে বলা না হয়। এ জন্যেই এ গুলোকে فعل ناقص বলে।

عَدَدُ الْأَفْعَالِ النَّاقِصَةِ :

তেরটি। যথা-

كَانَ ، صَارَ ، أَصْبَحَ ، أَمْسَى ، أَضْحَى ، ظَلَّ ، بَاتَ ، مَافَتَى ، مَا دَامَ ، مَا نَفَكَ ، مَا بَرِحَ ، مَا زَالَ ، لَيْسَ .

عَمَلُ الْأَفْعَالِ النَّاقِصَةِ :

جملة اسمية أو فعلية ناقصة এর পূর্বে এসে মবতদু কে رفع এবং খবর কে نصب প্রদান করে ।

أفعل ناقصة এর খবর বলা হয় । أفعل ناقصة কে এবং اسم এর মবতদু কে মবতদু

এর اسم ও খবর মিলে جملة اسمية হয় ।

أفعل ناقصة-এর অর্থ :

বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় । যথা-

□ كَانَ - ছিলো । যথা- كَانَ زَيْدٌ نَاجِرًا - (যায়েদ ব্যবসায়ী ছিল) ।

কখনো কখনো 'হয়' বা 'হন' অর্থেও ব্যবহৃত হয় । যথা- وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا - (আল্লাহ জ্ঞানী) ।

□ صَارَ - হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন হয়ে গেছে । যথা-

كَانَ زَيْدٌ فَقِيرًا ثُمَّ صَارَ غَنِيًّا - (যায়েদ ফকির ছিল অতঃপর ধনী হয়ে গেল) ।

□ أَصْبَحَ - হয়ে গেছে । (তবে সকালে হলে أَصْبَحَ আর বিকেলে হলে

أَمْسَى পূর্বাঙ্কে হলে أَضْحَى দিনে হলে ظَلَّ এবং রাতে হলে بَاتَ ব্যবহার করা হয় ।)

যথা- أَصْبَحَتِ السَّمَاءُ صَافِيَةً - (আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল) ।

أَمْسَى الْخَبْرُ مُنْتَشِرًا - (খবরটি প্রচার হয়ে গেল) ।

أَضْحَى الشَّارِعُ مُزْدَحِمًا - (রাস্তাটি ঝামেলাপূর্ণ হয়ে গেল) ।

بَاتَ الْهَوَاءُ شَدِيدًا । হাওয়া প্রবল হয়ে গেল । ظَلَّ تَارَ مُخٍ مَلِينٍ হলে তার মুখ মলিন হয়ে গেল । وَجْهُهُ مُسَوِّدًا

كَانَ خَالِدٌ فَقِيرًا فَأَصْبَحَ غَنِيًّا - যথা- كَانَ خَالِدٌ فَقِيرًا فَأَصْبَحَ غَنِيًّا - এ পাঁচটি فعل কখনো কখনো صار অর্থেও ব্যবহার হয় ।

□ مَا زَالَ - مَا بَرِحَ - مَا فَتَى وَ مَا انْفَكَ কোনো কিছু দীর্ঘ সময় পর্যন্ত চলে থাকা বোঝানোর জন্যে

এ গুলো ব্যবহার করা হয়। যথা-

مَا زَالَ الرَّجُلُ نَائِمًا (লোকটি দীর্ঘক্ষণ থেকে ঘুমন্ত)।

مَا بَرِحَ الطَّالِبُ جَالِسًا (ছাত্রটি অনেক্ষণ থেকে বসা)।

مَا فَتَى الطِّفْلُ صَاحِبًا (শিশুটি অনেক্ষণ থেকে হাস্যোজ্জ্বল)।

مَا انْفَكَ الْجُوُّ بَارِدًا (আবহাওয়া অনেক্ষণ থেকে ঠান্ডা)।

□ مَا دَامَ - যতদিন, যতক্ষণ বা যত সময় শর্ত বোঝানোর জন্যে مَا دَامَ ব্যবহার করা হয়। যথা-

أَنَا أَذْكُرُكَ مَا دُمْتُ حَيًّا (আমি তোমাকে স্মরণ করবো যতদিন আমি জীবিত থাকব)।

□ لَيْسَ - না অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা- لَيْسَ الطَّالِبُ حَاضِرًا (ছাত্রটি উপস্থিত নেই)।

## تَدْرِيبَاتٌ

১। أفعال ناقصة কয়টি ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

২। كان - صار - مادام - ليس এর অর্থ উদাহরণসহ লেখ।

৩। أصبح - ظل - مازال - مابرح এর অর্থ উদাহরণসহ লেখ।

৪। নিচের ألف অংশের বাক্যগুলো দ্বারা ب অংশের শূণ্যস্থান পূরণ কর এবং حركة প্রদান কর :

(ألف)	(ب)	(ألف)	(ب)
الرَّجَالُ حَاضِرُونَ	أَصْبَحَ .....	الْمُسْلِمُونَ مُجْتَهِدُونَ	كَانَ .....
الأَصْدِقَاءُ مُتَحَدِّثُونَ	مابرح .....	النِّسْوَةُ ضَاحِكَاتٌ	مَا زَالَتْ .....
		السَّمَاءُ صَافِيَةٌ	ظَلَّتْ .....

৫। নিচের বাক্যগুলোর تركيب কর : أَصْبَحَ سَعِيدٌ غَنِيًّا - كَانَ سَعِيدٌ فَقِيرًا :

৬। فَاضِلٌ ، عَادِلٌ ، الرَّجُلُ ، قَائِمَاتٌ ، قَائِمِينَ : সহ বাক্য রচনা কর : فاعل ناقص

## الْفَضْلُ السَّادِسُ

### إِسْمٌ مَا وَ لَا الْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ (حُرُوفٌ مُشَبَّهَةٌ بِلَيْسَ)

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

(ب)	(أ)
مَا خَالِدٌ طَالِبًا	خَالِدٌ طَالِبٌ
مَا الطَّالِبُ حَاضِرًا	الطَّالِبُ حَاضِرٌ
لَا طَالِبٌ قَائِمًا	طَالِبٌ قَائِمٌ

উপরোল্লিখিত উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, (أ) অংশে বর্ণিত উদাহরণগুলোর প্রত্যেকটি جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ। এ বাক্যগুলোই (ب) অংশে দ্বিতীয়বার লেখা হয়েছে। সেখানে বাক্যগুলোর পূর্বে একটি করে ما ও لا ব্যবহার করায় جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ এর مُبْتَدَأُ এর শেষবর্ণে نَصْبٌ এবং خَبْرٌ এর শেষবর্ণে رَفْعٌ দেওয়া হয়েছে। جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ-এর পূর্বে যে ما ও لا ব্যবহার করা হয়েছে এগুলোকে ما وَ لَا الْمُشَبَّهَتَانِ بِلَيْسَ বলে।

এগুলোর اِسْمٌ সবসময় نَصْبٌ (যবরবিশিষ্ট) হয় এবং خَبْرٌ সবসময় رَفْعٌ (পেশবিশিষ্ট) হয়। তাই এগুলোর مُبْتَدَأُ (মুবতাদা) مَنْصُوبَاتٌ-এর মধ্যে এবং خَبْرٌ (খবর) مَرْفُوعَاتٌ-এর অন্তর্ভুক্ত।

### الْقَوَاعِدُ

تَعْرِيفُ مَا وَ لَا الْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ :

যে ما (মা) ও لا (লা) لَيْسَ এর ন্যায় جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ এর পূর্বে ব্যবহৃত হয়ে مبتدأ কে نصب এবং خبر কে رفع দেয়, তাদেরকে ما وَ لَا الْمُشَبَّهَتَانِ بِلَيْسَ বলে।

عَدَدُ الْحُرُوفِ الْمُشَبَّهَةِ بِلَيْسَ :

إِنَّ التَّأْفِيَةَ وَ لَا - مَا - يَثَلَاثَةَ - عَشْرَةَ - الْحُرُوفِ الْمُشَبَّهَةِ بِلَيْسَ -এর সংখ্যা তিনটি। যথা- ما - لا - ما

: عَمَلُ الْحُرُوفِ الْمُشَبَّهَةِ بِلَيْسَ :

১। مَا - لَا - وَ (النافية) হরফগুলো -جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ-এর পূর্বে এসে কে مبتدأ কে رفع এবং خبر কে نصب প্রদান করে। তখন مبتدأ কে তাদের ইসম এবং خبر কে তাদের خبر বলা হয়।

২। جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خبر ও اسم মিলে হয়।

৩। لا এর اسم টি সব সময় নكرة হয়।

### تَدْرِيبَاتٌ

১। کয়টি ও কী কী? লেখ। عَمَلُ حُرُوفِ مُشَبَّهَةِ بِلَيْسَ

২। عَمَلُ حُرُوفِ مُشَبَّهَةِ بِلَيْسَ কিসের পূর্বে আসে এবং কী কাজ করে?

৩। اِنْ سَعِيدٌ كَاتِبًا، لَا رَجُلٌ تَاجِرًا، مَا نَعِيمٌ تَلْمِيذًا : কর ترکیب

## الْفَضْلُ السَّابِعُ خَبْرٌ لَا التَّافِيَةَ لِلْجِنْسِ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

(ب)	(أ)
لَا طَالِبَ حَاضِرٌ لَا كِتَابَ فِي الْمَسْجِدِ	الطَّالِبُ حَاضِرٌ فِي الْمَسْجِدِ كِتَابٌ

উপরোল্লিখিত উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, (أ) এ বর্ণিত উদাহরণগুলোর প্রত্যেকটি جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ। এ বাক্যগুলোই (ب) এ দ্বিতীয়বার লেখা হয়েছে। সেখানে বাক্যগুলোর পূর্বে একটি করে لَا التَّافِيَةَ لِلْجِنْسِ ব্যবহার করায় جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ এর مُبْتَدَأُ এর শেষবর্ণে نَصْبٌ এবং خَبْرٌ এর শেষবর্ণে رَفْعٌ দেয়া হয়েছে। جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ এর পূর্বে যে لَا ব্যবহার করা হয়েছে তাকে لَا التَّافِيَةَ لِلْجِنْسِ বলে।

এগুলোর اِسْمٌ সবসময় نَصْبٌ (যবরবিশিষ্ট) হয় এবং خَبْرٌ সবসময় رَفْعٌ (পেশবিশিষ্ট) হয়। তাই এগুলোর مُبْتَدَأُ (মুবতাদা) مَنْصُوبَاتٌ-এর মধ্যে এবং خَبْرٌ (খবর) مَرْفُوعَاتٌ-এর অন্তর্ভুক্ত।

### الْقَوَاعِدُ

تَعْرِيفُ لَا التَّافِيَةَ لِلْجِنْسِ :

যে না বোধক لَا তার পরবর্তী اسم এর جنس তথা জাতি (কেউ নেই) বিদ্যমান না থাকা বোঝায় তাকে لَا التَّافِيَةَ لِلْجِنْسِ বলে। যথা- لَا طَالِبَ حَاضِرٌ (কোনো ছাত্র উপস্থিত নেই বা ছাত্রদের কেউ উপস্থিত নেই।)

عَمَلُ لَا التَّافِيَةَ لِلْجِنْسِ

جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ টি لَا التَّافِيَةَ لِلْجِنْسِ এর পূর্বে এসে مبتدأ কে نصب এবং خبر কে رفع প্রদান করে। তখন جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়। اسم ও خبر মিলে خبر কে তার اسم এবং اسم কে তার مبتدأ বলে।

## أَقْسَامُ لَا النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ

لَا النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ এর اسم সাধারণত তিন প্রকার। যথা-

১। لَا طَالِبَ حَاضِرٌ (একক) হবে। অর্থাৎ মضاف হবে না। যথা-

২। لَا طَالِبَ عِلْمٍ حَاضِرٌ - যথা- মضاف হবে এবং অন্য নكرة এর প্রতি মضاف হবে। যথা-

৩। لَا طَالِبًا عِلْمًا مَوْجُودٌ - যথা- মضاف সাদৃশ্য হবে। যথা-

: الْفَرْقُ بَيْنَ لَا النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ وَلَا بِمَعْنَى لَيْسَ

যে لَا এর অর্থ করার সময় 'কোনো' শব্দটি যুক্ত হয় তাকে لَا النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ বলে।

যথা- لَا طَالِبَ حَاضِرٌ (কোন ছাত্র উপস্থিত নেই)।

আর যদি 'কোনো' শব্দটি যুক্ত না হয় তাহলে তাকে لَا بِمَعْنَى لَيْسَ বলা হয়।

যথা- لَا طَالِبٌ حَاضِرًا (জনৈক ছাত্র উপস্থিত নেই)।

## تَدْرِيبَاتٌ

১। لَا النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ কিসের পূর্বে আসে এবং কী কাজ করে? উদাহরণসহ লেখ।

২। لَا النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ এর اسم কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৩। لَا طَالِبَ حَاضِرٌ : কর : ترکیب

# الْمَنْصُوبَاتُ الْفَضْلُ الثَّامِنُ الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

১। نَامَ الطِّفْلُ نَوْمًا (শিশুটি খুব ঘুমালো)।

২। جَلَسْتُ جِلْسَةً الْمُؤَظَّفِ (আমি অফিসারের মতো বসলাম)।

৩। نَظَرْتُ إِلَيْهِ نَظْرَةً (আমি তার দিকে একবার তাকালাম)।

উপরের প্রথম বাক্যে نَوْمًا শব্দটি যুক্ত করে نَامَ ফে'লটিকে তাকিদ করা হয়েছে বা জোর দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে جِلْسَةً الْمُؤَظَّفِ শব্দটি যুক্ত করে جَلَسْتُ ফে'লটির রকম তথা প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয় বাক্যে نَظْرَةً শব্দটির যুক্ত করে نَظَرْتُ ফে'লটির সংখ্যা বোঝানো হয়েছে। এ ধরনের শব্দকে نحو শাস্ত্রের পরিভাষায় مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ বলে।

## الْقَوَاعِدُ

الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ এর সংজ্ঞা হল -

إِسْمٌ مُشْتَقٌّ مِنْ لَفْظِ الْفِعْلِ يَدُلُّ عَلَى حَدَثٍ غَيْرٍ مُقْتَرِنٍ بِرَمَنِ، وَيَعْمَلُ فِيهِ فِعْلُهُ، أَوْ شِبْهُهُ، عَلَى أَنْ يُذَكَّرَ مَعَهُ

অর্থাৎ, فعل এর শব্দ থেকে নিস্পন্ন এমন اسمٌ مُشْتَقٌّ কে مَفْعُولُ مُطْلَقٌ বলে যা কোনো কালের সাথে সম্পৃক্ত নয়। আর اسم এর সাথে উল্লিখিত فعل বা شِبْهُ الْفِعْلِ তার উপর আমল করে। কোনো কোনো নাছবিদের ভাষায়-

هُوَ مَصْدَرٌ مَنْصُوبٌ يُذَكَّرُ بَعْدَ فِعْلِهِ لِتَوْكِيدِهِ أَوْ بَيَانِ عَدَدِهِ أَوْ نَوْعِهِ.

## أقسامُ الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ

مَفْعُولُ مُطْلَقٌ তিন প্রকার। যথা-

১। فعل এর তাকিদ প্রদান করা। যথা- وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (আল্লাহ মুসা (ﷺ)-এর সাথে কথা বললেন)। এ প্রকার مَفْعُولُ مُطْلَقٌ এর ক্ষেত্রে مصدر টি দ্বিবিচন বা বহুবিচন হয় না।



২। فعل এর প্রকার বা ধরন বর্ণনা করা। যথা- **إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا** (আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি)। এ প্রকার **مفعول مطلق** এর ক্ষেত্রে مصدر টি ব্যতিক্রম কারণ ব্যতিত দ্বিবচন বা বহুবচন হয় না।

৩। فعل-এর সংখ্যা বর্ণনা করা। যেমন- **رَكَعْتُ رُكْعَةً** (আমি একবার রুকু করেছি)

**سَجَدْتُ سَجْدَتَيْنِ** (আমি দুইবার সিজদা করেছি)। এ প্রকার **مفعول مطلق** এর ক্ষেত্রে مصدر টি দ্বিবচন বা বহুবচন হয়।

**مفعول مطلق**-এর **فعل**-কে বিলোপ করার ক্ষেত্রসমূহ :

১. **قَرِينَةٌ** তথা নির্দেশক পাওয়া গেলে **مفعول مطلق**-এর ফেলকে বিলোপ করা জায়েয। যেমন ভ্রমণ থেকে ফিরে আসা ব্যক্তিকে বলা হয়- **حَيْرٌ مَّقْدِمٌ** (শুভাগমন)। এটা মূলে ছিল **قَدِمْتَ قُدُومًا حَيْرٌ** (তোমার আগমন শুভ হোক)।

২. কোনো কোনো সময় এর ফেলকে বিলোপ করা ওয়াজিব হয়। এটা ব্যাকরণের নিয়ম ছাড়াই আরবি ভাষাভাষীদের থেকে শ্রুত কথা। যেমন- **رَعِيًّا - حَمْدًا - شُكْرًا - رَعِيًّا** এগুলোর প্রত্যেকটি **مفعول مطلق**; এসব **فعل** সর্বদা বিলোপ থাকে। মূল বাক্যগুলো হল-

ক. **سَقَاكَ اللَّهُ سَفِيًّا** (আল্লাহ তোমাকে পানি পানে পরিতৃপ্ত করুন)।

খ. **شَكَرْتُكَ شُكْرًا** (আমি তোমার প্রতি যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম)।

গ. **حَمِدْتُكَ حَمْدًا** (আমি তোমার যথাযথ প্রশংসা করেছি)।

ঘ. **رَعَاكَ اللَّهُ رَعِيًّا** (আল্লাহ তোমার পূর্ণরূপে হেফায়ত করুন)।

## تَدْرِيبَاتٌ

১। **مفعول مطلق** কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। **مفعول مطلق** কত প্রকার ও কী কী?

৩। কোন কোন ক্ষেত্রে **مفعول مطلق** কে বিলুপ্ত করা যায়? লেখ

৩। **قرأتُ قرآنة - جلستُ جلوسا - أكلتُ أكلة** : কব্জি কর :

৪। নিম্নে বর্ণিত বাক্যগুলির থেকে **مفعول مطلق** বের কর :

**قَامَ عُمَانٌ قِيَامًا ، جَلَسَ خَالِدٌ جِلْسَةً ، أَنْظَرَ نَظْرَةً ، لَا تَمِشُ مَشِيَةَ الْمُتَكَبِّرِ ، فَرَحَ زَيْدٌ فَرْحًا .**

৫। নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং **مفعول مطلق** এর নিচে দাগ ও হরকত দাও :

**سُبْحَانَ اللَّهِ : (تأويله أسبح الله تسبيحاً) مَعَادَ اللَّهِ : (أعوذ بالله معاذاً) تَبَيْتُكَ : (ألبيك تلبية بعد تلبية أي ألبيك كثيراً) سَعَدَيْكَ : (أسعدتك إسعاداً بعد إسعاد).**

## الْفَضْلُ التَّاسِعُ الْمَفْعُولُ بِهِ

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

أَكَلَ زَيْدٌ التَّفَاحَ - (যায়েদ আপেল খেল)।

رَأَى خَالِدٌ حَمِيدًا - (খালেদ হামিদকে দেখল)।

أَكْرَمْتُ زَيْدًا - (আমি যায়েদকে সম্মান করেছি)।

উপরের প্রথম বাক্যে زَيْدٌ বলার পর প্রশ্ন জাগে কি খেল? তখন উত্তর আসবে التَّفَاحَ খেল।  
দ্বিতীয় বাক্যে خَالِدٌ বলার পর প্রশ্ন জাগে কাকে দেখল? তখন উত্তর আসবে হামিদকে দেখল।  
তৃতীয় বাক্যে أَكْرَمْتُ বলার পর প্রশ্ন জাগে কাকে সম্মান করল, উত্তর আসবে زَيْدًا কে।  
বাক্যগুলোতে أَكَلَ-فِعْلٌ টি التَّفَاحُ এর উপর, رَأَى ফে'লটি حَمِيدًا এর উপর এবং أَكْرَمْتُ ফে'লটি  
مَفْعُولٌ بِهِ এর উপর পতিত হয়েছে। উপরের বাক্যগুলোতে التَّفَاحَ، حَمِيدًا এবং زَيْدًا শব্দগুলো

### الْقَوَاعِدُ

الْمَفْعُولُ بِهِ এর সংজ্ঞা হল-فَاعِلٍ فَعَلَ عَلَيْهِ فَعْلٌ

অর্থাৎ, فَاعِلٍ এর فَعْلٌ যার উপর পতিত হয়, তাকে مَفْعُولٌ بِهِ বলে।

অন্যভাবে বলা যায়, فَعْلٌ ও فَاعِلٍ কে যুক্ত করে 'কী' বা 'কাকে' বা 'কাদেরকে' দ্বারা প্রশ্ন করলে যে  
উত্তর পাওয়া যায়, তাকে مَفْعُولٌ بِهِ বলা হয়।

যেসব স্থানে مَفْعُولٌ بِهِ কে-فَاعِلٍ-এর পূর্বে আনা ওয়াজিব :

তিনস্থানে مَفْعُولٌ بِهِ কে-فَاعِلٍ-এর পূর্বে আনা ওয়াজিব। যথা-

১. فَاعِلٍ যখন مَحْضُورٍ তথা فَعْلٍ-এর জন্য সীমাবদ্ধ হয়। যেমন-مَا هَدَّبَ النَّاسَ إِلَّا الدِّينُ الْقَوِيمُ -যেমন-  
(সঠিক ধর্মই মানুষকে সভ্য করেছে)।

২. যখন مَفْعُولٌ بِهِ-টি فَعْلٍ-এর সাথে সংযুক্ত যমীর হয় এবং فَاعِلٍ-টি প্রকাশ্য ইসম হয়। যেমন-  
أَفَادَنِي كَلَامُكَ (তোমার কথা আমাকে উপকার দিয়েছে)।

৩. যখন فَاعِلٍ-এর সাথে مَفْعُولٌ بِهِ-এর صَمِيرٌ সংযুক্ত হয়। যেমন-إِبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ (ইবরাহীম  
(ﷺ)-কে তাঁর প্রভু পরীক্ষা করেছেন)।

কে -مَفْعُولِ بِهِ- ۽ فَاعِلِ-এর পূর্বে আনার ক্ষেত্রসমূহ :

কোনো কোনো সময় به مَفْعُولِ-কে فعل ۽ فَاعِلِ উভয়ের পূর্বে আনা বৈধ। যেমন- فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ- কোনো কোনো সময় به مَفْعُولِ-কে তার فعل ۽ فَاعِلِ উভয়ের পূর্বে আনা ওয়াজিব। যথা-

১. যখন به مَفْعُولِ-টি প্রশ্নবোধক বা শর্তবোধক اسم হয়। যেমন-

مَنْ رَأَيْتُ؟ مَنْ تُكْرِمُ يُكْرِمُكَ

২. যখন به مَفْعُولِ-এর فعل-টি-أَمَّا-এর جَوَاب-এর পর আসে। যেমন-

أَمَّا السَّائِلُ فَلَاتَنْهَرْ

৩. যখন به مَفْعُولِ-টি ضَمِيرٌ مُنْفَصِلٌ হয়। যেমন- إِيَّاكَ نَعْبُدُ - إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

কে উহ্য রাখার স্থান : مَفْعُولِ-এর فعل-কে

قَرِينَةٌ তথা ইঙ্গিত বিদ্যমান থাকলে به مَفْعُولِ-এর فعل-কে উহ্য রাখা জায়েয। যেমন কেউ প্রশ্ন করল- أَنْصُرُ رَاشِدًا (তুমি রাশেদকে সাহায্য করব?) তদুত্তরে বলা হয়- رَاشِدًا (তুমি রাশেদকে সাহায্য কর)। এখানে পূর্ব প্রশ্নে ইঙ্গিতমূলক নিদর্শন থাকায় أَنْصُرُ ফেলটি উহ্য রাখা হয়েছে।

যখন به مَفْعُولِ-এর ফেলকে উহ্য রাখা ওয়াজিব :

চারটি স্থানে به مَفْعُولِ-এর فعل-কে উহ্য রাখা ওয়াজিব। তন্মধ্যে প্রথমটি হল سَمَاعِي আর অবশিষ্টগুলো হল قِيَاسِي; যথা-

প্রথম স্থান : এটা হল سَمَاعِي-এর স্থান। ব্যাকরণগত কোনো নিয়মনীতি ছাড়াই শুধু আরবদের থেকে শ্রবণের ভিত্তিতে বিশেষ স্থানে به مَفْعُولِ-এর فعل-কে বিলোপ করা হয়। এরূপ স্থান তিনটি যেমন-

ক. أَتْرُكُ امْرَأًا وَنَفْسَهُ اِمْرَأًا وَنَفْسَهُ

খ. اِنْتَهُوا عَنِ التَّثْلِيثِ وَاَفْصِدُوا خَيْرًا لَكُمْ اِنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ

গ. اَتَيْتُ اَهْلًا وَوَطَيْتُ سَهْلًا اَهْلًا وَوَطَيْتُ سَهْلًا

দ্বিতীয় স্থান : التَّخْذِيرُ তথা ভয় প্রদর্শনের ক্ষেত্রে بِهِ-এর فِعْل-কে বিলোপ করা ওয়াজিব।  
এটা দু ধরনের যথা-

ক. যে বাক্যে اتَّقِ বা এ জাতীয় ফেল উহ্য থেকে পরবর্তী بِهِ مَفْعُول হতে ভয় দেখায়।

যেমন-إِيَّاكَ وَالْأَسَدَ; যা মূলে ছিল اتَّقِكَ وَالْأَسَدَ (তুমি নিজেকে সিংহ হতে বাঁচাও)।

খ. فَحَذَّرَ مِنْهُ তথা যা হতে ভয় দেখানো হয়, তাকে বার বার উল্লেখ করা।

যেমন-الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ; এটা মূলে ছিল اتَّقِ الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ অর্থাৎ, রাস্তার বিপদ পরিহার কর।

তৃতীয় স্থান : এমন مَفْعُول بِهِ যার فِعْل-কে পরবর্তীতে প্রদত্ত ব্যাখ্যার শর্তে বিলুপ্ত রাখা হয়েছে।  
অর্থাৎ এমন সব ইসম যার পর কোনো فِعْل বা شِبْهُ فِعْل আসে। এ فِعْل বা شِبْهُ فِعْل ঐ ইসমের  
فِعْل বা তার شِبْهُ فِعْل-এর ওপর আমল করার কারণে পূর্বোক্ত اسم-টিতে আমল করা থেকে বিরত  
থাকে।

আর উক্ত فِعْل বা شِبْهُ فِعْل এমন ধরনের হয় যে, যদি ছবছ উক্ত فِعْل বা شِبْهُ ফিকে বা  
তদনুরূপ কোনো فِعْل বা شِبْهُ ফিকে ঐ اسم-টির ওপর ব্যবহার করা হয়, তবে তাকে অবশ্যই  
নসব দেবে। যেমন-رَأْسِدًا نَصْرْتَهُ; এখানে رَأْسِدًا শব্দটি একটি উহ্য فِعْل দ্বারা নসববিশিষ্ট হয়েছে।  
উহ্য فِعْل-টি হল نَصْرْتَهُ; পরবর্তীতে উল্লিখিত فِعْل-টি যার ব্যাখ্যা করেছে। অর্থাৎ نَصْرْتَهُ পরিভাষায়  
এ বিধানটিকে مَا أَضْمَرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِيظَةِ التَّفْسِيرِ বলে।

চতুর্থ স্থান : এ স্থানটি হল مُنَادَى; এটা এমন ইসম, যাকে نِدَاء-এর হরফ তথা আহ্বানবোধক  
অব্যয় দ্বারা ডাকা হয়। যেমন-يَا عَبْدَ اللَّهِ (হে আবদুল্লাহ), তা মূলে ছিল أَدْعُو عَبْدَ اللَّهِ (আমি  
আবদুল্লাহকে ডাকছি)।

উল্লেখ্য, শেষের তিনটি হল فَيَاسًا তথা নিয়মানুসারে بِهِ مَفْعُول-এর ফেলকে উহ্য রাখার স্থান।

فِعْل : সাধারণত به مفعول এর পূর্বে فِعْل বসে তার শেষে نصب প্রদান করে। فِعْل  
ছাড়াও নিম্নলিখিত আমেল তার শেষে نصب প্রদান করে।

১। جَاءَ الشَّاكِرُ نِعْمَتَكَ : যেমন اِسْمُ الْفَاعِلِ | (তোমার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী এসেছে)।

২। اِسْمُ الْمَفْعُولِ الْمُشْتَقِّ مِنَ الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّي لِمَفْعُولَيْنِ | যেমন -

أَحْمَدُ مُحَبَّرٌ أَبُوهُ الْإِمْتِحَانُ قَرِيْبًا | (আহমাদের পিতা সংবাদপ্রাপ্ত যে পরীক্ষা নিকটবর্তী)।

৩। حُبُّكَ الشَّيْءَ يَعْصِي وَيَصُمُّ : যেমন اَلْمَصْدَرُ |

(তোমার কোনো জিনিসকে ভালোবাসা অন্ধ ও বধির বানায়)।

## تَدْرِيبَاتٌ

১। কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। কে সংক্ষেপে চেনার উপায় কী?

৩। কখন به-এর مَفْعُولٍ به-এর ফে'লকে উহ্য রাখা ওয়াজিব? আলোচনা কর।

৪। কীভাবে কর : مَسَحَ خَالِدٌ الْوَجْهَ ، قَرَأَ زَيْدٌ الْكِتَابَ :

৫। অংশের শব্দগুলো থেকে সঠিক শব্দ চয়ন করে ب অংশের به مفعول এর স্থানটি পূরণ কর

এবং حركة দাও :

(ألف)	(ب)
الطلاب / الفاكهة / النور	دَرَسَ الْأُسْتَاذُ .....
الرزق / الماء / الكتاب	شَرِبَ صَالِحٌ .....
كريما / السرير / الكتاب	نَصَرَ سَالِمٌ .....
بكر / الكلام / الزيت	بَاعَ شَهِيدٌ .....
البكاء / المال / الصوت	أَنْفَقَ أَبِي .....
الكرسي / القلم / الكتاب	قَرَأَ إِبْرَاهِيمُ .....
الإبن / الوطن / الساعة	رَأَتْ الْأُمُّ .....

৬। নিচের বাক্যগুলো থেকে به মفعول বের কর :

أَدَّى أَسَامَةَ الْحَجِّ ، ذَبَحَ سَعِيدٌ الْبَقْرَةَ ، يَأْكُلُ زَيْدٌ التَّفَاحَ ، يَكْتُبُ مَسْعُودٌ الرِّسَالَةَ ، يَبْنِي تَحْسِينٌ بَيْتًا .

## الْفَضْلُ الْعَاشِرُ الْمَفْعُولُ فِيهِ (ظَرْفُ الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ)

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

صَامَ زَيْدٌ يَوْمَ الْخَمِيسِ - (যায়েদ শুক্রবার রোযা রাখল)।

سَافَرَ بَكْرٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - (বকর শুক্রবারে সফর করল)।

جَلَسَ خَالِدٌ أَمَامَ الْمَسْجِدِ - (খালিদ মসজিদের সামনে বসল)।

উপরের বাক্যগুলোতে **يَوْمَ الْجُمُعَةِ** - **يَوْمَ الْخَمِيسِ** শব্দত্রয় **مَفْعُولُ فِيهِ** কারণ, প্রথম বাক্য **صَامَ زَيْدٌ** এর সাথে **يَوْمَ الْخَمِيسِ** যুক্ত করে **زيد** কখন রোযা রেখেছে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বাক্যে **سَافَرَ بَكْرٌ** -এর সাথে **يَوْمَ الْجُمُعَةِ** যুক্ত করে **بَكْرٌ** কখন সফর করেছে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় বাক্যে **جَلَسَ خَالِدٌ** এর সাথে **أَمَامَ الْمَسْجِدِ** যুক্ত করে **خالد** কোথায় বসেছে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

## الْقَوَاعِدُ

الْمَفْعُولُ فِيهِ এর সংজ্ঞা হল-

الْمَفْعُولُ فِيهِ هُوَ اسْمٌ مَا وَقَعَ فِعْلُ الْفَاعِلِ فِيهِ مِنَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَيُسَمَّى ظَرْفًا.

অর্থাৎ, যে শব্দ দ্বারা **فعل** সংঘটিত হওয়ার সময় বা স্থান বোঝানো হয়, তাকে **مَفْعُولُ فِيهِ** বলে। একে **ظرف**ও বলে।

অন্য ভাষায় **فعل** বা কর্মটি 'কোথায়' বা 'কখন' সংঘটিত হল এমন প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই **مَفْعُولُ فِيهِ**

**فعل** এর সময় বা স্থান বোঝানোর জন্য যদি **في** ব্যবহার করা হয়, তবে তাকে **مفعول فيه** বলা হয় না বরং **جار مجرور** বলে। যথা- **سَافَرْتُ الشَّهْرَ الْمَاضِي**

أَقْسَامُ الْمَفْعُولِ فِيهِ

দু' প্রকার : যথা-

১- ظَرْفُ الزَّمَانِ : এর সংজ্ঞা হল-

هُوَ كُلُّ إِسْمٍ دَلَّ عَلَى زَمَانٍ وَقُوعِ الْفِعْلِ مُتَضَمَّنٌ مَعْنَى " فِي "

অর্থাৎ, এমন প্রত্যেক اسم কে বলে যা فعل সংঘটিত হবার সময় বোঝায়, যা فِي এর অর্থ প্রদান করে। যেমন-

يَوْمٌ، دَهْرٌ سَاعَةٌ، حِينٌ، شَهْرٌ، لَيْلَةٌ، غُرَّةٌ، عَشِيَّةٌ، بُكْرَةٌ، سَحْرٌ، الْآنَ، أَبَدًا، أَمْسٌ

২- ظَرْفُ الْمَكَانِ : এর সংজ্ঞা হল-

هُوَ كُلُّ إِسْمٍ دَلَّ عَلَى مَكَانٍ وَقُوعِ الْفِعْلِ مُتَضَمَّنٌ مَعْنَى " فِي "

অর্থাৎ, এমন প্রত্যেক اسم কে বলে যা فعل সংঘটিত হবার স্থান বোঝায়। যার মধ্যে فِي এর অর্থ থাকে। যেমন-

فَوْقَ، تَحْتَ، بَيْنَ، أَمَامَ، خَلْفَ، يَمِينِ، شِمَالِ، مَيْلِ، فَرْسَخَ، حَوْلَ، حَيْثُ.

## تَدْرِيبَاتٌ

১। কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। فعل এর সময় এবং স্থানকে যখন حرف জর দ্বারা উল্লেখ করা হয় তখন তাকে কী বলা হয়?

৩। কত প্রকার ও কী কী?

৪। ترکیب কর :

مَاتَ سَعْدٌ يَوْمَ السَّبْتِ، قَامَ نَعِيمٌ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جَلَسَ أَحْمَدُ فَوْقَ الْكُرْسِيِّ

৫। নিচের বাক্যগুলো থেকে উল্লেখ কর :

ذَهَبْتُ يَوْمَ السَّبْتِ، جَلَسْتُ أَمَامَ الْمَدْرَسَةِ، سَافَرَ زَيْدٌ يَوْمَ الْأَحَدِ.

## الْفَضْلُ الْحَادِي عَشَرَ الْمَفْعُولُ لَهُ (الْمَفْعُولُ لِأَجْلِهِ)

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

جِئْتُ الْمَدْرَسَةَ تَحْصُلًا لِلْعِلْمِ - (জ্ঞান অর্জন করতে মাদ্রাসায় এসেছি)।

فُئْتُ إِكْرَامًا لِلْأُسْتَاذِ - (আমি শিক্ষকের সম্মানার্থে দাঁড়ালাম)।

ضَرَبْتُ اللَّصَّ تَأْدِيبًا - (আমি চোরটিকে আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রহার করলাম)।

উপরের বাক্যগুলোর মধ্যে تَحْصُلًا، إِكْرَامًا، تَأْدِيبًا শব্দগুলো এক একটি মাসদার। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রথম বাক্যে جِئْتُ এর সাথে تَحْصُلًا যুক্ত করে জ্ঞান অর্জনের কারণ উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বাক্যে فُئْتُ এর সাথে إِكْرَامًا যুক্ত করে দাঁড়ানোর কারণ উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় বাক্যে ضَرَبْتُ اللَّصَّ এর সাথে تَأْدِيبًا যুক্ত করে প্রহারের কারণ উল্লেখ করা হয়েছে।

তাহলে বোঝা গেলো تَحْصُلًا - إِكْرَامًا ও تَأْدِيبًا মাসদারগুলো দ্বারা فعل সংঘটিত হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। এ ধরনের মাসদারকে لَهُ الْمَفْعُولُ বলে।

### الْقَوَاعِدُ

لَهُ الْمَفْعُولُ এর সংজ্ঞা হল -

الْمَفْعُولُ لَهُ مَصْدَرٌ مَنْصُوبٌ يُذَكِّرُ لِيَبَيِّنَ سَبَبَ وَقُوعِ الْفِعْلِ.

অর্থাৎ, যে مصدر দ্বারা فعل সংঘটিত হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়, তাকে لَهُ مفعول বলে।

অন্যভাবে বলা যায়, فعل কে উল্লেখ করে, 'কেন' দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাই হল لَهُ مفعول। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ -

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, فعل সংঘটিত করার কারণটি যদি হরফে জার لام বা من দ্বারা উল্লেখ করা হয়, তখন তাকে لَهُ مفعول না বলে جَارٍ مَجْرُورٍ বলে। যথা- ضَرَبْتُ لِلتَّأْدِيبِ



### الْعَامِلُ فِي الْمَفْعُولِ لَهُ :

সাধারণত فعل ই মَفْعُولُ لَهُ কে نصب প্রদান করে। فعل ছাড়া আরো যেসব عامل (আমেল) মَفْعُولُ لَهُ-কে نصب প্রদান করে তা হল-

১ | الْمَصْدَرُ : যেমন - وَاجِبٌ - الْأَزْتِحَالُ طَلَبًا لِلْعِلْمِ (জ্ঞানার্জনের জন্য ভ্রমণ করা ওয়াজিব)।

২ | إِسْمُ الْفَاعِلِ : যেমন - سَعِيدٌ مُسَافِرٌ طَلَبًا لِلْعِلْمِ (মুহাম্মদ জ্ঞানার্জনের জন্য ভ্রমণকারী)।

৩ | إِسْمُ الْمَفْعُولِ : যেমন - أَنْتَ مَغْبُونٌ حَسَدًا لَكَ (তুমি হিংসার কারণে আচ্ছন্ন)।

৪ | صَيْغُ الْمُبَالَغَةِ : যেমন - أَحْمَدُ شَعُوفٌ بِالْعِلْمِ رُغْبَةً فِي التَّفَوُّقِ (আহমাদ ভালো ফলাফলের জন্য জ্ঞানার্জনে রত)।

৫ | إِسْمُ الْفِعْلِ : যেমন - حِدَارُ الْمُنَافِقِينَ تَجَنُّبًا لِنِفَاقِهِمْ (নিফাকী থেকে দূরে থাকার জন্য মুনাফিক থেকে সাবধান)।

### نَوْعُ الْمَصْدَرِ الَّذِي يَقَعُ مَفْعُولًا لَهُ :

সকল প্রকারের مصدر (মাসদার) مفعول له হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। কেবল ঐসব مصدر (মাসদার) مفعول له হিসেবে ব্যবহৃত হয় যা মনের আশ্রয়, অনুভূতি প্রকাশ করে। আর এসব মাসদারের উল্লেখযোগ্য মাসদার হল-

خَشِيَّةٌ، رُغْبَةٌ، إِكْرَامًا، إِحْسَانًا، حُبًّا، تَعْظِيمًا، اسْتِيقَاءً، نُفُورًا، إِجْلَالًا، إِكْبَارًا،  
طَلَبًا، تَلْبِيَّةً، شَوْقًا، عَوْنًا، إِعْتِرَافًا، أَنْفَةً، حَيَاءً، تَفَانِيًا، اِئْتِغَاءً، خَوْفًا، طَمَعًا،  
حُزْنًا، رَأْفَةً، شَفَقَةً، اِنْكَارًا، اسْتِحْسَانًا، اِطْمِئْنَانًا، رَحْمَةً، اِعْجَابًا، اِرْضَاءً، مُوَاسَاةً،  
تَوْبِيحًا، زَلْفَةً.

অতএব, নিম্নোক্ত মাসদারগুলো مفعول له হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। কারণ, সেগুলো মনের সাথে সম্পৃক্ত মাসদার নয়। বরং তা মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে জড়িত। যেমন-

دِرَاسَةٌ، قِرَاءَةٌ، كِتَابَةٌ، اِمْلَاقًا، عِلْمًا، وَقُوفًا.

এ কারণে বলা যাবে না যে، سَافَرْتُ إِلَى مِصْرٍ عِلْمًا বরং বলতে হবে-

سَافَرْتُ إِلَى مِصْرٍ طَلَبًا لِلْعِلْمِ، أَوْ لِلْعِلْمِ

## تَدْرِيبَاتٌ

- ১। কোন কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।
- ২। এর কারণটি যদি لام বা من দ্বারা উল্লেখ করা হয়, তবে তাকে কী বলে?
- ৩। কোন ধরনে মাসদার দ্বারা له مفعول হয় আর কোন ধরনের মাসদার দ্বারা হয় না? উদাহরণসহ লেখ।
- ৪। কোন্ কোন্ ধরনের له مفعول - عامل এর উপর আমল করে? বর্ণনা দাও।
- ৫। নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং তা থেকে له مفعول বের কর :
 

قوله تعالى : (لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ) .

وقوله تعالى : { يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ }

وقوله تعالى : { وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ }

وقوله تعالى : { يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ }

وقول المُتَنَبِّي : وَمَنْ يُنْفِقِ السَّاعَاتِ فِي جَمْعِ مَالِهِ مَخَافَةَ فَقْرٍ فَالَّذِي فَعَلَ الْفَقْرُ .
- ৬। ضحككُ فرحًا، بكيت حزنًا : কবির কর :

## الْفَصْلُ الثَّانِي عَشَرَ الْمَفْعُولُ مَعَهُ

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

سَافَرْتُ وَرَیْدًا - (আমি যায়েদের সাথে সফর করলাম)।

جَاءَ الْبَرْدُ وَالْجُبَّاتِ - (জুব্বার সাথে শীত এসেছে)।

বাক্যদুটোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, زیدا - الجبات শব্দ দুটি مفعول হয়েছে এবং সে দুটো একটি (واو) এর পরে এসেছে যার অর্থ হল مع। এ ধরনের ইসম হল مفعول معه।

### الْقَوَاعِدُ

الْمَفْعُولُ مَعَهُ এর সংজ্ঞা হল-

هُوَ إِسْمٌ فَضْلَةٌ مَنْصُوبٌ بَعْدَ وَاوِ الْمَعِيَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمَصَاحَبَةِ (مَعَى مَعَ) وَالْمَسْبُوقَةُ بِجُمْلَةٍ فِيهَا فِعْلٌ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ

অর্থাৎ, এমন اسم কে مفعول فيه বলে, যা مع অর্থে ব্যবহৃত হয়। তার পরে ব্যবহৃত হয়। তার পূর্বে এমন একটি বাক্যে যাতে فعل বা তার স্লামাভিষিক্ত কোনো শব্দ উল্লেখ থাকে।

إِذَا كَانَ الْمَفْعُولُ مَعَهُ فِي الْعَامِلِ فِي الْمَفْعُولِ مَعَهُ : সাধারণত فعل ই مفعول معه কে نصب প্রদান করে। فعل ছাড়া আরো যেসব আমেল معه-মفعول কে-নصب প্রদান করে তা হল-

۱. الْمَصْدَرُ : যেমন- حُضُورُكَ وَالْأُسْرَةَ - يَسِّرُنِي (পরিবারসহ তোমার উপস্থিতি আমাকে খুশী করেছে)।

۲. إِسْمُ الْفَاعِلِ : যেমন- الرَّجُلُ سَائِرٌ وَالتَّهْرَ - (লোকটি নদীর সাথে ভ্রমণকারী)।

۳. إِسْمُ الْمَفْعُولِ : যেমন- النَّاجِحُونَ مُكْرَمُونَ وَأَوْلِيَاءَهُمْ - (সফল ব্যক্তিগণ বন্ধুদেরসহ সম্মানিত হয়)।

## تَدْرِيبَاتٌ

- ১। কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।
- ২। কোন্ কোন্ ধরনের مفعول معه - عامل এর উপর আমল করে? বর্ণনা দাও
- ৩। নিচের বাক্যগুলো পড়ো এবং তা থেকে مفعول معه বের কর।

مَشَيْتُ وَالْفَجْرَ، إِشْتَرَكِ الْمَعْلَمُ وَالطُّلَّابَ فِي شَرْحِ الدَّرْسِ، سَافَرَ وَالِدِي وَطُلُوعَ الْفَجْرِ، سِرْتُ وَشَاطِئَ  
الْبَحْرِ، أَنَا سَائِرٌ وَالرَّصِيفَ، عَمْرٌ مُكْرَمٌ وَأَخَاهُ، بَاعَ الْفَلَّاحُ الشَّعِيرَ وَالْقَمَحَ، ذَهَبْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ  
وَطُلُوعَ الْفَجْرِ، عَجِبْتُ مِنْكَ وَزَيْدًا

## الْفَصْلُ الثَّلَاثُ عَشَرَ الْحَالُ

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

خَرَجَ خَالِدٌ ضَاحِكًا - (খালিদ হাসতে হাসতে বের হল)।

وَجَدْتُ التَّلْمِيذَ قَارِئًا - (আমি ছাত্রটিকে পড়া অবস্থায় পেলাম)।

لَقِيتُ سَعِيدًا بَاكِيَيْنِ - (আমি সাঈদের সাথে উভয়ে ক্রন্দনরত অবস্থায় সাক্ষাৎ করলাম)।

উপরের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ضَاحِكًا - قَارِئًا ও بَاكِيَيْنِ শব্দ দ্বারা কারো না কারো অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম বাক্যে خَرَجَ خَالِدٌ এর সাথে ضَاحِكًا যুক্ত করে خالد এর অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। خالد শব্দটি বাক্যে فاعل।

দ্বিতীয় বাক্যে وَجَدْتُ التَّلْمِيذَ এর সাথে قَارِئًا যুক্ত করে التَّلْمِيذَ এর অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। التَّلْمِيذَ শব্দটি বাক্যে مفعول به

তৃতীয় বাক্যে لَقِيتُ سَعِيدًا এর সাথে بَاكِيَيْنِ যুক্ত করে ت سَعِيدَ এর অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। বাক্যে ت হল فاعل এবং سَعِيدَ হল مفعول به। এ ধরনের অবস্থা বর্ণনা করার নাম حال।

### الْقَوَاعِدُ

#### تَعْرِيفُ الْحَالِ

حَالُ শব্দটি একবচন। বহুবচনে أَحْوَالُ; এর অর্থ হল, অবস্থা, ক্ষেত্র ইত্যাদি। পরিভাষায় -

الْحَالُ مَا يُبَيِّنُ هَيْئَةَ الْفَاعِلِ أَوْ الْمَفْعُولِ بِهِ لَفْظًا وَمَعْنَى

অর্থাৎ, যে শব্দ দ্বারা فَاعِلٌ অথবা مَفْعُولٌ بِهِ অথবা فاعل ও مفعول به উভয়ের অবস্থা বর্ণনা করা হয় তাকে حال বলা হয়। আর যার অবস্থা বর্ণনা করা হয় তাকে ذوالحال বলা হয়।

## حُكْمُ الْحَالِ

حَال শব্দটি সাধারণত إِسْمٌ مُشْتَقٌّ ও نَكْرَةٌ হয় এবং ذُو الْحَالِ টি معرفة হয়। حَال সব সময় ذُو الْحَال এর অনুকরণ করে। অর্থাৎ ذُو الْحَال যদি وَاحِدٌ হয় তবে حَال ও وَاحِدٌ হয়। তثنیه হলে হালও তثنیه হয়, جمع হলে হালও جمع হয়, مذکر হলে হালও مذکر হয় এবং مؤنث হলে হালও مؤنث হয়।

حَال টা جملة ও হতে পারে কখনো কখনো جملة এর পূর্বে একটি واو আসে। যে واو টিকে واو حالية বলা হয়। যথা- خَرَجَ خَالِدٌ وَهُوَ ضَاحِكٌ

## تَدْرِيبَاتٌ

- ১। حَال ও ذُو الْحَال কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।
- ২। حَال ও ذُو الْحَال টি সাধারণত কী হয়ে থাকে?
- ৩। حَال টি কী বিষয়ে ذُو الْحَال এর অনুকরণ করে?
- ৪। অংশে উল্লিখিত শব্দসমূহ দ্বারা ب অংশের حَال এর স্থানটি পূরণ কর এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন কর।

(ب) (ألف)

(مسافر)

وَجَدْتُ الطَّيِّبَ .....

(ضاحك)

خَرَجَ الطُّلَّابُ .....

(راكب)

جَاءَ الرَّجُلَانِ .....

(حزين)

دَخَلْتُ فَاطِمَةَ .....

(مسرع)

خَرَجَتِ الطَّالِبَاتُ .....

- ৫। وَجَدْتُ الْأُسْتَاذَ جَالِسًا، جَاءَ خَالِدٌ مُسْرِعًا : কর ترکیب

## الْفَصْلُ الرَّابِعُ عَشَرَ الْمُسْتَثْنَى

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

قَرَأَ الطُّلَابُ إِلَّا نَعِيمًا - (নাঈম ছাড়া সব ছাত্র পড়ল অর্থাৎ নাঈম পড়েনি)।

مَا حَضَرَ الطُّلَابُ إِلَّا نَعِيمًا - (নাঈম ছাড়া সব ছাত্র অনুপস্থিত অর্থাৎ নাঈম উপস্থিত হয়েছে)।

أَكَلَ الطُّلَابُ غَيْرَ نَعِيمٍ - (নাঈম ছাড়া সব ছাত্র খেলো অর্থাৎ নাঈম খায়নি)।

سَافَرَ الطُّلَابُ سِوَى نَعِيمٍ - (নাঈম ছাড়া সকল ছাত্র সফর করল অর্থাৎ নাঈম সফর করেনি)।

سَافَرَ الطُّلَابُ حَاشَا نَعِيمٍ - (নাঈম ছাড়া সকল ছাত্র সফর করল অর্থাৎ নাঈম সফর করেনি)।

উপরের বাক্যসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বাক্যের حَاشَا - سِوَى - غَيْرَ - إِلَّا এর পূর্বের অংশ (প্রথম অংশ) ইতিবাচক অর্থ প্রদান করেছে কিন্তু বর্ণিত হরফগুলোর পরের অংশ নেতিবাচক অর্থ প্রদান করেছে। এ ধরনের নির্দিষ্ট হরফ ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো বিষয়কে আলাদা করে বোঝানোর নাম إِسْتِثْنَاءٌ

১ম বাক্যে الطلاب কথাটা ছিল হ্যাঁ-বোধক, إلا যুক্ত করে কথাটাকে তার পরের জন্যে না বোধক করা হয়েছে। অর্থাৎ নাঈম পড়েনি।

২য় বাক্যে مَا حَضَرَ الطُّلَابُ কথাটি ছিল না বোধক, إلا যুক্ত করে কথাটাকে তার পরের জন্যে হ্যাঁ বোধক করা হয়েছে। অর্থাৎ নাঈম উপস্থিত হল।

## الْقَوَاعِدُ

### تَعْرِيفُ الْمُسْتَثْنَى

مُسْتَثْنَى শব্দটি الإِسْتِثْنَاءُ মাসদার থেকে নির্গত। এর অর্থ হল পৃথককৃত, যাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হল-

الْمُسْتَثْنَى لَفْظٌ يُذَكَّرُ بَعْدَ إِلَّا وَأَخْوَاتِهَا لِيُعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ مَا نُسِبَ إِلَى مَا قَبْلَهَا.

অর্থাৎ, مُسْتَثْنَى এমন শব্দকে বলা হয় যাকে إلا ও তার সমগোত্রীয় শব্দের পরে এ কথা বোঝানোর জন্য উল্লেখ করা হয় যে, তার পূর্ববর্তী শব্দের সাথে যার সম্বন্ধ করা হয়েছে, তা তার নিজের সাথে সম্বন্ধীয় নয়।

অন্যভাবে বলা যায়, **أداة الاستثناء** সমূহ দ্বারা যে শব্দটিকে তাদের পূর্বের **حُكْم** থেকে (অর্থাৎ হ্যাঁ বা না থেকে) বাদ দেওয়া হয়, তাকে **مُسْتَثْنَى** এবং যা থেকে বাদ দেওয়া হয়, তাকে **مِنْهُ** বলা হয়।

### أداة الاستثناء

استثناء-এর হরফ হল-

لَا يَكُونُ وَ لَيْسَ - مَا عَدَا - مَا خَلَا - عَدَا - خَلَا - حَاشَا - سِوَى - غَيْرَ - إِلَّا

مُسْتَثْنَى-এর প্রকারভেদ : দু প্রকার। যথা-

مُسْتَثْنَى مُتَّصِلٌ ১।

مُسْتَثْنَى مُنْقَطِعٌ ২।

নিচের বাক্য দুটির প্রতি লক্ষ্য কর :

حَضَرَ الرَّجَالَ إِلَّا خَالِدًا - (লোকেরা উপস্থিত হল কিন্তু খালিদ উপস্থিত হয়নি)।

وَصَلَ الطُّلَابُ إِلَّا كُتُبَهُمْ - (ছাত্ররা পৌছেছে কিন্তু তাদের বইপত্র (পৌছেনি)।

উপরের বাক্য দুটিতে **الرجال** ও **الطلاب** শব্দদ্বয় হল **مُسْتَثْنَى** এবং **خالد** ও **كتب** শব্দদ্বয় হল **مُسْتَثْنَى** কিন্তু ১ম বাক্যে **رجال** ও **خالد** একই প্রকৃতির অর্থাৎ মানুষ। ২য় বাক্যে **طلاب** ও **كتب** একই প্রকৃতির নয় অর্থাৎ একটি হল ছাত্র এবং অপরটি হল বই।

**مُسْتَثْنَى** ও **مُسْتَثْنَى مِنْهُ** যখন একই প্রকৃতির হয়, তখন **مُسْتَثْنَى** কে **مُسْتَثْنَى مُتَّصِلٌ** বলে এবং দুটি যখন দু প্রকৃতির হয়, তখন **مُسْتَثْنَى** কে **مُسْتَثْنَى مُنْقَطِعٌ** বলে। তাহলে **خالد** হল **مُسْتَثْنَى مُتَّصِلٌ** এবং **كتب** হল **مُسْتَثْنَى مُنْقَطِعٌ**।

### إِعْرَابُ الْمُسْتَثْنَى

১। **مُسْتَثْنَى** টি যদি উল্লেখ থাকে এবং **الاستثناء** টি **إِلَّا** হয়, তাহলে অধিকাংশ সময়ই **جَاءَ الْقَوْمُ إِلَّا خَالِدًا**-যথা **مُسْتَثْنَى** টি **مُنْقَطِعٌ** হবে।

২। **مُسْتَثْنَى** টি যদি উল্লেখ না থাকে এবং **الاستثناء** টি **إِلَّا** হয়, তাহলে **مُسْتَثْنَى** টি পূর্বের **مُسْتَثْنَى** টি **مُنْقَطِعٌ** হবে। যথা-

وَمَا نَظَرْتُ إِلَّا إِلَى زَيْدٍ، وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا زَيْدًا، مَا جَاءَ إِلَّا زَيْدٌ.



- ৩ | هَوَ لَا يَكُونُ وَ لَيْسَ - مَا خَلَا - مَا عَدَا - خَلَا - عَدَا | যদি এدا - أَدَاةُ الْاِسْتِثْنَاءِ | ৩  
جَاءَ الطُّلَّابُ إِلَّا خَالِدًا - যথা | هَوَ مَنصُوبٌ | যদি এদা - أَدَاةُ الْاِسْتِثْنَاءِ | ৪  
৪ | هَوَ مَجْرُورٌ | যদি এদা - أَدَاةُ الْاِسْتِثْنَاءِ | ৪

## تَدْرِيبَاتٌ

- ১ | هَوَ كَيْفَ وَ كَيْ كَيْفَ | এদা - أَدَاةُ الْاِسْتِثْنَاءِ | ১  
২ | هَوَ كَيْفَ | এদা - أَدَاةُ الْاِسْتِثْنَاءِ | ২  
৩ | هَوَ كَيْفَ | এদা - أَدَاةُ الْاِسْتِثْنَاءِ | ৩  
৪ | هَوَ كَيْفَ | এদা - أَدَاةُ الْاِسْتِثْنَاءِ | ৪  
৫ | هَوَ كَيْفَ | এদা - أَدَاةُ الْاِسْتِثْنَاءِ | ৫

- شَرِبَتِ الدَّوَابُّ إِلَّا دَابَّةً ، أَكَلَ الْأَصْدِقَاءُ إِلَّا سَعِيدًا ، وَصَلَ الطُّلَّابُ إِلَّا كُتَيْبَهُمْ ، وَصَلَ الْمَسَافِرُونَ إِلَّا  
حَقَائِبَهُمْ ، جَاءَ الْقَوْمُ إِلَّا دَوَابَهُمْ ، رَأَيْتُ الطُّلَّابَ إِلَّا شَفِيقًا ، مَا جَاءَ إِلَّا عَالِمًا .  
৬ | এংশের শব্দগুলোর দ্বারা এংশের শূন্যস্থান পূরণ কর এবং এরা প্রদান কর :

(الف)

كتاب

سعيد

مدرسان

نعيم

(ب)

أَخَذْتُ الْكُتُبَ غَيْرَ

غَابَ الطُّلَّابُ إِلَّا

سَافَرَ الْمُدْرِسُونَ إِلَّا

لَعِبَ اللَّاعِبُونَ سِوَى

## الْفَصْلُ الْخَامِسُ عَشَرَ الْتَّمِيْزُ

(ألف)

- ١ اشْتَرَيْتُ لِتْرَيْنَ |  
(আমি দু লিটার খরিদ করলাম)।
- ٢ بَعْتُ مِنْوَيْنِ رُزًا |  
(আমি দু মণ বিক্রি করলাম)।
- ٣ عِنْدِي ذِرَاعٌ |  
(আমার নিকট এক গজ আছে)।
- ٤ اشْتَرَيْتُ خَمْسَةَ عَشَرَ ٨ |  
(আমি ১৫ টি খরিদ করলাম)।
- ٥ كَمْ عِنْدَكَ؟ |  
(তোমার নিকট কতটি আছে?)
- ٦ كَمْ عِنْدَكَ؟ |  
(তোমার নিকট কত আছে?)
- ٧ اشْتَرَيْتُ كَذَا وَكَذَا ٩ |  
(আমি এত এত খরিদ করলাম)।

(ب)

- ١ اشْتَرَيْتُ لِتْرَيْنَ زَيْتًا |  
(আমি দু লিটার তৈল খরিদ করলাম)।
- ٢ بَعْتُ مِنْوَيْنِ رُزًا |  
(আমি দু মণ চাউল বিক্রি করলাম)।
- ٣ عِنْدِي ذِرَاعٌ ثَوْبًا |  
(আমার নিকট এক গজ কাপড় আছে)।
- ٤ اشْتَرَيْتُ خَمْسَةَ عَشَرَ كِتَابًا |  
(আমি ১৫ টি বই খরিদ করলাম)।
- ٥ كَمْ قَلَمًا عِنْدَكَ؟ |  
(তোমার নিকট কতটি কলম আছে?)
- ٦ كَمْ فُلُوسًا عِنْدَكَ؟ |  
(তোমার নিকট কত পয়সা আছে?)
- ٧ اشْتَرَيْتُ كَذَا وَكَذَا قَمِيصًا |  
(আমি এত এত জামা খরিদ করলাম)।

ألف অংশের বাক্যগুলোতে চিহ্নিত শব্দগুলো দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে তা আমাদের নিকট অস্পষ্ট। যেমন- لترين দ্বারা দু লিটার কী? منوين দ্বারা দু মণ কী? ذراع দ্বারা এক গজ কী? خمسة عشر দ্বারা ১৫ টি কী? كم দ্বারা কিসের সংখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে? ২য় كم দ্বারা কিসের আধিক্য বোঝানো হয়েছে? এবং وكذا وكذا (এত এত) দ্বারা কিসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে কিছুই আমাদের নিকট স্পষ্ট নয়। কিন্তু ب অংশের বাক্যসমূহে চিহ্নিত শব্দগুলো হল تميز যা উল্লিখিত অস্পষ্টতাকে দূর করে দিয়েছে।

অর্থাৎ لترين দ্বারা দু লিটার তৈল, منوين দ্বারা দু মণ চাউল, ذراع দ্বারা এক গজ কাপড়, خمسة عشر দ্বারা ১৫টি বই, প্রথম كم দ্বারা কলমের সংখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে, দ্বিতীয় كم দ্বারা পয়সার আধিক্য বোঝানো হয়েছে এবং وكذا وكذا দ্বারা জামা এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তাহলে বোঝা গেলো, **رُزًّا، زَيْتًا، ثَوْبًا، كِتَابًا، قَلَمًا، فُلُوسًا** ও **فَمِيصًا** শব্দসমূহ দ্বারা যথাক্রমে **كَذَا وَكَذَا** ও **كَمْ، كَمْ، كَمْ، حَمْسَةَ عَشَرَ، ذِرَاعٌ، مِئَاتَيْنِ، لَيْتَرَيْنِ** শব্দগুলোর অস্পষ্টতা দূর করা হয়েছে।

আবার লক্ষ্য কর-

(ألف)

حَسَنَ خَالِدٌ

(খালিদ সুন্দর)।

كَرِيمٌ أَكْثَرُ مِنْ بَكْرٍ

(করিম বকরের চেয়ে অধিক)।

(ب)

حَسَنَ خَالِدٌ خُلُقًا

(খালিদ চরিত্রের দিক থেকে সুন্দর)।

كَرِيمٌ أَكْثَرُ مِنْ بَكْرٍ مَالًا

(করিম বকরের চেয়ে সম্পদের দিক থেকে অধিক)।

ألف অংশের প্রথম বাক্যে **حَسَنَ خَالِدٌ** কথাটা অস্পষ্ট। কারণ খালিদ কোনো দিক থেকে সুন্দর তা উল্লেখ নেই। চেহারার দিক থেকে? না চরিত্রের দিক থেকে? না অন্য কোনো দিক থেকে?

কিছু **ب** অংশের বাক্যগুলোতে **خُلُقًا** ও **مَالًا** শব্দদ্বয় পূর্বের অস্পষ্টতাকে দূর করে দিয়েছে। অর্থাৎ খালিদ চরিত্রের দিক থেকে সুন্দর এবং করিম বকর অপেক্ষা সম্পদের দিক থেকে অধিক। তাহলে বোঝা গেলো **حسن** ও **خالد** এর মাঝে এবং **كريم** ও **أكثر** এর মাঝে সৃষ্ট অস্পষ্টতাকে **خُلُقًا** ও **مَالًا** শব্দদ্বয় দূর করে দিয়েছে।

## الْقَوَاعِدُ

تَعْرِيفُ التَّمْيِيزِ

**التَّمْيِيزِ** শব্দটি **ميز** শব্দমূল থেকে নির্গত। এর অর্থ হল, দূর করা, বিচ্ছিন্ন করা ইত্যাদি। পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হল-

التَّمْيِيزُ نَكْرَةٌ جَامِدَةٌ تُزِيلُ إِبْهَامَ مَا قَبْلَهَا

অর্থাৎ, যে শব্দ তার পূর্বের **إِبْهَام** তথা অস্পষ্টতাকে দূর করে দেয়, তাকে **تميز** বলে এবং যার অস্পষ্টতাকে দূর করা হয়, তাকে **مُمَيِّزٌ** বলে।

যেসব বিষয়ের অস্পষ্টতা দূর করে :

সাধারণত **تَمْيِيزٌ** যে সমস্ত বিষয় থেকে **إِبْهَام** তথা অস্পষ্টতাকে দূর করে তা নিম্নরূপ-

১। ওজন তথা পরিমাপ বোঝায় এমন শব্দ এর অস্পষ্টতা দূর করে। যথা-

لَيْتَرٌ، سِيرٌ، مَنْ، قَفِيْزٌ، رَطْلٌ، مُدٌ، صَاعٌ

যথা- **عِنْدِي مِنْوَانٌ رُزًّا** (আমার নিকট এক মন চাল আছে)

২। পরিমাপ বোঝায় এমন শব্দসমূহ থেকে অস্পষ্টতা দূর করে। যথা- ذراع - متر যথা-

اِشْتَرَيْتُ ذِرَاعَيْنِ ثَوْبًا (আমি দুই গজ কাপড় ক্রয় করেছি)।

৩। সংখ্যা থেকে অস্পষ্টতা দূর করে। যথা-

اِشْتَرَيْتُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ كِتَابًا (আমি তেরটি বই ক্রয় করেছি)।

৪। ক্রম থেকে অস্পষ্টতা দূর করে। যথা-

كَمْ كِتَابًا عِنْدَكَ (তোমার নিকট কয়টি বই আছে?)

৫। স্থান থেকে অস্পষ্টতা দূর করে। যথা-

كَمْ طَلَّابٍ فِي هَذِهِ الْمَدْرَسَةِ (এই মাদরাসায় কত শিক্ষার্থী)।

৬। ক্রম থেকে অস্পষ্টতা দূর করে। যথা-

اِشْتَرَيْتُ كَذَا وَكَذَا كِتَابًا (আমি এত এত বই ক্রয় করেছি)।

৭। ক্রম থেকে অস্পষ্টতাকে দূর করে। যথা-

طَالَ سَعِيدٌ عُمَرًا (বয়স হিসেবে সাঈদ লম্বা হয়েছে)।

৮। ক্রম থেকে অস্পষ্টতাকে দূর করে। যথা-

خَالِدٌ أَكْبَرُ مِنْ نَعِيمٍ عُمَرًا (বয়সের দিক থেকে খালেদ নাদিমের চেয়ে বড়)।

إِعْرَابُ التَّمْيِيزِ :

১। ৩ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যার তমিয সর্বদা مجرور হয়।

২। ১০০ ও ১০০০ এর তমিয সর্বদা مجرور হয়।

৩। كَم الخبرية এর তমিয সর্বদা مجرور হয়।

أَقْسَامُ التَّمْيِيزِ :

তমিয দু প্রকার : যথা-

১। تَمْيِيزُ نِسْبَةٍ أَوْ جُمْلَةٍ : এ প্রকারের তমিয কে ملحوظ ও বলা হয়। এ প্রকারের তমিয হল তা যা বাক্যের অস্পষ্টতা দূর করে।

যেমন- আল্লাহর বাণী : وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا (আমরা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করেছি)।

২। تَمَيُّزٌ ذَاتٌ أَوْ مُفْرَدٌ : এ প্রকারের তমিয কে مَلْفُوظٌ ও বলা হয়। এ প্রকারের তমিয হল তা যা শব্দের অস্পষ্টতা দূর করে।

যেমন- আল্লাহর বাণী : رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا (আমি এগারোটি নক্ষত্রকে দেখেছি)।

## تَدْرِيبَاتٌ

- ১। তমিয ও মিম কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।
- ২। তমিয কোনো কোনো বিষয় থেকে অস্পষ্টতা দূর করে। উদাহরণসহ লেখ।
- ৩। তমিয কয় প্রকার উদাহরণসহ উল্লেখ কর।
- ৪। তমিয এর إعراب কী? লেখ।
- ৫। নিচের শব্দসমূহের অস্পষ্টতাকে সঠিক তমিয ব্যবহার করে দূর কর :

..... ا. اِشْتَرَيْتُ خَمْسَةَ .....

..... ب. وَجَدْتُ كَذًا وَكَذَا .....

..... ج. اِشْتَرَيْتُ ذِرَاعَيْنِ .....

..... د. كَمْ ..... فِي حَقِيْبَتِكَ ؟

..... ه. عِنْدِي رَطْلٌ .....

- ৬। নিচের বাক্যগুলো থেকে তমিয বের কর :

عِنْدِي خَمْسَةَ عَشَرَ كِتَابًا، وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، أَحْوَكُ أَحْسَنُ مِنْكَ خُلُقًا، رَفِيقٌ  
أَعَزُّ مِنْكَ عِلْمًا، أَكْرَمُ بِمَسْعُودٍ عَالِمًا، ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

১২ প্রকার منصوبات-এর ৮ প্রকার সম্পর্কে উপরে বিস্তারিত আলোচনা করা হল। বাকী ৪ প্রকারের ১২ প্রকার منصوبات-এর ৪ প্রকার সম্পর্কে উপরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলো হল-

التَّاسِعُ : اِسْمٌ اِنْ وَاخْوَاتِهَا ( الحروف المشبهة بالفعل )

الْعَاشِرُ : خَبْرٌ اِنْ وَاخْوَاتِهَا ( الأفعال الناقصة )

الْحَادِي عَشَرَ : خَبْرٌ مَا وَلَا الْمُشَبَّهَاتَانِ بَلَيْسَ ( الأحرف المشبهة بليس )

الثَّانِي عَشَرَ : اِسْمٌ لَا التَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ

## الْفَضْلُ السَّادِسُ عَشَرَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (বিচার দিনের মালিক)।

كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (তোমার রব হস্তীবাহিনীর সাথে কী আচরণ করেছেন?)

هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (তিনিই গায়েব ও হাযির সম্পর্কে জ্ঞাত)।

উপরের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, **أَصْحَابِ الْفِيلِ** - **رَبُّكَ** - **يَوْمِ الدِّينِ** ও **عَالِمُ الْغَيْبِ** -এর প্রত্যেকটিতে দুটি ইসম একটি অপরটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়েছে। এরূপ সম্বন্ধকে আরবিতে إضافة বলে। **يَوْمِ** শব্দটি **الدِّينِ**-এর সাথে, **رَبُّ** শব্দটি **ك** এর সাথে, **أَصْحَابُ** শব্দটি **الفيل** এর সাথে এবং **عَالِمٌ** শব্দটি **الْغَيْبُ** এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়েছে।

এভাবে যাকে সম্বন্ধ যুক্ত করা হয়, তাকে **مُضَافٌ** এবং যার সাথে সম্বন্ধ করা হয়, তাকে **مُضَافٌ إِلَيْهِ** বলে। তাহলে বোঝা গেলো, **رَبُّ** ; **يَوْمِ** ও **عَالِمٌ** শব্দসমূহ **مُضَافٌ** এবং **الفيل** ; **ك** ; **الدِّينِ** ও **الغيب** শব্দসমূহ **مُضَافٌ إِلَيْهِ** বলে। **مُضَافٌ إِلَيْهِ** আরবি বাক্যে **مُجْرُورَاتٌ**-এর অন্তর্ভুক্ত।

## الْقَوَاعِدُ

### تَعْرِيفُ الْإِضَافَةِ

**الْإِضَافَةُ** শব্দটি বাবে **إِفعال**-এর মাসদার। এর অর্থ হল, সম্বন্ধ স্থাপন করা, সম্পর্ক সৃষ্টি করা। এর সংজ্ঞা হল-

هِيَ تَعَلُّقُ كَلِمَةٍ بِكَلِمَةٍ أُخْرَى بِوَاسِطَةِ حَرْفِ الْجَرَ لَفْظًا أَوْ مَعْنَى

অর্থাৎ, কোনো শব্দকে অন্য শব্দের সাথে প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য হরফে জারের মাধ্যমে সম্বন্ধ স্থাপন করাকে **إضافة** বলে।

مُضَافٌ وَ مِثْلُهُ مِثْلُهُ : চেনার সহজ পদ্ধতি :

১। আরবি থেকে বাংলায় অনুবাদ করার সময় দুটি শব্দের মাঝে 'র' অথবা 'এর' আসলে বুঝতে হবে শব্দ দুটির মাঝে **إضافة** এর সম্পর্ক রয়েছে। এদের একটি **مُضَافٌ** এবং অপরটি **مُضَافٌ إِلَيْهِ**।



## تَدْرِيبَاتٌ

- ১। إضافة - مضاف و مضاف إليه কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।
- ২। مضاف و مضاف إليه চেনার সহজ পদ্ধতি কী? লেখ।
- ৩। বাংলা ও আরবি ভাষায় مضاف و مضاف إليه এর অবস্থান নির্ণয় কর।
- ৪। إضافة কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।
- ৫। مضاف و مضاف إليه এর أحكام কি কি? লেখ।
- ৬। অংশের শব্দগুলোর সাথে ب অংশের উপযুক্ত শব্দ মিলিয়ে إضافة গঠন কর :

(ب)	(الف)	(ب)	(ألف)
اللحم	نجم	المسجد	إمام
المدرسة	طالب	البحر	تراب
السماء	ثمن	الأرض	سمك

- ৭। নিজের থেকে ৫টি বাক্য তৈরি কর যাতে مضاف و مضاف إليه রয়েছে।



## الْفَضْلُ السَّابِعُ عَشَرَ مَجْرُورٌ بِمَجْرُوفِ الْجَرِّ

مোট ১৭টি। যথা-

بَاءٌ، تَاءٌ، كَافٌ، لَامٌ، وَوَاوٌ، مُنْذٌ، مُذٌ، خَلَا، رَبُّ، حَاشَا، مِنْ، عَدَا، فِي، عَن، عَلَى، حَتَّى، إِلَى.

এ তথা অবয়বগুলো اسم এর পূর্বে এসে اسم কে جر প্রদান করে। যথা-

১। كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ - (আমি কলম দ্বারা লিখলাম)।

২। تَاللَّهِ لَا أَتْرُكُ الصَّلَاةَ أَبَدًا - (আল্লাহর শপথ! আমি কখনো সালাত ছাড়ব না)।

৩। زَيْدٌ كَأَلَسَدٍ - (যায়েদ সিংহের মতো)।

৪। الْحَمْدُ لِلَّهِ - (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে)।

৫। وَاللَّهِ لَا أَغِيْبُ عَنِ الْمَدْرَسَةِ - (আল্লাহর শপথ! আমি মাদ্রাসা থেকে অনুপস্থিত থাকব না)।

৬। ذَهَبَ خَالِدٌ إِلَى الْمَدْرَسَةِ - (খালিদ মাদ্রাসায় গেল)।

৭। قَرَأْتُ الْكِتَابَ حَتَّى الْخَاتِمَةِ - (আমি বইটি উপসংহারসহ পড়লাম)।

৮। جَلَسْتُ عَلَى الْكُرْسِيِّ - (আমি চেয়ারের উপর বসলাম)।

৯। دَخَلَ الطَّالِبُ فِي الصَّفِّ - (ছাত্রটি শ্রেণি কক্ষে প্রবেশ করল)।

১০। لَا أَعْرِفُ عَنِ خَالِدٍ - (আমি খালিদ সম্পর্কে জানি না)।

১১। خَرَجَ سَعِيدٌ مِنَ الْعُرْفَةِ - (সাইদ রুম থেকে বের হয়ে গেল)।

১২। مَا رَأَيْتُ نَعِيمًا مُذْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ - (আমি নাঈমকে শুক্রবার থেকে দেখিনি)।

১৩। هُوَ غَائِبٌ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ - (সে তিন দিন যাবৎ অনুপস্থিত)।

১৪। رَبُّ مُسْلِمٍ لَا يَعْرِفُ عَنِ الْإِسْلَامِ - (অনেক মুসলমান ইসলাম সম্পর্কে জানে না)।

১৫। حَضَرَ الطَّلَابُ حَاشًا نَعِيمٍ - (নাঈম ছাড়া সব ছাত্র উপস্থিত হল)।

১৬। حَضَرَ الطَّلَابُ عَدَا نَعِيمٍ - (নাঈম ছাড়া সব ছাত্র উপস্থিত হল)।

১৭। حَضَرَ الطَّلَابُ خَلَا نَعِيمٍ - (নাঈম ছাড়া সব ছাত্র উপস্থিত হল)।

(حاشا - عدا و خلا এ তিনটি শব্দ الاستثناء হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে)

شبه الفعل বা فعل উল্লিখিত তার পূর্বে উল্লিখিত حرف مجرور ও حرف الجر  
 شبه الفعل একটি গোপন موجود বা ثابت - كائن সাধারণত উল্লিখ না থাকলে  
 الحمد ثابت لله অর্থاً الحمد لله - যথা এর সাথে متعلق করতে হয়।

## تَدْرِيبَاتٌ

১। কয়টি ও কী কী? লেখ।

২। নিচের বাক্যগুলো থেকে حرف جار খুঁজে বের কর :

قوله تعالى : وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ  
 عِبَادِهِ، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، وَهَبَ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا. وَقَوْلِكَ  
 : جِئْتُ مِنَ الْبَيْتِ ، خَالِدٌ ذَهَبَ إِلَى مَكَّةَ. ذَهَبْتُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ.

৩। ব্যবহার করে ৫টি বাক্য তৈরি কর।

# الدَّرْسُ السَّابِعُ الْحُرُوفُ الْعَامِلَةُ وَغَيْرُ الْعَامِلَةِ হরফে 'আমেলা ও গাইরে 'আমেলাসমূহ

আরবি ভাষায় ব্যবহৃত **معرب** শব্দের শেষাঙ্করে **رفع**, **نصب** ও **جر** হওয়ার ক্ষেত্রে তিন প্রকারের **عامل** (اسم، فعل وحرف) কাজ করে। এই তিন প্রকারের মধ্যে **حرف** একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় দখল করে আছে। অর্থাৎ আরবিতে **حرف**-এর সংখ্যা অনেকগুলো। যেগুলোকে একত্রে **حُرُوفٌ مَعَانِيَةٌ** বলে। এ **حرف** গুলো দু প্রকার। যথা-

১ **الْحُرُوفُ الْعَامِلَةُ** (আমলকারী হরফসমূহ) ও

২ **الْحُرُوفُ غَيْرُ الْعَامِلَةِ** (আমল নাকারী হরফসমূহ)।

## الفصل الأول: الحُرُوفُ الْعَامِلَةُ

**الْحُرُوفُ الْعَامِلَةُ** সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে **عوامل** সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন।

**عوامل** শব্দটি বহুবচন। একবচনে **عامل**; এর অর্থ হল, কর্তা, যিনি কাজ করেন। পরিভাষায়, যার কারণে **إعراب** (اسم، فعل وحرف) শব্দের শেষাঙ্করের পরিবর্তিত হয়, তাকে **عوامل** বলে।

**عامل** প্রধানত দু প্রকার। যথা-

১ **الْعَامِلُ اللَّفْظِيُّ** যেমন- **فِي الْبَيْتِ** (যেমন- **فِي الْبَيْتِ**)

২ **الْعَامِلُ الْمَعْنَوِيُّ** যেমন- **زَيْدٌ قَائِمٌ**

১. **الْعَامِلُ اللَّفْظِيُّ**: বাক্যে **عَامِلٌ** যদি দৃশ্যমান থাকে, তবে তাকে **الْعَامِلُ اللَّفْظِيُّ** বলে। যেমন- **زَيْدٌ** **فِي الْبَيْتِ** (যায়েদ ঘরে)। এ বাক্যে **الْبَيْتِ**-কে **كَسْرَةٌ** প্রদানকারী **عامل** হল **فِي** শব্দ। এটি বাক্যে দৃশ্যমান রয়েছে।

২. **الْعَامِلُ الْمَعْنَوِيُّ**: বাক্যে **عَامِلٌ** যদি অদৃশ্যমান হয়, তবে তাকে **الْعَامِلُ الْمَعْنَوِيُّ** বলে। যেমন- **زَيْدٌ قَائِمٌ** (যায়েদ দণ্ডায়মান)। এ বাক্যে **زَيْدٌ**-কে **ضَمَةٌ** প্রদানকারী **عامل** দৃশ্যমান নয়। কারণ তা

**إِبْتِدَاءً** হওয়ার কারণে **مرفوع** হয়েছে। নাছবিদদের মতে **مبتدأ** এর **عامل** হচ্ছে **إِبْتِدَاءً**

أَلْعَامِلُ الْمَعْنَوِيُّ দুটি। যথা-

১। الأبتداءُ তথা মুবতাদার আমেল।

২। الأفعالُ المضارعُ-এর আমেল। অর্থাৎ, فعل مضارعُ সকল প্রকার প্রকাশ্য আমেল থেকে মুক্ত হওয়া।

أَلْعَامِلُ اللَّفْظِيُّ-এর প্রকারভেদ : أَلْعَامِلُ اللَّفْظِيُّ গঠনগতভাবে দু'প্রকার। যথা-

১। السَّمَاعِيُّ এটি মোট ৯১টি।

২। الْقِيَاسِيُّ এটি মোট ৭টি।

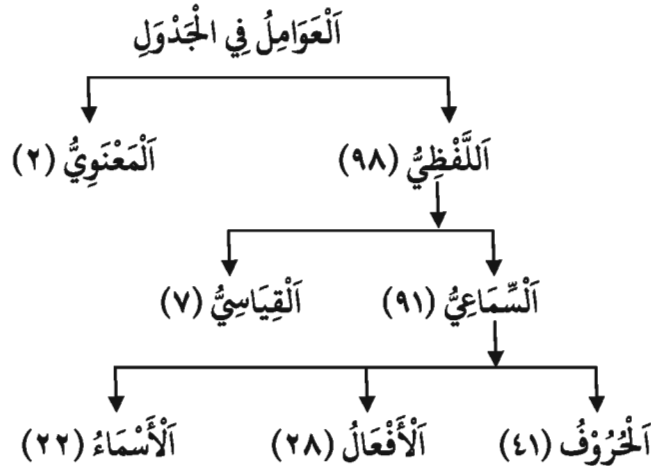
أَلْعَوَامِلُ السَّمَاعِيُّ মূলত তিন ধরনের হয়। যথা-

১। الحُرُوفُ মোট ৪১টি।

২। الأفعالُ মোট ২৮।

৩। الأسماءُ মোট ২২টি।

সর্বমোট ১০০টি আমেল।



أَلْحُرُوفُ الْعَامِلَةُ-এর প্রকার : أَلْحُرُوفُ الْعَامِلَةُ চার ভাগে বিভক্ত। যথা-

- ১- أَلْحُرُوفُ الْعَامِلَةُ فِي الْجَرِّ
- ২- أَلْحُرُوفُ الْعَامِلَةُ فِي النَّصْبِ
- ৩- أَلْحُرُوفُ الْعَامِلَةُ فِي الرَّفْعِ
- ৪- أَلْحُرُوفُ الْعَامِلَةُ فِي الْجَزْمِ

এসব হরফ কখনও اسم এর পূর্বে কখনও فعل এর পূর্বে আবার কখনও اسم ও فعل উভয়ের পূর্বে এসে আমল করে।

## التَّوَعُّ الْأَوَّلُ : الْحُرُوفُ الْعَامِلَةُ فِي الْجَرِّ

যে সব হরফ اسم-এর পূর্বে এসে তার শেষে جر প্রদান করে, তাকে الحروف الجارة বলে।

الحُرُوفُ الْجَارَةُ সর্বমোট ১৭টি। যথা-

باء، تاء، كاف، لام، واو، مُنْذُ، مُذْ، خَلا، رَبِّ، حَاشَا، مِنْ، عَدَا، فِي، عَن، عَلَى، حَتَّى، إِلَى.

অর্থসহ উহার উদাহরণ নিম্নরূপ-

১. ب দ্বারা, দিয়ে, সঙ্গে অর্থে। যথা- كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ (আমি কলম দ্বারা লিখেছি)।

২. ت শপথ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ (আল্লাহর কসম তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে)।

৩. و এটিও শপথ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- وَاللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا (আল্লাহর কসম আমি এমনটা করব)।

৪. ك মতো, ন্যায় অর্থে। যেমন- زَيْدٌ كَالْأَسَدِ (যায়েদ সিংহের মতো)।

৫. ل জন্য, এর অর্থে। যেমন- أَلْمَالُ لِزَيْدٍ (যায়েদের মাল)।

৬-৭. مذ ও منذ এ দুটি দ্বারা সময়ের আরম্ভ বোঝায়। যেমন-

مَا رَأَيْتُهُ مُنْذُ يَوْمَيْنِ، مَا رَأَيْتُهُ مُذْ يَوْمَيْنِ (আমি তাকে দুদিন হতে দেখিনি)।

৮-১০. عدا، خلا، حاشا এ তিনটি حرف ব্যতীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

مَا جَاءَ عَدَا زَيْدٍ، مَا جَاءَ خَلا زَيْدٍ، مَا جَاءَ حَاشَا زَيْدٍ (যায়েদ ছাড়া কেউ আসেনি)।

جَاءَ الْقَوْمُ خَلا زَيْدٍ (যায়েদ ব্যতীত দলের সবাই এসেছে)।

১১. ر অনেক, অল্প অর্থে। যেমন- رَبِّ رَجُلٍ لَقِيْتُهُ (আমি অনেক লোকের সঙ্গে সাক্ষাত করেছি)।

১২. فِي ভেতরে, মধ্যে, সম্বন্ধে অর্থে। যেমন- خَالِدٌ فِي الدَّارِ (খালেদ বাড়ির মধ্যে)।

১৩. مِنْ হতে, থেকে। যেমন- جِئْتُ مِنَ الْكُوفَةِ (কুফা থেকে এসেছি)।

১৪. عَلَى উপরে অর্থে। যেমন- أَلْقَمْتُ عَلَى الطَّاوَلَةِ (কলমটি টেবিলের উপর)।

১৫. عَنْ হতে অর্থে। যেমন- رَوَى عَنْ فُلَانٍ (অমুক থেকে বর্ণিত আছে)।

১৬. حَتَّى পর্যন্ত, সহ অর্থে। যেমন- أَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتَّى رَأْسِهَا (আমি মাছটি মাখাসহ খেয়েছি)।

১৭. إِلَى পর্যন্ত অর্থে। যেমন- وَاللَّهِ الْمَصِيرُ (আর আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তন স্থল)।

## التَّوَعُّ الثَّانِي: الْحُرُوفُ الْعَامِلَةُ فِي النَّصْبِ

(ক) যেসব হরফ اسم-কে নসব প্রদান করে সেগুলো কয়েক প্রকার। তা হল-

- ১ الْحُرُوفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ
- ২ مَا وَلَا الْمُشَبَّهَتَانِ بِلَيْسَ / الْحُرُوفُ الْمُشَبَّهَةُ بِلَيْسَ
- ৩ لَا لِتَنفِي الْجِنْسِ
- ৪ الْحُرُوفُ التَّدَائِيَّةُ

(খ) যে সব হরফ فعل مضارع-কে نصب প্রদান করে সেগুলো হল চারটি। তা হল-

إِذَنْ، كَيْ، لَنْ، أَنْ، পরবর্তী পাঠে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

## الْحُرُوفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ

যে সব হরফ অর্থগতভাবে ফেলের সাথে সাদৃশ্য রাখে সেগুলোকে الحروف المشبهة بالفعل বলা হয়।

إِنْ، أَنْ، كَأَنَّ، لَيْتَ، لَكِنَّ، لَعَلَّ- যথা- الْحُرُوفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ যুবতাদা (মبتدأ) এবং খবরের (خبر) পূর্বে বসে যুবতাদাকে نصب এবং খবরকে رفع প্রদান করে।

إِنَّ، أَنْ، كَأَنَّ، لَيْتَ، لَكِنَّ، لَعَلَّ- যথা- الْحُرُوفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ ছয়টি।

১. إِنَّ দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, বিজ্ঞানময়)।

২. أَنْ দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তা অর্থে। যেমন-

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই)।

৩. كَأَنَّ হরফটি উপমা বা তুলনা অর্থ প্রদান করে। যেমন-

كَأَنَّ زَيْدًا أَسَدٌ (যায়েদ সিংহের মতো)।

৪. لَيْتَ এটি আকাঙ্ক্ষার অর্থ প্রদান করে। যেমন-

لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ (হায়! যদি যৌবন ফিরে আসত)।

৫. لَكِنَّ এটি পূর্বোক্ত বাক্যের সন্দেহ দূরীভূত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন-

جَاءَ زَيْدٌ لَكِنَّ بَكْرًا غَائِبٌ (যায়েদ এসেছে; কিন্তু বকর অনুপস্থিত)।

৬. لَعَلَّ এটি সম্ভাব্য আশা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

لَعَلَّ اللَّهُ يَرْزُقُنِي خَيْرًا (আল্লাহ্ আমাকে কল্যাণ দান করবেন।)

## الْحُرُوفُ الْمُسَبَّهَةُ بِلَيْسَ (مَا وَلَا الْمُسَبَّهَتَانِ بِلَيْسَ)

ما ও لا হরফ দুটি যখন ليس-এর ন্যায় আমল করে এবং ليس-এর মতই না সূচক অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাকে لَيْسَ بِمَا وَلَا الْمُسَبَّهَتَانِ بِلَيْسَ বলে।

ما ও لا হরফদ্বয় مبتدأ ও خبر এর পূর্বে এসে مبتدا কে رفع এবং خبر কে نصب দেয়। যেমন-  
مَا زَيْدٌ حَاضِرًا (যায়েদ উপস্থিত নয়), لَا طَالِبٌ كَاتِبًا (জনৈক ছাত্র লেখক নয়)।

ما ও لا-এর পার্থক্য : ما হরফটি الْمَعْرِفَةُ وَ التَّكْرِيهُ উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন- مَا بَكْرٌ الْمَعْرِفَةُ এবং قَائِمًا এবং مَا رَجُلٌ مُنْظَلِقًا আর لا সব সময় التَّكْرِيهُ-এর পূর্বে ব্যবহৃত হয়, এটি কখনো الْمَعْرِفَةُ-এর উপর ব্যবহৃত হয় না। যেমন- لَا رَجُلٌ أَفْضَلُ مِنْكَ এখানে ما এর পরে بَكْر নাকেরা এবং رَجُل নাকেরা উভয় এসেছে। আর لا এর পরে رَجُل শব্দটি এসেছে।

## لَا لِنَفِي الْجِنْسِ

যে নাবোধক لا তার পরবর্তী ইসমের جنس তথা এককসমূহকে সমষ্টিগতভাবে نفي করে তাকে لَا لِنَفِي الْجِنْسِ বলে।

لا لنفي الجنس-এর আমল : لا لنفي الجنس এর اسم কে যবর এবং খবরকে পেশ দেয়।

যেমন- لَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي الدَّارِ (ঘরে কোনো পুরুষ দণ্ডায়মান নেই)।

لا নিম্নের চারটি শর্ত সাপেক্ষে এরূপ আমল করে-

১. لا এর ইসম ও খবর উভয়ই نكرة হতে হবে।
২. لا এর ইসমটি لا-এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে।
৩. لا এর খবর ইসমের আগে আসতে পারবে না।
৪. لا এর ইসমের উপর حرف جار আসতে পারবে না।

لا এর ইসম যখন مضاف হয় তখন তা যবরবিশিষ্ট হবে। যেমন- الدَّارِ فِي الدَّارِ- (ঘরে কোন লোকের বুদ্ধিমান গোলাম নেই)।

لا-এর ইসম যখন نكرة হয় এবং مضاف না হয় তখন ইসমটি সর্বদা-এর উপর মبنী হবে।

যেমন- الدَّارِ فِي الدَّارِ (ঘরে কোনো পুরুষ লোক নেই)।

لا-এর ইসম যখন معرفة হয় তখন অন্য একটি معرفة এর সাথে لا কে পুনরায় উল্লেখ করতে হবে।

এ সময় لا কোনো আমল করবে না। ঐ معرفة টি عامل معنوی দ্বারা পেশবিশিষ্ট হবে। যেমন-

لَا خَالِدٌ عِنْدَنَا وَلَا مُحَمَّدٌ (আমাদের নিকট খালেদ ও মাহমুদ কেউ নেই)।

لا-এর ইসম যখন একবচন نكرة হয়, তখন দ্বিতীয় আর একটি نكرة দ্বারা لا কে পুনরায়

উল্লেখ করে পাঁচ প্রকার إعراب দিয়ে পড়া যায়। যেমন-

۱- لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

۲- لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

۳- لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

۴- لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

۵- لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

১. لَا حَوْلَ ও قُوَّةَ উভয়টিতে فتحة হবে। (উভয় لا নফী জিনস হিসেবে)।
২. لَا حَوْلَ ও قُوَّةَ উভয়টিতে তানবীনসহ ضمة হবে। (উভয় لا আমলহীন)।
৩. لَا حَوْلَ শব্দে فتحة হবে এবং قُوَّةَ শব্দে তানবীনসহ فتحة হবে। (প্রথম لا নফী জিনস হিসেবে এবং দ্বিতীয় لا অতিরিক্ত)।
৪. لَا حَوْلَ শব্দে তানবীনসহ ضمة এবং قُوَّةَ শব্দে فتحة হবে। (প্রথম لا আমলহীন এবং দ্বিতীয় لا নফী জিনস হিসেবে)।
৫. لَا حَوْلَ শব্দে فتحة হবে এবং قُوَّةَ শব্দে তানবীনসহ ضمة হবে। (প্রথম لا নফী হিসেবে এবং দ্বিতীয় لا আমলহীন)।



## الْحُرُوفُ النَّدَائِيَّةُ

যে সব হরফ দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে আহ্বান করা হয় সেগুলোকে الحروف الندائية বলে। যাকে আহ্বান করা হয়, তাকে مُنَادَى বলা হয়। যথা- يَا زَيْدُ (হে যায়েদ!) হরফটি হরফে নিদা আর زَيْدُ শব্দটি منادى

হরফে নিদা (حرف ندا) পাঁচটি। যেমন- أَيُّ، هَيْأَ، أَيَّا، يَا- যেমন-

১. يَا নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী কাউকে আহ্বান করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
২. أَيَّا দূরবর্তী কাউকে আহ্বান করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
৩. هَيْأَ দূরবর্তী কাউকে আহ্বান করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
৪. أَيُّ নিকটবর্তী কাউকে আহ্বান করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
৫. أَيُّ নিকটবর্তী কাউকে আহ্বান করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

হরফে নেদা مُنَادَى -এর উপর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকারٍ اِعْرَابٍ প্রদান করে। যেমন-

১. مُنَادَى টি যখন مضاف হয় তখন فتحة বিশিষ্ট হবে। যেমন- يَا عَبْدَ اللَّهِ (হে আবদুল্লাহ!)
২. مُنَادَى টি যখন مضاف সদৃশ হয় তখন فتحة বিশিষ্ট হবে। যেমন- يَا طَالِعًا جَبَلًا (হে পর্বতে আরোহী!)
৩. مُنَادَى টি যখন مُفْرَدٌ مَعْرِفَةٌ হয়, তখন সর্বদা ضمة বিশিষ্ট হবে। যেমন- يَا زَيْدُ (হে যায়েদ!)
৪. مُنَادَى টি যখন نَكْرَةٌ غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ হয় তখন فتحة বিশিষ্ট হবে। যেমন- কোনো অন্ধ লোক বললে- يَا رَجُلًا خُذْ بِيَدِي (ওহে কোনো ব্যক্তি আমার হাত ধর)!
৫. مُنَادَى এর পূর্বে যখন اِلِسْتِعَاثَةٌ বা প্রার্থনামূলক ل যুক্ত হয়, তখন منادى টি যেরবিশিষ্ট হয়ে থাকে। যেমন- يَا زَيْدُ
৬. যখন مُنَادَى -এর শেষে اِلِسْتِعَاثَةٌ বা প্রার্থনাসূচক আলিফ যুক্ত হয়, তখন منادى টি যবরবিশিষ্ট হয়ে থাকে। যেমন- يَا زَيْدَاهُ

৭. যখন مُنَادَى টি الْمَعْرُفُ بِاللَّامِ হয়, তখন ندا حرف এবং منادى-এর মাঝখানে مذকর-এর ক্ষেত্রে أَيُّهَا এবং مؤنث এর ক্ষেত্রে أَيُّهَا যুক্ত হয়, সে অবস্থায় منادى টি পেশবিশিষ্ট হয়। যেমন-

يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ، يَا أَيُّهَا الْمَرْأَةُ

যদি علامة الرفع টি منادى হয় অর্থাৎ مضاف বা مشابهة مضاف না হয়, তাহলে منادى টি علامة الرفع এর উপর মبنی হয়। যথা- يا قاضى - يا رجل - يا زيد -

### التَّوَعُّ الثَّالِثُ: الْحُرُوفُ الْعَامِلَةُ فِي الرَّفْعِ

যেসব হরফ اسم-এর শেষে পেশ প্রদান করে তা হল- وَإِنْ الْمُسَبَّهَاتُ بِلَيْسٍ - তা হল- মা , ولا , ولات ، وإن الْمُسَبَّهَاتُ بِلَيْسٍ - বিভিন্ন অধ্যায়ে এগুলো সম্পর্কে ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

### التَّوَعُّ الرَّابِعُ: الْحُرُوفُ الْعَامِلَةُ فِي الْجَزْمِ

এমন কতগুলো حروف রয়েছে, যা فعل مضارع এর পূর্বে ব্যবহৃত হলে তা উক্ত مضارع فعل এর শেষে جزم প্রদান করে। এ গুলো দু ধরনের। একটি مضارع فعل কে جزم প্রদানকারী حروف আর এক প্রকার হল দুটো مضارع فعل কে যজম প্রদানকারী حروف। এধরনের হরফকে حروف نواصب المضارع বলে। এর মোট সংখ্যা ৬ টি। সেগুলো হল- إِذْمَا ،- لا التَّاهِيَةَ ، إِذْمَا ،- إِنَّ ، لَمْ ، لَمَّا ، لَأَمْ الأَمْرُ ، لا التَّاهِيَةَ ، إِذْمَا ،- উদাহরণসহ বিস্তারিত পরবর্তী পাঠে আলোচনা করা হবে।

### الفصل الثاني: الحروف غير العاملة

حُرُوفٌ غيرُ الْعَامِلَةِ বলতে এমনসব حروف কে বোঝায়, যা কোনো اسم বা فعل এর পূর্বে ব্যবহৃত হলেও اسم ও فعل এর إعراب এ কোনো ধরনের প্রভাব বিস্তার করে না। সংক্ষেপে حروف غير العاملة এর একটি তালিকা নিম্নে পেশ করা হল-

الأَيْفُ ، أَلْهَمَزَةُ ، أَلْيَمِيمُ ، أَلْتُونُ ، أَلْفَاءُ ، أَلْسَيْنُ ، أَلْهَاءُ ، أَلْيَاءُ ، أَلْجُ ، إِذَا الْفَجَائِيَّةُ ، أَلْ ، أَلَا ، أَلَا ، إِلا ، أَمْ ، أَمَا ، أَمَا ، إِمَا ، أَوْ ، أَيْ ، إِي ، أَيَا ، إِيَا ، بِجَلْ ، بَلْ ، بَلَى ، ثُمَّ ، جِيرُ ، إِذْ ، كَلَّا ، لَكِنَّ ، لَوْ ، لَوْمَا ، نَعَمْ ، قَدْ ، سَوْفَ ، هَا ، هِيَ ، هَلْ ، هَلَّا ، وَ ، وَي ، يَا .

## تَدْرِيبَاتٌ

১. العامل কাকে বলে? عامل কত প্রকার ও কী কী? আলোচনা কর।
২. الحروف العاملة في الاسم কয়টি ও কী কী? বর্ণনা কর।
৩. الحروف الجارة কয়টি ও কী কী? উদাহরণ দাও।
৪. الحروف المشبهة بالفعل কাকে বলে? এগুলো কয়টি ও কী কী এবং কী আমল করে?
৫. ما ولا المشبهتان بليس এর সংজ্ঞা ও আমল উদাহরণসহ উল্লেখ কর।
৬. لا لنفى الجنس এর সংজ্ঞা ও আমল উদাহরণসহ উল্লেখ কর।
৭. الحروف الندائية কয়টি ও কী কী? এদের আমল উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
৮. কোনটি কোন عامل নির্ণয় কর : في، حاشا، من، ليت، لعل، ما، لا، يا، هيا :
৯. لا حول ولا قوة الا بالله বাক্যটি কতভাবে পড়া যায়? বর্ণনা কর।
১০. تركيب কর :

(أ) جاء القوم خلا زيد . (ب) لا رجل في الدار

الدَّرْسُ الثَّامِنُ  
الْفِعْلُ الْمَبْنِيُّ وَالْمُعْرَبُ  
ফে'লে মুরাব ও মাবনী

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

(ب)	(أ)
هَنَّ يُسَافِرْنَ	هُوَ يُسَافِرُ
هَنَّ لَمْ يُسَافِرْنَ	هُوَ لَمْ يُسَافِرْ
هَنَّ لَنْ يُسَافِرْنَ	هُوَ لَنْ يُسَافِرَ

উপরের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, (أ) অংশের বাক্যগুলোতে يسافر ফেলের শেষ হরফ তিনটি বাক্যে তিন রকম হয়েছে। প্রথম বাক্যে يسافر (পেশ), দ্বিতীয় বাক্যে يسافر (জযম) ও তৃতীয় বাক্যে يسافر (যবর) হয়েছে। এ ধরনের যেসব فعل বিভিন্ন عامل এর পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয় তাকে فعل معرب বলে। পক্ষান্তরে (ب) অংশের বাক্যগুলোতে দেখা যায় যে, (أ) এর فعل এর পূর্বে যেসব عامل এসেছিলো, সেগুলোই (ب) অংশের فعل পূর্বে এসেছে কিন্তু إعراب এর ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব বিস্তার করেনি। এ ধরনের অপরিবর্তনশীল فعل কে فعل مبني বলে।

## القَوَاعِدُ

### تَعْرِيفُ الْفِعْلِ الْمَبْنِيِّ

যে فعل-এর শেষ অক্ষরের إعراب-এর কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকে الْفِعْلُ الْمَبْنِيُّ বলে।

যথা- هَنَّ يُسَافِرْنَ

أَقْسَامُ الْأَفْعَالِ الْمَبْنِيَّةِ

أَفْعَالُ الْمَبْنِيَّةِ চার প্রকার। যথা-

١ الْفِعْلُ الْمَاضِي

٢ الْمَضَارِعُ مَعَ نُونِ جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ لِلْغَائِبِ وَالْمَحَاضِرِ

الْمُضَارِعُ مَعَ نُونِ التَّكْيِيدِ ثَقِيلَةً وَخَفِيفَةً | ৩  
فِعْلُ الْأَمْرِ لِلْحَاضِرِ الْمَعْرُوفِ | ৪

تَعْرِيفُ الْفِعْلِ الْمُعْرَبِ :

বিভিন্ন রকমের عامل-এর ফলে যে فعل-এর শেষ অক্ষরে إعراب এর পরিবর্তন সাধিত হয়, তাকে هُوَ لَمْ يُسَافِرْ- যথা الْفِعْلُ الْمُعْرَبُ বলে।

صِيغُ الْفِعْلِ الْمُعْرَبِ :

এর প্রকারভেদ এর বর্ণনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, তিন প্রকার فعل এর মধ্যে দুই প্রকার (فعل ماضٍ و أمر حاضر معروف) এবং فعل مضارع এর সীগাহগুলোর মধ্যেও দুটো সীগাহ (الْمُضَارِعُ مَعَ نُونِ جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ لِلْغَائِبِ وَالْحَاضِرِ) হল مبني। অতএব مضارع-এর উল্লিখিত সীগাহগুলো ব্যতীত বাকী ১২ টি সীগাহ فعل معرب এর অন্তর্ভুক্ত।

أَقْسَامُ إِعْرَابِ الْفِعْلِ :

তিনটি ইعراب-এর فعل معرب যথা- رفع و نصب و جزم এবং عاملও তিনটি। যথা- رافع و مَنْصُوبٌ - مَرْفُوعٌ - তিন প্রকার فعل معرب আর جازم ও ناصب - رافع : علامة প্রকাশ করার رفع

এর فعل معرب কখনো ضمة দ্বারা প্রকাশ পায়, কখনো نون إعرابي কে حذف না করে প্রকাশ করা হয়।

علامة প্রকাশ করার نصب :

এর فعل معرب কখনো فتحة দ্বারা প্রকাশ পায়, কখনো نون إعرابي কে حذف না করে প্রকাশ করা হয়।

علامة প্রকাশ করার جزم :

কখনো سکون দ্বারা আবার কখনো حَرْفٌ عِلَّةٌ -কে حذف করে কিংবা কখনো نون إعرابي কে حذف করে প্রকাশ করা হয়।

এহণের দৃষ্টিতে فعل معرب এর প্রকার :

এহণের দৃষ্টিতে فعل معرب চার প্রকার। যথা-

১। যদি فعل টি لام كَلِمَةً এর مضارع অর্থ হয় صَحِيحٌ الْأَخْرِ টি فعل টি যদি نُونٌ হবে এবং نُونٌ (চিহ্ন) এহণ করে-  
 فعل معرب অবস্থায় يَنْصُرُ - যথা- মুক্ত থাকে। যথা-  
 هُوَ يَنْصُرُ - যথা-  
 هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنْصُرَ - যথা-  
 هُوَ لَمْ يَنْصُرْ - যথা-

هُوَ يَنْصُرُ - যথা-  
 هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنْصُرَ - যথা-  
 هُوَ لَمْ يَنْصُرْ - যথা-

هُوَ يَنْصُرُ - যথা-  
 هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنْصُرَ - যথা-  
 هُوَ لَمْ يَنْصُرْ - যথা-

هُوَ يَنْصُرُ - যথা-  
 هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنْصُرَ - যথা-  
 هُوَ لَمْ يَنْصُرْ - যথা-

২। যদি فعل টি لام كَلِمَةً এর مضارع অর্থ হয় نَاقِصُ الْيَائِي وَالْوَاوِي টি فعل টি যদি نُونٌ না থাকে এবং نُونٌ (চিহ্ন) এহণ করে-  
 فعل معرب অবস্থায় يَدْعُو - যথা-  
 هُوَ يَدْعُو - যথা-  
 هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْعُو - যথা-  
 هُوَ لَمْ يَدْعُ - যথা-

هُوَ يَدْعُو - যথা-  
 هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْعُو - যথা-  
 هُوَ لَمْ يَدْعُ - যথা-

هُوَ يَدْعُو - যথা-  
 هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْعُو - যথা-  
 هُوَ لَمْ يَدْعُ - যথা-

هُوَ يَدْعُو - যথা-  
 هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْعُو - যথা-  
 هُوَ لَمْ يَدْعُ - যথা-

هُوَ يَدْعُو - যথা-  
 هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْعُو - যথা-  
 هُوَ لَمْ يَدْعُ - যথা-

৩। যদি فعل টি لام كَلِمَةً এর مضارع অর্থ হয় مُعْتَلٌ الْأَخْرِ (الْأَلْفِي) টি فعل টি যদি نُونٌ না থাকে এবং نُونٌ (চিহ্ন) এহণ করে-  
 فعل معرب অবস্থায় يَخْشَى - যথা-  
 هُوَ يَخْشَى - যথা-  
 هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْشَى - যথা-  
 هُوَ لَمْ يَخْشَ - যথা-

هُوَ يَخْشَى - যথা-  
 هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْشَى - যথা-  
 هُوَ لَمْ يَخْشَ - যথা-

هُوَ يَخْشَى - যথা-  
 هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْشَى - যথা-  
 هُوَ لَمْ يَخْشَ - যথা-

هُوَ يَخْشَى - যথা-  
 هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْشَى - যথা-  
 هُوَ لَمْ يَخْشَ - যথা-

৪। যদি فعل টি لام كَلِمَةً এর مضارع অর্থ হয় أَلْفِعْلُ الْمُضَارِعِ مَعَ النَّوْنِ الْإِعْرَابِيِّ টি فعل টি যদি نُونٌ না থাকে এবং نُونٌ (চিহ্ন) এহণ করে-  
 فعل معرب অবস্থায় يَأْكُلُونَ - যথা-  
 هُمْ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ - যথা-

هُمْ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ - যথা-  
 هُمْ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ - যথা-

هُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْكُلُوا الطَّعَامَ - যথা- বিলুপ্ত হয়ে যাবে। নون ইعرابي অবস্থায়- نصب  
هُمْ لَمْ يَأْكُلُوا الطَّعَامَ - যথা- বিলুপ্ত হয়ে যাবে। নون ইعرابي অবস্থায়- جزم  
-সাতটি صيغة থাকে, صيغة গুলো হল-

تَفْعَلَانِ، تَفْعَلَانِ، تَفْعَلَانِ، تَفْعَلَانِ، تَفْعَلَانِ، تَفْعَلَانِ، تَفْعَلَانِ

## تَدْرِيبَاتٌ

- ১। فعل معرب কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
- ২। فعل مبني কী কী? উদাহরণসহ লেখ।
- ৩। فعل এর ইعراب ও কয়টি ও কী কী? লেখ।
- ৪। فعل এর ইعراب গুলো প্রকাশ করার উপায়সমূহ বর্ণনা কর।
- ৫। فعل চিহ্ন গ্রহণের দৃষ্টিতে معرب কে কয়ভাগে ভাগ করা যায়, প্রত্যেক প্রকারের ইعراب সহ বর্ণনা কর।

৬। নিচের বাক্যগুলো পড়ো এবং তা থেকে فعل معرب ও فعل مبني নির্ণয় কর :

حِينَ أَعْلَنَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِسْلَامَهُ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْلَنَ  
الدَّعْوَةَ بَعْدُ. سَأَلَ أَبُو ذَرٍّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ بِمَاذَا تَأْمُرُنِي؟ أَجَابَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
إِرْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَصِلَ إِلَيْكَ دَعْوَتِي. فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: لَا أَرْجِعُ حَتَّى أَصِيحَّ بِالْإِسْلَامِ فِي الْمَسْجِدِ.  
دَخَلَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ يَصِيحُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا  
رَسُولُ اللَّهِ.





আর নিম্নবর্ণিত ছয়টি হরফের পর أن উহ্য থেকে فعل مضارع এর শেষে نصب প্রদান করে। এ ছয়টি حرف কে نَوَاصِبٌ فَرْعِيَّةٌ বলে।

١   جِئْتُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ لِأَتَعَلَّمَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ: لَامٌ كِي	আমি আরবি শেখার জন্য মাদরাসায় এসেছি।
٢   أَدْرُسُ فَتَنْجَحُ: أَلْفَاءُ	পড়াশুনা কর তবে কৃতকার্য হবে।
٣   هَلْ تُعِينَنِي وَأُظْلِمَكَ: الْوَاوُ	তুমি আমাকে সাহায্য করবে আর আমি তোমাকে অত্যাচার করব?
٤   لَا لَزِمَنَّكَ أَوْ تُعْطِيَنِي حَتَّى: أَوْ	হয়তো আমার পাওনা দিবে না হয় তোমার সাথেই থাকব।
٥   أَدْرُسُ حَتَّى تَنْجَحَ: حَتَّى	কৃতকার্য না হওয়া পর্যন্ত পড়াশুনা কর।
٦   مَقَاوِمَتَكَ الْعَدُوِّ ثُمَّ تُنْصِرَ فَخَرٌّ عَظِيمٌ: ثَمَّ	শত্রুর বিরুদ্ধে মোকাবেলা করে অতঃপর তার উপর কামিয়াব হওয়া তোমার জন্যে বড় ধরনের গৌরব।

### النَّوْعُ الثَّالِثُ: عَامِلٌ جَارِمٌ

নিম্নলিখিত চারটি হরফ مضارع فعل এর পূর্বে বসে فعل مضارع কে جزم (সাকিন) প্রদান করে। এ কারণেই এগুলোকে جَوَازِمُ الْمُضَارِعِ বলে।

١   لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ: لَمْ	তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে জন্ম নেননি।
٢   ذَهَبَ خَالِدٌ وَلَمَّا يَرْجِعُ: لَمَّا	খালেদ গেলো কিন্তু ফিরে এলো না।
٣   لِيُدْرُسَ كُلَّ طَالِبٍ دَرَسَهُ: لَامٌ الْأَمْرِ	প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিজের পাঠ পড়া উচিত
٤   لَا تَذْهَبُ إِلَى الْمَعْلَبِ: لَا النَّاهِيَةِ	তুমি খেলার মাঠে যেও না।

আর নিম্নলিখিত ২টি হরফ (إِن، إِذَا) এবং ১১টি ইসম ২টি فعل مضارع কে জزم (সাকিন) প্রদান করে। إِن ও إِذَا হল حرف شرط বাকিগুলো হল اسم شرط এগুলো جوازم أسماء হিসেবে প্রসিদ্ধ। উদাহরণসহ তা নিম্নে উল্লেখ করা হল-

১	إِنْ تَدْرُسْ تَنْجَحْ : إِنَّا	যদি পড়াশুনা কর কৃতকার্য হবে।
২	إِذَا تَعَلَّمَ تَتَقَدَّمَ : إِذَا	যখনই লেখাপড়া করবে অগ্রসর হবে।
৩	مَنْ يَقْرَأْ يَفْهَمْ : مَنْ	যে পড়ে সে বুঝে।
৪	مَا تَقْرَأْ أَقْرَأْ : مَا	তুমি যা পড়বে আমিও তাই পড়ব।
৫	كَيْفَمَا تَجْلِسْ أَجْلِسْ : كَيْفَمَا	তুমি যেভাবে বসবে আমিও সেভাবে বসব।
৬	أَيُّ نُسَافِرْ أُسَافِرْ : أَيُّ	তুমি যেখানে ভ্রমণ করবে আমিও সেখানে ভ্রমণ করব।
৭	حَيْثُمَا تَمْشِ أَمْشِ : حَيْثُمَا	তুমি যেখানে চলবে আমিও সেখান দিয়েই চলব।
৮	أَيْنَ تَذْهَبْ أَذْهَبْ : أَيْنَ	তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাব।
৯	أَيْنَمَا تَدْرُسْ أَدْرُسْ : أَيْنَمَا	তুমি যেখানে পড়বে আমিও সেখানে পড়ব।
১০	أَيَّانَ تَسَافِرْ أُسَافِرْ : أَيَّانَ	তুমি যেথায় ভ্রমণ করবে আমিও সেথায় ভ্রমণ করব।
১১	مَتَى تَنْمُ أَنْمُ : مَتَى	তুমি যখনই ঘুমাবে আমিও তখন ঘুমাব।
১২	مَهْمَا تَجْتَهِدْ تَنْجَحْ : مَهْمَا	যেভাবে চেষ্টা করবে সেভাবে সফল হবে।
১৩	أَيُّ طَالِبٍ يَجْتَهِدُ يَنْجَحُ : أَيُّ	যে ছাত্রটি চেষ্টা করবে সেই সফল হবে।

## تَدْرِيبَاتٌ

- ১। কয়টি ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।
- ২। একটি فعل مضارع কে জزم দানকারী حرف কয়টি ও কী কী?
- ৩। দুটি فعل مضارع কে জزم দানকারী শব্দ কয়টি ও কী কী?
- ৪। جوازم গুলোর অর্থ উদাহরণ আলোচনা কর।

من يَعْمَلِ الْخَيْرَ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ، أُرِيدُ أَنْ أَسَافَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ : কর : ترکیب ৫।

৭। বক্রে উল্লিখিত عوامل দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর এবং إعراب প্রদান কর ও ভুল শুদ্ধ কর:

( إِنْ، لَنْ، أَنْ، لَا (الناهية) لم، لما، من، ما، أينما، أينما )

(১) ..... تُجَاهِدُونَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ

(২) عُبَيْدٌ سَافَرَ الْمَدِينَةَ ..... يَطْلُبُ الْعِلْمَ

(৩) التَّلَامِيذُ يُرِيدُونَ ..... يَنَامُ

(৪) ..... تَضَحَّكُونَ كَثِيرًا

(৫) ..... يَذْهَبُونَ إِلَى السُّوقِ

(৬) نَامَ الطِّفْلُ ..... لَيْسَتْ يَقِظُ

(৭) ..... يَعْمَلُ خَيْرًا يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

(৮) ..... تُرِيدُ أُعْطِيكَ

(৯) ..... تَجْلِسُونَ تَجْلِسُ

## الدَّرْسُ العَاشِرُ

### التَّوَابِعُ

#### তাবে'সমূহ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

(الف)

جَاءَ تَلْمِيذٌ ١

(একজন ছাত্র এলো)।

جَلَسَ صَاحِبُ البَيْتِ ٢

(বাড়ির মালিক বসল)।

نَامَ خَالِدٌ ٣

(খালিদ ঘুমাল)।

وَصَلَ الطَّلَابُ ٨

(ছাত্ররা পৌঁছল)।

رَأَيْتُ أَبَاكَ ٥

(আমি তোমার বাবাকে দেখলাম)।

(ب)

جَاءَ تَلْمِيذٌ ذِكِّي

(একজন মেধাবী ছাত্র এলো)।

جَلَسَ صَاحِبُ البَيْتِ نُعْمَانُ

(বাড়ির মালিক নোমান বসল)।

نَامَ خَالِدٌ وَعَمْرُو

(খালিদ ও আমর ঘুমাল)।

وَصَلَ الطَّلَابُ كُلُّهُمْ

(ছাত্ররা সবাই পৌঁছল)।

رَأَيْتُ أَبَاكَ خَالِدًا

(আমি তোমার বাবা খালিদকে দেখলাম)।

উপরের الف অংশের বাক্যসমূহ تَلْمِيذٌ ، صَاحِبٌ ، خَالِدٌ ، الطَّلَابُ ও أَبَاكَ শব্দগুলোতে যথাক্রমে  
جَاءَ ، جَلَسَ ، نَامَ ، وَصَلَ ও رَأَيْتُ - عامل গুলো সরাসরি إعراب প্রদান করেছে।

পক্ষান্তরে ب অংশের বাক্যগুলোতে চিহ্নিত ذِكِّي ، نُعْمَانُ ، وَعَمْرُو ، كُلُّهُمْ শব্দগুলোকে কোনো  
عامل সরাসরি إعراب প্রদান করেনি; বরং তারা তাদের পূর্ববর্তী শব্দের إعراب গ্রহণ করেছে। এ  
জাতীয় শব্দগুলোকে আরবি ভাষায় تَوَابِعُ বলা হয়।

### القَوَاعِدُ

#### تَعْرِيفُ التَّوَابِعِ

التَّوَابِعُ শব্দটি বহুবচন। একবচনে التَّابِعُ ; এর অর্থ হল, অনুগামী বা অনুসারী। পরিভাষায় -

التَّوَابِعُ كُلُّ ثَانٍ مُعْرَبٍ بِإِعْرَابِ سَابِقِهِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ .

অর্থাৎ, تَوَابِعُ হল প্রত্যেক দ্বিতীয় শব্দ যা একই কারণে তার পূর্ববর্তী শব্দের ইরাব দ্বারা ইরাব বিশিষ্ট  
হয়ে থাকে।

অন্যভাবে বলা যায়. যেসব শব্দ সরাসরি **عَامِل** এর **إِعْرَاب** গ্রহণ না করে তাদের পূর্ববর্তী শব্দের **إِعْرَاب** গ্রহণ করে সেগুলোকে **تَابِع** বলে; আর যে শব্দের **إِعْرَاب** গ্রহণ করে তাকে **مَتَّبِع** বলে। উপরের পাঁচটি বাক্যে পাঁচ প্রকারের **تَابِع** এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

### أَفْسَامُ التَّوَابِعِ

تَابِع পাঁচ প্রকার। যথা-

- ১। (بَلَعُ مَنْعُوتٍ كَمَا مَتَّبِعُ -এর **صِفَةٌ**) **نَعَتْ**।
  - ২। (بَدَّلَ مِنْهُ كَمَا مَتَّبِعُ -এর **بَدْلٌ**) **بَدَّلُ**।
  - ৩। (تَأَكَّدَ كَمَا مَتَّبِعُ -এর **تَأَكِيدُ**) **تَأَكِيدُ**।
  - ৪। (مَعَطُوفٌ عَلَيْهِ كَمَا مَتَّبِعُ -এর **مَعَطُوفٌ**) **مَعَطُوفٌ**।
  - ৫। (مَعَطُوفٌ عَلَيْهِ كَمَا مَتَّبِعُ -এর **عَظْفُ بَيَانَ**) **عَظْفُ بَيَانَ**।
- প্রত্যেক প্রকার **تَابِع** এর বর্ণনা নিম্নে পেশ করা হল-

### الْفَضْلُ الْأَوَّلُ : النَّعْتُ (الصِّفَةُ)

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

- رَأَيْتُ رَجُلًا بَخِيلًا (আমি একজন কৃপণ লোককে দেখলাম)।  
 جَاءَنِي طَالِبٌ ذَكِيٌّ (আমার কাছে একজন মেধাবী ছাত্র এলো)।  
 رَأَيْتُ طِفْلًا نَائِمًا (আমি একজন ঘুমন্ত শিশুকে দেখলাম)।

উপরের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রথম বাক্যে **بَخِيلٌ** শব্দটি দ্বারা তার পূর্বের **رَجُلًا** শব্দটির দোষ বর্ণনা করেছে, দ্বিতীয় বাক্যে **ذَكِيٌّ** শব্দটি তার পূর্বের **طَالِبٌ** শব্দটির গুণ বর্ণনা করেছে এবং তৃতীয় বাক্যে **نَائِمًا** শব্দটি তার পূর্বের **طِفْلًا** শব্দটির অবস্থা বর্ণনা করেছে। এ ধরনের যেসব শব্দ দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর দোষ, গুণ বা অবস্থা বর্ণনা করে সেগুলোকে **نَعْتُ** বলে।

### الْقَوَاعِدُ

#### تَعْرِيفُ النَّعْتِ

**النَّعْتُ** শব্দটি মাসদার। এর অর্থ হল প্রশংসা করা, গুণ বর্ণনা করা ইত্যাদি। পরিভাষায় -

النَّعْتُ تَابِعٌ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى فِي مَتَّبِعِهِ أَوْ فِي مُتَعَلِّقِ مَتَّبِعِهِ .

অর্থাৎ, نعت এমন একটি অনুগামী পদ, যা এমন অর্থ প্রকাশ করে, যা তার متبوع এর মাঝে অথবা متبوع এর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাওয়া যায়।

অন্যভাবে বলা যায়, যে শব্দ তার পূর্বের শব্দের দোষ, গুণ, অবস্থা বা সংখ্যা ইত্যাদি বর্ণনা করে, তাকে نعت বলে এবং যার দোষ, গুণ, অবস্থা বা সংখ্যা বর্ণনা করে তাকে منعت বলে। نعت কে صفة এবং منعت কে موصوف ও বলা হয়। منعت ও نعت মিলে مرکب ناقص গঠিত হয়। একে مرکب توصيفي ও বলে।

منعت ও نعت এর মিল :

১০ টি বিষয়ে نعت টি منعت এর অনুকরণ করে। সেগুলো হল-

- ১ جَاءَنِي رَجُلٌ عَالِمٌ - যেমন- وَاحِدٌ টিও صِفَةٌ হলে وَاحِدٌ টি مَوْصُوفٌ ।
- ২ جَاءَنِي رَجُلَانِ عَالِمَانِ - যেমন- تَثْنِيَّةٌ টিও صِفَةٌ হলে تَثْنِيَّةٌ টি مَوْصُوفٌ ।
- ৩ جَاءَنِي الرَّجَالُ الْعُلَمَاءُ - যেমন- جَمْعٌ টিও صِفَةٌ হলে جَمْعٌ টি مَوْصُوفٌ ।
- ৪ جَاءَنِي مُعَلِّمٌ مَاهِرٌ - যেমন- نَكْرَةٌ টিও صِفَةٌ হলে نَكْرَةٌ টি مَوْصُوفٌ ।
- ৫ جَاءَنِي الْمُعَلِّمُ الْمَاهِرُ - যেমন- مَعْرِفَةٌ টিও صِفَةٌ হলে مَعْرِفَةٌ টি مَوْصُوفٌ ।
- ৬ جَاءَنِي ابْنُ صَالِحٍ - যেমন- مُذَكَّرٌ টিও صِفَةٌ হলে مُذَكَّرٌ টি مَوْصُوفٌ ।
- ৭ جَاءَتْنِي بِنْتُ صَالِحَةٍ - যেমন- مُؤَنَّثٌ টিও صِفَةٌ হলে مُؤَنَّثٌ টি مَوْصُوفٌ ।
- ৮ هَذَا قَلَمٌ جَدِيدٌ - যেমন- مَرْفُوعٌ টিও صِفَةٌ হলে مَرْفُوعٌ টি مَوْصُوفٌ ।
- ৯ اشْتَرَيْتُ قَلَمًا جَمِيلًا - যেমন- مَنْصُوبٌ টিও صِفَةٌ হলে مَنْصُوبٌ টি مَوْصُوفٌ ।
- ১০ كَتَبْتُ بِقَلَمٍ جَدِيدٍ - যেমন- مُجْرُورٌ টিও صِفَةٌ হলে مُجْرُورٌ টি مَوْصُوفٌ ।

## تَدْرِيبَاتٌ

- ১। تابع ও متبوع কাকে বলে? উদাহরণসহ বুঝিয়ে লেখ।
- ২। কত প্রকার ও কী কী? লেখ।
- ৩। نعت ও منعت কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৪। الف অংশের শব্দগুলো দ্বারা ب অংশের صفة এর স্থানটি পূরণ কর এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন কর :

(الف)	(ب)
محسن	جَاءَتِ النَّسَاءُ .....
صالح	جَاءَتِ النَّسَاءُ .....
جدید	جَاءَنِي طَالِبَانِ .....
صالح	تَكَلَّمْتُ مَعَ الْمَرَاتَيْنِ .....
قديم	اِشْتَرَيْتُ قَلَمَيْنِ .....
مجاهد	خَرَجَ الْمُؤْمِنُونَ .....

جاء رجل مريض ، رأيت رجلا قصيرا : কর ترکیب ৫।

## الْفَضْلُ الثَّانِي : الْبَدْلُ

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

১ | جَاءَنِي صَدِيقُكَ عَبْدُ اللَّهِ - (আমার কাছে তোমার বন্ধু আবদুল্লাহ এলো)।

২ | أَكَلْتُ الْخُبْزَ نِصْفَهُ | (আমি রুটির অর্ধেক খেলাম)।

৩ | أَعْجَبَنِي خَالِدٌ عِلْمُهُ | (খালিদের জ্ঞান আমাকে মুগ্ধ করল)।

৪ | صَلَّىتُ الظُّهْرَ العَصْرَ | (আমি যোহর (না!) আসর পড়লাম)।

উপরের প্রত্যেকটি বাক্যের শেষাংশে দুটি করে শব্দ রয়েছে। যথা-

(الظُّهْرَ العَصْرَ) , (خَالِدٌ عِلْمُهُ) , (الْخُبْزَ نِصْفَهُ) , (صَدِيقُكَ عَبْدُ اللَّهِ) কিন্তু এ দুটি শব্দের মাঝে মূল উদ্দেশ্য হল দ্বিতীয় শব্দটি।

কারণ, প্রথম বাক্যে ‘তোমার বন্ধু এলো’ বলা মূল উদ্দেশ্য নয় বরং আবদুল্লাহ এলো বলাটাই মূল উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় বাক্যে ‘আমি রুটি খেলাম’ বলা মূল উদ্দেশ্য নয় বরং ‘আমি রুটির অর্ধেক খেলাম’ বলাটাই মূল উদ্দেশ্য। তৃতীয় বাক্যে ‘খালেদ আমাকে মুগ্ধ করল’ বলাটা মূল উদ্দেশ্য নয় বরং তার জ্ঞান ‘আমাকে মুগ্ধ করল’ বলাটাই মূল উদ্দেশ্য। চতুর্থ বাক্যে ‘যোহরের নামায পড়লাম’ বলাটা মূল উদ্দেশ্য নয় বরং আমি ‘আসরের নামায পড়লাম’ বলাটাই মূল উদ্দেশ্য।

এতে বোঝা গেল যে, দ্বিতীয় শব্দটি মূল উদ্দেশ্য এবং প্রথম শব্দটি ভূমিকাস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে।

এ জাতীয় দুটি শব্দের প্রথমটিকে مبدل منه এবং দ্বিতীয়টিকে بدل বলা হয়।

## الْقَوَاعِدُ

### تَعْرِيفُ الْبَدْلِ

الْبَدْلُ শব্দটি মাসদার। এর অর্থ হল পরিবর্তন করা, প্রতিনিধিত্ব করা। পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হল-

الْبَدْلُ تَابِعٌ يُنْسَبُ إِلَيْهِ مَا نُسِبَ إِلَى مَتَّبِعِهِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالنَّسْبَةِ دُونَ مَتَّبِعِهِ وَيُذَكَّرُ الْمَتَّبِعُ شَهِيدًا وَيُسَمَّى الْمَتَّبِعُ بِالْمُبْدَلِ مِنْهُ

অর্থাৎ, بدل এমন একটি مَتَّبِعُ যার দিকে ঐ বিষয়ের نِسْبَةٌ করা হয়, যা তার مَتَّبِعُ এর প্রতি

সম্বন্ধকৃত। আর এ نِسْبَةٌ -এর ক্ষেত্রে تَابِعٌ -টিই উদ্দেশ্য; مَتَّبِعُ নয়।



অন্যভাবে বলা যায়, বাক্যের মাঝে পাশাপাশি যদি এমন দুটো শব্দ উল্লেখ থাকে যাদের প্রথমটি মূল উদ্দেশ্য নয় বরং দ্বিতীয়টি মূল উদ্দেশ্য, তবে তার দ্বিতীয়টিকে بدل এবং প্রথম টিকে منه মبدল বলে।

أَقْسَامُ الْبَدْلِ :

মদল চার প্রকার। যথা—

১. بَدْلُ الْكُلِّ
২. بَدْلُ الْبَعْضِ
৩. بَدْلُ الْإِشْتِمَالِ
৪. بَدْلُ الْغَلَطِ

১। بَدْلُ الْكُلِّ : যদি মদল টি সম্পূর্ণ মদল হয় অর্থাৎ মদল ও মদল একই জিনিস হয়। তখনক তাকে بدل الكل বলা হয়। যথা— جَاءَنِي صَدِيقُكَ عَبْدُ اللَّهِ এখানে صديقك ও عبد الله একই ব্যক্তি।

২। بَدْلُ الْبَعْضِ : যদি মদল টি মদল এর অংশ বিশেষ হয় তাহলে তাকে بدل البعض বলা হয়। যথা— أكلت الخبز نصف এখানে نصف শব্দটি الخبز এর অংশবিশেষ।

৩। بَدْلُ الْإِشْتِمَالِ : যদি মদল টি মদল এর সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ কিছুই না হয় বরং মদল এর সাথে সম্পর্ক রাখে এমন কিছু হয় তাকে بدل الاشتمال বলা হয়। যথা—

أَعَجَبَنِي خَالِدٌ خَالَدٌ عِلْمُهُ

এখানে علم শব্দটি সম্পূর্ণ খালেদও নয় এবং তার অংশবিশেষও নয় বরং خالد এর সাথে সম্পর্কযুক্ত একটা জিনিস। এখানে علم শব্দটি সম্পূর্ণ খালেদের নয় এবং তার অংশবিশেষও নয় বরং خالد এর সাথে সম্পর্কযুক্ত একটা জিনিস।

৪। بَدْلُ الْغَلَطِ : যদি মদল কে ভুলক্রমে বলার পর সংশোধন করার জন্যে যে মদল কে উল্লেখ করা হয়, তাকে بدل الغلط বলা হয়। যথা— صَلَّىتُ الظُّهْرَ الْعَصْرَ এখানে ظهر শব্দটি ভুলে বলার পর عصر শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে।

إعراب এর দিক থেকে بدل ও مبدل منه এর মধ্যে অবশ্যই মিল থাকতে হবে। অর্থাৎ منه মبدল টি مرفوع হলে বদলটি مرفوع হবে। منه মبدল টি منصوب হলে বদলটিও منصوب হবে এবং مبدل منه টি مجرور হলে - بدل টিও مجرور হবে।

অন্যান্য বিষয়গুলোতে অর্থাৎ واحد - تثنية - جمع - مذکر - مؤنث ও معرفة ও نكرة এর দিক থেকে মিল থাকা আবশ্যিক নয়।

## تَدْرِيبَاتٌ

১। بدل কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। بدل কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৩। بدل ও مبدل منه তে কোন কোন বিষয়ে মিল থাকাটা আবশ্যিক?

৪। নিম্নের বাক্যগুলোতে بدل ও مبدل منه এর স্থান নির্ণয় কর এবং بدل এর প্রকার উল্লেখ কর:

سَمِعْتُ خَالِدًا بُكَاءَهُ ، صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَتَائِهِ ، أَكْرَمَ الْخَلِيفَةَ الْمَأْمُونُ الْعُلَمَاءَ ، قَامَ الطُّلَّابُ بَعْضُهُمْ ، مَضَى اللَّيْلُ نِصْفُهُ ، يُحِبُّ خَالِدٌ أَسْتَاذَهُ هِشَامًا ، انْتَصَرَ الْقَائِدُ صَلاَحُ الدِّينِ .

৫। انتصر القائد موسى ، أحب الخليفة المأمون : কর ترکیب

## الْفَضْلُ الثَّلَاثُ : عَطْفُ الْبَيَانِ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর -

رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (رض) (আবদুল্লাহ অর্থাৎ ইবনে ওমর (رض)) বর্ণনা করলেন।

تَلَوْتُ الْكِتَابَ الْقُرْآنَ (আমি কিতাব অর্থাৎ কুরআন তিলাওয়াত করলাম)।

উপরের প্রথম বাক্যে عبد الله দ্বারা যাকে বোঝানো হয়েছে; عمر ابن দ্বারাও তাকেই বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে الكتاب দ্বারা যা বোঝানো হয়েছে; القرآن দ্বারাও তাই বোঝানো হয়েছে।

তবে عبد الله থেকে عمر ابن এবং الكتاب থেকে القرآن বেশি পরিচিত।

সুতরাং যখন কোনো বাক্যে একটি জিনিসকে বোঝানোর জন্যে এমন দুটি শব্দ একত্র হয়, যাদের দ্বিতীয়টি প্রথমটি অপেক্ষা অধিক পরিচিত, তখন ঐ শব্দদ্বয়ের প্রথমটিকে معطوف عليه এবং দ্বিতীয়টিকে عطف البيان বলে। তবে শব্দদ্বয়ের মাঝে কোনো حرف থাকবে না। সুতরাং বাক্যে عمر ابن ও القرآن হল عطف البيان।

### الْقَوَاعِدُ

هُوَ تَابِعٌ غَيْرُ صِفَةٍ يُوضَحُ مَتَّبِعُهُ - এর সংজ্ঞায় বলা হয়- تَعْرِيفُ عَطْفِ الْبَيَانِ

অর্থাৎ, যে تابع সিফাত না হয়ে স্বীয় متبوع-কে অধিকতর স্পষ্ট করে, তাকে عطف البيان বলে।

عطف بيان ও موصوف উভয়টি একে অপরের সাথে موصوف এর ন্যায় সব বিষয়ে অবশ্যই মিল থাকবে।

عطف بيان ও بدل الكل প্রায় একই রকম, তাই দু একটি স্থান ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে بيان عطف কে بدل الكل এবং بدل الكل কে عطف بيان বলে।

### تَدْرِيبَاتٌ

১। عطف بيان কাকে বলে?

২। عطف بيان ও معطوف عليه কী কী বিষয় মিল থাকতে হবে? লেখ।

৩। رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : কর ترکیب

## الْفَصْلُ الرَّابِعُ : الْعَطْفُ بِالْحُرُوفِ (عَطْفُ النَّسْقِ)

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

١ جَاءَنِي زَيْدٌ وَ عَبْدُ اللَّهِ (আমার কাছে য়ায়েদ ও আবদুল্লাহ এসেছে)।

٢ أَكَلْتُ الْخُبْزَ وَالرُّزْأَ (আমি রুটি এবং ভাত খেয়েছি)।

٣ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ نَمَّ عُمَرَ (আবু বকর ঢুকলো তারপর ওমর)।

উপরের প্রত্যেকটি বাক্যের শেষাংশে واو ও ثم এর আগে ও পরে একটি করে শব্দ রয়েছে। আগে ও পরের শব্দ দুটির অর্থর মাঝে পূর্ণ সংযোজন ঘটানোর জন্য ভূমিক পালন করেছে واو ও ثم। আবার واو ও ثم এর পরের শব্দটি পূর্বের إعراب গ্রহণ করেছে। এ ধরনের حرف-এর মাধ্যমে দুটো বাক্য বা দুটো শব্দের মাঝে সংযোজন ঘটানোর নাম (عَطْفُ النَّسْقِ)।

### الْقَوَاعِدُ

#### تَعْرِيفُ الْعَطْفِ بِالْحُرُوفِ

عَطْفُ بِالْحُرُوفِ-এর শাব্দিক অর্থ হল- হরফের মাধ্যমে সংযোজন। ইলমে নাছর পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হল-

هُوَ التَّابِعُ الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَتَّبِعِهِ أَحَدُ حُرُوفِ الْعَطْفِ.

অর্থাৎ, এমনি تابع কে বলে, যার ও متبوع এর মাঝে একটা হরফ এর কোনো একটি হরফ বিদ্যমান থাকে।

عَطْفُ بِالْحُرُوفِ কে عَطْفُ النَّسْقِ ও বলে। কারণ এতে معطوف ও معطوف عليه এর মাঝে ধারাবাহিকতা বিদ্যমান থাকে।

عطف এর পূর্বের শব্দ/বাক্যকে معطوف এবং পরের শব্দ/বাক্যকে معطوف বলে।

عدد حروف العطف :

حروف العطف-এর সংখ্যা হল মোট ১০টি। তা দু ভাগে বিভক্ত। যথা-

১। যে সকল حرف শর্ত ছাড়া ব্যবহৃত হয়। এরূপ হরফের সংখ্যা হল ৭টি। তা হল-

الواو، الفاء، ثم، حتى، أم، أو، إما .

২। যে সব হরফ শর্ত সাপেক্ষে ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের হরফ হল ৩টি। তা হল- لا، بل، ولكن

حروف العطف-এর ব্যবহার :

১। ضمير مرفوع متصل এর উপর عطف করতে হলে অপর একটি ضمير منفصل দ্বারা উক্ত ضمير কে নাকিদ করা ওয়াজিব হবে। যেমন- نَصَرْتُ أَنَا وَ سَعِيدٌ (আমি এবং সাঈদ সাহায্য করেছি)।

২। যদি উক্ত ক্ষেত্রে অন্য কোনো শব্দ معطوف এবং معطوف عليه এর মধ্যে ব্যবহার হয়ে উভয়কে পৃথক করে দেয় তবে তাকিদ করার প্রয়োজন হয় না। যেমন- نَصَرْتُ الْيَوْمَ وَ خَالِدٌ (আমি ও খালেদ আজ সাহায্য করেছি)।

৩। حرف جار এর উপর কোনো শব্দ عطف করতে হলে معطوف পুনরায় এর পূর্বে جار আনা আবাস্যিক। যেমন- مَرَرْتُ بِكَ بِرَيْدٍ (আমি তোমাকে এবং য়ায়েদকে অতিক্রম করেছি)।

৪। বাক্যে معطوف এবং معطوف عليه একই লুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ معطوف টি কোনো শব্দের صفة ও خبر বা صفة কিংবা حال হলে معطوف ও অনুরূপ হবে।

৫। একাধিক বিশেষ্য পদকে عطف করার বিধান হল, যেখানে معطوف কে معطوف عليه এর স্থলে স্থাপন করা হবে সেখানেই عطف করা জায়েয হবে। আর যেখানে معطوف عليه এর স্থলে স্থাপন করা জায়েয হবে না সেখানে عطف করাও জায়েয হবে না।

## تَدْرِيبَاتٌ

১। الكَافُ بِالْحُرُوفِ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। حروف العطف কতটি ও কী কী? লেখ।

৩। حرف عطف ব্যবহারের নিয়মগুলো আলোচনা কর।

৪। নিম্নের বাক্যগুলোতে معطوف ও معطوف عليه এবং حرف عطف নির্ণয় কর :

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَنْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا، مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، فَتَلْقَى آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ، فَكَفَّارْتُهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتَهُمْ أَوْ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ.

## الْفَضْلُ الْخَامِسُ : التَّكْيِدُ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

(الف)

١ | جَاءَ زَيْدٌ

(যায়েদ এলো)।

٢ | سَافَرَ حَبِيبٌ

(হাবিব সফর করল)।

٣ | ذَهَبَ عَمْرُو

(আমর গেল)।

٤ | حَضَرَ الطَّالِبَانِ

(ছাত্র দুজন উপস্থিত হল)।

٥ | حَضَرَتِ الطَّالِبَتَانِ

(ছাত্রী দুজন উপস্থিত হল)।

٦ | حَضَرَ الطُّلَّابُ

(ছাত্রগণ উপস্থিত হল)।

٧ | كَتَبَ الطُّلَّابُ

(ছাত্রগণ লিখল)।

٨ | سَجَدَ الْمَلَائِكَةُ

(ফেরেশতাগণ সিজদা করল)।

٩ | سَجَدَ الْمَلَائِكَةُ أَجْمَعُونَ

(ফেরেশতাগণ সবাই সিজদা করল)।

(ب)

١ | جَاءَ زَيْدٌ

(যায়েদই এলো)।

٢ | سَافَرَ حَبِيبٌ نَفْسُهُ

(হাবিব নিজেই সফর করল)।

٣ | ذَهَبَ عَمْرُو عَيْنُهُ

(আমর নিজেই গেল)।

٤ | حَضَرَ الطَّالِبَانِ كِلَاهِمَا

(ছাত্র দুজন উভয় উপস্থিত হল)।

٥ | حَضَرَتِ الطَّالِبَتَانِ كِلْتَاهُمَا

(ছাত্রী দুজন উভয় উপস্থিত হল)।

٦ | حَضَرَ الطُّلَّابُ جَمِيعُهُمْ

(ছাত্রগণ সবাই উপস্থিত হল)।

٧ | كَتَبَ الطُّلَّابُ عَامَّتُهُمْ

(ছাত্রগণ সবাই লিখল)।

٨ | سَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ

(ফেরেশতাগণ সিজদা করল)।

٩ | سَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ

(ফেরেশতাগণ সবাই সিজদা করল)।

উপরের উভয় অংশের বাক্যগুলো পড়লে সহজেই বোঝা যায় যে, الف অংশের বাক্যসমূহে কোনো জোর বা তাকিদ নেই। কিন্তু ب অংশের বাক্যগুলোতে জোর বা তাকিদ রয়েছে। এ তাকিদ বা জোর বোঝানোর জন্যে প্রথম বাক্যে زيد শব্দটি দু বার উল্লেখ করা হয়েছে, দ্বিতীয় বাক্যে نفس তৃতীয় বাক্যে عين চতুর্থ বাক্যে, كلاهما পঞ্চম বাক্যে كلتاها ষষ্ঠ বাক্যে جميع সপ্তম বাক্যে عامة অষ্টম বাক্যে كل নবম বাক্যে كلهم أَجْمَعُونَ শব্দসমূহ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এভাবে কোনো একটি শব্দকে দু বার উল্লেখ করে অথবা كلاً، كِلْتَا، جَمِيعٌ، عَامَّةٌ، كُلُّ، نَفْسٌ، عَيْنٌ বা أَجْمَعٌ দ্বারা জোর দেয়ার নাম তাকিদ।

## الْقَوَاعِدُ

: تَعْرِيفُ التَّكْيِيدِ

التَّكْيِيدُ শব্দের অর্থ সুদৃঢ় করা, মজবুত করা ইত্যাদি। পরিভাষায় এর সংজ্ঞায় বলা হয়-

التَّكْيِيدُ تَابِعٌ يُذَكِّرُ لِتَقْوِيَةِ الْمَتَّبُوعِ أَوْ لِإِزَادَةِ الْإِحْتِمَالِ وَالتَّوَهُّمِ مِنَ الْمَتَّبُوعِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى سُؤْلِ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْمَتَّبُوعِ .

অর্থাৎ, যে শব্দ দ্বারা জোর দেয়া হয় তাকে **تَأْكِيدٌ** এবং যাকে জোর দেয়া হয় তাকে **مُؤَكَّدٌ** বলা হয়।

تَأْكِيدٌ ও **مُؤَكَّدٌ**-এর ইعرাব অবশ্যই এক রকম হবে।

أَفْسَامُ التَّكْيِيدِ

تَأْكِيدٌ مَعْنَوِيٌّ وَ تَأْكِيدٌ لَفْظِي - যথা-

تَأْكِيدٌ لَفْظِي : যদি কোনো একটি শব্দকে দু বার ব্যবহার করে **تَأْكِيدٌ** করা হয় তবে তাকে **تَأْكِيدٌ**

বলা হয়। যথা- **جَاءَ خَالِدٌ خَالِدٌ**

تَأْكِيدٌ مَعْنَوِيٌّ : যদি কোনো শব্দকে **نَفْسٌ**, **عَيْنٌ**, **كَلَامٌ**, **كُلْتَا**, **أَجْمَعُ**, **كُلٌّ**, **عَامَّةٌ** বা **جَمِيعٌ** দ্বারা **تَأْكِيدٌ** করা হয় তবে তাকে **تَأْكِيدٌ مَعْنَوِيٌّ** বলে।

: تَأْكِيدٌ مَعْنَوِيٌّ-এর শব্দসমূহের ব্যবহার পদ্ধতি :

□ **عَيْنٌ** ; **نَفْسٌ** : শব্দদ্বয় দ্বারা **تَأْكِيدٌ** করার সময় **مُؤَكَّدٌ** অনুসারে তাদের সাথে একটা **ضَمِيرٌ** যুক্ত

করতে হবে। **وَاحِدٌ** শব্দের **تَأْكِيدٌ** এর সময় **وَاحِدٌ** হবে এবং **تَنْثِيَةٌ** ও **جَمْعٌ** শব্দের **تَأْكِيدٌ**

করার সময় **جَمْعٌ** হবে। যথা-

مذكر (الف)

جَاءَ الطَّالِبُ نَفْسَهُ / عَيْنَهُ

جَاءَ الطَّالِبَانِ أَنْفُسَهُمَا / أَعْيُنَهُمَا

جَاءَ الطُّلَّابُ أَنْفُسَهُمْ / أَعْيُنَهُمْ

مؤنث (ب)

جَاءَتِ الطَّالِبَةُ نَفْسَهَا / عَيْنَهَا

جَاءَتِ الطَّالِبَاتُ أَنْفُسَهُمَا / أَعْيُنَهُمَا

جَاءَتِ الطَّالِبَاتُ أَنْفُسَهُنَّ / أَعْيُنَهُنَّ

□ ضمير এর مؤكد বা إضافة এর দিকে مؤكد এর শব্দগুলোকে عامة ও جميع , كل - কলা, كلا এর দিকে إضافة করে تأكيد করা হয়। কলা দ্বারা تثنية مؤنث দ্বারা تثنية এবং جميع - كل و جميع এর جمع द्वारा جمع এর تأكيد করা হয়। যথা-

جَاءَ الطَّالِبَانِ كِلَاهُمَا	جَاءَ كِلَا الطَّالِبَيْنِ
جَاءَتِ الطَّالِبَتَانِ كِلْتَاهُمَا	جَاءَتْ كِلْتَا الطَّالِبَتَيْنِ
جَاءَ الطُّلَّابُ كُلُّهُمْ	جَاءَ كُلُّ الطُّلَّابِ
جَاءَتِ الطَّالِبَاتُ كُلُّهُنَّ	جَاءَتْ كُلُّ الطَّالِبَاتِ
جَاءَ الطُّلَّابُ جَمِيعُهُمْ	جَاءَ جَمِيعُ الطُّلَّابِ
جَاءَ الطُّلَّابُ عَامَّتُهُمْ	جَاءَ عَامَّةُ الطُّلَّابِ
جَاءَتِ الطَّالِبَاتُ عَامَّتُهُنَّ	جَاءَتْ عَامَّةُ الطَّالِبَاتِ

كل द्वारा अंशविशिष्ट शब्दकेও تأكيد করা হয়। यथा- اِشْتَرَيْتُ الْبَيْتَ كُلَّهُ- আমি সম্পূর্ণ ঘরটি खरिद करलाम। اجمع शब्दটি द्वारा تأكيد করার সময় शब्दটিকে مؤكد এর ضمير এর दिके إضافة করে শুধু शब्दটির बहुवचन ব্যবহার করে تأكيد করা যায়। यथा-

حَضَرَ الطُّلَّابُ أَجْمَعُونَ، حَضَرَ الطُّلَّابُ أَجْمَعُهُمْ.

كل و اجمع शब्दद्वय एक साथे ব্যবহার করেও تأكيد করা যায়। यथा-

سَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.

تَدْرِيبَاتٌ

- ১। কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।
- ২। কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।
- ৩। এর শব্দসমূহ কয়টি ও কী কী? লেখ।



৪। **تأكيد معنوي** এর শব্দসমূহের সাথে সঠিক **ضمير** ব্যবহার কর।

৫। নিম্নের **تأكيد**-এর শব্দসমূহকে **مذكر**/**مؤنث**-এর **ضمير** এর প্রতি **إضافة** করে ব্যবহার কর:

.....	وَصَلَ الطُّلَابُ جَمِيعُهُمْ .	.....	وَصَلَ الطُّلَابُ جَمِيعُهُمْ .
.....	وَصَلَ كُلُّ الْأَصْدِقَاءِ	.....	وَصَلَ كُلُّ الْأَصْدِقَاءِ
.....	وَصَلَ الْمُسَافِرُونَ أَجْمَعُونَ	.....	وَصَلَ الْمُسَافِرُونَ أَجْمَعُونَ
.....	ذَهَبَتْ كِلْتَا الْمَرَاتَيْنِ	.....	ذَهَبَتْ كِلْتَا الْمَرَاتَيْنِ
.....	وَصَلَ الطُّلَابُ جَمِيعُهُمْ .	.....	وَصَلَ الطُّلَابُ جَمِيعُهُمْ .
.....	وَصَلَ كُلُّ الْأَصْدِقَاءِ	.....	وَصَلَ كُلُّ الْأَصْدِقَاءِ
.....	وَصَلَ الْمُسَافِرُونَ أَجْمَعُونَ	.....	وَصَلَ الْمُسَافِرُونَ أَجْمَعُونَ
.....	ذَهَبَتْ كِلْتَا الْمَرَاتَيْنِ	.....	ذَهَبَتْ كِلْتَا الْمَرَاتَيْنِ

৬। **عين** বা **نفس** শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন কর :

.....	جَاءَ الطُّلَابُ	.....	هم
.....	جَاءَتْ عَائِشَةُ	.....	ها
.....	أَكَلَتِ الطَّالِبَتَانِ	.....	هما
.....	خَرَجَتِ النِّسَاءُ	.....	هن
.....	ذَهَبَ الطَّالِبَانِ	.....	هما

## الْوَحْدَةُ الثَّالِثَةُ

### الترجمة

□ মিলে গঠিত বাক্য ও مُبْتَدَأُ

الْمُدْرِسُونَ صَالِحُونَ	শিক্ষকগণ নেককার।
شُعُورُ الْحُرِّيَّةِ شَامِحَةٌ	স্বাধীনতার চেতনা সমুল্লত।
خِيَارُ الْبَطْلَةِ سَبْعٌ	বীরশ্রেষ্ঠ সাত জন।
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য
اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ	আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ	পুরুষগণ স্ত্রীগণের তত্ত্বাবধায়ক।
اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ	আল্লাহ বিশৃঙ্খলাকে পছন্দ করেন না।
اللَّهُ وَليُّ الْمُؤْمِنِينَ	আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক।

□ এর ইসম ও খবর মিলে গঠিত বাক্য وَ النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ وَ الْحُرُوفِ الْمُسَبَّهَةِ بِلَيْسَ

مَا اللَّاعِبُونَ فَرِحِينَ	খেলোয়াড়গণ খুশী নয়।
مَا الْمُدْرِسُونَ مَسْرُورِينَ	শিক্ষকগণ আনন্দিত নয়।
لَا رَجُلٌ فِي الدَّارِ	ঘরে কোনো পুরুষ নাই।
لَا طَالِبٌ حَاضِرٌ	কোনো ছাত্র উপস্থিত নাই।
لَعَلَّ الْقَاضِيَ حَاضِرٌ	সম্ভবত বিচারক উপস্থিত।
زَيْدٌ جَالِسٌ لِكِنَّ عَمْرٍو قَائِمٌ	যায়েদ বসা কিন্তু আমর দাঁড়ানো।
إِنَّ الطَّالِبِينَ مُجْتَهِدِينَ	নিশ্চয়ই ছাত্র দু জন পরিশ্রমী।
لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى	মানুষ যতটুকু চেষ্টা করে ততটুকু পায়।
إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ	নিশ্চয়ই সালাত অশালীন ও ঘৃণ্য কাজ থেকে বিরত রাখে।

## □ সহযোগে গঠিত বাক্য

عَرَفْتُ الطَّالِبِينَ	ছাত্র দুজনকে আমি চিনিছি।
دَعَا زَيْدٌ خَالِدًا	যায়েদ খালেদকে ডেকেছে।
كَتَبْتُ رِسَالَتَيْنِ	আমি দুটি পত্র লিখেছি।
لَا تَفْتَحِ الْبَابَيْنِ	দরজা দুটি খুলো না।
إِحْتَرَمَ خَالِدٌ الْمُدْرِسِينَ	খালেদ শিক্ষক দুজনকে সম্মান করেছে।
أَلْبَسَ زَيْدٌ نَعِيمًا فَمِيصًا	যায়েদ নাঈমকে জামা পরিধান করাল।
رَزَقَ اللَّهُ مَسْعُودًا مَالًا	আল্লাহ্ মাসউদকে সম্পদ দিয়েছেন।
رَأَيْتُ ذَا مَالٍ	আমি সম্পদশালীকে দেখেছি।
لَقِيتُ أَبَاكَ	আমি তোমার বাবার সাথে সাক্ষাত করেছি।

## □ সহযোগে গঠিত বাক্য

جَاءَ خَالِدٌ رَاكِبًا	খালেদ আরোহণ অবস্থায় এসেছে।
حَضَرَتْ زَيْنَبُ مُسْرِعَةً	যয়নব দ্রুত এসেছে।
ذَهَبَ طَلْحَةُ مَا شِيئًا	তালহা হেঁটে হেঁটে গেল।
دَخَلَ الْمُدْرِسَانَ صَاحِكِينَ	শিক্ষক দুজন হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় প্রবেশ করল।
خَرَجَ الطُّلَّابُ مَسْرُورِينَ	ছাত্রগণ আনন্দিত অবস্থায় বের হল।
وَصَلَّتِ النِّسَاءُ بِاِكْيَاتٍ	মহিলাগণ ক্রন্দনরত অবস্থায় পৌঁছল।
رَأَيْتُ الشَّمْسَ طَالِعَةً	আমি সূর্য উদিত অবস্থায় দেখেছি।
رَأَيْتُ الْقَمَرَ وَهُوَ يَطْلُعُ	আমি চাঁদকে উদিত অবস্থায় দেখেছি।
وَجَدْتُ خَالِدًا يَتَنَامُ	আমি খালেদকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়েছি।
خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا	মানুষকে দুর্বল অবস্থায় সৃষ্টি করা হয়েছে।
يُرْسِلُ اللَّهُ الرَّسُلَ مَبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ	আল্লাহ্ রাসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

□ সহযোগে গঠিত বাক্য

رَأَيْتُ الطُّلَّابَ إِلَّا خَالِدًا	আমি খালিদ ব্যতীত অন্য ছাত্রদের দেখেছি।
خَرَجَ اللَّاعِبُونَ مِنَ الْمَلْعَبِ إِلَّا لَاعِبَيْنِ	দুজন খেলোয়াড় ব্যতীত অন্য খেলোয়াড় বের হয়েছে।
قَرَأْتُ الْقِصَصَ سِوَى قِصَّتَيْنِ	দুটি গল্প ছাড়া বাকি গল্পগুলো আমি পড়েছি।
وَصَلَ الْمُسَافِرُونَ غَيْرَ مُسَافِرٍ	একজন ভ্রমণকারী ব্যতীত বাকি ভ্রমণকারীগণ পৌঁছেছে।
دَخَلَ الْمُدْرِسُونَ غَيْرَ مُدْرِسَيْنِ	দুজন শিক্ষক ব্যতীত শিক্ষকবৃন্দ প্রবেশ করেছেন।
مَا جَاءَ إِلَّا أُسَامَةُ	উসামা ব্যতীত কেউ আসেনি।

□ সহযোগে গঠিত বাক্য

حَضَرَ ثَلَاثَةُ طُلَّابٍ	তিনজন ছাত্র উপস্থিত হয়েছে।
هُوَ لِأَيِّ عَشْرَةٍ إِخْوَةٌ	তারা দশ ভাই।
هُنَّ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ	তারা (মহিলা) তিন বোন।
كَتَبْتُ ثَلَاثَ رَسَائِلٍ	আমি তিনটি চিঠি লিখেছি।
رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ مَسَاجِدَ	আমি তিনটি মসজিদ দেখেছি।
خَرَجَتْ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً	এগারো জন মহিলা বের হয়েছে।
وَصَلَ إِثْنَا عَشَرَ رَجُلًا	বারো জন পুরুষ পৌঁছেছে।
رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ لَاعِبًا	আমি তেরো জন খেলোয়াড় দেখেছি।
اِشْتَرَيْتُ خَمْسَةَ عَشَرَ قَلَمًا	আমি পনেরোটি কলম ক্রয় করেছি।
بِعْتُ سِتَّةَ عَشَرَ مَوْزًا	আমি ষোলটি কলা বিক্রয় করেছি।
أَخَذْتُ سَبْعَ عَشْرَةَ حَقِيْبَةً	আমি সতেরোটি ব্যাগ নিয়েছি।
عِنْدِي مِائَةٌ كِتَابٍ	আমার একশত বই আছে।
رَأَيْتُ مِائَتَيْنِ طَالِبٍ	আমি দুইশত ছাত্র দেখেছি।
إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا	নিশ্চয়ই আমি এগারোটি নক্ষত্র দেখেছি।

## □ সহযোগে গঠিত বাক্য

حَسَنَ خَالِدٌ أَخْلَاقًا	চরিত্রের দিক দিয়ে খালিদ উত্তম!
فَرِحَ زَيْدٌ أَبَا	যায়েদ পিতা হিসেবে খুশি হয়েছে।
فِي الْمَدْرَسَةِ عِشْرُونَ مُعَلِّمًا	মাদরাসায় বিশ জন শিক্ষক রয়েছেন।
عِنْدِي كَذَا وَكَذَا قَلَمًا	আমার কাছে এত এত কলম আছে।
بَكَرٌ أَكْثَرُ مَالًا مِنْ مَسْعُودٍ	মাসউদের চেয়ে বকরের সম্পদ বেশি।
بِعْتُ ذِرَاعًا ثَوْبًا	এক গজ কাপড় বিক্রি করেছি।

## □ সহযোগে গঠিত বাক্য

الرَّحْمَةُ صِفَةٌ مَحْمُودَةٌ	দয়া একটি প্রশংসিত গুণ।
الْكَعْبَةُ بَيْتٌ قَدِيمٌ	কা'বা একটি পুরাতন ঘর।
الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ كِتَابُ اللَّهِ	কুরআনুল কারীম আল্লাহর কিতাব।
الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ مُطِيعَةٌ	নেককার মহিলা অনুগত।
هُمَا بِنْتَانِ جَمِيلَتَانِ	তারা দুজন সুন্দরী মেয়ে।
اِشْتَرَيْتُ كِتَابَيْنِ جَدِيدَيْنِ	আমি দুটি নতুন বই কিনেছি।
حَضَرَ الرَّجَالَ الصَّالِحُونَ	সৎ পুরুষগণ উপস্থিত হয়েছেন।

## □ সহযোগে গঠিত বাক্য

حَضَرَ التَّلَامِيذُ كُلُّهُمْ فِي الْمَدْرَسَةِ	ছাত্ররা সকলেই মাদ্রাসায় উপস্থিত হয়েছে।
وَصَلَ الصَّدِيقَانِ أَنْفُسُهُمَا	দুবস্তুই পৌঁছেছে।
قَرَأْتُ الْقِصَّةَ كُلَّهَا	আমি সম্পূর্ণ গল্পটি পড়েছি।
خَرَجَتِ النِّسَاءُ كُلُّهُنَّ	সকল মহিলা বের হয়েছে।
سَافَرَتِ الْمَرَاتَانِ كِلْتَاهُمَا	দুই মহিলাই ভ্রমণ করেছে।
غَابَ الطَّلَابُ كُلُّهُمْ	সকল ছাত্রই অনুপস্থিত।

### □ مضاف إليه ও مضاف সহযোগে গঠিত বাক্য

هَذَانِ كِتَابَا زَيْدٍ	এই দুটি যায়েদের বই।
هُؤُلَاءِ مُسْلِمُو بَنْغَلَاوِيشْ	তারা বাংলাদেশের মুসলিম।
قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ	আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি।
كَانَ عُمَرُ � خَلِيفَةَ الْمُسْلِمِينَ	ওমর (�) মুসলমানদের খলিফা ছিলেন।
فَمَتَّ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ	আমি দুই পুরুষের মাঝে দাঁড়িয়েছি।
أَنَا صَدِيقُ أَبِيكَ	আমি তোমার বাবার বন্ধু।

### □ ضمير সহযোগে গঠিত বাক্য

زَيْدٌ هُوَ أَخِي	যায়েদ, সে আমার ভাই।
الْبَيْتُ عُرْفَتُهُ كَبِيرَةٌ	ঘর, তার রুমটি বড়।
إِبْرَاهِيمُ وَخَالِدٌ أَخُوهُمَا مُدَرِّسٌ	ইবরাহীম ও খালেদ তাদের ভাই শিক্ষক।
الَّذِينَ خَرَجُوا هُمْ إِخْوَانِي	যারা বের হয়েছে তারা আমার ভাই।
الَّذِي يَكْتُبُ هُوَ كَاتِبٌ	যিনি লিখছেন তিনি লেখক।

### □ اسم الإشارة সহযোগে গঠিত বাক্য

هَذِهِ الْمَرْأَةُ طَيِّبَةٌ	এই মহিলাটি ডাক্তার।
هُؤُلَاءِ الطُّلَّابُ إِخْوَانٌ	ঐ সকল ছাত্র পরস্পর ভাই।
اِشْتَرَيْتَ هَذَيْنِ الْقَلَمَيْنِ	আমি এই কলম দুটো ক্রয় করেছি।
ذَلِكَ الرَّجُلُ تَاجِرٌ	ঐ ব্যক্তি ব্যবসায়ী।
رَأَيْتَ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ	আমি এই গাছ দুটি দেখেছি।
أَوْلِيَاكَ الْمُسْلِمُونَ مُجَاهِدُونَ	ঐ সব মুসলমান মুজাহিদ।
تِلْكَ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةٌ	ঐ মহিলাটি মুসলিম।
هَذِهِ الْأَشْجَارُ جَمِيلَةٌ	এই গাছগুলো সুন্দর।

### □ اسم الموصول সহযোগে গঠিত বাক্য

رَأَيْتُ الطَّالِبِينَ الَّذِينَ يَدْرُسَانِ	আমি সে ছাত্র দুজনকে দেখেছি যারা পড়াশুনা করে।
لَقِيتُ الْمُدْرَسِينَ الَّذِينَ يَدْرُسَانَنَا	আমি সে শিক্ষক দুইজনের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, যারা আমাদের পড়ান।
زُرْتُ الْأَصْدِقَاءَ الَّذِينَ يُسَافِرُونَ	আমি সেসব বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করেছি, যারা ভ্রমণ করবে।
جَاءَتِ الْمُدْرَسَةُ الَّتِي تَدْرُسُ	সেই শিক্ষিকা এসেছেন যিনি পড়ান।
الَّذِينَ آمَنُوا هُمْ الْمُفْلِحُونَ	যারা ইমান এনেছেন তারা সফলকাম।
اللَّاتِي خَرَجْنَ هُنَّ أَخَوَاتِي	যে সকল মহিলা বের হয়েছে, তারা আমার বোন।

### □ جار ومجرور সহযোগে গঠিত বাক্য

الْكِتَابُ لِأَبِيكَ	বইটি তোমার বাবার।
لِلْمُدْرَسِينَ عُرْفَةٌ جَمِيلَةٌ	শিক্ষকদের জন্য একটি সুন্দর কক্ষ আছে।
نَظَرْتُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ	আমি লোক দুটির প্রতি তাকিয়েছি।
دَخَلْتُ فِي الْإِسْلَامِ	আমি ইসলামে প্রবেশ করেছি/ ইসলাম গ্রহণ করেছি।
هُوَ أَمِيرٌ لِّلْمُسْلِمِينَ	তিনি মুসলমানদের আমীর।
ذَهَبْتُ إِلَى السُّوقِ	আমি বাজারে গিয়েছি।
رَكِبْتُ عَلَى السَّيَّارَةِ	আমি গাড়িতে আরোহণ করেছি।
حَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ	আল্লাহ তাদের অন্তকরণ ও কর্ণে মোহর মেরেছেন।
لَا يَخُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ	সে মিসকিনদের খাবার প্রদানে উৎসাহিত করে না।
خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ	তাকে বিক্ষিপ্ত পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ	সুতরাং আপনি আপনার মহান রবের নামে তাসবীহ পড়ুন।
إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ	নিশ্চয়ই আপনি রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।
أَوْلَيْكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ	তারা তাদের রবের পক্ষ থেকে হিদায়াতের উপর রয়েছে।

### □ সহযোগে গঠিত বাক্য ও فعل ماضى

أَنَا أَكُلُ بَعْدَ سَاعَةٍ	আমি এক ঘণ্টা পরে খাব।
هُوَ سَافَرَ فِي الشَّهْرِ الْمَاضِي	সে গতমাসে ভ্রমণ করেছে।
هِنَّ يَذْهَبْنَ إِلَى دَكَا	তারা (মহিলা) ঢাকা যাবে।
هِيَ جَاءَتْ مِنَ الْبَيْتِ	সে (মহিলা) বাড়ি থেকে এসেছে।
أَنْتِ دَرَسْتَ دَرْسَكَ	তুমি তোমার পাঠটি পড়েছ।
أَنْتُمْ تَقْرَوْنَ الْجُرَائِدَ	তোমরা পত্রিকা পড়েছ।
هُوَ يَحْجُ فِي السَّنَةِ الْقَادِمَةِ	সে আগামী বছর হজ্জ যাবে।
أَلْقَى يُوسُفُ فِي الْبُئْرِ	ইউসুফ <small>عليه السلام</small> -কে কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছে।
نُودِيَ النَّاسُ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ	মানুষদেরকে জুমার সালাতের জন্য আহ্বান করা হল।
كَانَ النَّبِيُّ <small>ﷺ</small> يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرْبِ ثَلَاثًا	নবি করিম <small>ﷺ</small> তিন নিঃশ্বাসে পান করতেন।
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ فِي رَمَضَانَ	তোমাদের ওপর রমযানের রোযা ফরয করা হয়েছে।

### □ সহযোগে গঠিত বাক্য ও فعل النهي

أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ	তোমরা দীন প্রতিষ্ঠা কর এবং উহাতে পার্থক্য করো না।
أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ	সালাত প্রতিষ্ঠা কর এবং সৎকাজে আদেশ দাও।
أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ	তোমাদের রবের ইবাদত কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন।
لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ	তোমরা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা করো না।
إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ	আপনি আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখান।
يَا بَنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ	ওহে বৎস! আল্লাহর সাথে শিরক করো না।
فَمِ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا	তুমি রাতের কিছু অংশে কিয়াম কর।
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ	বলুন! তিনি আল্লাহ একক।
رَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا	তুমি তারতিলসহ কুরআন তেলাওয়াত কর।



## □ نواصب الفعل المضارع সহযোগে গঠিত বাক্য

هُمَا لَنْ يَذْهَبَا	তারা দু জন কখনও যাবে না।
أَنْتُمْ لَنْ تُسَافِرُوا	তোমরা কখনও ভ্রমণ করবে না।
يُرِيدُونَ أَنْ يَأْكُلُوا	তারা খেতে চায়।
هُنَّ جِئْنَ كَيْ يَتَعَلَّمْنَ الْقُرْآنَ	তারা (মহিলা) কুরআন শিখতে এসেছে।
هُمْ جَاءُوا كَيْ يَتَعَلَّمُوا	তারা শিখতে এসেছে।
أُرِيدُ أَنْ أَرْكَبَ	আমি আরোহণ করতে চাই।
هُمَا سَافَرَا إِلَى مَكَّةَ لِيَحُجَّابَا	তারা দু জন হজ্জের জন্য মক্কা ভ্রমণ করেছে।
اجْتَهِدُوا إِذَنْ تَنْجَحُوا	চেষ্টা করো সফল হবে।
لَا تَتَكَلَّمُوا كَثِيرًا تَسْلَمُوا	বেশি কথা বলবে না নিরাপদে থাকবে।
نَحْنُ نَجْتَهِدُ لِكَيْ تَنْجَحُوا	আমরা চেষ্টা করব যাতে তোমরা পাশ করতে পার।
لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا	তারা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

## □ جوازم الفعل المضارع সহযোগে গঠিত বাক্য

أَنْتُمْ لَمْ تُسَافِرُوا	তোমরা ভ্রমণ করনি।
هُمَا لَمْ يَأْكُلَا	তারা দু জন যায়নি।
إِنْ نَجْتَهِدُوا يَنْجَحُوا	যদি তোমরা চেষ্টা কর, তবে তারা পাশ করবে।
مَنْ يَسَعِ يَنْجَحِ	যে চেষ্টা করে পাশ করে।
مَنْ يَدْعُ اللَّهَ فَاللَّهُ يَسْتَجِبْ لَهُ	যে আল্লাহর নিকট দোয়া করে আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেন।
هُمْ ذَهَبُوا إِلَى السُّوقِ وَلَمَّا يَرْجِعُوا	তারা বাজারে গিয়েছে এখনও ফিরে নাই।
اجْتَهِدُوا تَنْجَحُوا	তোমরা চেষ্টা করো সফল হবে।
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا	সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি।
لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ	সামর্থ্যবান যেন নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করে

# الْوَحْدَةُ الرَّابِعَةُ الرَّسَائِلُ وَالْعَرَائِضُ (أ) الرَّسَائِلُ

١- أَكْتُبُ رِسَالَةً إِلَى أُمَّكَ تُخْبِرُهَا بِمَجِيئِكَ إِلَى الْبَيْتِ فِي الشَّهْرِ الْقَادِمِ بَعْدَ الْإِمْتِحَانِ الْمَرْكَزِيِّ

التاريخ: ٢٠٢٣/٧/١ م

عبد الله

الْمَدْرَسَةُ الْعَالِيَّةُ بِدَاكَا

أُمِّي الْمُحْتَرَمَةَ !

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بَعْدَ التَّحِيَّةِ الطَّيِّبَةِ فَأَرْجُو أَنَّكُمْ بِالْخَيْرِ وَالْعَافِيَةِ وَأَنَا أَيْضًا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَإِرَادَتِهِ بِخَيْرٍ ، وَلَكِنَّ طُولَ الْفِرَاقِ مِنْكُمْ يُحْزِنُنِي حُزْنًا شَدِيدًا ، فَكَيْفَ أَقْضِي أَوْقَاتِي دُونَ أُمِّي ! فَإِنَّكَ لَتَعْلَمِينَ أَنَّ إِمْتِحَانَنَا الْمَرْكَزِي سَيَنْعَقِدُ فِي الشَّهْرِ الْقَادِمِ مِنْ ٢٠٢٣/٨/١٢ م إِلَى ٢٠٢٣/٨/٢٧ م . فَأُرِيدُ أَنْ أَحْضَرَ فِي خِدْمَتِكَ بَعْدَ الْإِمْتِحَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، فَعَلَيْكَ أَنْ تَدْعِي إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لِتَنْوِرَ حَيَاةَ وَلَدِكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ . وَبَلِّغِي سَلَامِي إِلَى أَبِي الْكَرِيمِ وَآخَوَانِي الْكِرَامِ ، وَالْوُدَّ وَالشَّفَقَةَ عَلَى أَصْغَارٍ ، وَخِتَامًا أَرْجُو لَكُمْ دَوَامَ الصَّحَّةِ وَالتَّقَدُّمِ فِي الْحَيَاةِ .

إِبْنُكَ الْعَزِيزُ

عبد الله

طابع	الْمُرْسَلُ إِلَيْهِ عبيد الرحمن ٢٣ شارع الكلية ، مومن شاهي	الْمُرْسَلُ : عَبْدُ اللَّهِ الْمَدْرَسَةُ الْعَالِيَّةُ بِدَاكَا ، بَخْشِي بَازَارِ ، دَاكَا .
------	---	---

২- أُكْتُبُ رِسَالَةً إِلَى أَبِيكَ تُخْبِرُهُ عَن نَجَاحِكَ السَّارِّ فِي الإِخْتِبَارِ

التاريخ: ২০২৩/৮/৬ ম

مُحَمَّدَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ

مَدْرَسَةُ دَارِ النِّجَاةِ الكَامِلِ

رَقْمُ العُرْفَةِ: ১০০২

أَبِي المُحْتَرَمِ!

السَّلَامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

بَعْدَ التَّحِيَّةِ الطَّيِّبَةِ أَرْجُو أَنَّكُمْ بِالسَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ . وَأَنَا أَيْضًا بِدُعَائِكُمْ الصَّالِحِ بِالْخَيْرِ وَالْعَافِيَةِ، فَأُخْبِرُكُمْ خَبْرًا يَسُرُّكُمْ سُرُورًا وَهُوَ إِنِّي حَصَلْتُ التَّقْدِيرَ الأَوَّلَ فِي الإِمْتِحَانِ الإِنْتِخَابِيِّ. وَأَسَاتِدَتِي كُلُّهُمْ رَغِبُونِي فِي الإِمْتِحَانِ المَرْكَزِيِّ، فَبَدَأْتُ مَذَاكِرَةَ الدُّرُوسِ وَاهْتَمَمْتُ بِالْكِتَابَةِ أَكْثَرَ مِنَ القِرَاءَةِ ، لِأَنَّ حُسْنَ الكِتَابَةِ يُؤَيِّدُ كَثِيرًا فِي نَيْلِ التَّيْجَةِ المُتَفَوِّقَةِ فِي الإِمْتِحَانِ ، وَأَحَاوِلُ أَنْ أَحْصَلَ عَلَى ثَمَانِينَ أَوْ أَكْثَرَ دَرَجَةً فِي المِائَةِ فِي كُلِّ مَادَّةٍ فِي المُسْتَقْبَلِ ، فَعَلَيْكُمْ أَنْ تَدْعُوا لِي وَتُبَلِّغُوا السَّلَامَ عَلَى أُمِّي المُحْتَرَمَةِ وَعَلَى مَنْ يَسْكُنُ فِي الدَّارِ مِنَ الأَكَابِرِ وَالشَّفَقَةِ عَلَى الصَّغَارِ. أَعَانَكُمُ اللهُ وَيَحْفَظْكُمْ جَمِيعًا .

إِبْنُكُمْ المُطِيعُ

مُحَمَّدَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ

طابع

المُرْسَلُ إِلَيْهِ

مَوْلَانَا عَبْدُ اللهِ

২২ نَظَرُ الإِسْلَامِ الشَّارِعِ

بِرَعُونَا.

المُرْسَلُ

مُحَمَّدَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ

مَسْكَنُ الطَّلَابِ، مَدْرَسَةُ دَارِ النِّجَاةِ الكَامِلِ

دمرا، دাকা- ১২০৬

### ৩- اُكْتُبْ رِسَالَةً إِلَى صَدِيقِكَ تُخْبِرُهُ بِأَحْوَالِ سَفَرِكَ .

التاريخ : ২০২৩/২/১২م

عَرِيفُ الرَّحْمَنِ

هيل تكس، شيتاغونغ.

صَدِيقِي الْعَزِيزُ!

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

أَرْجُو أَنَّكَ مَعَ وَالِدَيْكَ بِالسَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ وَأَنَا أَيْضًا كَذَلِكَ ، إِنِّي عُدْتُ مِنْ دَاكَ صَبَاحَ الْيَوْمِ، وَقَدْ سَافَرْتُ إِلَيْهَا فِي الْأُسْبُوعِ الْمَاضِي، ذَهَبْتُ إِلَيْهَا بِالْحَافِلَةِ مِنْ شَيْتَاغُونْغِ، وَالسَّفَرُ بِالْحَافِلَةِ أَخَذَ سَبْعَ سَاعَاتٍ، بَدَأْتُ السَّفَرَ مِنَ الصَّبَاحِ وَوَصَلْتُ إِلَيْهَا مَسَاءً، وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ مُمْتَعًا، وَمَا ذَهَبْتُ إِلَى دَاكَ قَطُّ قَبْلَ هَذَا، فَازْدَادَتْ فَرَحِي بِرُؤْيَةِ مَدِينَةِ دَاكَ ، مَدِينَتُهُ دَاكَ مَمْلُوءَةٌ بِالْعِمَارَاتِ الْعَالِيَةِ وَالْحَسِينَةِ الَّتِي هِيَ تَسُرُّ النَّاطِرِينَ. شَوَارِعُهَا وَاسِعَةٌ تَجْرِي عَلَيْهَا الْخَوَافِلُ. وَرُزْتُ هُنَاكَ عَدَدًا مِنَ الْمَوَاضِعِ مَثَلًا: قَلْعَةٌ لِالْبَاعِ، وَالْبَيْتُ الْمَكْرَمُ، وَحَدِيقَةٌ رَمْنَا، وَحَدِيقَةُ الْحَيَوَانَاتِ، وَجَامِعَةٌ دَاكَ، وَالْمَطَارُ الدَّوْلِي . وَرُزْتُ فُنْدُقَ سُورَغَاوِ. وَمَا أَحْسَنَ هَذَا الْفُنْدُقِ، وَتَنَاوَلْتُ الْأَعْدِيَةَ اللَّذِيذَةَ وَعَلِمْتُ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً بِمُشَاهَدَةِ مَوَاضِعِ تَارِيخِيَّةِ، الَّذِي زَادَنِي عِلْمًا. فَالشُّكْرُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الَّذِي وَفَّقَنِي لِلسَّفَرِ إِلَى دَاكَ ، وَالسَّلَامُ وَالذِّعَاءُ لَكَ .

صَدِيقِكَ

عَرِيفُ الرَّحْمَنِ

طابع	المُرْسَلُ إِلَيْهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ ٢٥ بينودفور، راجسَاهِي، بَنَغْلَادِيَش	المُرْسِلُ عَرِيفُ الرَّحْمَنِ هيل تكس، شيتاغونغ.
------	--	---

৴- أُكْتُبُ رِسَالَةً إِلَى أُخْتِكَ لِإِرْسَالِ خَمْسِمِائَةِ تَاكَآ.

التاريخ : ۲۰۲۳/۱۱/۱۱ م

مُنَوَّرٌ حُسَيْنٌ

مَدْرَسَةُ مِفْتَاحِ الْعُلُومِ الْكَامِلِ ، دَاكَآ

أُخْتِي الْمُحْتَرَمَةُ!

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بَعْدَ التَّحِيَّةِ الطَّيِّبَةِ أَرْجُو أَنْكُنَّ بِالْخَيْرِ وَالْعَافِيَةِ، وَأَنَا أَيْضًا كَذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ، أَنْتِنَّ تَعْلَمْنَ يَا أُخْتِي،  
أَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ وَهُوَ قَاعِدٌ فِي الْبَيْتِ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُرْسَلَ إِلَيَّ تَاكَآ لِقَضَاءِ  
حَاجَاتِي الشَّخْصِيَّةِ، وَأَنَا الْأَنَ بِحَاجَةٍ إِلَى خَمْسِمِائَةِ تَاكَآ لِقَضَاءِ حَاجَتِي. فَالرَّجَاءُ مِنْكُنَّ أَنْ تُرْسِلْنَ إِلَيَّ  
خَمْسِمِائَةَ تَاكَآ.

وَالسَّلَامُ عَلَى الْأَبِ الْكَرِيمِ وَالْإِخْوَانِ الْكَرَامِ وَالْوُدِّ وَالشَّفَقَةِ عَلَى الصِّغَارِ ، وَخَتَامًا أَرْجُو لَكُمْ دَوَامَ  
الصَّحَّةِ وَالتَّقَدُّمِ فِي الْحَيَاةِ .

أَخُوكُمُ الْعَزِيزُ

مُنَوَّرٌ حُسَيْنٌ

<p>طابع</p> <p>الْمُرْسَلُ إِلَيْهَا مُحْتَرَمَةُ فَاطِمَةُ ۱۱ شارع منصور، راجشاهي</p>	<p>الْمُرْسِلُ مُنَوَّرٌ حُسَيْنٌ مَدْرَسَةُ مِفْتَاحِ الْعُلُومِ الْكَامِلِ ، دَاكَآ</p>
--	---

৫- اُكْتُبُ رِسَالَةً إِلَى صَدِيقِكَ تَدْعُوهُ بِمُنَاسَبَةِ زَوْاجِ أُخْتِكَ الصَّغِيرَةِ .

التاريخ : ২৩/২/২০২৩ ম

عَبْدُ الرَّحِيمِ

الْمَدْرَسَةُ الْعَالِيَةُ بِحَوْلَتَا

صَدِيقِي الْحَمِيمُ سَعِيدًا!

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بَعْدَ التَّحِيَّةِ الطَّيِّبَةِ أَرْجُو أَنَّكُمْ بِالْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةِ وَأَنَا أَيْضًا بِحَمْدِ اللَّهِ مَعَ السَّلَامَةِ وَالرَّاحَةِ مِنْ كُلِّ شَرٍّ، فَقَدْ مَضَتْ أَيَّامٌ انْقَطَعَتْ فِيهَا الْمُرَاسَلَةُ بَيْنَنَا لِشُغْلِ مُخْتَلِفَةٍ . وَبَسْرْتُنِي أَنْ أُخْبِرَكَ أَنَّ زَوْاجَ أُخْتِي الْكَبِيرَةِ سَيَنْعَقِدُ فِي الْخَامِسِ مِنْ مَارِسِ الْقَادِمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَقَدْ عُيِّنَ هَذَا الْيَوْمَ بِالْأَمْسِ ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَا ابْنٌ وَحِيدٌ فِي أُسْرَتِي فَلَا أَحَدٌ يُسَاعِدُنِي فِي هَذِهِ الْحَفْلَةِ الْمُبَارَكَةِ فَلَا بُدَّ عَلَيْكَ أَنْ تَحْضُرَ مَعَ أُسْرَتِكَ لِتَنْظِيمِ حَفْلَةِ الزَّوْاجِ حَقَّ النَّظَامِ، وَلَا يَسْرُنِي أَنْ أَسْمَعَ مِنْكَ أَيَّ عُدْرِ .

وَالسَّلَامُ عَلَى أَبِيكَ وَأَخِيكَ الْكَبِيرِ، وَالْحُبُّ إِلَى أُخْتِكَ الصَّغِيرَةِ، وَتَدْعُو اللَّهُ دَوَامَ صِحَّتِكَ، وَتَنْتَظِرُ رِسَالَتَكَ .

صَدِيقُكَ الْحَمِيمُ

عَبْدُ الرَّحِيمِ

طابع	الْمُرْسَلُ إِلَيْهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ ۲۲ شَارِعُ شَاهِ جَلَالِ ، بَرِّسَالِ .	الْمُرْسِلُ عَبْدُ الرَّحِيمِ الْمَدْرَسَةُ الْعَالِيَةُ بِحَوْلَتَا
------	--	--

## (ب) الْعَرَائِضُ

১- أُكْتُبُ طَلَبًا إِلَى مُدِيرِ الْمَدْرَسَةِ تَطَلُّبُ مِنْهُ الرَّخْصَةَ لِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ .

التَّارِيخُ : ২০২৩/১/১৯ م

إِلَى

صَاحِبِ الْفَضِيلَةِ

مُدِيرِ الْمَدْرَسَةِ الْعَالِيَةِ مَجُولَنَا

٤٥ شَارِعُ خَانَ جَهَانَ عَيْنِي ، خَوْلَنَا

بِوَأَسْطَةِ مُدَرِّسِ الصَّفِّ

الْمَوْضُوعُ : طَلَبُ الرَّخْصَةِ لِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ

السَّيِّدُ الْمُحْتَرَمُ!

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بَعْدَ آدَاءِ وَاجِبِ الْإِحْتِرَامِ أُفِيدُكُمْ عِلْمًا بِأَنِّي طَالِبٌ مُوَظَّبٌ فِي الصَّفِّ الثَّامِنِ مِنْ مَدْرَسَتِكُمْ،

وَأُفِيدُكُمْ إِنَّ زَوَاجَ أُخْتِي سَوْفَ يَنْعَقِدُ فِي ২০২৩/১০/১৬ م وَبِمُنَاسَبَةِ هَذَا أَرْجُو مِنْ فَضِيلَتِكُمْ

الرَّخْصَةَ لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ ২০২৩/১০/১৫ م إِلَى ২০২৩/১০/১৮ م .

فَالْمَطْلُوبُ مِنْ حَضْرَتِكُمْ التَّكْرَمَ بِالرَّخْصَةِ لِلْأَيَّامِ الْمَذْكُورَةِ ، وَلَكُمْ جَزِيلُ الشُّكْرِ مَعَ فَائِقِ

الْإِحْتِرَامِ .

الْمُقَدِّمُ

طَالِبُكُمْ الْمُطِيعُ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ

الصَّفِّ الثَّامِنِ

رَقْمُ الْمُسْلَسَلِ : ১

২- أُكْتُبُ طَلَبًا إِلَى مُدِيرِ الْمَدْرَسَةِ تَطَلُّبٌ مِنْهُ عَفْوِ الْغَرَامَةِ لِلْأَيَّامِ الَّتِي غَبَتْ فِيهَا .

التَّارِيخُ : ২০২৩/১০/১৯ ম

إلى

صَاحِبِ الْفَضِيلَةِ

مُديرُ مدرسة الصَّلَاحِيَّةِ

مولوي بازار ، سيلهت

بِوَأَسْطَةِ مُدْرِسِ الصَّفِّ

الْمَوْضُوعُ : طَلَبُ عَفْوِ الْغَرَامَةِ لِلْأَيَّامِ الَّتِي غَبَتْ فِيهَا .

سَيِّدِي الْمُحْتَرَمُ!

الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بَعْدَ التَّحِيَّةِ الطَّيِّبَةِ أُفِيدُكُمْ عَلَمًا بِأَنِّي طَالِبٌ مُوَظَّبٌ فِي الصَّفِّ الثَّامِنِ مِنْ مَدْرَسَتِكُمْ الشَّهِيرَةِ،

وَأُفِيدُكُمْ بِأَنِّي كُنْتُ مُصَابًا بِالْحُمَّى الشَّدِيدَةِ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ ২০২৩/১০/১৫ م إِلَى ২০২৩/১০/১৮ م،

وَلِهَذَا مَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَحْضَرَ الْمَدْرَسَةَ.

فَالْمَطْلُوبُ مِنْ حَضْرَتِكُمْ التَّكْرَمَ بِالرُّخْصَةِ لِلْأَيَّامِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ عَفْوِ الْغَرَامَةِ، وَلَكُمْ جَزِيلُ الشُّكْرِ

مَعَ فَائِقِ الْإِحْتِرَامِ .

الْمُقَدِّمُ

طَالِبُكُمْ الْمُطِيعُ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ

الْصَّفِّ : الثَّامِنُ

رَقْمُ الْمُسْلَسَلِ : ১



৩- أُكْتُبُ طَلَبًا إِلَى مُدِيرِ الْمَدْرَسَةِ تَطَلُّبُ مِنْهُ اسْتِخْدَامِ الْمَكْتَبَةِ مَسَاءً .

التَّارِيخُ : ১৯/২/২০২৩ م

إِلَى

صَاحِبِ الْفَضِيلَةِ

مَدْرَسَةُ دَارِ الْخَيْرِ الْكَامِلِ

২৫ شارع محسن الدين ، شيتاغونغ .

بِوَأَسْطَةِ مُدْرَسِ الصِّفِّ

الْمَوْضُوعُ : طَلَبُ اسْتِخْدَامِ الْمَكْتَبَةِ مَسَاءً .

سَيِّدِي الْمُحْتَرَمُ!

الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بَعْدَ التَّحِيَّةِ الطَّيِّبَةِ أُفِيدُكُمْ عِلْمًا بِأَنِّي طَالِبٌ مُوَظَّبٌ فِي الصِّفِّ الثَّامِنِ مِنْ مَدْرَسَتِكُمْ الشَّهِيرَةِ،

أَنَا أَكْتُبُ بَعْضَ الْمَقَالَةِ وَالْقِصَّةِ فِي الْجَرَائِدِ الْيَوْمِيَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ. لِذَا لِي رُغْبَةٌ شَدِيدَةٌ فِي قِرَاءَةِ الْكُتُبِ

الْمُخْتَلِفَةِ مِنْ مَكْتَبَةِ الْمَدْرَسَةِ. وَهَذَا لَا يُمَكِّنُ لِي لِعَدَمِ فَتْحِ الْمَكْتَبَةِ مَسَاءً.

فَالرَّجَاءُ مِنْ حَضْرَتِكُمْ فَتْحِ مَكْتَبَةِ الْمَدْرَسَةِ مَسَاءً، وَلَكُمْ جَزِيلُ الشُّكْرِ مَعَ فَائِقِ الْإِحْتِرَامِ .

الْمُقَدِّمُ

طَالِبُكُمْ الْمُطِيعُ

عَبْدُ اللَّهِ

الْصَّفِّ : الثَّامِنُ

رَقْمُ الْمَسْلُوسُ : ২

## الْوَحْدَةُ الْخَامِسَةُ

### الْإِنْشَاءُ الْعَرَبِيُّ

[ইনশা (الإنشاء) অর্থ হল রচনা। এ পাঠে রচনার কতগুলো উদাহরণ পেশ করা হল। এগুলো মুখস্ত করে পরীক্ষায় লেখার জন্য নয়। এগুলো শিক্ষার্থীগণ নমুনা হিসেবে শিখবে। শিক্ষক নমুনা হিসেবে এ রচনাগুলো শেখানোর পর আরো নতুন বিষয়ে রচনা তৈরি করতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন এবং বাড়ির কাজ দিবেন।]

### ১- الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ

الْمُقَدِّمَةُ : الْقُرْآنُ مَصْدَرٌ مِنْ بَابِ فَتَحَ، مَعْنَاهُ لُغَةٌ الْقِرَاءَةُ، وَفِي الْإِضْطِلَاحِ: الْقُرْآنُ هُوَ الْكِتَابُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُولِ (ﷺ) الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ وَالْمَنْقُولُ عَنْهُ نَفْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ.

نُزُولُ الْقُرْآنِ : كَانَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ وَأَنْزَلَ مِنْهُ دَفْعَتَيْنِ : فِي الدَّفْعَةِ الْأُولَى أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ نَزَلَ مِنْهَا عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ مُحَمَّدٍ (ﷺ) شَيْئًا فَشَيْئًا عَلَى وَفْقِ حَوَائِجِ النَّاسِ. مُدَّةُ نُزُولِهِ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً مِنْ ٦١٠ م إِلَى ٦٣٣ م وَعَدَدُ سُورِهِ ١١٤ وَعَدَدُ آيَاتِهِ ٦٢٣٦ وَعَدَدُ أَجْزَائِهِ ثَلَاثُونَ، وَالْفَاظَةُ وَمَعَانِيهِ كُلُّهَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى.

مَقْصِدُ نُزُولِ الْقُرْآنِ : إِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِهِدَايَةِ النَّاسِ وَمَوْعِظَةٍ لِّلْمُتَّقِينَ، وَتَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، وَمُسْتَمِلًا عَلَى حَلِّ جَمِيعِ مَسَائِلِ حَيَاةِ النَّاسِ وَمَسْأَلِهِمْ. بَيَّنَّ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِيهِ كُلَّ مَا يَخْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ صِرَاحَةً وَإِشَارَةً.

شَرَفُ الْقُرْآنِ : الْقُرْآنُ يُصَدِّقُ مَا قَبْلَهُ مِنَ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ، وَهُوَ أَعْظَمُ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ، وَهُوَ كِتَابٌ لَا يَمِائِلُهُ وَلَا يَسْتَوِيهِ أَيُّ كِتَابٍ فِي الدُّنْيَا، لِأَنَّهُ تَحَدَّى الْبَشَرِيَّةَ كُلَّهَا إِنْ كَانُوا فِي شَكٍّ مِنْ أَمْرِهِ فَلْيَأْتُوا بِكِتَابٍ مِثْلِهِ، (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ). وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَأْتُوا، ثُمَّ أَعْلَنَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي اسْتِطَاعَةِ الْإِنْسَانِ أَنْ يُؤَلَّفُوا كِتَابًا مِثْلَ الْقُرْآنِ. كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا ) أَيَّ أَنَّهُمْ كَمَا لَمْ يَسْتَطِيعُوا فِي الْمَاضِي كَذَلِكَ لَا يَسْتَطِيعُونَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَيْضًا.

وَاجِبْنَا نَحْوَ الْقُرْآنِ : قَالَ التَّمِيمِيُّ (ؒ) "الَّتَصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ" وَمِنْ هَذَا يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَقْرَأَ الْقُرْآنَ قِرَاءَةً صَحِيحَةً وَنَفْهَمَهُ فَهْمًا كَامِلًا وَأَنْ نَتَعَلَّمَهُ وَنُعَلِّمَهُ وَأَنْ نَبْدُلَ قُصَارَى جُهُودِنَا لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ - عَزَّوَجَلَّ - وَأَنْ نَمْتَثِلَ أَوَامِرَهُ وَنَحْتَنِبَ نَوَاهِيَهُ.

الْحَاتِمَةُ : نَظَرًا إِلَى ذَلِكَ نَقُولُ أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ هِدَايَتُنَا الْمُضِيئَةُ الْمُطَهَّرُ وَهُوَ تَبَيَّنَ لِكُلِّ شَيْءٍ وَفِيهِ فَلَاحٌ وَنَجَاةٌ لِحَيَاةِ الْإِنْسَانِ مِنْ كُلِّ الْجَوَانِبِ.

## ২- الْفَيْلُ

الْمُقَدَّمَةُ : الْفَيْلُ أَعْجَبُ مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ حَيَوَانَاتِ الْأَرْضِ جُثَّةً وَأَشَدَّهَا بَأْسًا ، وَلَا يُمَاتِلُهُ حَيَوَانٌ آخَرَ فِي صَخَامَةِ الْجِسْمِ .

شَكْلُهُ : لَهُ رَأْسٌ عَظِيمٌ وَعَيْنَانِ صَغِيرَتَانِ وَأُذُنَانِ كَبِيرَتَانِ وَعُنُقٌ قَصِيرٌ ، وَلَهُ خُرْطُومٌ طَوِيلٌ وَنَابَانِ عَظِيمَتَانِ وَأَرْبَعُ قَوَائِمٍ كَالْأَعْمِدَةِ وَذَنْبٌ مُتَوَسِّطٌ فِي الطَّوْلِ . طَوْلُهُ نَحْوُ خَمْسَةِ أَمْتَارٍ وَارْتِفَاعُهُ تَقْرِيبًا ثَلَاثَةَ أَمْتَارٍ وَجِسْمُهُ خَشِنٌ خَالٍ مِنَ الْوَبَرِ .

غِدَائُهُ : هُوَ يَأْكُلُ التَّبَاتِ كَالْعِنَبِ وَأُورَاقِ الشَّجَرِ وَالتَّارِجِيلِ وَقَصَبِ السُّكَّرِ وَالحَشِينِشِ ، أَحَبُّ طَعَامِهِ شَجَرُ الْمُوزِ وَيَشْرَبُ الْمَاءَ .

طَبِيعَتُهُ : الْفَيْلُ لَطِيفٌ بِطَبِيعَتِهِ مُطِيعٌ جِدًّا لِصَاحِبِهِ . وَبِالتَّعْوِيدِ يُمَكِّنُ لِلْفَيْلِ أَنْ يَقُومَ بِالأَعْمَالِ الْمُخْتَلَفَةِ البَدِيعَةِ الشَّاقَّةِ ، يَغُوصُ فِي عَمِيقِ الْمَاءِ وَيَرْفَعُ الحُرْطُومَ وَيَخَافُ النَّارَ وَالأَشْوَاكَ ، وَهُوَ يَصُوتُ صَوْتًا كَبِيرًا ، يَخِي نَحْوًا مِنْ ثَمَانِينَ سَنَةً .

مَوْطِنُهُ : مَوْطِنُ الْفَيْلِ الأَقَالِيمُ الحَارَّةُ مِنْ أَفْرِيقَا وَأَسِيَا . وَيُوجَدُ كَثِيرًا فِي جَزِيرَةِ سَيْلَانِ وَيَسْكُنُ فِي المَنَاطِقِ الجَبَلِيَّةِ وَالعَابَاتِ . وَهُوَ شَدِيدُ المَيْلِ إِلَى الْمَاءِ ، يَمُكُّ فِيهِ سَاعَاتٍ .

قَوَائِدُهُ : يُسْتَعْدَمُ الْفَيْلُ فِي الْهِنْدِ وَالبَاكِسْتَانِ وَفِي البِلَادِ الشَّرْقِيَّةِ لِلحَمْلِ كَمَا أَنَّهُ يُسْتَعْدَمُ فِي الحَرْبِ وَلِصَيْدِ النَّمْرِ ، وَيُصْنَعُ مِنْ أُنْيَابِهِ المُنْشَطُ وَمَقَابِضُ السِّكِّينِ وَالعَصَا وَغَيْرُ ذَلِكَ .

الْحَاتِمَةُ : الْفَيْلُ حَيَوَانٌ نَافِعٌ لِلإِنْسَانِ وَلِهَذِهِ البَيْئَةُ . فَعَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ لَا يُؤْذِيَ هَذَا الحَيَوَانَ عَبَثًا .

### ৩- واجبات الطلاب

المقدمة : الطلاب هم الذين يشتغلون بتحصيل العلوم في المعاهد والمدارس ، وهي كلمة جمع مُفْرَدُهَا الطَّالِبُ.

واجبات الطلاب إلى نفسه : يجب على طلاب العلم أن يطلبوا العلم بالجد والجهد، وهو أهم واجباتهم في الحياة، وعليهم أن يعملوا حسب علمهم وأن يهتموا بالأوقات وعليهم أن لا يضيعوا أوقاتهم في اللهو واللعب، وأن يحضروا المدرسة دائما وأن يؤدوا الواجب المنزلي وأن يستيقظوا صباحا، ويعملوا الأعمال الصباحية وأن يتصفوا بالأخلاق الحسنة ويحْتَنِبُوا عَنِ الْأَوْصَافِ الرَّذِيلَةِ وَأَنْ يُطَالِعُوا الْكُتُبَ النَّافِعَةَ .

واجبات الطلاب نحو أساتذتهم : يجب على كل طالب أن يطيع الأساتذة من جميع جوانب العلم حتى يحصلوها .

الطلاب في آداب الصحة : صحة القلب موقوفة على صحة الجسد في أكثر الأوقات. وللاستقامة في مذاكرة الدروس يحتاج الطلاب إلى صحة الجسد. فذلك ينبغي للطلاب أن يحفظوا أجسادهم وأن يمتثلوا آداب الصحة.

الختامة : فرائض الطلاب وواجباتهم كثيرة. فعليهم أن يهتموا بالفرائض والواجبات، ويجب عليهم أن يطلبوا ما ينفعهم ويتركوا ما يضرهم في الدنيا والآخرة.

### ৪- المدرسة

المقدمة : المدرسة هو المكان الذي يدرس فيه . وهي منقسمة إلى قسمين في بلادنا. المدارس العامة والمدارس الإسلامية .

تعريف المدرسة : المدرسة في اللغة مكان الدرس وفي الاصطلاح المدرسة هو المكان الذي تدرس فيه العلوم الدينية والفنون المختلفة من القرآن وتفسيره والحديث الشريف والفقه وأصوله والعقائد الإسلامية واللغة العربية والمنطق والتحو والصرف والتاريخ وما إلى ذلك .

تَارِيخُ الْمَدْرَسَةِ فِي الْإِسْلَامِ : أَوَّلُ مَدْرَسَةٍ أُسِّسَتْ فِي تَارِيخِ الْإِسْلَامِ هِيَ الَّتِي أَقَامَهَا النَّبِيُّ ﷺ فِي دَارِ الْأَزْقَمِ بِمَكَّةَ الْمُكْرَمَةِ ثُمَّ فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ بِالْمَدِينَةِ الْمُتَوَرَّةِ. وَتُبْنِي الْمَدَارِسُ لِلتَّعْلِيمِ وَلِطَلَبِ الْعِلْمِ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى قَوْلِ رَسُولِنَا ﷺ "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ" إِذْ تَحْصِيلُ الْعِلْمِ مُتَعَسِّرٌ بِدُونِ الْمَدْرَسَةِ وَالْمَعْهَدِ.

أَقْسَامُ الْمَدْرَسَةِ : الْمَدَارِسُ الْإِسْلَامِيَّةُ فِي بَنْغَلَادِيَشْ لَهَا أَقْسَامٌ، الْمَدْرَسَةُ الْحُكُومِيَّةُ وَالْمَدْرَسَةُ غَيْرُ الْحُكُومِيَّةُ وَالْمَدْرَسَةُ الْقَوْمِيَّةُ. فَالْمَدْرَسَةُ الْحُكُومِيَّةُ هِيَ الَّتِي تُشْرِفُ عَلَيْهَا الْحُكُومَةُ تَمَامًا. وَالْمَدْرَسَةُ غَيْرُ الْحُكُومِيَّةُ هِيَ الَّتِي تُسَاعِدُهَا الْحُكُومَةُ بَعْضُ الْمُسَاعَدَةِ. وَالْمَدْرَسَةُ الْقَوْمِيَّةُ هِيَ الَّتِي تَقُومُ بِمُسَاعَدَةِ الْمُحْسِنِينَ الْمَوَاطِنِينَ.

أَهْمِيَّةُ الْمَدَارِسِ : لِلْمَدَارِسِ الْإِسْلَامِيَّةِ أَهْمِيَّةٌ كَثِيرَةٌ فِي حَيَاةِ الْمُسْلِمِينَ لِشَرْحِ الْعُلُومِ الدِّيْنِيَّةِ وَتَعْلِيمِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ. هِيَ مَرْكَزُ التَّصْحِيحِ وَالْهَدَايَةِ. يَخْرُجُ مِنْهَا الدُّعَاةُ إِلَى اللَّهِ. وَهِيَ تُرَبِّي أَوْلَادَ الْمُسْلِمِينَ تَرْبِيَّةً إِسْلَامِيَّةً وَتَتَقَفَّهُمُ بِالثَّقَافَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ. وَهِيَ مَنبَعُ عُلُومِ الدِّيْنِ وَمَصْدَرُ الْوَحْيِ. الْخَاتِمَةُ : الْمَدْرَسَةُ لَهَا فَوَائِدُ شَتَّى. فَعَلَى كُلِّ مَوَاطِنِي الْبِلَادِ أَنْ يُسَاعِدُوا الْمَدَارِسَ الْإِسْلَامِيَّةَ مَا دَبَّيَا وَمَعْنَوِيًّا. وَأَنْ يُرْسِلُوا أَوْلَادَهُمْ لِطَلَبِ الْعِلْمِ الدِّيْنِيِّ وَالدُّنْيَوِيِّ.

## ۵- الْإِتِّحَادُ

الْتَّمَهِيدُ : الْإِسْلَامُ أَمْرُ الْمُسْلِمِينَ بِالْإِتِّحَادِ. دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا).

تَعْرِيفُ الْإِتِّحَادِ : الْإِتِّحَادُ قُوَّةٌ عَظِيمَةٌ. وَهُوَ سَبَبُ الْفَلَاحِ وَالنَّجَاحِ. وَهُوَ وَسِيلَةُ التَّقَدُّمِ وَذَرِيعَةُ الْمَجِيدِ. وَذَلِكَ لِأَنَّ حُصُولَ الْأُمُورِ الْعَظِيمَةِ يُمَكِّنُ بِالْإِتِّفَاقِ بِسُهُولَةٍ، عَمَلُ التَّحَلُّ دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ. وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ" وَأَيْضًا قَالَ "الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ".

أَهْمِيَّةُ الْإِتِّحَادِ : وَلِلْإِتِّحَادِ أَهْمِيَّةٌ كَبِيرَةٌ فِي حَيَاةِ الْإِنْسَانِ. لِهَذَا أَمَرَنَا اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِالْإِتِّحَادِ وَالْإِتِّفَاقِ وَنَهَانَا عَنِ الْإِفْتِرَاقِ وَالْتَّبَاعِدِ وَالْإِخْتِلَافِ. حَيْثُ قَالَ تَعَالَى (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا) . فَالْإِتِّحَادُ هُوَ أَمْرٌ لَازِمٌ فِي حَيَاةِ الْإِنْسَانِ. وَهُوَ سَبَبٌ قُوَّةِ الْقَوْمِ. وَالْإِخْتِلَافُ سَبَبٌ هَلَاكِهِمْ. مَثَلًا غُصْنٌ وَاحِدٌ يُمَكِّنُ كَسْرَهُ بِقُوَّةِ يَسِيرَةٍ وَلَكِنْ إِذَا اجْتَمَعَ الْأَغْصَانُ لَا يُمَكِّنُ كَسْرُهَا بِقُوَّةِ شَدِيدَةٍ .

مَبَادِي الْإِتِّحَادِ : إِنَّ مَبَادِي الْإِتِّفَاقِ هِيَ الْإِيثَارُ وَالْمُوَاسَاةُ وَالْمُوَاخَاةُ وَالتَّحَابُّبُ وَالتَّعَاوُنُ وَالتَّرَاحُمُ . وَبِدُونِ هَذِهِ الْمَبَادِي لَا يَبْقَى الْإِتِّحَادُ وَالْإِتِّفَاقُ . قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَى» .

قُوَّةُ الْإِتِّحَادِ : إِنَّ الْإِتِّحَادَ قُوَّةٌ عَظِيمَةٌ كَمَا قَالَ فِي صَرْبِ الْمَثَلِ ، حَيْطُ وَاحِدٌ يُمَكِّنُ قِطْعَةً بِحِجْرٍ يَسِيرٍ وَلَكِنْ إِذَا اجْتَمَعَ الْخَيْطُوطُ لَا يُمَكِّنُ قِطْعَهَا بِحِجْرٍ قَوِيٍّ .

هَدَامَةُ الْإِتِّحَادِ : الْأَشْيَاءُ الَّتِي تُهَدِّمُ الْإِتِّفَاقَ وَتُمَزِّقُ الْجَمَاعَةَ هِيَ عَدَمُ إِطَاعَةِ الْأَمِيرِ وَالْإِمَامِ وَالْأَكَابِرِ وَسُوءِ الظَّنِّ وَالْحَسَدِ وَالْبُغْضِ وَالْغَيْبَةِ وَالتَّيَمُّمِ وَالتَّجَسُّسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. فَلِذَا يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَجْتَنِبَ عَنْهَا كُلَّ الْإِجْتِنَابِ .

الْحَاتِمَةُ : عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَعْتَصِمَ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا يَتَفَرَّقَ . قَالَ عَمْرٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : "لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِالْجَمَاعَةِ وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِالطَّاعَةِ وَلَا طَاعَةَ إِلَّا بِالْإِمَارَاتِ .

## ৬- قِيَمَةُ الْوَقْتِ

الْمُقَدِّمَةُ : حَيَاةُ الْإِنْسَانِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْوَقْتِ الْمَحْدُودِ. إِذَا اسْتَشَعَرَ بِقِيَمَتِهِ اسْتَحْدَمَهُ اسْتِخْدَامًا جَيِّدًا وَيَنْجَحُ بِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْآخِرَوِيَّةِ وَإِلَّا لَهُ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ .

الْمُرَادُ بِقِيَمَةِ الْوَقْتِ : الْمُرَادُ بِالْوَقْتِ هُوَ كُلُّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْحَيَاةِ وَكُلِّ حِينٍ مِنْ عُمُرِهِ. وَالْمُرَادُ بِقِيَمَةِ الْوَقْتِ قَدْرُهُ وَعَدَمُ صَبِيحِهِ .

أَهَمَّتُهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْغَالِيَةِ الَّتِي تُوجَدُهَا الْإِنْسَانُ فِي الْحَيَاةِ مِنْ أَعْظَمِهَا وَأَثْمَنِهَا وَأَهْمَهَا الْوَقْتُ. فالإنسان ينجح في حياته باستغلال الوقت استغلالاً حسناً ويخسر في حياته لعدم استغلاله وتضييعه عبثاً. وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَسْأَلُ النَّاسَ عَنْ حَيَاتِهِ أَيْ كُلِّ حِينٍ مِنْ عُمُرِهِ يَوْمَ الْحِسَابِ. لِذَا قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) اِغْتَنِمْ حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ وَشَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ.

كَيْفَ يُسْتَعْمَدُ الْوَقْتُ : عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ يَسْتَعْمِدَ وَقْتَهُ اسْتِخْدَامًا صَحِيحًا. فَلَا يُضَيِّعُ وَقْتَهُ بِدُونِ عَمَلٍ. بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُوزَّعَ وَقْتَهُ لِلنَّوْمِ بَعْضُهَا وَلِلْعِبَادَاتِ بَعْضُهَا وَلِكَسْبِ الْمَالِ الْحَلَالِ بَعْضُهَا وَلِلنُّزْهِةِ بَعْضُهَا وَلِتَحْصِيلِ الْعُلُومِ بَعْضُهَا. وَعَلَى كُلِّ طَالِبٍ أَنْ لَا يَتْرُكَ عَمَلَ الْيَوْمِ لِلْعَدِّ بَلْ يَتِمَّ كُلُّ عَمَلٍ فِي وَقْتِهِ. فَيُوزَّعُ لِلْمَذَاكِرَةِ بَعْضَ الْأَوْقَاتِ وَبَعْضُهَا لِمُطَالَعَةِ الْكُتُبِ الْخَارِجِيَّةِ وَالْجَرَائِدِ وَبَعْضُهَا لِلْأَكْلِ وَالْعُسْلِ. عَلَى كُلِّ حَالٍ كُلُّ عَمَلٍ أَنْ يُعْمَلَ فِي وَقْتِهِ الْمُنَاسِبِ وَلَا يُضَيِّعُهُ.

الْحَاقِمَةُ : عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَسْتَعْمِدَ الْأَوْقَاتَ اسْتِخْدَامًا صَحِيحًا. لِأَنَّ الْفَلَاحَ مَوْقُوفٌ عَلَى اسْتِخْدَامِ الْأَوْقَاتِ صَحِيحًا.

## শিক্ষক নির্দেশিকা

আরবি একটি বিদেশী ভাষা। মুসলমানদের জন্য এ ভাষা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড দাখিল স্তরের প্রতিটি শ্রেণিতে আরবি ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। আর যেকোন ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য ঐ ভাষার ব্যাকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্যে দাখিল স্তরের **قَوَاعِدُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ** অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ যাবৎ দাখিল স্তরের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কোন সুনির্দিষ্ট কারিকুলাম না থাকায় আরবি কাওয়াইদ শেখানোর জন্য নাছ এবং সারফ এর বিভিন্ন বই পাঠ্যবইয়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। একজন শিক্ষকের জন্য তা থেকে শ্রেণি উপযোগী অংশ বাছাই করে পাঠদান করা বাস্তবসম্মত ছিল না বিধায় এক একটি মাদ্রাসার পাঠদান ছিল অন্যটি থেকে আলাদা। তাই দেশের শিক্ষার্থীদের অভিন্ন **قَوَاعِدُ** শেখানোর জন্য যথার্থ পদক্ষেপ হিসেবে বর্তমান কারিকুলাম অনুযায়ী বইটি লেখা হয়েছে।

শিক্ষার্থীর ধারণ ক্ষমতাকে বিবেচনায় রেখে আরবি **قَوَاعِدُ**-এর মৌলিক বিষয়গুলি সংযোজনপূর্বক বইটি পাঁচটি ইউনিট; (ক) **الْصَّرْفُ** (খ) **الْتَّحْوُ** (গ) **الْتَّرْجِمَةُ** (ঘ) **الْطَّلَبُ وَالرَّسَالَةُ** (ঙ) **الْإِنْشَاءُ**-এ বিভাজন করা হয়েছে। শিক্ষাবর্ষের মধ্যে সম্পূর্ণ বইটি পাঠদান করা একজন শিক্ষকের দায়িত্ব।

বইটি রচনার ক্ষেত্রে আমরা দেশ-বিদেশের প্রসিদ্ধ ‘আরবি কাওয়াইদ’ বইয়ের সহায়তা নিয়েছি। তন্মধ্যে হেদায়াতুল্লাহ, মাবাদিউল আরাবিয়্যাহ, আননাহউল ওয়াজীফী, মুয়াক্কিরাতুন ফীন নাহবি ওয়াস সারফি ও ইনশাউত তালামীয সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া বইটিতে কুরআন ও হাদীস থেকে উদাহরণ গ্রহণসহ গঠনমূলক উদাহরণ প্রদান করা হয়েছে। বইটি সহজ বাংলা ভাষায় রচনা করা হয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক আরবি চর্চার ব্যাপক সুযোগ পায়। অনুশীলনীতে চিন্তন, অনুধাবন, প্রয়োগ, সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ দক্ষতার ব্যবহার রাখা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র মুখস্থ নির্ভর পড়াশুনায় অভ্যস্ত না হয়ে বুঝার প্রতি গুরুত্বারোপ করে।

বইটি পাঠদানের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষক নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোতে যত্নবান হবেন –

\* সর্বপ্রথম সিলেবাস বা পাঠ্যসূচি ভালভাবে পড়ে নিবেন।

\* বছরের শুরুতেই বইটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একবার পড়বেন।



- \* বইটিতে মোট পাঁচটি বাব বা অধ্যায় রয়েছে। ছরফ, নাহ্ব, অনুবাদ, চিঠি ও আবেদন পত্র এবং ইনশা। প্রত্যেক সেমিষ্টারে ৫টি বাব থেকে যৌক্তিক অংশ পাঠদান করার জন্য বছরের শুরু থেকেই পাঠ পরিকল্পনা গ্রহণ করে পাঠদান করতে হবে।
- \* ছরফের ক্লাসে তাহকীক এবং নাহ্ব ও অনুবাদের ক্লাসে সাধ্যমত তারকীবের গুরুত্ব দেবেন।
- \* শিক্ষার্থীর পাঠ বুঝার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করবেন। প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো মুখস্ত করাবেন।
- \* কাওয়াইদ অংশের প্রত্যেকটি পাঠ পড়ানোর জন্য প্রথমত উদাহরণগুলো এমনভাবে বুঝাবেন, যাতে শিক্ষার্থীরা প্রদত্ত কাওয়াইদ সহজে চিনতে ও বুঝতে পারে। অতঃপর কাওয়াইদ সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে সাধ্যমত বইয়ে প্রদত্ত উদাহরণের বাইরেও উদাহরণ বোর্ডে লিখে বুঝানোর চেষ্টা করবেন।
- \* নিয়ম (قاعدة) বুঝানো ও আলোচনার পর শিক্ষার্থীদেরকে নিজেদের পক্ষ থেকে উদাহরণ পেশ করতে বলবেন।
- \* এমন কিছু বাড়ির কাজ দেবেন যাতে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ও উদ্ভাবন করার মত দক্ষতা তৈরি হয়।
- \* কুরআন ও হাদীসের উদাহরণ ব্যবহার করার প্রতি অভ্যাস তৈরি করতে সচেষ্ট হবেন।
- \* শিক্ষার্থীদের এমনভাবে ক্লাস ওয়ার্ক ও হোম ওয়ার্ক দেবেন যাতে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ সম্পাদন করে।
- \* বেশি বেশি ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের মাধ্যমে সহজভাবে পাঠ উপস্থাপন করবেন।
- \* আরবি ব্যাকরণ এর ক্লাসে মাঝে মধ্যে আরবি ভাষার বই ব্যবহার করবেন এবং তা থেকে নির্দিষ্ট قاعدة বের করতে বলবেন।
- \* শিক্ষার্থীদের উৎসাহদান করে পড়াবেন।

تمت بالخیر



সকল জ্ঞানীর উপর একজন মহাজ্ঞানী রয়েছেন  
-আল কুরআন

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে  
-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে  
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত এবং  
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত